শ্রীরামানুজ-চরিত

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

প্রণীত।

উদ্বোধন কার্য্যালয়

কলিকাতা।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

বিজ্ঞাপন।

ভক্তাচার্য্য মহানুভব শ্রীরামানুজ স্বামিপাদের জীবন ঘটনা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের জনসাধারণের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। কখন কখন, শাস্ত্রজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তি ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা করিতে যাইয়া তাঁহার নাম ও তৎকৃত শ্রীভাষ্যের কথা শুনিতে পাইতেন এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদরূপ শ্রীরামানুজ-প্রচারিত মতটীকে মহামহিমাচার্য্য শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত মতের প্রতিদ্বন্দী মতবিশেষ বলিয়া একটা মোটামুটি ধারণা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন। আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ স্বামিজীই বর্ত্তমান কালে নিজ বক্তৃতা সকলে বিশদ ভাষায় শ্রীরামানুজ ও তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈত মতের সারোল্লেখ করিয়া তদ্বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট করেন; এবং গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীই প্রথম, আচার্য্য রামানুজের জন্মভূমি মাদ্রাজ অঞ্চলে দীর্ঘকাল বাস ও মূলগ্রন্থ সকলের সহায়ে ঐ আচার্য্যের অপূর্ব্ব জীবন, মত ও কার্য্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া বঙ্গের জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত উহা উদ্বোধন পত্রিকায় ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত করিতে থাকেন। বলা বাহুল্য, উহাই এখন আমরা পুস্তকাকারে পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। সুবৃহৎ গ্রন্থখানি উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে সন ১৩০৫ সালের ফাল্গুণ মাস হইতে সন ১৩১৩ সালের কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত প্রায় দীর্ঘ আট বৎসর কাল লাগিয়াছিল। শ্রীরামানুজ-চরিত যে কতদূর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে তাহা উদ্বোধনের পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। আমরা ভাবিয়াছিলাম, স্বামি শ্রীরামকৃষ্ণনন্দজীর নিঃস্বার্থ উদ্যমের ফলস্বরূপ পুস্তকখানি, তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিব; কিন্তু নানা দৈব

দুর্ব্বিপাকে, বিশেষতঃ বিগত সন ১৩১৮ সালের ৪ঠা ভাদ্র তারিখে গ্রন্থকর্ত্তা পুস্তকের সংশোধন কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই পরমপদবী লাভ করায় ইহার প্রকাশে বিলম্ব হইল।

স্বামি শ্রীরামকৃষ্ণানন্দজী এখন আর আমাদের মধ্যে নাই! ইহ-লোকের ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, সুযশ কুযশাদির অতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়া তিনি এখন শ্রীগুরুপদাশ্রয়ে চিরনির্ব্বৃতি লাভ করিয়াছেন! অতএব শ্রদ্ধাসম্পন্ন পাঠক তাঁহার পবিত্র জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রন্থা-রম্ভের পূর্ব্বে লাভ করিতে এখন আগ্রহবান্ হইতে পারেন। সেজন্ম আমরা নিম্নে, উদ্বোধন পত্রিকার ১৩১৮ সালের আশ্বিনের সংখ্যায় প্রকাশিত, স্বামীজির জীবনের মূল ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য বিষয়ের পরিসমাপ্তি করিলাম—

বিগত ৪ঠা ভাদ্র, সন ১১৩৮ সাল ইংরাজী ২১শে আগষ্ট, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ, বেলা ১টা ১০ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের প্রাচীন প্রচারকদিগের অন্যতম, মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের অশেষগুণালঙ্কৃত অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণ, স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ, মহারাত্রির নিবিড় অঞ্চলাবরণে মহাসমাধিতে সুখ-শয়ন লাভ করিয়াছেন!

১৭৮৫শকে স্বামীজি ইহসংসারে আগমন করিয়াছিলেন এবং ১৮৩৩ শকে অভয়ধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব একোনপঞ্চাশ বৎসর কাল মাত্রই মনুষ্যলোকে আমাদের সহিত যাপন করিয়াছেন।

গুরুগতপ্রাণতা, উদ্দেশ্যের একতানতা, সেবাপরায়ণতা এবং জ্বলন্ত ত্যাগ ও ঈশ্বরভক্তি একদিকে যেমন প্রিয়দর্শন স্বামীজিকে ভক্তের নিকট আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল, অন্যদিকে আবার তেমনি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, শাস্ত্রজ্ঞান, সহানুভূতি ও সহৃদয়তা তাঁহাকে সংসার-দাবদগ্ধ জীবগণের আশা ও শান্তিপ্রদ আশ্রয়স্থল-স্বরূপে অবলম্বনীয় করিয়াছিল।

প্রথমে আলবার্ট কলেজে এবং পরে মেট্রোপলিটন কলেজে পাঠকাল হইতেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনে আধ্যাত্মিকতা-লাভের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। বাল্যকালে পূজাদি, পরে, নিত্য নিয়মিতভাবে বাইবেল ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ পাঠ এবং ভক্ত্যাচার্য্য কেশব-চন্দ্রের ধর্ম্ম-বক্তৃতা সকলে ও উপাসনা-মন্দিরে সাগ্রহে যোগদান প্রভৃতি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইত, ঐ পিপাসা ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রাণে কতদূর প্রবল হইতেছিল!

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে, শরৎ ও হেমন্তের মধুর সম্মিলন কালে, পূর্ব্বোক্ত পিপাসার চরম পরিণতিতে স্বামীজি দক্ষিণেশ্বরে চিরশান্তিপ্রদ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে মিলিত হইয়াছিলেন।

অনুরাগের প্রবল ঝটিকায় ঐ ঘটনায় তাঁহার জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইলে তিনি প্রথমে, শ্রীগুরু-সকাশে বাটী হইতে গমনাগমন—পরে গৃহত্যাগ করিয়া কাশীপুর উদ্যানে গুরুগৃহেবাস—পরে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীগুরু অদর্শন হইলে তাঁহার শ্রীপাদুকার সেবা ও পূজা-মাত্রাবলম্বনে বরাহনগর মঠে প্রায় দ্বাদশবর্ষকাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পূজ্যপাদাচার্য্য স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ প্রথম-বার পাশ্চাত্যবিজয় করিয়া মঠে প্রত্যাগমন এবং গুরুভ্রাতাগণের সহায়ে ভারতের নানা স্থানে লোকহিতায় নানা শুভকার্য্যের সংস্থাপন করেন। স্বামীজির আদেশ শিরে ধারণ করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঐ বৎসরের শেষ ভাগেই মান্দ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ ও মিশনের কেন্দ্র-স্থাপনে গমন করিয়াছিলেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর কাল সাম্প্রদায়িক ভাব-সমাকুল দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে, পূজ্য-পাদ স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের পদানুসরণে, শ্রীগুরুনামাঙ্কিত 'যত মত তত-পথ' রূপ বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন।

গুরুপদাশ্রিত বীর শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের দেবোপম জীবন ও জীবনপাতী

পরিশ্রমের ফলস্বরূপে মান্দ্রাজ ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ঐ কালে যে সকল মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয়, শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের অদর্শনে মুহ্যমান মান্দ্রাজ ও দাক্ষিণাত্য-নিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া, এখনও বিলক্ষণ পাওয়া যায়। তাহারা সহস্রমুখে সে সকল কথা বলিতে বলিতে নয়নধারায় বক্ষঃস্থল এখনও সিক্ত করিতে থাকে!

স্বার্থশূন্যতা, অধ্যবসায় ও উদ্দেশ্যের একতানতার পরিমাণ দেখিয়াই আমরা সংসারে মনুষ্যজীবন ও তৎকৃত কার্য্যকলাপের মহত্ত্ব বিচার করিয়া থাকি। ঐ মানদণ্ডে পরীক্ষা করিলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের সদৃশ পবিত্রোদার জীবন সংসারে দুর্লভ! স্বার্থকলুষতাপূর্ণ-পৃথিবীতে ঐরূপ জীবনের যথাযথ আদর নাই দেখিয়াই বোধ হয় জগতের আরাধ্য দেব ঐরূপ গুণসম্পন্ন মানবকে অল্পকালেই নিজ সকাশে সংগ্রহ করিয়া লন্।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে স্বামীজি শেষবার ৺রামেশ্বরাদি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া মান্দ্রাজে প্রতিনিবৃত্ত হন্। এবং অল্পকাল পরেই কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। এই কালের প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বহুমূত্র রোগে তাঁহার শরীর জীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। রোগ দুঃসাধ্য জানিতে পারিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ তখন তাঁহাকে কলিকাতায় চিকিৎসার্থ আনয়ন করেন। ১৩১৮ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ তিনি কলিকাতা পৌছেন এবং ঐদিন হইতেই কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ও কবিরাজগণের হস্তে তাঁহার চিকিৎসার ভার অর্পিত হয়। পরিশেষে প্রায় আড়াই মাস কাল কলিকাতার বাগবাজার পল্লীর অন্তর্গত ১২। ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-শাখা মঠে প্রসন্নবদনে, অসীম ধৈর্য্যের সহিত রোগের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া স্বামীজি অন্তে সমাধিতে দেহরক্ষা করেন। সমাধিতেই যে তিনি দেহত্যাগ করেন, তদ্বিষয় তাঁহার ঐ কালে সর্ব্বাঙ্গে বহুক্ষণব্যাপী অসাধারণ পুলক দেখিয়াই তদীয় গুরুভ্রাতাগণ অনুমান করিয়াছিলেন।

শরীর ত্যাগের পর কলিকাতা হইতে বেলুড়মঠে লইয়া যাইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের শরীর, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি-মন্দিরের নিকটে অগ্নিসাৎ করা হইয়াছিল।

বিনীত

উদ্বোধন-সম্পাদক।

সূচীপত্র।

—(০)—

দর্শনে উল্লাস, বিশ্রাম লাভার্থ কুটীর অলিন্দে আশ্রয় গ্রহণ ;—বাত্যা-তাড়িত পূদত্তের তথায় আগমন ও আশ্রয় প্রার্থনা ;—বাত্যাতাড়িত পে আলো য়ারের তথায় আগমন ও আশ্রয় প্রার্থনা; প্রত্যেকের শ্রীহরির রূপদর্শন, এবং উল্লাসে বাঙ্ময়ীপূজা ;—পরস্পরের পরিচয় ও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান। পৃঃ ২৪—২৮।

ষষ্ঠ অধ্যায়—তিরুপ্পান আলোয়ার :—চণ্ডালবংশ, সঙ্কীর্ত্তন ; শ্রীরঙ্গনাথের পূজক মুণিকর্ত্তৃক তৎপ্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ ; শ্রীরঙ্গনাথের মুণির প্রতি ক্রোধ ও তদাদেশে মুণি কর্ত্তৃক তিরুপ্পানকে স্কন্ধে ধারণ। পৃঃ ২৯—৩১।

সপ্তম অধ্যায়—তিরুমঙ্গই আলোয়ার ও তৎকর্ত্তৃক শ্রীরঙ্গ-নাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা :—তিরুমঙ্গই ;—তীর্থভ্রমণ, চারিজন সিদ্ধপুরুষ কর্ত্তৃক শিষ্যত্ব গ্রহণ, শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির দর্শন, শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের বাসনা ;—বণিকগণের গৃহে ভিক্ষা, দস্যুতা, অর্থসঞ্চয়, শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ;—সপ্ত প্রাকার বিশিষ্ট পুরী ;—দস্যুসহচরগণকে জলমগ্ন করিয়া বিনাশ ;—লুণ্ঠনাভিলাষে রাজদেবালয়ে প্রবেশ, শ্রীমন্নারায়ণের অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়ক গ্রহণের বৃথা চেষ্টা, দিব্যজ্ঞান, তিরুমুড়ি স্তোত্র। পৃঃ ৩২—৩৯।

অষ্টম অধ্যায়—নাথমুনি ও যামুনাচার্য্য :—শ্রীশ্রীবৃন্দাবন দর্শন, পৌত্রলাভ, পুত্রবিয়োগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ, যামুনাচার্য্য ; সিংহাসনাংশ। পৃঃ ৩৯—৪১।

নবম অধ্যায়—যামুনাচার্য্যের রাজ্যলাভ :——শ্রীমদ্ভাষ্যা-চার্য্য গৃহে পাঠ, তদ্‌গৃহে কোলাহল শর্ম্মার শিষ্যের আগমন ও যামুনা-চার্য্যের সহিত বাক্‌যুদ্ধ ; তচ্ছ্রবণে কোলাহল শর্ম্মার ক্রোধ ;—রাজাদেশে যামুনাচার্য্যের রাজগৃহে গমন, বিচার, কোলাহলের পরাজয়, অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্তি, আলওয়ান্দার উপাধি। পৃঃ ৪১—৫১।

দশম অধ্যায়—যামুনাচার্য্যের বৈরাগ্য :—পিতামহ নাথ মুনির দেহ রক্ষা ;—তদাদেশে তচ্ছিষ্য নম্বির যামুনাচার্য্যের নিকট আগমন,

দ্বিতীয় ভাগ।

পঞ্চদশ অধ্যায়—গোষ্টিপূর্ণ :—গোষ্টিপূর্ণের নিকট অর্থ সহিত বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণের জন্য রামানুজের প্রতি মহাপূর্ণের আদেশ; রামানুজের তৎসমীপে গমন; গোষ্টিপূর্ণের মন্ত্রদানে অনিচ্ছা; অষ্টাদশবার প্রত্যাখ্যান, রামানুজের বিলাপ, মন্ত্রপ্রাপ্তি, জনতা সম্মুখে মন্ত্র প্রকাশ; গোষ্টিপূর্ণের ক্রোধ, রামানুজের প্রেমগর্ভ উক্তি শ্রবণে তাঁহাকে অবতার জ্ঞানে ক্ষমা প্রার্থনা। পৃঃ ১৮৬—১৯১।

ষোড়শ অধ্যায়—শিষ্যগণকে শিক্ষা প্রদান ও গুরুগণের নিকট স্বয়ং শিক্ষা গ্রহণ :—রামানুজের শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন; কুরেশের চরম শ্লোকার্থ লাভ; দাশরথির শ্লোকার্থ জানিবার আবেদন; রামানুজের আদেশে তাহার গোষ্টিপূর্ণের নিকট গমন, তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান; অভিমান দূর করিতে মহাপূর্ণ-কন্যা অত্তুলার দাসত্ব অঙ্গীকার ও রামানুজ কর্ত্তৃক শ্লোকার্থ প্রাপ্তি; বররঙ্গের নিকট তামিল প্রবন্ধ পাঠ; মালাধরের নিকট "শঠারি সূক্ত" অধ্যয়ন; রামানুজ কর্ত্তৃক মালাধরের ভ্রম সংশোধন; মালাধরের ক্রোধ ও তৎপ্রতি গোষ্টিপূর্ণের উপদেশ; পুনঃ শিক্ষাদান কালে রামানুজের নিকট শ্লোকের গভীরার্থ অবগতি; রামানুজ কর্ত্তৃক বররঙ্গের সেবা; তৎপ্রতি বররঙ্গের ধর্ম্ম রহস্য প্রকাশ; যামুনাচার্য্যের পঞ্চশিষ্যের নিকট শিক্ষা লাভে রামানুজের সর্ব্বাভাব মোচন। পৃঃ ১৯২—১৯৮।

সপ্তদশ অধ্যায়—শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর প্রধানার্চ্চক :—প্রাচীন হিন্দু শিল্প কৌশল; শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের বিশালতা; শ্রীরঙ্গনাথের অর্চ্চক; রামানুজের প্রতি প্রধানার্চ্চকের দ্বেষ ও বিনাশের সঙ্কল্প; তদুদ্দেশ্যে রামানুজকে নিমন্ত্রণ; রামানুজের অর্চ্চক গৃহে গমন, অর্চ্চকপত্নীর রামানুজকে অন্নগ্রহণে নিষেধ; রামানুজের অর্চ্চকগৃহত্যাগ; গোষ্টিপূর্ণকে নিবেদন ও অর্চ্চকের শুভ চিন্তা; অর্চ্চক কর্ত্তৃক বিষ মিশ্রিত শ্রীরঙ্গনাথের স্নানজল রামানুজকে পানার্থ দান; রামানুজের জল পানান্তে উল্লাস; ভক্তগণের রামানুজকে বেষ্টন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন;

শ্রীরঙ্গমের রামানুজাচার্য্যমূর্ত্তি।
ইহা রামানুজের জীবিতাবস্থায় নির্ম্মিত হয়

লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীরামানুজ-চরিত।

উপক্রমণিকা।

অস্মদ্দেশে ভগবান্ শ্রীরামানুজ সম্বন্ধে অনেকেই অনভিজ্ঞ। তাহার কারণ, উক্ত মহাত্মার মতাবলম্বিগণ এদেশে অতি বিরল। যাঁহারা শ্রীরামানুজের পদানুবর্ত্তী, তাঁহারা শ্রীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যে উহাঁদের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্। শ্রীরামানুজ কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কি ধর্ম্ম-মত প্রচার করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে উক্ত মতের প্রচার ছিল কিনা, তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথাবলম্বিগণকে শ্রীসম্প্রদায়ী বলা হয় কেন, ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মতের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য আছে কিনা, এ সমুদয় তত্ত্ব এদেশে অতি অল্প লোকেই অবগত আছেন। কিন্তু নির্ব্বাণোন্মুখ বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর জড়-বাদ, দেহাত্মবাদ, বা নাস্তিকবাদ ভেদ করিয়া, স্বভাবতঃ মৎস্য-মাংস-প্রিয়, জীবহিংসা-নিরত, দেহের পুষ্টি ও তুষ্টি-সাধনে নিরন্তর যত্নশীল, অতএব শিব-বিষ্ণু-ব্রহ্মেশ্বর প্রভৃতির উপাসক হইলেও, প্রকৃতপক্ষে, চার্ব্বাকমতাবলম্বিসমূহের দ্বারা সম্যক্ পরিবেষ্টিত হইলেও, যাঁহার পদানুবর্ত্তী ভক্তবৃন্দ অদ্যাবধি জীবহিংসাকে মহা দুষ্কর্ম্ম বলিয়া জানেন, প্রাণ-প্রিয় প্রাণিবর্গের প্রাণনাশ করিয়া নিজ প্রাণের পালন ও পোষণ করাকে যাঁহার ভক্তেরা রাক্ষসী বৃত্তি বলিয়া, তদনুষ্ঠানকারীর সংসর্গকে ও সভয়ে পরিত্যাগ করেন, যাঁহার মহান্, সর্ব্বপ্রাণি-হিত-চিকীর্ষ হৃদয়ের পবিত্র প্রতিবিম্ব স্বার্থপর, অন্ধতমসাচ্ছন্ন, দেহৈকপরায়ণ মানব-মণ্ডলীর মধ্যে ও স্বভক্ত-বৃন্দের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া—

"স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ ॥"

এই আর্য হৃদয়োচ্ছ্বাসের অদ্যাবধি জীবন্ত প্রমাণ-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার সুগভীর ন্যায়সঙ্গত যুক্তি-জাল, অপরিমিতধীশক্তি-সম্পন্ন ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অকাট্য-যুক্তি-পূর্ণ অদ্বৈত মতেরও ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বিরাজ করিতেছে, যাঁহার প্রেমপূর্ণ-হৃদয় আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত সকল প্রাণিবর্গেরই আশ্রয়-স্বরূপ, যাঁহাকে তদ্ভক্তেরা রাঘবানুজ, ভক্তবীর লক্ষ্মণের দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করেন, সেই মহানুভবের জীবন-লীলা, ও অনর্ঘসিদ্ধান্তমঞ্জরী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকা কি অতি অদূরদৃষ্টির কথা নহে? যদি তাহা হয়, তাহা কি হেয় ও পরিত্যজ্য নহে?

মহানুভবগণের জীবন সর্ব্বদাই পরার্থে উৎসর্গীকৃত হয়। তাঁহারা স্বীয় প্রয়োজন সাধনের জন্য ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করেন না। তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই দীন, দরিদ্র, অসহায় জীবমণ্ডলীর দুঃখনাশ-চিন্তায় পরিপূর্ণ। এই জন্যই ইহাঁদের জীবনেতিহাসের সম্যক্ আলোচনা নিরতিশয় লাভ-জনক। সমগ্র জীবমণ্ডলীর শুভ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া, তাঁহারা শুভ-প্রাপ্তির যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা জানা থাকিলে, ও তদনুবর্ত্তী হইলে, ইহ জগতে পরম সুখে জীবন যাপন করিতে পারা যায়, এবং পর জগতের পথও নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব হইয়া গিয়া পরিশেষে অতুল স্বর্গসুখ বা মোক্ষসুখ প্রসব করে। সুতরাং, এই ঐহিক ও পারলৌকিক শুভপ্রদ মহানুভবগণের চরিতামৃত পান করা বুদ্ধিমান্ মাত্রেরই যে নিরতিশয় কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য। মহামহিম, বিশাল-হৃদয় রামানুজ মহানুভবগণের মধ্যে একজন অগ্রণী। তাঁহার প্রদর্শিত মার্গ সত্ত্বগুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং রজঃ-ও তমঃ-প্রধান মার্গ-সমূহের ন্যায় অস্থির ও ক্ষণ-স্থায়ী নয় বলিয়া তাহা শাশ্বত ফল প্রসব করে। যদি কেহ নিত্য পরমানন্দের ভাগী হইতে চাও, ভগবান্

শ্রীরামানুজের ন্যায় মহানুভবগণের পদানুসরণ কর। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অস্মদ্দেশে শ্রীরামানুজ-চরিত্র-সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই অনভিজ্ঞ। এরূপ অনভিজ্ঞতা যে সাতিশয় ক্ষতিজনক, তাহাও ইতিপূর্ব্বে দেখাইলাম। অতএব উক্ত ক্ষতি পূরণের জন্য আমরা পাঠক-বর্গকে এই অমূল্যনিধি উপহার দিতে মনস্থ করিয়াছি। উক্ত মহাত্মা-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথ ধনী, নির্ধনী, পণ্ডিত, মূর্খ, উচ্চ, নীচ প্রভৃতি সকলের পক্ষেই সুগম ও পরম লাভজনক।

আর একটি কথা। দুরূহ ও দুরধিগম্য উপদেশ-রাজি কণ্ঠস্থ করা অপেক্ষা মহাপুরুষগণের জীবন-পাঠে অধিক লাভ আছে। তাহার কারণ এই যে, নিরবয়ব সুতরাং দুর্গ্রাহ্য উপদেশগুলি সাধুজীবনে সাবয়ব হইয়া প্রকাশ পাওয়ায়, সাতিশয় সহজ-গ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং সাধারণ মানব-মণ্ডলীর পক্ষে সুখানুকরণীয় হওয়ায়, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে তত্তাবতের অনুসরণ করিয়া সাধুতার পথে অগ্রসর হয়েন, এবং জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে দেবত্ব আশ্রয় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, সত্যকথা কহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু যে দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই সত্যের অপলাপ দেখিয়া পরিশেষে এরূপ ধারণা হয় যে, সত্যবাক্য প্রয়োগের কর্ত্তব্যতা, কেবল অনুশাসন-গ্রন্থেই পর্য্যবসিত হইয়াছে; কার্য্যকালে শুদ্ধ সত্য-বাক্য প্রয়োগ করা একান্ত অসম্ভব। যদি ইহ-জগতে সত্য-মূর্ত্তি মহানুভবগণ জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে মানব-হৃদয়ে উক্ত ধারণা "অচল-অটল-সুমেরুবৎ" বদ্ধমূল হইয়া থাকিত। কিন্তু সর্ব্বজন-পিতা, সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বর স্বীয় সন্তান-বর্গের উপর অসীম স্নেহ সংস্থাপন করিয়া, মধ্যে মধ্যে তাহাদের ধর্ম্মগ্লানি নাশ করিবার জন্য সাধু-বিগ্রহ ধারণ-পূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন; তাহাতেই মানবগণ সাধুতার পথে অগ্রসর হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক শুভফল লাভ করিতে

সমর্থ হয়েন। সুতরাং, এরূপ সাধুজীবনের অনুশীলন করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা আর পাঠকবর্গকে অধিক বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরাপ্রভাব।

ভক্তনাম কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য ও তাহার প্রণালী।

শ্রীসম্প্রদায়ী কোন বৈষ্ণব যখন রামানুজ প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুগণের নাম-কীর্ত্তন করেন, সেই সকল পবিত্র নামাবলীর প্রভাবে তাঁহারা তখন আপনাদিগকে সর্ব্ব-কল্মষ-পরিশূন্য দেবতার ন্যায় পবিত্র বলিয়া বোধ করেন। বিশ্বাসী বৈষ্ণব-হৃদয় যতই তমসাচ্ছন্ন হউক না কেন, দুঃখ-দুর্দ্দিন, দুর্বিপাকতাড়নায় তরঙ্গাকুল সংসার-সমুদ্রে যতই তাহা উদ্বেলিত ও ভীত হউক না কেন, যখনই সেই পবিত্র নামাবলী তাঁহারা হৃদ্গত করেন, তখনই তাঁহাদের সমস্ত সন্তাপ দূর হয়। ইহার কারণ কি? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব উক্ত প্রশ্নের সমুচিত মীমাংসা করিয়াছেন। গৃহ-গর্ভ সহস্র-বর্ষব্যাপী অন্ধকারের আবাসভূমি হইলেও যেমন একটি দীপ-শলাকার ঘর্ষণে তৎক্ষণাৎ আলোকিত হয়, ঘনীভূত তমোরাশি যুগপৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ অগ্নি-তুল্য পবিত্র ও উজ্জ্বল কোনও মহাপুরুষের নাম একবার মাত্র গ্রহণ করিলেও তখনই যাবতীয় নিবিড় হৃদ্গ্লানি ভস্মসাৎ হইয়া যায়। যদি মহাপুরুষগণের নামের এতই প্রভাব, তাঁহাদের স্ব-স্বরূপের প্রভাব যে অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্তনীয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে কি প্রমাণান্তরের আবশ্যক?

কিন্তু যেমন দীপশলাকা বিপরীত দিকে ঘৃষ্ট হইলে অন্ধকার-নাশের সম্ভাবনা নাই, যদি শত বৎসর ধরিয়াও উক্ত ঘর্ষণ-প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান

করা হয়, তাহা যেমন কোন সুফল প্রসব করে না, কেবল পরিশ্রম মাত্র লাভ হয়, সেইরূপ মহাপুরুষগণের নাম গ্রহণ করিবারও নিয়ম আছে, তাহা জানা না থাকিলে, তদ্‌গ্রহণে কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত, পরিশেষে নাস্তিকতা আনিয়া দেয়। সে নিয়ম কি? ভক্তাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহা এইরূপে বিধি-বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, যথা ;—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ" ॥

যিনি তৃণাপেক্ষাও আপনাকে অতি ক্ষুদ্র মনে করেন, যিনি বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু, যিনি আপনি মান চাহেন না, পরন্তু অপর সকলকেই সর্ব্বদা মান দিয়া থাকেন, তিনিই হরিনাম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত। "ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ এ তিনই এক", সুতরাং, হরিনাম-গ্রহণের জন্য যে যে নিয়ম আবশ্যক, হরিভক্ত মহাপুরুষ-গণের নাম গ্রহণ করিতে হইলেও সেই সেই নিয়ম আবশ্যক। ভক্ত ও ভগবানে ভেদ নাই কেন? কারণ, প্রকৃত ভক্তের হৃদয় সর্ব্বদাই হরির নিবাস-ভূমি; ভক্ত তাঁহার আজ্ঞাকারী দাস। দাসের যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা প্রভুর চেষ্টারই নামান্তর। দাস নিজের জন্য কিছুই করেন না বা ভাবেন না। তাঁহার যাবতীয় কার্য্য ও চিন্তা তাঁহার নহে, কিন্তু তাঁহার প্রভুর। যেমন আমার হস্তপদ আমার আজ্ঞাকারী বলিয়া হস্তের দ্বারা ও পদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্যসকল, হস্তের বা পদের না হইয়া আমার কাজ বলিয়া পরিগণিত হয়, তদ্রূপ ভৃত্যের কার্য্য ও চিন্তাবলি ভৃত্যের না হইয়া প্রভুরই হওয়া যুক্তিযুক্ত। অতএব, ভক্ত ও ভগবানে ভেদ কোথায়? ভাগবতসকলও ভগবানের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনেই বিনিযুক্ত। ভাগবত-পাঠে ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। এই জন্যই ভগবান্ ব্যাস ব্রহ্মসূত্রে "শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ" এই সূত্রের অবতারণা করিয়া, ব্রহ্ম কেবল

মাত্র শাস্ত্রের দ্বারাই প্রকাশ্য ও জ্ঞেয়, এরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভগবন্ময় বলিয়া ভাগবতও ভগবানের নামান্তর।

যখন মনুষ্য-হৃদয় অহঙ্কারে পরিপ্লুত থাকে, যখন সর্ব্ব বিষয়ের জিজ্ঞাসা তদীয় চিত্তকে অধিকারপূর্ব্বক তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলে, যখন সেই চঞ্চল বুদ্ধির সাহায্যে কতিপয় ইন্দ্রিয়-সুখ-লাভের সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়া সে মানব আপনাকে কৃতার্থ ও সর্ব্বজ্ঞ মনে করে, যখন সে পার্থিব সুখের প্রসূতি আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্র পাঠ করিয়া আপনাকে মানব-সমাজের নেতা ও গুরু বলিয়া মনে করে, যখন অপরা বিদ্যার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহার যাবতীয় জ্ঞান-পিপাসা ঐহিক সুখানুসন্ধানেই পর্য্যবসিত হয়, যখন সেই লঘুচিত্ত মনুষ্য বিদ্যাভিমানে অভিমানী হইয়া আপনাকে গুরুত্বের ও গাম্ভীর্য্যের আদর্শস্বরূপ বলিয়া মনে করে, তখন তাহার অভিমান-মলিন, গর্ব্বস্ফীত, দুর্ব্বিনীত হৃদয়ই বা কোথায়, এবং ধীর-নম্র নির্ম্মল ও প্রশান্তহৃদয়ৈকগ্রাহ্য ভক্তনামানুকীর্ত্তনই বা কোথায়? যে ব্যক্তি মনে করে, "কোঽন্যোস্তি সদৃশো ময়া" আমাপেক্ষা আর কে বড় আছে, তাহার পক্ষে তৃণের অপেক্ষা ক্ষুদ্র হওয়া, ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হওয়া সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। সেই ব্যক্তি আপনিই মানের জন্য লালায়িত, যশঃ-পিপাসায় তাহার কণ্ঠ পরিশুষ্ক। ঈদৃশ মনুষ্য কিরূপে অপরকে মান দান করিবে? কিরূপেই বা অপরের যশোঽনুকীর্ত্তন করিবে?

মানব যখন ভোগ-লিপ্সার হস্ত অতিক্রম করেন, যখন ঐহিক সুখ তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে আর সমর্থ হয় না, সুতরাং যখন সংসার-বহির্ভূত, বাক্য-মনের-অতীত, পরমার্থ-সুখলিপ্সা তাঁহাকে সমাজের কোলাহল হইতে লইয়া গিয়া নিজ হৃদয়ের নিভৃত-কন্দরে শান্তিবারি অন্বেষণের জন্য প্রবর্ত্তিত করায় তখনই তিনি ভক্ত-হৃদয়-নির্ঝর-নিঃসৃতা, ভাবময়ী অমৃত-নদীতে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ ও অমর হইবার অধিকার পান, তখনই তিনি নিজের অকিঞ্চিৎ-করত্ব উপলব্ধি করিয়া আপনাকে

তৃণের তৃণ জ্ঞান করিতে সমর্থ হন তখনই তিনি হরিময় জগৎ উপলব্ধি করিয়া কীটানুকীটেরও পূজা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখনই তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব-নামের যোগ্য হইতে পারেন। এরূপ বৈষ্ণব কি কখন সংসার-তাড়নায় ক্ষুব্ধ হন? সকলই শ্রীহরির ক্রীড়া জানিয়া তিনি অবলীলাক্রমে খেলিতে খেলিতে ও হাসিতে হাসিতে সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গের উপর দিয়া উন্মত্তের ন্যায় বা বালকের ন্যায় চলিয়া যান। ইঁহারা ভগবানের রূপান্তর মাত্র। হরিনাম-কীর্ত্তনে যে ফল লাভ হয়, ইঁহাদের নামানুকীর্ত্তনেও সেই ফল লাভ হয়। এরূপ বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র প্রভৃতি কোনও জাতির অন্তর্গত নহেন। ভক্ত নামক এক নিত্য, শুদ্ধ মনোবুদ্ধির গোচর, অপার্থিব স্বর্গীয় জাতি আছেন, ইঁহারা সেই মহামহিম জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইঁহাদের নাম গ্রহণ করিতে হইলে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব-কথিত বিধি-পালনের আবশ্যক। ভক্তি ও বিশ্বাস-পূর্ণ হৃদয় সহজেই উক্ত বিধি-পালনে সমর্থ। যে সকল বৈষ্ণবগণ জাতি-বিশেষের অন্তর্গত, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত বৈষ্ণব না হইলেও বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহাদের ভক্তি, বিশ্বাস, ও স্বাভাবিক আস্থা আছে। সেই জন্যই যখন তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুগণের নাম কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় তৎপ্রভাবে উদ্ভাসিত হইয়া মালিন্য অন্ধকার দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয়।

আইস পাঠকগণ, আমরাও ভক্তি-পূর্ণহৃদয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের নাম-গ্রহণপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিতামৃত-সাগরে অবগাহন করিবার অধিকার পাই। তামিল ভাষায় ভক্তগণ "আলোয়ার" নামে খ্যাত। 'আল্' শব্দের অর্থ, শাসন করা এবং ওয়ার শব্দের অর্থ 'কর্ত্তা'—'যিনি করেন'। 'আলোয়ার' শব্দটির অর্থ, সুতরাং, 'শাসন-কর্ত্তা'। সমস্ত জগৎ ইঁহাদের আজ্ঞাকারী বলিয়া ইঁহারা কতিপয় দিবসের জন্য কোনও একটী ক্ষুদ্র দেশের উপর আধিপত্য না করিয়া, সর্ব্বকাল ধরিয়া সমগ্র জগতের উপর আধিপত্য করিতেছেন বলিয়া 'শাসন-কর্ত্তা' নামটি ইঁহাদের প্রতিই প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন। কত সিকন্দর সাহ, কত নেপো-

লিয়ান কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, যাইতেছে ও যাইবে, কিন্তু যশোদা, মায়াদেবী, ভাগ্যবতী মোরিয়ম প্রভৃতির নিঃস্ব ও অকিঞ্চন সন্তানগণ চিরকালই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সম্রাড়্গণের উপরও সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদিগকে সম্রাট্ বলিব না তো আর কাহাদিগকে বলিব? অতএব মহর্ষি অগস্ত্য উদ্ভাবিত তামিল ভাষায় প্রকৃত ভক্তের যে 'আলোয়ার' নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে সম্যক্ হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পোইহে, পূদত্ত, পে ও তিরুমড়িশি আলোয়ার।

অনাদি অনন্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া যে জ্ঞান-শক্তির প্রভাবে সুশৃঙ্খলে ও অবাধে চলিতেছে, সেই জ্ঞান-সমষ্টির নাম বেদ। সুতরাং, বেদও অনাদি এবং অনন্ত। সেই বেদকে যিনি সর্ব্বতোভাবে জানেন, তাঁহারই নাম বেদবিৎ। সুতরাং, যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ ক্রমান্বয়ে হইয়া আসিতেছে, যিনি সর্ব্বভূতের সর্ব্বপ্রকার কামনা সর্ব্ব সময়ে পূর্ণ করিতেছেন, যিনি সকল সত্যের অপেক্ষা একমাত্র শ্রেষ্ঠ সত্য, সেই পরমপুরুষই যথার্থ বেদবিৎ। এই জন্যই তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, 'বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।' যাবতীয় ভাবরাশি তাঁহা হইতেই প্রসূত হইতেছে। সেই জন্যই তিনি অর্জ্জুনকে আবার বলিয়াছেন যে, "যিনি আমায় যেরূপে পাইতে ইচ্ছা করেন, আমি সেই রূপেই তাঁহার আশা পূর্ণ করি। হে কুন্তীনন্দন, সমুদয় মানবমণ্ডলী মন্নির্দ্দিষ্ট পথ সমুদয় অবলম্বন করিয়াই স্ব স্ব গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।" পৃথিবীতে যাবতীয় ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, তত্তাবৎ গুলি, সুতরাং, ভগবন্নির্দ্দিষ্ট মার্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব যখন শ্রীসম্প্রদায়ভুক্তগণ বলেন যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রথমতঃ, স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে বিনির্গলিত হইয়াছিল, সমগ্র বেদ কেবল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই শিক্ষা দিতেছেন, তখন তাঁহারা যে কোনও ভ্রান্তির পক্ষ সমর্থন করেন না, তাহা নিঃসন্দেহ। তবে যখন তাঁহারা বলেন যে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভিন্ন আর কোনও বাদ সত্য নহে তখন বাস্তবিকই তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা-প্রসূত অসত্যবাণী কখনও সত্য নহে। কূপমণ্ডূকের ন্যায় কূপ-সন্নিরুদ্ধ-দৃষ্টি হইলে হাস্যাস্পদ ভিন্ন

তাঁহারা আর কি হইতে পারেন? নির্ম্মল-প্রকৃতি ভক্তগণ যে বাদই অবলম্বন করুন না কেন, তাঁহারা কখনও সঙ্কীর্ণ-হৃদয় হইতে পারেন না, তাঁহাদের ভিতর কূপমণ্ডূকত্ব থাকিতেই পারে না। তাঁহারা স্বভাবতই নম্র বলিয়া বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন। তাঁহারা সকলকেই মান্য করিতে জানেন বলিয়া, সকলের ভিতরই সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতে পান। সুতরাং তাঁহারা যে নিজ নিজ ইষ্ট-দেবতাকে ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন সাজে দেখিতে পাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এরূপ মহাপুরুষগণ কি কখনও কোন ধর্ম্মকে নিন্দা করিতে পারেন? ইহাঁদের পদানুবর্ত্তী হইয়া মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ শ্রীমন্নারায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া হে পাঠক! এস আমরা প্রধান প্রধান আচার্য্যগণের শ্রীচরণধ্যান করি।

শ্রীমদ্বেদান্তসিদ্ধান্তস্থাপনানিত্যদীক্ষিতম্।
শ্রীমন্নারায়ণং বন্দে ভান্তং সূরিগুরূত্তমৈঃ। ১ ॥

যিনি সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর ও সাতিশয় দীপ্তিমান্, যিনি সর্ব্বদাই পণ্ডিতবর্গ এবং নিখিল জগতের তমোনাশকারী সদ্গুরুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত, যিনি বেদান্তের যথার্থ তত্ত্ব ধরাধামে স্থাপন করিবার জন্য সর্ব্বদাই বদ্ধপরিকর, আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

তুলায়াং শ্রবণে জাতং কাঞ্চ্যাং কাঞ্চনবারিজাৎ।
দ্বাপরে পাঞ্চজন্যাংশং সরোযোগিনমাশ্রয়ে। ২ ॥

যিনি কার্ত্তিক মাসে, শ্রবণানক্ষত্রে, কাঞ্চী নগরীতে দ্বাপর-যুগে স্বর্ণপদ্মের ভিতর হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীবিষ্ণুর পাঞ্চজন্যনামক শঙ্খের অবতার, যিনি সর্ব্বদা সরোবরের ভিতর থাকিয়া যোগধ্যানে রত থাকেন, আমি তাঁহার শরণাগত হই।

কাঞ্চীপুরস্থ (Conjeeverum) দেব-সরোবরের মধ্যে জলরাশির নিম্নে অদ্যাপি এক মন্দির বিদ্যমান আছে। সেই মন্দিরের ভিতর এই

মহাপুরুষের বিগ্রহ ধ্যান-নিমীলিত-নেত্রে শয়ান আছেন। ইহাঁর নাম পোইহে আলোয়ার। পাঞ্চজন্য-নামক কোন দৈত্যকে সংহার করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু তাহার অস্থিতে যে শঙ্খ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার নাম পাঞ্চজন্য। ইহা তাঁহার সাতিশয় প্রিয় শঙ্খ। প্রিয় হইবার কারণ এই যে, তদ্দৃষ্টে তিনি যে দানবদলনকারী, মলিনমনাঃ, হীনবুদ্ধি আসুর-স্বভাবাপন্নগণের মহাকাল-সর্প-স্বরূপ এবং, বিশালমনাঃ, উদার-চরিত্র, দেব-স্বভাব, নির্ম্মল-প্রকৃতি, পরার্থ-জীবী সৎপুরুষ-গণের-পরম-মিত্র-স্বরূপ, এই ভাব নিয়তই তাঁহাতে আপনা আপনি আসে। যে অস্থি-পিঞ্জর তাঁহার বিনাশ-কামনায় তদ্বিরুদ্ধে একসময়ে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিল, অধুনা তাহাই আবার মহান্‌শব্দে তদীয় শত্রুকুলের হৃদয়-শোণিত শুষ্ক করিয়া দিতেছে। কুরুক্ষেত্রে উহারই ঘোরশব্দ ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণের হৃদয়, সমগ্র পৃথিবী ও নভস্তলকে বিদীর্ণ করিয়াছিল। পাঞ্চজন্য এইরূপে সর্ব্বদাই বিষ্ণুশত্রুর তেজোহরণ করিয়া ভীতি উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাই তাহার লক্ষণ। সুতরাং, এ লক্ষণ যেখানে দেখা যায়, সেখানে যে পাঞ্চজন্যের আবির্ভাব আছে, ইহা স্বীকার করিতে বাধা কি? মহাত্মা পোইহে আলোয়ার নাস্তিক, দুরাত্মা ও পাষণ্ডগণের হৃদয়শল্যস্বরূপ ছিলেন বলিয়া, তাঁহার সদ্‌যুক্তিপূর্ণ, তমোনাশকারী, শ্রুতিমনোহর বাগ্মিতায় দুরিতপরায়ণগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইত বলিয়া, তিনি পাঞ্চজন্যাংশ নামে খ্যাত।

দুষ্কর্ম্মকারিগণের বিনাশ-সাধনের জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর এক হস্তে চক্র আছে, আসুরপ্রকৃতিগণকে চূর্ণ করিবার জন্য আর এক হস্তে গদা আছে, এবং নিজ ভৃত্যবর্গের উল্লাস বর্দ্ধন জন্য, ও গো-বেদ-ব্রাহ্মণবিদ্বেষিগণের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পাদন করিবার জন্য, অন্য দুই হস্তে পদ্ম, শঙ্খ আছে। এগুলি বিষ্ণু-শক্তির পরিচায়ক বা বিকাশস্বরূপ বলিয়া, সাক্ষাৎ বিষ্ণু-রূপ। যেখানে বিষ্ণুশক্তির বিকাশ দেখিতে পাই, সেখানেই আমরা বিষ্ণুর আংশিক আবির্ভাব স্বীকার করিয়া থাকি। এরূপ স্বীকার কিছুমাত্র

অযৌক্তিক নহে। যাঁহারা ভালরূপ পর্য্যালোচনা না করিয়াই ইহাতে উপহাস করেন, তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। পাঠক, আইস, আমরা পুনরায় পূর্ব্বাচার্য্য-গণের পাদ বন্দনা করি।

তুলাশ্রবিষ্ঠাসম্ভূতম্ ভূতং কল্লোলমালিনঃ।
তীরে ফুল্লোৎপলান্মল্লাপূর্য্যামীড়ে গদাংশকম্। ৩ ॥

যিনি কার্ত্তিক মাসের ধনিষ্ঠানক্ষত্রে সমুদ্রতীরবর্ত্তী মল্লাপুরীতে প্রফুল্ল উৎপল হইতে কৌমোদকী গদার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাপুরুষের পূজা করি।

মান্দ্রাজ হইতে প্রায় দ্বাদশ ক্রোশার্দ্ধ দক্ষিণে তিরু বড়ল্ মলই বলিয়া যে স্থানটি আছে, তাহারই পূর্ব্বনাম মল্লাপুরী। মহাত্মা পূদত্ত আলোয়ার সেখানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নাস্তিকের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিতেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে গদাংশ-সম্ভূত বলিয়া পূজা করেন।

তুলাশতভিষগ্‌জাতম্ ময়ূরপুরকৈরবাৎ।
মহান্তং মহদাখ্যাতং বন্দে শ্রীনন্দকাংশকম্ ॥ ৪ ॥

কার্ত্তিকমাসের শতভিষা নক্ষত্রে ময়ূরপুরস্থ কোন কূপ-সম্ভূত কুমুদ হইতে যে মহাত্মা শ্রীবিষ্ণুর নন্দকনামক খড়্গের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে বন্দনা করি।

মান্দ্রাজনগরের দক্ষিণাংশের নাম ময়লাপুর বা ময়ূরপুর। ময়ূর শব্দের তামিল অপভ্রংশ ময়্‌লা, অতএব ময়ূরপুর এক্ষণে এখানে ময়লাপুর নামে বিখ্যাত। অদ্যাপি এই স্থলে একটি কূপ বর্ত্তমান আছে। উক্ত কূপ হইতে পে আলোয়ার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মোহান্ধগণের মোহ-পাশ ছেদন করিয়া দিতেন বলিয়া তাঁহাকে সকলেই খড়্গাবতার বলিয়া পূজা করেন। 'পে' শব্দের অর্থ উন্মাদ। তিনি শ্রীহরির প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার নাম পে আলোয়ার হইয়াছে।

এই তিন জন আলোয়ার দ্বাপরযুগে অর্থাৎ ৪২০২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন।

মঘায়াং মকরে মাসে চক্রাংশং ভার্গবোদ্ভবম্।
মহীসারপুরাধীশং ভক্তিসারমহং ভজে ॥ ৫ ॥

যিনি মাঘ মাসে মঘা নক্ষত্রে ভার্গববংশে সুদর্শনাংশে মহীসারপুরের অধীশ্বর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ও ভগবদ্ভক্তিকেই যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার পূজা করি। এই মহাপুরুষের নাম তিরুমড়িশি আলোয়ার। ইহাঁর তীক্ষ্ণধার জ্ঞানবিচার মোহের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিত, এই হেতু ইনি চক্রাংশ বলিয়া বিখ্যাত। ইনি দ্বাপরযুগের শেষ বর্ষ অর্থাৎ ৪২০২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পুনামেলীর দুই মাইল পশ্চিমস্থ তিরুমড়িশি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামই পূর্ব্বে মহীসার নামে বিখ্যাত ছিল। প্রতিদিন কুসুম ও তুলসীদাম চয়ন করিয়া মনোহর মাল্য রচনাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগোবিন্দকে অর্পণ করাই ইহাঁর একমাত্র কার্য্য ছিল। ইনি প্রকৃত পক্ষে কোনও ভূম্যধিকারী না হইলেও সার্ব্বভৌম সম্রাট্ অপেক্ষাও মানার্হ ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। ইহাঁর ভক্ত্যাতিশয্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

শঠারি, মধুর কবি ও রাজা কুলশেখর আলোয়ার।

বৈশাখে তু বিশাখায়াং কুরুকাপুরীকারিজম্।
পাণ্ড্যদেশে কলেরাদৌ শঠারিং সৈন্যপং ভজে॥ ৬॥

যিনি বৈশাখ মাসে বিশাখা নক্ষত্রে, কলিযুগের প্রারম্ভে, পাণ্ড্যদেশস্থ কুরুকা পুরীতে, মহাত্মা কারির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, আমি সেই সেনাপতি বিষ্বক্‌সেনের অবতার শঠারির পূজা করি।

কুরুকাপুরী, কুরুকুর বা শ্রীনগর তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদী দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণদিক্ দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে। ইহার দক্ষিণে ভারতবর্ষে আর নদী নাই। উক্ত কুরুকুর তিরুনভেলি (Tirunevelly) নগরের নিকট। তিরুশিরঃপল্লী * (Trichinapoly) হইতে আরম্ভ করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশের সমস্ত পূর্ব্বভাগকে পাণ্ড্যদেশ কহে। মদুরা (Madura) বা দক্ষিণ মথুরা এই পাণ্ড্যদেশের রাজধানী ছিল। কুমারিকা অন্তরীপ ও তিরুভেন্দ্রম্ (শ্রীমহেন্দ্রপুরম্, Trivandrum) হইতে আরম্ভ করিয়া কান্নানোর [Cannanore] পর্য্যন্ত পশ্চিম ঘাট সম্বলিত পশ্চিম প্রদেশকে মালাবার (মলয়দেশ) বা কেরলদেশ কহে। ইহার উত্তরে কানাড়া প্রদেশ। কানাড়ার পূর্ব্বে কঙ্কণদেশ অবস্থিত। কঙ্কণের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে কর্ণাট প্রদেশ (Mysore province &c)। তিরুশিরঃপল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া নেল্লোর (Nellore) পর্য্যন্ত সমস্ত পূর্ব্ব প্রদেশের নাম চোলরাজ্য।

---

* তামিল ভাষার "তিরু" শব্দটি 'শ্রী' শব্দের অপভ্রংশ।

কাঞ্চীপুর (conjeevorum) চোলরাজ্যের রাজধানী ছিল। নেল্লোর হইতে রাজমহেন্দ্রপুর (Rajamundri) পর্য্যন্ত গোদাবরী নদীর দক্ষিণাংশকে অন্ধ্রদেশ কহে। রাজমহেন্দ্রপুর হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত যে প্রদেশটি বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহার নাম কলিঙ্গ। কলিঙ্গের পূর্ব্বে ও উত্তরে ওড্রদেশ বা উড়িষ্যা। পাণ্ড্য ও চোল প্রদেশে তামিলভাষা প্রচলিত। মালাবার প্রদেশে মালেয়াড়ম্ ভাষা, কর্ণাট ও কানাড়া প্রদেশে কান্নাড়া (kanarese) ভাষা এবং অন্ধ্র ও কলিঙ্গ প্রদেশে তেলুগু ভাষা প্রচলিত। উক্ত চারিভাষাকে দ্রাবিড় ভাষা কহে (Dravidian Languages)। দাক্ষিণাত্যবাসী ভক্তগণের বিষয় জানিতে হইলে এ গুলিও জানা আবশ্যক।

বিষ্বক্সেন নারায়ণের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। ইনি বৈষ্ণবী সেনার অধিনায়ক। ইনি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রকান্তি, চতুর্ভুজ এবং সর্ব্ববিঘ্নের বিনাশকর্ত্তা। বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীগণপতি ও শ্রীশ্রীকার্ত্তিকেয়ের পরিবর্ত্তে বিষ্বক্সেনের পূজা করেন। বিষ্বক্সেন সর্ব্ববিঘ্নবিনাশী ও নারায়ণের সেনানায়ক। একদা মহাত্মা কারি সস্ত্রীক পুত্রার্থ নারায়ণমন্দিরে গমন করিয়া ব্রতোপবাসাদি করেন। তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ংই তাঁহাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন, এইরূপ প্রত্যাদেশ করেন। সেই প্রত্যাদেশ অনুসারে শঠরিপুর জন্ম হয়। শঠরিপু, শঠারি ও শঠকোপা একই অর্থে প্রযুক্ত। তিনি এতাদৃশ প্রেমিক ও মধুরস্বভাব ছিলেন যে, তাঁহার সহিত যিনিই আলাপ করিতেন, তিনিই তাঁহাকে পরম আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সকলের আত্মীয় ছিলেন বলিয়া, সকলে তাঁহাকে "উনি আমাদের আলোয়ার" বলিতেন বলিয়া, তাঁহার নাম নম্মা আলোয়ার হইয়াছে। 'নম্মা' শব্দের অর্থ আমাদের'। ইহাঁর আর একটী নাম 'পরাঙ্কুশ' কারণ, ইনি সর্ব্বজনবৈরী মোহমাতঙ্গের অঙ্কুশস্বরূপ ছিলেন। ইনি নীচ কুলোদ্ভব। ইহাঁর পিতা মহাত্মা কারি একজন সম্পত্তিশালী ভূম্যাধিকারী ছিলেন।

নম্মা আলোয়ার কলিযুগের প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার এক অতি বৃদ্ধ ভক্ত ছিল। ঐ ভক্তটী মধুর-ভাষায় কবিতা লিখিতে পারিতেন বলিয়া উঁহার নাম মধুরকবি আলোয়ার ছিল। ইনি যুগসন্ধিতে জন্মগ্রহণ করেন। তামিল পণ্ডিতগণ ইঁহার জন্মকাল ৩২২৪ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে স্থির করিয়াছেন।

চৈত্রে চিত্রাসমুদ্ভূতম্ পাণ্ড্যদেশে খগাংশকম্।
শ্রীপরাঙ্কুশসদ্ভক্তং মধুরং কবিমাশ্রয়ে॥ ৭॥

চৈত্র মাসে চিত্রানক্ষত্রে যিনি খগপতি গরুড়াংশে পাণ্ড্যদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি পরাঙ্কুশ শঠরিপুর অতিশয় ভক্ত ছিলেন, আমি তাঁহার শরণাগত হই। ইঁহার জন্মভূমি শঠরিপুর জন্মভূমির নিকট ছিল।

কুম্ভে পুনর্বসুভবং কেরলে চোলপট্টনে
কৌস্তুভাংশং ধরাধীশং কুলশেখরমাশ্রয়ে॥ ৮॥

যিনি ফাল্গুন মাসের পুনর্বসুনক্ষত্রে শ্রীবিষ্ণুর কৌস্তুভাংশে কেরল বা মালবার দেশস্থ চোলপট্টন বা তিরুভঞ্জিক্কোলম্ নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি কেরলের অধিপতি ছিলেন, আমি সেই রাজা কুলশেখরের শরণাগত হই।

ইনি 'মুকুন্দমালা'র রচয়িতা। ইহাঁর ন্যায় ভক্ত অতি বিরল! বৃহস্পতিবার শুক্লা দ্বাদশীতে ৩১০২ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি রাজর্ষির ন্যায় দীপ্তিশালী ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবেরা ইঁহাকে নারায়ণের কৌস্তুভমণির অংশাবতার বলিয়া পূজা করেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

পেরিয়া, অণ্ডাল ও তোণ্ডারাড়িপ্পোড়ি আলোয়ার।

জ্যৈষ্ঠে স্বাতীভবং বিষ্ণুরথাংশং ধন্বিনঃ পুরে।
প্রপদ্যে শ্বশুরং বিষ্ণোঃ বিষ্ণুচিত্তং পুরঃশিখম্ ॥ ৯ ॥

যিনি জ্যৈষ্ঠমাসে স্বাতীনক্ষত্রে শ্রীবিল্লিপুত্তুর নগরে (ধন্বিনঃপুরে) বিষ্ণুর রথাংশে জন্মগ্রহণ করেন, (যাঁহার কন্যাকে স্বয়ং নারায়ণ বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া) যিনি বিষ্ণুর শ্বশুর নামে খ্যাত, যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা বিষ্ণুময় হইয়া থাকিত, আমি সেই সর্ব্বজনশিরোমণি ভক্তশ্রেষ্ঠের শরণাগত হই।

এই মহাপুরুষের কন্যার নাম অণ্ডাল। অণ্ডাল বাল্যকাল হইতে নারায়ণ-সেবানিরতা থাকিতেন, এবং বলিতেন যে, নারায়ণ ভিন্ন আর কাহাকেও তিনি বিবাহ করিবেন না। বয়স্থা হইলে পিতা তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু তিনি বিষ্ণু ভিন্ন অন্য কোন বরকে বিবাহ করিবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্পা হওয়ায়, পিতা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নারায়ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, সেই রজনীতে স্বয়ং বিষ্ণু স্বপ্নে তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন যে "আমায় তোমার কন্যারত্ন দিতে কুণ্ঠিত হইওনা।' উনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।" সেই রজনীতে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের অর্চ্চকও স্বপ্নে এইরূপ প্রত্যাদিষ্ট হন যে, "কল্য প্রাতঃকালে তুমি যাবতীয় বিবাহোপযোগী দ্রব্য অণ্ডালের পিতার আলয়ে লইয়া যাইও এবং অণ্ডালকে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া শিবিকা দ্বারা আমার মন্দিরে লইয়া আসিও"। অর্চ্চক তাহাই করিলেন। যখন অণ্ডালের পিতা এই শুভসংবাদ শুনিলেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। অণ্ডাল শিবিকারোহণে

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমকে বিবাহ করিতে চলিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অসংখ্য লোক চলিল। যখন তিনি মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, নারায়ণ তাঁহাকে কর প্রসারিত করিয়া গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিলেন! সেই আলিঙ্গনে অণ্ডাল দ্রবীভূতা ও শ্রীবিগ্রহে একীভূতা হইয়া গেলেন। তাঁহাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। তাঁহার পিতাকে চিন্তিত দেখিয়া শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, "অদ্য হইতে আপনি আমার শ্বশুর হইলেন। আপনি গৃহে প্রত্যাগমন করুন। আপনার কন্যা সর্ব্বদা আমাতেই থাকিবেন।" অণ্ডাল-পিতা হর্ষোৎফুল্লচিত্তে, রোমাঞ্চিতকলেবরে বার বার সর্ব্বজীবের পালনকর্ত্তা পরমপুরুষ বিষ্ণুকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার নাম "পেরিয়া আলোয়ার" অর্থাৎ "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত" বলিয়া বিখ্যাত হইল। ৩০৫৬ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে ইঁহার জন্ম।

আষাঢ়ে পূর্ব্বফল্গুন্যাং তুলসীকাননোদ্ভবাম্।
পাণ্ড্যে বিশ্বম্ভরাং গোদাং বন্দে শ্রীরঙ্গনায়িকাম্॥ ১০॥

আষাঢ়মাসে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে পাণ্ড্যদেশস্থ তুলসীকাননে যাঁহার জন্ম হয়, যিনি বিশ্বজননী লক্ষ্মীর মূর্ত্তিবিশেষ, যিনি সাক্ষাৎ বাগ্দেবী সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাগ্‌বিন্যাসনিপুণা, আমি সেই শ্রীরঙ্গনাথমহিষী * অণ্ডালের বন্দনা করি।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী তিন মূর্ত্তিতে আপনাকে বিভাগ করিয়াছেন। শ্রীদেবী ইঁহার প্রথম রূপ। ইঁনি শ্রীবিষ্ণুর বক্ষঃস্থল বিলাসিনী। ভূদেবী ইঁহার দ্বিতীয় রূপ। ইঁনি শ্রীমন্নারায়ণের দৃষ্টিরূপ বিলাসক্ষেত্র। নীলা-দেবী ইঁহার তৃতীয় রূপ। এইরূপে তিনি নারায়ণের মাধুর্য্য ও মহিমাদি কীর্ত্তন করিয়া ও হরিপ্রেমমদিরাপানে নিরন্তর বিহ্বলা ও উন্মত্তা হইয়া

* শ্রীরঙ্গনাথ। শ্রীরঙ্গম্ ক্ষেত্রে সপ্তপ্রাকারবিশিষ্ট সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দিরাভ্যন্তরে যে শেষশায়ী নারায়ণ আছেন, তাঁহারই নাম শ্রীরঙ্গনাথ। ইনিই অণ্ডালকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

আপনাকে চরিতার্থা জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই নীলাদেবীই অণ্ডাল-রূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

কথিত আছে যে, পেরিয়া আলোয়ার্ একদা শ্রীশ্রীবিষ্ণুসেবার্থ স্বীয় তুলসীকাননে তুলসীচয়নার্থ গমন করেন। চয়ন করিতে করিতে হঠাৎ একটী পরমা সুন্দরী, স্মিতবিকসিতাননা, চঞ্চলকরচরণা, ভূমিশায়িনী ক্ষুদ্র স্তনন্ধয়ীকে দেখিয়া তাঁহার যুগপৎ বিস্ময় ও হৃদয়ে প্রগাঢ় স্নেহের সঞ্চার হইল। তিনি অপুত্রক ছিলেন। কন্যারত্ন লাভ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলেন। শৈশব হইতে কন্যাটির নারায়ণে স্বাভাবিকী প্রীতি পরিলক্ষিত হইত। তিনি অন্যান্য বালক বালিকাগণের সহিত ক্রীড়া করিতে ভাল বাসিতেন না। দেবমন্দিরের সম্মুখে বসিয়া আপনা আপনি কত কি বলিতেন, কখন হাসিতেন, কখন শ্রীবিগ্রহের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমানভরে কাঁদিয়া আকুল হইতেন, আবার সান্ত্বনা লাভ করিয়া পরম আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিতেন। কখন, কেহ না থাকিলে, তিনি দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া নারায়ণের জন্য স্থাপিত মালা স্বয়ং গলদেশে ধারণ করিতেন, আবার রাখিয়া দিতেন। ইহাই তাঁহার খেলা ছিল। একদা তাঁহার পিতা দেখিলেন যে, অণ্ডাল বিষ্ণুর জন্য রচিত তুলসীমালাটী স্বীয় গলদেশে ধারণ করিয়াছেন। দেখিয়া তিনি বালিকাকে তিরস্কার করিলেন। সে দিন আর বিষ্ণুকে মালা দেওয়া হইল না। রজনীতে বিষ্ণু তাঁহার স্বপ্নে উপনীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "আজ আমায় তুলসীমালা দাওনি কেন? আমি ভক্তের অঙ্গসংলগ্ন দ্রব্যে সমধিক প্রীতি পাই। অণ্ডালকে মানুষী জ্ঞান করিও না।" পরদিন পেরিয়া আলোয়ার্ দেখিলেন যে, পূর্ব্বদিনের অণ্ডালপরিধৃত তুলসীমালাটী শুষ্ক না হইয়া গিয়া সদ্যোরচিত নূতন মালাপেক্ষা অধিকতর সমুজ্জ্বল, ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া শোভা পাইতেছে। তিনি আর চিত্তদ্বৈধ না করিয়া তৎক্ষণাৎ মালাটি গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহে লম্বিত করিয়া দিলেন, এবং সেই দিবস স্বীয় ইষ্টদেবের

অসাধারণ সৌন্দর্য্যবিকাশ অবলোকন করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে, হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে নেত্র দিয়া প্রেমবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে পরম নির্বৃতি লাভ করিতে লাগিলেন।

অণ্ডাল বয়স্থা হইয়াও বালিকার ন্যায় সরলা, ও কৃষ্ণগতপ্রাণা ছিলেন। বিষ্ণুভক্তি বিগ্রহবতী হইয়া যেন অণ্ডালরূপে প্রকাশ পাইতেছিলেন। তিনি মধুর বাগ্‌বিন্যাসসহকারে, প্রেমরূপ অমৃতসরোবরে নিমজ্জিত করিয়া, তামিল ভাষায় যে ত্রিংশৎসংখ্যক অতুলনীয় স্তোত্র-রত্নাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহা চিরকালই ভগবদ্ভক্তগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পৎ বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাঁহার প্রেমঘন হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যেন উক্ত স্তোত্রাকারে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

তিনি সর্ব্বদাই মধুর বাক্য প্রয়োগ করিতেন বলিয়া তাঁহার আর একটী নাম গোদা। গাং (মনোহরাং) বাচং দদাতি (সর্ব্বস্মৈ) প্রযচ্ছতি ইতি গোদা। সেই মধুরভাষিণী শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ জিউর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আর একটি নাম রঙ্গনায়িকা। তিনি ৩০০৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ধরণীতলে অবতীর্ণা হয়েন।

কোদণ্ডে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে মাণ্ডঙ্গুড়িপুরোদ্ভবম্।
চোলোর্ব্ব্যাং বনমালাংশং ভক্তাঙ্‌ঘ্রিরেণুমাশ্রয়ে॥ ১১ ॥

যিনি পৌষমাসে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে চোলরাজ্যস্থ মাণ্ডঙ্গুড়িপুরে (ত্রিচিনপল্লির নিকট) জন্মগ্রহণ করেন, আমি সেই 'ভক্তপদরেণু' নামক শ্রীবিষ্ণুর বনমালাংশে অবতীর্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠের শরণাগত হই। তামিল ভাষায় ইঁহার নাম তোণ্ডারাড়িপ্পোড়ি আলোয়ার্ (ভক্তপদরেণু)। ইনি শ্রীবিষ্ণুকে মালা গাঁথিয়া দিতে ভাল বাসিতেন বলিয়া ভক্তেরা ইঁহার শ্রীশ্রীবনমালার অংশে জন্ম এরূপ স্থির করিয়াছেন। নারায়ণের সেবা ভিন্ন আর তাঁহার কোন কার্য্য ছিল না। ভগবান্ তাঁহার সেবায় সমধিক পরিতুষ্ট হইতেন। তিনি ২৮১৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে, একদা শ্রীমন্নারায়ণ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে এই বলিয়া উক্ত প্রেমিক প্রবরের সাতিশয় প্রশংসা করিতেছিলেন যে, ত্রিভুবনে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা মধুর হৃদয়ের অবিচ্ছিন্ন প্রেম-প্রবাহকে বাধা দিতে পারে। ইহাতে শ্রীজগজ্জননী ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন যে, স্ত্রীকটাক্ষের অসাধ্য কিছুই নাই, এবং স্বীয় বাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্য তখনই পতির অজ্ঞাতসারে আপনার জনৈক দাসীকে মনোহর বেশভূষা করিয়া সর্ব্বদাই ভক্তবরের নেত্রপথানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতে নির্দ্দেশ করিলেন। একদা ইনি স্বীয় উদ্যান হইতে কুসুমাদি চয়ন করিয়া মালা গাঁথিতেছেন, সেই সময়ে মুনিজন-মনোমোহন-কারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, কটাক্ষবাণবর্ষিণী, কোন যুবতী একটী দিব্যমাল্য হস্তে, সগদ্গদ্ প্রেমসম্ভাষণে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুর! দাসীর রচিত এই মালাটী কি অনুগ্রহ করিয়া অদ্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীকণ্ঠে লম্বিত করিয়া দিবেন? আমি বিদেশিনী, নূতন এখানে আসিয়াছি। এখানে কিছুকাল থাকিবার ইচ্ছা আছে। আমার আত্মীয় স্বজন এখানে কেহই নাই। আপনি মহাপুরুষ সুতরাং সকলেরই আত্মীয়। এই সাহসেই আপনার শ্রীপাদপদ্মসমীপে উপনীত হইয়াছি।" সুন্দর মালা দেখিয়া ভক্তের স্বভাবতঃই স্বীয় ইষ্টবিগ্রহ সাজাইতে ইচ্ছা গেল এবং যুবতীর মধুর সম্ভাষণেও হৃদয় কিছু দ্রবীভূত হইল। তিনি অতি আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন। তদবধি সেই অঙ্গনা প্রতিদিনই তাঁহাকে একটী করিয়া সুন্দর মালা দিতেন ও দাসীর ন্যায় তাঁহার পুষ্পোদ্যানে বারি সিঞ্চন করিতেন। যুবতীর সৌজন্য ও মধুর স্বভাব দেখিয়া মহাভক্তের মন ও শ্রীশ্রীগোবিন্দচরণপথ হইতে ক্রমে স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল, এবং যুবতীচিন্তা ক্রমে ক্রমে মনকে অধিকার করিতে লাগিল। পরিশেষে তিনি ঈশ্বরের জন্য উন্মাদ না হইয়া যুবতীসঙ্গমেচ্ছায় উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। যুবতীও স্বীয় হাব, ভাব, কটাক্ষ ও লাবণ্যে আরও তাঁহাকে মোহিত করিলেন। অবশেষে অধীর

হইয়া যখন তিনি আপনার মনোভাব অঙ্গনাসমক্ষে ব্যক্ত করিলেন, তখন সেই বারযোষা তাঁহার নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করায়, অনন্যোপায় হইয়া নিঃস্ব ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে দিবস তাঁহার মন্দিরে যাওয়া হইল না। নারায়ণ নিজ ভৃত্যের অনুপস্থিতির কারণ বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণসমীপে গমনপূর্ব্বক আপনার স্বর্ণপাত্র তাঁহাকে দিয়া কহিলেন যে, "কেন কাঁদিতেছ? ইহা লইয়া তোমার অভিলাষ পূর্ণ কর।" যখন ব্রাহ্মণ মহাহর্ষে দ্রুতপদসঞ্চারে বারাঙ্গনার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, তখন তথায় তৎপরিবর্ত্তে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীসনাথ স্বীয় ইষ্টদেবকে নিরীক্ষণ করিয়া যুগপৎ লজ্জা ও ঘৃণায় মৃতপ্রায় হইলেন এবং অবশেষে "হে দয়ার সাগর! আজ আমায় নরকপাত হইতে উদ্ধার করিলে, তোমার কৃপার অবধি নাই!" এই বলিয়া প্রেমবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে তিনি হরিপ্রেমে একেবারে উন্মাদ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইল। কোন যুবতীর কটাক্ষ এই ঘটনার পর আর তাঁহাকে মোহিত করিতে পারে নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

পৌহে, পূদত্ত ও পে আলোয়ারের সম্মিলন।

পোই হে, পূদত্ত ও পে আল্‌ওয়ার সম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। একদা আকাশ ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন হইয়া অনর্গল করকাসহিত বৃষ্টি বর্ষণ করিতে থাকিলে প্রভঞ্জন ক্রোধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক দুর্দ্দিনের সহায়তা করিয়া প্রকৃতিদেবীকে সাতিশয় ভয়ঙ্করী করিয়া তুলিল। দুই দিন ধরিয়া এইরূপে অনবরত ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে। পথে পথিকমাত্র নাই। অতি নিঃস্ব, গৃহহীন লোকও পর্ব্বতগহ্বর বা বৃক্ষকোটর আশ্রয় করিয়া প্রবল বাত্যা ও বৃহদাকার করকার নির্দ্দয় প্রহার হইতে আপনা-দিগকে রক্ষা করিতেছে।

সেই সময় একটী সুবিস্তীর্ণ বৃক্ষলতাপরিশূন্য প্রান্তরমধ্যে জনৈক শীতকম্পিতকলেবর, জীর্ণবসন, উন্মত্তবৎ পথিক স্বভাবতঃ পরছিদ্রান্বেষী ও নিষ্ঠুর প্রভঞ্জনের ক্রীড়নকস্বরূপ হইলেন। তাঁহার জীর্ণ উত্তরীয়-খানির উপর দুষ্টের যাবতীয় আক্রোশ। সেইখানি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার জন্য স্বীয় সমস্ত বেগই যেন তদুপরি কেন্দ্রীভূত করিয়া তুলিল। কিন্তু তাঁহার করদ্বয় সর্ব্বদাই সাবধানে উত্তরীয়ের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সমীরণ কিছুই করিয়া উঠিতে না পারিয়া যেন "গোঁ গোঁ" শব্দে আপনার নিরতিশয় ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির পরিচয় দিতে লাগিল। মেঘমালা সমীরণের দুর্ব্বলতা দেখিয়া তাহার সহায়তা করিবার অভিপ্রায়েই যেন একটি বৃহৎ করকা পথিকের শিরোদেশ লক্ষ্য করিয়া পাতিত করিল। তাহাতে তিনি দুই হস্তে স্বীয় মস্তক রক্ষা করিতে গিয়া উত্তরীয়ের বন্ধন শ্লথ করিয়া দিবামাত্র আশুগতি আশু তাহা

হরণ করিয়া লইল। চণ্ডস্বভাবা, ধৃষ্টা প্রকৃতি তদবলোকনে উৎফুল্লা হইয়া বিদ্যুৎপ্রকাশ ও মেঘগর্জ্জন দ্বারা খল খল হাস্য করিয়া বজ্র-নির্ঘোষসহকারে সমীরণের সাধুবাদ করিতে লাগিল। পথিকের দেহ যেন রক্তমাংসের দেহই নহে, তাহা যেন সুখদুঃখপরিশূন্য, জড়পিণ্ডবৎ, প্রকৃতি এইরূপ ভাবে সেই সহিষ্ণু পথিকের সহিত ব্যবহার করিতেছিল। পথিকও যেন উক্ত উপহাসরহস্য বুঝিতে পারিয়া সমীরণ কর্ত্তৃক উত্তরীয়খানি অপহৃত হইলে যখন চপলা প্রকৃতি হাসিয়া উঠিল, তৎসঙ্গে তিনিও হাসিয়া উঠিলেন এবং তাহাতে দুঃখিত না হইয়া নিম্নলিখিত সঙ্গীতে স্বীয় পবিত্র হৃদয়ের বিপুল হর্ষ প্রকটিত করিতে লাগিলেন।

হরিহে,
স্বভাবচপল তুমি ইতি উতি ধাও।
আপনি নাচিয়ে সদা অপরে নাচাও॥
কারেও মজাও হাসি সুমধুর হাসি।
গোপীমন মজায়েছ বাজাইয়া বাঁশি॥
জগৎ উদরে ভরি রাখিয়াছ হরি।
তথাপি ক্ষুধায় খাও ননী চুরি করি॥
সরলা গোপের বালা না জানি এ ছল।
কোপে তব মায়ে কহে করি কোলাহল॥
ভ্রুকুটিতে মুখশশী করিয়া বিকৃত।
সরল রাখালে কভু কর হে চকিত॥
অমনি আবার তারে করি আলিঙ্গন।
ঘন ঘন কর তার বদনে চুম্বন॥
কভু ভয়ঙ্কর তুমি কভু মনোহর।
কভু বা চপল কভু স্থির কলেবর॥
কভু রাজবেশ প্রভু কভু দীনবেশ।
বর্ণিয়া তোমার হরি কে করিবে শেষ॥

হরিয়া বসন মোর হাস খল খল।
চতুর চাতুরী তব জেনেছি সকল॥
খেল হরি যত পার কর উপহাস।
তোমার প্রীতিতে প্রীত তব চিরদাস॥

পথিক সেই ঘোর দৈবদুর্ব্বিপাকে কোনরূপ অসন্তুষ্ট বা ক্ষুব্ধ না হইয়া আনন্দময়বিগ্রহে পুলকিত হওতঃ নৃত্যপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই দিবস উদরে অন্ন নাই। দুই দিবস ঝড় ও শিলাবৃষ্টির ক্রীড়নকস্বরূপ হইয়া প্রান্তর মধ্যে নানাভাবে তাড়িত হইলেও সেই প্রেমিক মহাপুরুষ উক্ত তাড়নার অভূতপূর্ব্বফলস্বরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়া মুহুর্মুহুঃ পুলকিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এতাবৎকাল তাঁহার দেহ আছে বলিয়া জ্ঞান ছিল না। কিন্তু দুই দিবস পরে যেন কিছু ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। সম্মুখে একটী অতিক্ষুদ্র কুটীর পরিলক্ষিত হইল। তিনি তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কুটীর দ্বাররুদ্ধ। ভিতরে কেহ আছে বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু দ্বার সর্ব্বতোভাবে রুদ্ধ থাকায় ভিতরে যাওয়া অসম্ভব বোধ হইল। সম্মুখে একটী সংকীর্ণ পর্ণাচ্ছাদিত অলিন্দ। অতি কষ্টে তদুপরি একজন "কুকুর কুণ্ডলি" হইয়া শয়ন করিতে পারে। ক্লান্ত পথিক সেই অলিন্দে শয়ন করিলেন। সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রার কোমলস্পর্শে তিনি অভিভূত হইতেছিলেন, ইত্যবসরে অন্য দিক্ দিয়া আর একজন তদবস্থ পথিক আসিয়া সুপ্তপ্রায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এখানে কি একজন শীত, বৃষ্টি ও বাত্যাতাড়িত, ক্ষুধার্ত্তের বিশ্রামস্থান আছে?" তাহাতে তিনি উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া আহ্বান করিলেন, "আসুন! শুভাগমন করুন! যেখানে একজনের শয়নস্থান আছে, দুইজনের উপবেশন স্থান সেখানে পর্য্যাপ্ত!" দ্বিতীয় পথিক সাগ্রহে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, বিশ্রাম লাভপূর্ব্বক যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। নিদ্রাদেবী উভয়েরই সন্তাপহরণমানসে স্বীয় কোমল ক্রোড়ে তাঁহাদের

অভিভূত করিতেছেন, ইত্যবসরে, প্রবলবাত্যাতাড়িত, শীতকম্পিত-কলেবর, জীর্ণবসন, সাতিশয় পরিশ্রান্ত, পূর্ব্বপথিকদ্বয়ের ন্যায় সহাবস্থাপন্ন জনৈক তৃতীয় পথিক দ্রুতপদসঞ্চারে তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়গণ! ওখানে কি তৃতীয় ব্যক্তির স্থান আছে?" পথিকদ্বয় আগ্রহসহকারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিল, "আসুন! আসুন! যেখানে দুইজন উপবিষ্ট হইতে পারেন সেখানে, তিনজন অনায়াসেই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।" ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তি সানন্দে তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া শ্রান্তির অনেক লাঘব করিলেন।

তৃতীয় পথিক আশ্রয় লাভ করিবার পর ঝড় ও বৃষ্টি উভয়ই সহসা নিরস্ত হইলে বোধ হইল, যেন উক্ত পথিকত্রয়কে বিপন্ন করিবার জন্যই তাহারা সমবেত হইয়া ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত করিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল হইল। তরুণ অরুণ অমৃতময় কিরণ চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে প্রথম পথিক দেখিলেন যে, সেই হাস্যময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে, শঠের শিরোমণি, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম স্বীয় হস্তচতুষ্টয়ে ধারণ করতঃ মধুর হাসিতে তাঁহার মনকে মোহিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি এই বলিয়া সেই কৌতুকপ্রিয় হরির বাঙ্‌ময়ী পূজা বিধান করিলেন;—

পুনঃ সখে একি নববেশ! ইতিপূর্ব্বে রুদ্রের আবেশ।
হেরি তব মোহন মূরতি, প্রাণ মন পুলকিত অতি.
কি দিয়া হে তুষিব তোমায়, কি ধন বা আছে এ ধরায়।
ধরাদীপে অব্ধিস্নেহ রয়, বালসূর্য্য শিখা তায় হয়॥
এই দীপে আরতি বিধান, করি তব ভরিয়া পরাণ,
লহ সখে এই পূজা মোর, বাঁধ দাসে দিয়া প্রেমডোর।

দ্বিতীয় পথিকও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেই ভুবনমোহনের এই বলিয়া পূজা করিলেন;—

আহা মরি কি রূপ মধুর, সকল সন্তাপ হ'ল দূর।
প্রেমদীপে হৃদয় গলায়ে, জ্ঞানশিখা তাহাতে জ্বালায়ে,
তব পূজা করি সংবিধান, ওহে বঁধু মাতাইয়া প্রাণ,
লহ সখে এই পূজা মোর, বাঁধ দাসে দিয়া প্রেমডোর।

সুষমার নিবাসভূমি শ্রীহরির কান্তিচ্ছটায় উন্মত্ত হইয়া তৃতীয় ব্যক্তি পূজাদি বিস্মৃত হইলেন।

প্রেমোন্মত্ত পথিক নাচিতে নাচিতে গাহিলেন।—

দেখেছি দেখেছি সখে দেখেছি তোমায়,
ওরূপ ছটার ফাঁদে, মিহির পড়িয়া কাঁদে,
সুষমায় তারা শশী বদন লুকায়।
চিরদাস আমি আজ বিকাইনু পায়॥

প্রেমোন্মাদে নাচিতে নাচিতে প্রেমিক সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। যোগি-মনোমোহন হরিও হাস্যময়ী প্রকৃতির অঙ্কে লুকাইয়া পড়িলেন। পক্ষি-গণ প্রাভাতিক সঙ্গীতে তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। পথিক তিনজন পরস্পরের পরিচয় পাইয়া পরস্পরের পাদবন্দনা করিতে গিয়া প্রণয়কলহে মগ্ন হইলেন। প্রত্যেকেই অন্য দুইজনের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া নিজ নিজ আশ্রম হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে এই অদ্ভুত ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া নানারূপ দৈবতাড়নার ভিতর দিয়া সহসা একস্থানে তাঁহাদের একত্র সমাগম ও ভগবদ্দর্শন হওয়ায় তাঁহারা আপনাদের কৃতার্থ মনে করিলেন ও পরম নির্বৃতি লাভ করিয়া যথাভি-লষিত প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া প্রস্থান করিলেন; প্রথম পথিকটীর নাম পোইহে আলোয়ার, দ্বিতীয়টীর নাম পূদত্ত আলোয়ার, এবং তৃতীয়টীর নাম পে আলোয়ার।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

তিরুপ্পান্ আলোয়ার।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের নাম কীর্ত্তন করা হইল। শ্রীবৈষ্ণবগণ ইঁহাদের অধিকাংশকেই কলির পূর্ব্বে ও আরম্ভকালে অবতীর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শ্রীমন্নারায়ণের মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়া উক্ত গুরুপরম্পরার হৃদয় উদ্ভাসিত পূর্ব্বক ক্রমে কলিযুগের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা যাহাকে ঐতিহাসিক সময় বলি, যাহা মেরিনন্দন ঈশার জন্মকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদস্রোত সেই ঐতিহাসিক সময়েও অক্ষুণ্নভাবে, কখনও দৃশ্য ও কখনও অদৃশ্য হইয়া, ভক্ত হৃদয় উদ্ভাসিত করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহার গতি কখনও কুত্রাপি রুদ্ধ হইবার নহে।

অন্যূন খৃষ্টীয় শতশতাব্দীতে ওরায়ুর নামক স্থানে তিরুপ্পান্ আলোয়ার নামক একজন পরম ভক্ত জন্ম গ্রহণ করেন।

কার্ত্তিকে রোহিণীজাতম্ শ্রীপানং নিচুলাপুরে।
শ্রীবৎসাংশং গায়কেন্দ্রং মুনিবাহনমাশ্রয়ে॥ ১২॥

কার্ত্তিক মাসের রোহিণী নক্ষত্রে নিচুলাপুরে (ওরায়ুর) তিরুপ্পান্ আলোয়ারের জন্ম। তাঁহার আর একটি নাম মুনিবাহন। তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ এবং সুগায়ক ছিলেন। শ্রীহরির শ্রীবৎসাংশে তাঁহার জন্ম। আমি তাঁহার শরণাগত হই।

তিরুপ্পান্ আলোয়ার প্যারেয়া বা চণ্ডালবংশসম্ভূত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বীণাযন্ত্রসহকারে উন্মত্তের ন্যায় শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন করিয়া জীবন যাপন করিতেন। হরিসংকীর্ত্তনে তিনি এরূপ মগ্ন হইয়া পড়িতেন

যে, সেই সময় তাঁহার বাহ্য জ্ঞান থাকিত না। একদা শ্রীরঙ্গনাথের সুবিশাল মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী কাবেরীর তীর্থপ্রদেশে একমনে হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবে এমনি বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান কিছুই ছিল না। সেই সময় মুনিনামা জনৈক শ্রীশ্রীরঙ্গনাথস্বামীর সেবক শ্রীবিগ্রহের অভিষেকার্থ নদী হইতে জল সংগ্রহ করিয়া শ্রীমন্দি-রের দিকে যাইবার উপক্রম করিতে গিয়া দেখেন যে, জনৈক চণ্ডাল-জাতীয় লোক পথমধ্যে বসিয়া বীণা বাজাইতে বাজাইতে যেন নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি তিন চারিবার তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর না পাইয়া পরিশেষে দূর হইতে এক লোষ্ট্র দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। লোষ্ট্র দ্বারা আহত হইয়া সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক যখন দেখিলেন যে, তিনি শ্রীশ্রীরঙ্গনাথসেবকের পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন, তখন আপনাকে সহস্র সহস্র ধিক্কার দিয়া ব্রাহ্মণের নিকট স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি ভয়কম্পিতকলেবরে তথা হইতে দ্রুতপদ-সঞ্চারে অপসৃত হইলেন।

এদিকে মুনি শ্রীমন্দিরদ্বারে উপনীত হইয়া দেখেন যে, দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। তিনি একে একে প্রত্যেক সেবকের নাম ধরিয়া দ্বার উন্মোচনের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই ভিতরে নাই, কে উত্তর দিবে? শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের যাবতীয় সেবক তথায় সমবেত হই-লেন। তাঁহারা শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন। ভিতরে কেহই নাই, কে দ্বার রুদ্ধ করিল! ইহা তাঁহারা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। প্রভুর স্নান-কাল অতিবাহিত হইতেছে। তাঁহারা সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুনি ভাবিলেন যে, হয়তো তাঁহার কোন বিশেষ অপরাধ হইয়া থাকিবে, সেই জন্যই শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ স্বয়ং দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রভুর সমক্ষে যুক্তকরে অপরাধ ক্ষমার

জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন দিয়া অনুতাপাশ্রু পড়িতে লাগিল। বলিতে লাগিলেন, "হে প্রভো! কি অপরাধ হইয়াছে, দাসকে বলুন। আমি যথাসাধ্য তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব।" এইরূপে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে মুনি শুনিতে পাইলেন, যেন ভিতর হইতে কে বলিতেছে, "মুনি! তুমি আজ আমায় লোষ্ট্রাঘাত করিয়াছ বলিয়া, আমি তোমায় আর আমার কাছে আসিতে দিব না।" তাহাতে মুনি কহিলেন, "হে প্রভো! কখন্ আমি আপনাকে লোষ্ট্র প্রহার করিয়াছি?" ভিতর হইতে উত্তর আসিল, "কাবেরী তীর্থে যে মহাপুরুষ বীণাহস্তে বসিয়া আমার নামসংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তিনি আমার দ্বিতীয় বিগ্রহ। যদি তুমি তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া আমার মন্দির প্রদক্ষিণ কর, তাহা হইলে মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত করিব, নতুবা নহে।" এই অশরীরী বাণী শুনিবামাত্র, উন্মত্তের ন্যায় মুনি কাবেরীতীর্থের দিকে ধাবমান হইলেন। তথায় তিরুপ্পান আলোয়ারকে দেখিয়া ভক্তিনম্র-হৃদয়ে যুক্তকরে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। তিরুপ্পান ভয়ে দূরে পলায়ন পূর্ব্বক যোড়হস্তে অনুনয়সহকারে ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "হে প্রভো! আমি অতি হীন চণ্ডাল। সত্য বটে, আমি অপরাধ করিয়াছি। সুতরাং দূর হইতে লোষ্ট্রাদি দ্বারা আমার শাস্তি বিধান করুন। চণ্ডালকে স্পর্শ করিয়া আপনার পবিত্র দেহকে কলঙ্কিত করিবেন না।" তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতে মুনি আসিয়া সবেগে তাঁহাকে ধারণপূর্ব্বক স্বীয় স্কন্ধে আরোহণ করাইলেন এবং সেই অবস্থায় শ্রীরঙ্গনাথের সপ্ত-প্রাকারবিশিষ্ট সমুদয় মন্দিরটী প্রদক্ষিণ করিলেন। তদবধি তিরুপ্পান আলোয়ারের নাম মুনিবাহন হইল।

সপ্তম অধ্যায়।

তিরুমঙ্গই আলোয়ার ও তৎকর্ত্তৃক শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা।

তাহার পর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তিরুমঙ্গই আলোয়ারের জন্ম হয়।

কার্ত্তিকে কৃত্তিকাজাতং চতুষ্কবিশিখামণিম্।
ষট্‌প্রবন্ধকৃতং শার্ঙ্গমূর্ত্তিং কালীয়নাশ্রয়ে॥ ১৩॥

কার্ত্তিক মাসে কৃত্তিকা নক্ষত্রে যে কালীয়ন্ নামক মহাপুরুষ (তিরুমঙ্গইয়ের আর একটী নাম) শ্রীবিষ্ণুর শার্ঙ্গধনুর অংশে জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি চারিজন সুচতুর সিদ্ধ পুরুষের চূড়ামণিস্বরূপ ছিলেন, যিনি ছয়টী প্রবন্ধের রচনাকর্ত্তা, আমি তাঁহার শরণাগত হই।

তিরুমঙ্গই পরম ভক্ত ছিলেন। যৌবন হইতেই তীর্থপর্য্যটনপূর্ব্বক দেব দেবীর মন্দির সন্দর্শন করা তাঁহার পরম প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইত। তিনি স্বভাবতঃই প্রতিভাশালী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুকবি সেই সময়ে কেহই ছিল না, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তীর্থপর্য্যটনকালে চারিজন সিদ্ধ পুরুষ তদীয় মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তদবধি তাঁহার অনুচর হইয়া, তৎসহ নানাদেশ পর্য্যটন করিতে থাকেন। প্রথম শিষ্যের নাম 'তোরা বড়ক্কুন' অর্থাৎ 'তার্কিক-শিরোমণি।' তর্কে কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার উক্ত নাম হইয়াছে। দ্বিতীয় শিষ্যের নাম "তাড়ডুয়্যান্" অর্থাৎ "দ্বার উদ্ঘাটক"। তিনি কুঞ্চিকার সাহায্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ফুৎকার দ্বারা সর্ব্ববিধ তালা খুলিয়া ফেলিতেন বলিয়া তাহার ঐ নাম হইয়াছে। তৃতীয় শিষ্যের নাম "নেড়েলাই মেরিপ্পান্" অর্থাৎ

"ছায়াগ্রহ"। ইনি যাহার ছায়া পদদ্বারা স্পর্শ করিতেন, তাঁহার গতি-রোধ হইয়া যাইত। এই জন্তই ইঁহার উক্ত নাম। চতুর্থ শিষ্যের নাম "নীলমেল্ নড়ন্দান্" অর্থাৎ "জলোপরিচর।" ইনি স্থলের স্থায় জলের উপরও ভ্রমণ করিতে পারিতেন বলিয়া ইঁহার উক্ত নাম হইয়াছে। এই চারিজন শিষ্যসমভিব্যাহারে নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া তিরুমঙ্গই কাবেরীর শাখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই সময় উক্ত মন্দির ভগ্নপ্রায়, অতি ক্ষুদ্র এবং চর্ম্মচটী-কুলের নিবাসভূমি ছিল। সেবক দিনান্তে একবার আসিয়া কিঞ্চিৎ ফুল ও জল শ্রীবিগ্রহে অর্পণপূর্ব্বক বৃকশৃগালাদির ভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিত। স্থানটি বনে ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। শ্রীরঙ্গনাথের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে তদীয় শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণবাসনা প্রবলরূপে জাগিয়া উঠিল। কিরূপে শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইবে, এই চিন্তাই তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়া রহিল। আপনি নিঃস্ব, কোথা হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। পরে চারিজন শিষ্যের সহিত যুক্তি করিয়া দেশে দেশে ধনিগণের নিকট ভিক্ষাপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যেখানে কোনও ধনীর নাম শুনিতেন, সেই খানেই গিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্তপূর্ব্বক, তাঁহার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু অর্থগৃধ্নু ধনিক-মণ্ডলী কেহই তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও অর্পণ করিল না। পরন্তু তাঁহাকে তস্কর প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র ও নাস্তিক হৃদয়ের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইল না।

পরমভক্ত তিরুমঙ্গই ধনিকগণের নিন্দাবাদে কিছু ক্ষুব্ধ হইলেন না। কিন্তু জগৎপিতা জগদীশ্বর বনমধ্যে এক প্রকার সেবাদিশূন্য হইয়া বৃক শৃগালাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত হওতঃ স্বীয় সন্তানগণের অনবধানতাপ্রযুক্ত একপার্শ্বে সাতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন, এই ভাবনা তাঁহার হৃদয়ে শেলস্বরূপ হইয়া সাতিশয় যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিল। কোমল

মৃদ্‌ভাণ্ড যেমন অগ্নিসংযোগে কঠিনতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাঁহার স্বভাব-কোমল হৃদয় ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বজ্রের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চারিজন শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ! দেখিলে ত ধনিকদিগের ভগবদ্ভক্তি? উহাদিগের হৃদয়ে কখনও হরিপ্রেম প্রবাহিত হইবে না। উহারা চিরকালই নাস্তিক ও পাষণ্ডস্বরূপ থাকিবে। এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? শ্রীরঙ্গনাথজীউকে এইরূপ দুরবস্থায় রাখিয়া উক্ত পাষণ্ডগণের পদসেবন করা ভাল, না, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ নিখিলৈকশরণ জগদীশ্বরের অভূতপূর্ব্ব, অদ্বিতীয়, বিপুল শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত পাষণ্ডগণকে পদদলিত করা ভাল?" শিষ্যগণ কহিলেন, "পাষণ্ডসেবাপেক্ষা ভগবৎসেবা সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন।" ইহা শুনিয়া গুরু কহিলেন, "তবে প্রস্তুত হও। অদ্য হইতে নিষ্ঠুরহৃদয়, অর্থগৃধ্নু ধনিকবর্গের যাবতীয় অর্থ যাহাতে শ্রীমন্দির-পরিনির্ম্মাণে ব্যয়িত হইতে পারে, সেই বিষয়ে যত্ন কর। স্বভাব-নিষ্ঠুর ধনী অন্যের মুখ হইতে অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইয়া আপনার কোষ পুষ্ট করিতেছে। দরিদ্রগণ অন্নাভাবে অতিকষ্টে দিন যাপন করিতেছে। আইস, আমরা সেই ধন বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণে ও দরিদ্রপালনে ব্যয়িত করি।" শিষ্যগণ কহিলেন, "প্রভুর যাহা অনুমতি, আমরা তাহাই করিতে প্রস্তুত।"

তোরা বড়কন্ কহিলেন "হে প্রভো! তর্কে আমাকে কেহ পরাস্ত করিতে সমর্থ নহে। তর্কজালে জড়িত করিয়া যখন আমি ধনী ও তৎপারিষদ্‌বর্গকে অন্য সর্ব্ববিষয়ে অনবহিত করিব, সেই সময় আপনি অনায়াসে আপনার দলবল সঙ্গে তাহার যাবতীয় ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে পারেন।"

তাড়ুয়ান্ কহিলেন, "হে প্রভো! দ্বার যতই দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ থাকুক না কেন, আমি ফুৎকার দ্বারা তাহা মুক্ত করিতে পারি। ধনিগণের কোষদ্বার আমার নিকট সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। আমার সাহায্যে আপনি যথেচ্ছা রত্ন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন।"

নেড়েলাই মেরিপ্পান কহিলেন, "হে প্রভো! আমি যাঁহার ছায়া পদ-দ্বারা স্পর্শ করিব, তাহার গতিশক্তি রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব ধনশালী পথিকের যাবতীয় ধন, আমার সাহায্যে অদ্য হইতে আপনার হইল"।

নীরমেল নড়প্পান্ কহিলেন, "হে প্রভো! পরিখাবেষ্টিত রাজপুরী আমার নিকট সর্ব্বদাই উন্মুক্ত, কারণ আমি জলের উপর দিয়া অনায়াসেই গমন করিতে পারি। অতএব অদ্য হইতে রাজগণের যাবতীয় ধন আপনার।"

তিরুমঙ্গই শিষ্যগণের এই অদ্ভুত শক্তির কথা শুনিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। অনতিবিলম্বে তিনি একটী বৃহৎ দস্যুদলের অধিনেতা হইলেন; এবং শিষ্যচতুষ্টয়ের সাহায্যে অসংখ্য রত্নরাশি প্রতিদিনই দ্বীপস্থ কোনও গুপ্তস্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে লাগিলেন।

তিরুমঙ্গই দেশ দেশান্তর হইতে বিপুল অর্থব্যয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পিগণকে আনাইয়া শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিলেন। মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য শুভযোগে আরম্ভ হইল।

শ্রীশ্রীগর্ভগৃহ (যে গৃহের মধ্যে শ্রীভগবান্ স্বয়ং অবস্থান করেন) ও প্রথম প্রাকার-বেষ্টিত, মহোচ্চ-গোপুর-সমন্বিত অন্তঃপুরী বৎসরদ্বয়ে নির্ম্মিত হইল। সহস্র সহস্র শিল্পী অহরহ পরিশ্রম করিয়া উক্ত সময়ের মধ্যে অন্তঃপুরীর নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করিলে প্রথম বহিঃপুরীর নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইল। চারি বৎসর অহরহ পরিশ্রম করিয়া প্রথম বহিঃপুরী নির্ম্মিত হইল। এইরূপে ছয় বৎসরে দ্বিতীয়, আট বৎসরে তৃতীয়, দশ বৎসরে চতুর্থ, দ্বাদশ বৎসরে পঞ্চম ও অষ্টাদশ বৎসরে ষষ্ঠ বহিঃপুরী লক্ষাধিক শিল্পিগণের অহরহ পরিশ্রমে নির্ম্মিত হইল। সমগ্র মন্দিরনির্ম্মাণে সর্ব্বশুদ্ধ ষষ্টি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। তিরুমঙ্গই সেই সময়ে অশীতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য-চতুষ্টয়ও দুই এক বৎসর মাত্র তদপেক্ষা কনিষ্ঠ ছিলেন।

অন্তঃপুরী নির্ম্মিত হইলে নিকটবর্ত্তী রাজগণ অর্থ ও শিল্পী দ্বারা

স্বেচ্ছায় তিরুমঙ্গইকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কারণ, প্রথমতঃ, তিরুমঙ্গই যে একজন যথার্থ ভক্ত, শঠ নহেন, ইহা তাঁহার শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ-পরিপাটি দেখিয়া সকলে বিশ্বাস করিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি সহস্রাধিক দস্যুর দলপতি ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে রাজারাও কম্পিত হইতেন। অর্থ-সাহায্য না করিলে কি জানি তিরুমঙ্গই কোন্ দিন আসিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইবেন, এই ভয়ে অনেকে তাঁহাকে স্বেচ্ছায় ধন ও জন দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। শিল্পিগণকে তিনি যথাযোগ্য বেতন দিয়া পরিতুষ্ট রাখিতেন। রাজাধিরাজের ন্যায় তাঁহার যশঃ ও প্রতাপ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। বাস্তবিকই তিনি সেই সময়কার একচ্ছত্রী রাজা ছিলেন। অন্যান্য রাজবর্গ তাঁহার করদ ও মিত্র রাজার ন্যায় ছিলেন। তাঁহার যশঃ ও মানের পরিসীমা ছিল না, কিন্তু তাঁহার আচার ও ব্যবহার সামান্য ভিক্ষুকের ন্যায়। ভিক্ষালব্ধ অন্ন দিনান্তে একবারমাত্র স্বপাকে ভোজন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতেন। তাঁহার ন্যায় ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ সে সময় বোধ হয় কেহই ছিলেন না। ভগবৎপ্রেমে তাঁহার নয়নদ্বয় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া নিরন্তর অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। তাঁহার শাসনকালে কেহ দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ করে নাই। কেবল ধনীরা সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত।

সপ্তপ্রাকারবিশিষ্ট পুরীশ্রেষ্ঠের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইল। তিরুমঙ্গই শিল্পিগণকে যথাযোগ্য বেতন দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। হস্তে এক কপর্দ্দকও নাই। ইতিমধ্যে আরও কতকগুলি লোক আসিয়া অর্থ প্রার্থনা করিল। ইহারা তাঁহার সহকারী দস্যু। তাহাদের সংখ্যা এক সহস্রের ন্যূন হইবে না; তিনি কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। পরে সহসা উঠিয়া নীরমেল্ নড়প্পান্‌কে ডাকিয়া কর্ণে কর্ণে কি বলিয়া দিলেন। উক্ত শিষ্য দ্বিরুক্তি না করিয়া কাবেরীর উত্তর শাখায় একটী বৃহৎ পোত আনাইলেন। এই পোতে করিয়া

পুরীনির্ম্মাণকালে দূর প্রদেশস্থ পর্ব্বত হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সমূহ আনয়ন করা হইত। পোত আনীত হইলে নড়প্পান্ তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, ও দুই ঘণ্টা পরে তথা হইতে স্বীয় গুরুর সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দস্যুগণ তিরুমঙ্গইকে কপর্দ্দকশূন্য নিঃস্ব স্থির করিয়া, ইতি মধ্যে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিল। তাহারা তাহাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যবসরে নীরমেল্ নড়প্পান্ আসিয়া উপস্থিত হইয়া সমবেত সকলকে কহিলেন "ভ্রাতৃগণ, কাবেরীর উত্তর শাখার পরপারে আমাদের স্বামীর অনেক গুপ্তধন আছে; আইস, আমরা সকলে সেখানে গিয়া সমুদয় বণ্টন করিয়া লই,—পোত প্রস্তুত। আমি তোমাদের সহিত গমন করিয়া রত্ন সমুদয় বাহির করিয়া দিব। তোমরা যথেচ্ছা ভাগ করিও। তোমরা যাহা দিবে তাহাই লইব। ষষ্টি বৎসর ধরিয়া আমরা দেশ লুণ্ঠন করিতেছি। আর লুণ্ঠন করিবার কিছুই নাই। এক্ষণে যে সমুদয় রত্ন আছে, তাহা লইয়া আইস, আমরা সকলে সুখে দিন অতিবাহিত করি।" ইহা শুনিয়া সকলে সাতিশয় আনন্দিত হইল, এবং গুরুহননসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে নড়প্পানের অনুবর্ত্তী হইল। সকলে পোতারোহণ করিল। বর্ষাকাল—গভীর কাবেরী ভীষণ গর্জ্জনসহকারে আপনার দেহ অর্দ্ধ ক্রোশাপেক্ষা অধিক বিস্তার করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অতি তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতেছে। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সায়ংকাল উপস্থিত। আকাশ মেঘাবৃত থাকায় সায়ংকাল রজনীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পোত এক্ষণে কাবেরীর মধ্যভাগে উপস্থিত। তিরুমঙ্গই স্থিরনেত্রে তিনজন শিষ্য সমভিব্যাহারে নৌকার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাহা এক্ষণে অন্ধকারে অস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে। সহসা নদীমধ্য হইতে এক ভীষণ আর্ত্তনাদ উঠিল। পরে সকলই স্থির। নৌকা আর দেখা গেল না! সেই বিপুল তরঙ্গাকুল, ভীষণগর্জ্জনকারী

কাবেরীবক্ষে আর কিছুই পরিলক্ষিত হইল না। কিছুক্ষণ পরে স্থির গম্ভীর পদবিক্ষেপে জলের উপর দিয়া চলিতে চলিতে একজন পুরুষ তিরুমঙ্গইর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই পুরুষ ভক্তবীর দস্যুপতির চরণপ্রান্তে আসিয়া অবনত হইলেন। ইনি তাঁহার চতুর্থ শিষ্য নীরমেল্ নড়প্পান্। তিরুমঙ্গই দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বৎস, উঠ; শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীউ তাঁহার সন্তানগণকে নিশ্চয়ই স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়াছেন। তজ্জন্য চিন্তিত হইও না। ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সকলে বৈকুণ্ঠধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাহা ভাল, না, জীবিত থাকিয়া দস্যুবৃত্তি করতঃ জীবন অতিবাহিত করা ভাল? আইস, আমরাও জীবনের অবশিষ্ট কাল শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ জীউর সেবায় অতিবাহিত করি। যাহার জন্য দস্যুবৃত্তি করিতেছিলাম, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবৎসেবা ভিন্ন এক্ষণে আর আমাদের অন্য কর্ত্তব্য নাই।"

জীবনের অবশিষ্টাংশ শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীউর সেবায় অতিবাহিত করিয়া চারি জন প্রাণতুল্য শিষ্য সমভিব্যাহারে তিরুমঙ্গই যথাসময়ে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" আশ্রয় করিলেন।

কাবেরীর উত্তর শাখা, সহস্র দস্যুর বিনাশ সাধন করিয়াছে বলিয়া, তদবধি কোল্লিড়ম্ (Coleroon) অর্থাৎ "হত্যাস্থল" নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

কথিত আছে তিরুমঙ্গই একদা কোনও রাজভবন লুণ্ঠন করিতে গিয়া, রাজার দেবালয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। সেই দেবালয়ে শ্রীমন্নারায়ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বহুমূল্য হীরকাদিতে শ্রীবিগ্রহ সজ্জিত থাকায় তিরুমঙ্গই তাঁহার সমস্ত অলঙ্কারই গ্রহণ করিলেন। সকলই গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল একটী হীরকখচিত অঙ্গুরীয়ক তাঁহার চম্পক-কলিকাকার অঙ্গুলিতে এরূপ দৃঢ়ভাবে অবস্থিত ছিল যে, তিনি আপনার অঙ্গুলি দ্বারা তাহা গ্রহণ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন স্বীয় দশন দ্বারা দংশন করিয়া তাহা গ্রহণ

করিতে চেষ্টা করিলেন। দশন ভগবদঙ্গুলিতে স্পৃষ্ট হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল, এবং তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া এক সহস্র শ্লোক দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তবগুলি তিরুমূড়ি অর্থাৎ মধুর স্তোত্র নামে অদ্যাবধি বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়।

নাথমুনি ও যামুনাচার্য্য।

অন্যূন ৯০৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বকথিত (ষষ্ঠাধ্যায়) বিশিষ্টা দ্বৈতসাধনার স্রোত শ্রীশ্রীনাথ মুনি নামক কোনও মহাপুরুষের হৃদয়ে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া ভবিষ্যৎ মহাপ্লাবনের সূচনা করিতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠেঽনুরাধাসম্ভূতং বীরনারায়ণে পুরে।
গজবক্ত্রাংশমাচার্য্যংআদ্যং নাথমুনিং ভজে॥ ১৪॥

যিনি বীরনারায়ণপুরে জ্যৈষ্ঠ মাসের অনুরাধা নক্ষত্রে বিষ্বক্‌সেন পারিষদ্ গজবদনের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই গুরুশ্রেষ্ঠ আচার্য্য নাথমুনির পূজা করি।

নাথমুনি সদ্‌ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত। গৃহস্থাবস্থায় ঈশ্বরমুনি নামক ইঁহার এক পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়। এই পুত্রটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সাতিশয় মেধাবী ছিলেন। যৌবনে পদার্পন পূর্ব্বক বিবাহ করিয়া ঈশ্বরমুনি কিছু-কাল সংসারসুখ উপভোগ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্রই মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইল। নাথমুনি স্বীয় পুত্রকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। অকালে তদীয় দেহত্যাগে তাঁহার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইল। কিন্তু নির্ম্মল জ্ঞানপ্রভাবে তিনি মানসিক যন্ত্রণার হস্ত হইতে অনতিবিলম্বেই উদ্ধার পাইলেন। নবোঢ়া সহধর্ম্মিণীর গর্ভে ঈশ্বরমুনির এক পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়। এই পুত্রই ভবিষ্যতে যামুনাচার্য্য নামে বিখ্যাত হয়েন।

কথিত আছে যে, নাথমুনি স্বীয় সহধর্ম্মিণী, পুত্র ও পুত্রবধূ সমভি-

ব্যাহারে আর্য্যাবর্ত্তে তীর্থদর্শনের জন্য ভ্রমণ করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-সন্নিকটবর্ত্তী যমুনাকূলে তাঁহার পুত্রবধূর গর্ভসঞ্চার হয়। সুতরাং পৌত্র লাভ করিয়া তিনি তাঁহার নাম যামুনাচার্য্য রাখিয়াছিলেন। নাথমুনি সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মেধাবী ও ধীশক্তিসম্পন্ন লোক সেই সময়ে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। পুত্রের লোকান্তরগমনের পর তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন মুনিগণের ন্যায় পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'মুনি' আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। এই জন্যই তাঁহার নাম "নাথমুনি" হইয়াছে, এবং যোগে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে যোগীন্দ্র বলিত। তিনি দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া, স্বীয় মত তন্মধ্যে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয় শ্রীবৈষ্ণবগণের চিরকাল মহার্ঘ রত্নস্বরূপ ও পরম আদরের বস্তু হইয়া আছে।

দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে যামুনাচার্য্য পিতৃহীন হয়েন। পিতামহ নাথমুনিও সংসারবিমুখ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সুতরাং যামুনাচার্য্য বৃদ্ধ পিতামহী ও স্বীয় জননীর দ্বারা অতি কষ্টে পালিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অসীম ধীশক্তিপ্রভাবে, তিনি অনতিবিলম্বেই স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীকে স্বীয় বশে আনয়ন করিলেন। তিনি দ্বাদশ বৎসর বয়সে পাণ্ড্যরাজের অর্দ্ধ সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন!

আষাঢ়ে চোত্তরাষাঢ়াসম্ভূতং তত্র বৈ পুরে।
সিংহাসনাংশং বিখ্যাতং শ্রীযামুনমুনিং ভজে॥ ১৫॥

আষাঢ় মাসে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে যিনি উক্ত বীরনারায়ণপুরে (মত্থুরা) ভূমিষ্ঠ হয়েন, যিনি শ্রীবিষ্ণুর সিংহাসনাংশে অবতীর্ণ বলিয়া বিখ্যাত, আমি সেই শ্রীযামুন মুনির পূজা করি।

শ্রীযামুন মুনির হৃদয়ে কেবল মাত্র শ্রীবিষ্ণুই অধিরূঢ় থাকিতেন বলিয়া, তাহা তাঁহার সিংহাসনস্বরূপ ছিল। এইজন্য যামুন মুনিকে বৈষ্ণবগণ সিংহাসনাংশ বলিয়া পূজা করেন। অন্যূন ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে

পাণ্ড্যরাজধানী মদুরা নগরে ইনি ভূমিষ্ঠ হয়েন। কৈশোরারম্ভেই, পিতা ঈশ্বরমুনি পরলোক গমন করেন; কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মেধাশক্তি এতাদৃশ প্রবল ছিল যে, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সহাধ্যায়িগণের উপর শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুর নাম শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য। শিষ্যের সর্ব্বশাস্ত্রে পটুতা দেখিয়া ভাষ্যাচার্য্য তাঁহাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। তাঁহার মধুর স্বভাব সহাধ্যায়িগণের চিত্তকেও আকর্ষণ করিয়াছিল, তাঁহারা তাঁহার নিকট পাঠ জিজ্ঞাসা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, বা আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিতেন না।

নবম অধ্যায়।

যামুনাচার্য্যের রাজ্যলাভ।

যে সময়ে যামুনাচার্য্য ভাষ্যাচার্য্যের নিকট পাঠাভ্যাস করিতেছিলেন, যখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র ছিল, সেই সময় পাণ্ড্যরাজের জনৈক সভাপণ্ডিত স্বীয় বিদ্যাপ্রভায় সমস্ত দাক্ষিণাত্যবাসী পণ্ডিত-বর্গকে সাতিশয় মলিন করিয়া তুলিয়াছিলেন। উক্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, যে সভাতেই যাইতেন, তত্রত্য বুধমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক প্রকার কোলাহল উত্থাপিত করিতেন। এই জন্য তাঁহার নাম বিদ্বজ্জনকোলাহল হইয়াছিল। পাণ্ড্যরাজ তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, এবং তাঁহার সভার অমূল্য অলঙ্কারস্বরূপ বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন। যে কোন পণ্ডিত বিদ্বজ্জনকোলাহলের সহিত তর্কে পরাস্ত হইতেন, রাজাদেশে দণ্ডস্বরূপ বার্ষিক কিঞ্চিৎ-পরিমাণ কর দিগ্বিজয়ী তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিতেন। যামুনাচার্য্যের গুরু শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যও তাহাকে তদনুসারে কর দিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু অর্থের অনাটনবশতঃ দুই তিন বৎসরের কর তাঁহার বাকি পড়িয়া গিয়াছিল। তজ্জন্য কোলাহলের জনৈক শিষ্য বক্রি কর

আদায় করিবার জন্য একদা ভাষ্যাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে উপনীত হই-লেন। সে দিবস ভাষ্যাচার্য্য টোলের ভার যামুনাচার্য্যের হস্তে দিয়া কার্য্যান্তরে বহির্গত হইয়াছিলেন। অন্যান্য শিষ্যেরাও পাঠ সমাপ্ত করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্য একক স্বীয় আসনে উপবিষ্ট আছেন। কোলাহলশিষ্য আসিয়াই তীক্ষ্ণস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার গুরু কোথায়?" তাহাতে যামুনাচার্য্য ধীরনম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?" কোলাহলশিষ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রুক্ষভাবে উত্তর করিল, "জাননা, আমি কোথা হইতে আসিতেছি? যদি না জান তো শুন।—যাঁহার বিদ্যাপ্রভায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য উদ্ভাসিত হইয়াছে; যিনি অন্যান্য বুধ-ভুজঙ্গমগণের গরুড় স্বরূপ, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, পাণ্ড্যরাজ যাঁহার দাসানুদাস, যিনি বিদ্যাভিমানীব গর্ব্বখর্ব্বকারী, যিনি সমগ্র বুধমণ্ডলীর উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককেই স্বীয় করদ করিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহাকে কর প্রদান না করিলে পাণ্ড্যরাজের হস্তে কাহারও নিস্তার নাই, আমি সেই মহানুভব, মহামনার পরম সৌভাগ্য-শালী শিষ্য। তোমার গুরু উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই জন্যই দুই তিন বৎসরের কর অদ্যাপি বাকি রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি চাহেন কি? তিনি কি আমার সর্ব্ববিজয়ী গুরুর সহিত শাস্ত্রীয় তর্ক করিতে ইচ্ছা করেন? পতঙ্গ যেমন মূঢ়তাবশতঃ অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করে, তোমার গুরুর কি সেইরূপ ভাব উপস্থিত হইয়াছে?"

গুরুনিন্দাশ্রবণভয়ে কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদানপূর্ব্বক যামুনাচার্য্য সাতিশয় ঘৃণার সহিত কোলাহলশিষ্যকে কহিলেন, "ছিঃ ছিঃ, তুমি কি মূর্খ! অথবা মূর্খের শিষ্য মূর্খ ভিন্ন আর কি হইবে? ফল দেখিয়া যেরূপ বৃক্ষের গুণাগুণ অনুমিত হয়, সেইরূপ তোমাকে দেখিয়া তোমার গুরুর যে কতদূর পাণ্ডিত্য তাহা আর আমার বুঝিতে বাকি নাই। যে গুরু শিষ্যকে দাম্ভিকতা শিক্ষা দেয়, যে গুরু শিষ্যের মনোমালিন্য নিবারণ

না করিয়া, তাহাকে অধিকতর মলিন করিয়া তুলে, সে গুরু যে সর্ব্বতো-ভাবে অন্তঃসারশূন্য, তাহাতে কি আর কাহার সন্দেহ থাকিতে পারে? একটী তৃণ উড়াইবার জন্য যদি কেহ প্রবল ঝটিকার সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহাকে মহামূর্খ বলিব না ত কি বলিব? বিদ্বজ্জনকোলাহলকে তর্কে পরাস্ত করিতে মদীয় গুরুবর্য্যকে আহ্বান করিয়া তুমিও সেইরূপ মহামূর্খের মত কার্য্য করিয়াছ। শৃগালকে দূরীকৃত করিবার জন্য কি সিংহের আবশ্যক করে? তুমি তোমার পণ্ডিতাভিমানী গুরুকে গিয়া বল, মহানুভব সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ পূজ্যপাদ ভাষ্যাচার্য্যের জনৈক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শিষ্য তাঁহার সহিত তর্ক করিতে চাহে। যদি শক্তি ও সাহস থাকে, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে প্রস্তুত হইয়া সমাচার প্রেরণ কর, আমি প্রস্তুত আছি।” ক্রোধে অধীর ও দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞান-পরিশূন্য হইয়া এবং প্রত্যুত্তরদানে সাতিশয় ঘৃণা বোধ করিয়া, কোলা-হলশিষ্য আরক্তলোচনে স্বীয় গুরুসন্নিধানে যাইয়া ক্রোধকম্পিতকলেবরে ক্রমে ক্রমে সমস্তই নিবেদন করিল। বিদ্বজ্জনকোলাহল প্রতিদ্বন্দ্বীর বয়ঃক্রম শ্রবণে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। রাজসভাস্থ সক-লেই কহিলেন যে, ভাষ্যাচার্য্য-শিষ্য বালকস্বভাবসুলভ চপলতা প্রকাশ করিয়াছে মাত্র, তজ্জন্য তাহাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। সত্য সত্যই বালক তর্ক করিতে চাহে কি না, সে উন্মাদগ্রস্ত অথবা সহজ মনুষ্য কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য পাণ্ড্যরাজ, পুনরায় আর একটী লোক প্রেরণ করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন, “যদি সে সত্য সত্যই তর্ক করিতে চাহে, অনতি-বিলম্বে তাহাকে এখানে লইয়া আসিবে। মূর্খের মূর্খতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। শীঘ্রই তাহার শাস্তি বিধান করা কর্ত্তব্য।”

রাজদূত আসিয়া রাজাজ্ঞা জানাইল, যামুনাচার্য্য উত্তর করিলেন, “আমি রাজনিদেশ পালন করিতে সর্ব্বতোভাবে উন্মুখ। পরন্তু আমি যখন পণ্ডিতের ন্যায় পণ্ডিতের সহিত তর্ক করিতে যাইতেছি, মহা-রাজাকে যাইয়া বল, যেন এখান হইতে পণ্ডিত-যোগ্য মান দিয়া লইয়া

যান অর্থাৎ শিবিকা প্রভৃতি প্রেরণ করুন নতুবা বিদ্বজ্জন কোলাহলকে এখানে প্রেরণ করুন। এথানেই আমাদের উভয়ের তর্ক হউক।”

দূত রাজাকে ও তদীয় সভাসদ্বর্গকে ইহা জ্ঞাপন করিল; অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল যে, শিবিকা প্রভৃতি প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে একশত প্রহরীর সহিত একটী বহুমূল্য শিবিকা প্রেরিত হইল।

এদিকে ভাষ্যাচার্য্য গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যখন শুনিলেন যে, তাঁহার শিষ্য কালসর্পরূপ বিদ্বজ্জনকোলাহলের গাত্রে পদাঘাত করিয়াছেন, তখন তিনি নিজের জীবনাশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া একপ্রকার অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, কারণ তিনি জানিতেন, যে পাণ্ড্যরাজ সদয়হৃদয় হইলেও, যে কেহ তাঁহার সাতিশয় প্রিয় সভা-পণ্ডিতের অবমাননা করে, তাঁহার প্রতি অতিশয় নির্দয়াচরণ করেন, এমন কি তাহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন। শিষ্য যামুনাচার্য্য তাঁহাকে বারম্বার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “আপনার ভীত হইবার কোনও কারণ নাই। আমি আপনার প্রসাদে নিশ্চয়ই কোলাহলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব, আপনি নিশ্চিন্ত হউন।” এমন সময়ে প্রহরিবর্গের সহিত শিবিকা আসিয়া চতুষ্পাঠীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। বালক যামুনাচার্য্য মহাপণ্ডিতের ন্যায় গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনাপূর্ব্বক শিবিকারোহণ করিলেন। পথে সাতিশয় জনতা হইল। একটী বালক রাজার সর্ব্বপ্রধান সভাপণ্ডিতের সহিত শাস্ত্রীয় দ্বন্দ্ব করিতে চলিয়াছেন, ইহা একটী অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। সুতরাং আবালবৃদ্ধবনিতা সেই অদ্ভুত বালককে দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে দ্রুতপদসঞ্চারে সমবেত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে হৃদয় খুলিয়া এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন যে, “হে বালক! ভগবান বামনরূপ ধারণ করিয়া যেমন বলিকে রাজ্যচ্যুত ও পদচ্যুত করিয়াছিলেন, আমাদের আশীর্ব্বাদে তুমিও তদ্রূপ অদ্য সেই দাম্ভিক পণ্ডিতাভিমানী বিদ্বজ্জনকোলাহলের গর্ব্বগিরি চূর্ণ

করিয়া প্রত্যাগত হও।” এইরূপে সহস্র নরনারী রাজদ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার শিবিকার পশ্চাদ্‌গমন করিলেন।

ইত্যবসরে রাজসভায় রাজা ও রাণীর যামুনাচার্য্য সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইল। রাজা কহিলেন যে “বিড়াল যেমন মুষিককে নাশ করে, কোলাহল সেইরূপ বালককে পরাস্ত, অপদস্থ ও বিধ্বস্ত করিবে”। তদুত্তরে রাণী কহিলেন যে “একটী অগ্নিকণা যেমন প্রকাণ্ড তূলারাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ এই ক্ষুদ্র বালক কোলাহলের গর্ব্বপ্রাসাদকে অদ্য ভূমিসাৎ করিবে।” রাজা কহিলেন, “হে রাজ্ঞি! তুমি স্ত্রীলোক, তোমার বুদ্ধি অল্প, এই জন্যই তুমি কোলাহলের বিদ্যার গভীরতা উপলব্ধি করিতে পরিতেছ না। সেই জন্য বালক তোমার চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে।” রাণী উত্তর করিলেন, “হে রাজন্! আপনি যাহাই বলুন, অদ্য যে বিদ্বজ্জনকোলাহলের গৌরবসূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইবে এবং তাহার স্থলে সমুদয় নর নারীকে পুলকিত করিয়া নবীন বালসূর্য্যের মধুর প্রভায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইবে, তাহাতে আমার আর কোনও সন্দেহ নাই।” রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “যদি তাহা না হয়, তুমি কি পণ রাখিবে”? রাণী উত্তর করিলেন, “ইহা যদি না হয়, তাহা হইলে আমি আপনার ক্রীতদাসীর ক্রীতদাসী হইব।” রাজা কহিলেন, “অয়ি মুগ্ধে! তুমি বিষম পণ করিলে। আমিও বলিতেছি যে যদি বালক কোলাহলকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহাকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিব।” রাজা ও রাজ্ঞীর এরূপ বিতণ্ডা চলিতেছে, এমন সময়ে যামুনাচার্য্য শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া রাজা ও রাণী উভয়কে এবং সভাসদ্‌বর্গকে অভিবাদন করিলেন; পরে তাঁহাদের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া বিদ্বজ্জনকোলাহলের সম্মুখবর্ত্তী আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার ক্ষুদ্রকায়, ও অল্প বয়স দেখিয়া উচ্চহাস্য পূর্ব্বক কোলাহল রাজ্ঞীকে তাচ্ছিল্যসহকারে কহিলেন—“আল্ ওয়ান্দারা?” অর্থাৎ “এই বালকই কি আমায় জয় করিতে আসিয়াছে?”

তিনি উত্তর করিলেন "আল্ ওয়ান্দার!"—অর্থাৎ "হাঁ, ইনিই আপনাকে জয় করিতে আসিয়াছেন।"

বালকজ্ঞানে কোলাহল যামুনাচার্য্যকে ব্যাকরণ, অমরকোষ প্রভৃতি ঋজুগ্রন্থ সমূহ হইতে সহজ সহজ ঋজু ও সরল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যামুনাচার্য্য হেলায় তত্তাবতের সমুচিত উত্তর দিতেছেন দেখিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে কঠিন প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। যামুনাচার্য্য অবলীলাক্রমে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন এবং কোলাহলকে কহিলেন যে, "আপনি আমায় বালক দেখিয়া অবজ্ঞা করিতেছেন। এতদ্দ্বারাই আমি আপনার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইতেছি। মহর্ষি অষ্টাবক্র, জনক-সভায় যখন বন্দীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তখন তিনি বালক—না আপনার ন্যায় বৃদ্ধ ছিলেন? আপনি কি, আকার দেখিয়া পাণ্ডিত্যের তারতম্য নির্ণয় করিয়া থাকেন? আপনার যুক্তি অনুসারে, তাহা হইলে, একটী বৃহৎকায় অনড্বন্ আপন অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত। আপনি একজন মহা বিজ্ঞ বলিয়া আমার ধারণা ছিল, কিন্তু আপনার সিদ্ধান্তের অসারতা দেখিয়া এক্ষণে সেই ধারণা বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে!"

কোলাহল এরূপ শ্লেষ ও কটূক্তিতে মর্ম্মাহত হইলেও হৃদ্গতভাব গুপ্ত রাখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন "বাঃ! বেশ উত্তর দিয়াছ; এখন তুমি প্রশ্ন কর, আমি উত্তর দিই।" বালক কহিলেন, "আপনি যেন আমায় দয়া করিয়া ছাড়িয়াই দিলেন। যথাসাধ্য প্রশ্ন করিয়া যখন দেখিলেন যে, এ বালক পরাস্ত হইবার নহে, তখনই আমাকে প্রশ্ন করিবার অবসর দিলেন। সে যাহা হউক আপনার ইচ্ছানুসারে আমি আপনার নিকট তিনটী মত প্রকাশ করিব। উক্ত মত-ত্রয় খণ্ডন করিতে পারিলেই আমি আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার করিব।" কোলাহল কহিলেন, "বল, আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

বালক যামুনাচার্য্য কহিলেন, প্রথম প্রশ্ন এই—"আমি বলিতেছি যে, আপনার মাতা বন্ধ্যা নহেন; আপনি ইহা খণ্ডন করুন।"

কোলাহল ভাবিলেন, আমার মাতা যদি বন্ধ্যা হয়েন, তাহা হইলে ত আমার জন্ম অসম্ভব। অথচ বালকের মতও খণ্ডন করিতে না পারা মহা লজ্জার কথা। এখন কি করা কর্ত্তব্য? হয় ত দুষ্ট, আমায় প্রতারিত করিবার জন্য, অন্যায় ও অসম্ভব প্রশ্ন করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে মৌন থাকাই শ্রেয়ঃ।

কোলাহল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় মূকবৃত্তি অবলম্বন করিলে, সভাসদ্‌বর্গ সকলেই সাতিশয় বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। যে দাম্ভিকাগ্রগণ্য পাণ্ডিত্যাভিমানী স্বীয় বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া সমস্ত বুধমণ্ডলীকে স্বায়ত্তে আনিয়াছিলেন, তিনি কি না আজ এক বালকের প্রশ্নে নিরুত্তর হইয়া রৌদ্রতপ্ত বল্লরীর ন্যায় অবসাদ প্রাপ্ত হইলেন। কোলাহল মনোভাব যথাসাধ্য গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিলেও, বাস্তবিকই সেই সময় তাঁহার আরক্তিম গণ্ডদ্বয় ও ঈষৎ অবনত বদন, তদীয় আত্যন্তিক মানসিক যন্ত্রণার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছিল। কিঞ্চিৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, যামুনাচার্য্য এই বলিয়া দ্বিতীয় প্রশ্নের অবতারণা করিল। "মহাশয়, আমার প্রথম মতটী স্বীয় দিগ্‌বিজয়িবুদ্ধির বলে খণ্ডন করুন; পরে দ্বিতীয় মতটা বলিতেছি, তাহা এই—'আমি বলিতেছি যে, 'পাণ্ড্যরাজ মহা ধর্ম্মশীল। আপনি ইহা খণ্ডন করুন'।"

কোলাহল বালকের বাক্‌চাতুর্য্যে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। কি বলিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। যদি বলেন যে—রাজা অধার্ম্মিক, তাহা হইলে পুরোবর্ত্তী রাজা তৎক্ষণাৎ হয় ত তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন। যে রাজা তাঁহাকে এতাদৃশ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, তিনি সেই রাজাকে, অকৃতজ্ঞের ন্যায়, কখন কি অধার্ম্মিক বলিতে পারেন? ভাবিলেন—বালক বাস্তবিকই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে। ভাবিয়া তাঁহার বদন মলিন হইয়া গেল। তিনি হৃদ্গতভাব আর গোপন করিতে পারিলেন না। মুখে ক্রোধের চিহ্ন দেখা দিল। এমন সময়ে যামুনাচার্য্য তৃতীয় প্রশ্ন প্রকাশ করি-

লেন ;—"হে পণ্ডিতত্রাসকর, আমার তৃতীয় প্রশ্ন এই,—আমি বলিতেছি যে, পুরোবর্ত্তিনী রমণী-কুলের গৌরবস্বরূপিণী মহারাণী সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বী; আপনি ইহা খণ্ডন করুন।" কোলাহল ক্রোধে ও লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে, 'হে বালক, তুমি যে সমুদয় প্রশ্ন করিলে, সে গুলির উদ্দেশ্য কেবলমাত্র আমার মুখবন্ধ করা। কোনও রাজভক্তিপরায়ণ কি, কখন স্বীয় রাজা ও রাজ্ঞীকে অধার্ম্মিক এবং অসতী বলিতে পারেন ? সুতরাং আমার মুখবন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেই যে আমি পরাস্ত হইলাম তাহা নহে। তোমার এই দুরভিসন্ধিপূর্ণ মতের খণ্ডন তোমাকেই করিতে হইবে। যদি না পার, রাজার আদেশে তোমার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত,যেহেতু শেষোক্ত প্রশ্নদ্বয় দ্বারা, তুমি রাজা ও রাণী উভয়কেই শ্লেষে কটূক্তি বলিয়াছ। অতএব কাল-বিলম্ব না করিয়া আপনার মতের খণ্ডন আপনিই কর।" ক্রোধে অধীর হইয়া, আরক্তনয়ন কোলাহল যখন উচ্চনাদে এইরূপ বলিয়া উঠিলেন, তখন কোলাহল পক্ষীয় লোকেরা "ধন্য ধন্য" বলিয়া উঠিল, এবং যামুনাচার্য্য-পক্ষীয় লোকেরা কহিতে লাগিল "কোলাহলের পরাজয় ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে,যেহেতু তিনি প্রশ্নোত্থাপনের পূর্ব্বে যামুনাচার্য্যের মতত্রয়কে খণ্ডন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; খণ্ডন করিতে পরিলেন না বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ক্রোধ পরাজয়ের লক্ষণ, কখনও জয়ের লক্ষণ নহে।" কোলাহল এইরূপে চারিদিকে কোলাহল উত্থাপিত করিলে, যামুনাচার্য্য ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"আপনারা সকলে স্থির হউন, আমি মতগুলিকে একে একে খণ্ডন করিতেছি, আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। হে পণ্ডিতাভিমানিন্ কোলাহল! আপনি তিনটি সরলমত খণ্ডন করিতে পারিলেন না, অথচ আপনাকে বুধমণ্ডলীর অগ্রণী বলিয়া অভিমান করেন। অদ্য আপনার সে অভিমান বিনষ্ট হইল। আমি একে একে প্রত্যেক মতটিকে খণ্ডন করিতেছি, শ্রবণ করুন।"

"প্রথমতঃ, আপনার মাতা পুত্রবতী হইলেও তিনি বন্ধ্যা। কারণ তিনি একপুত্রা। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে নারীর কেবল একমাত্র সন্ততি তিনি অপুত্রা বা বন্ধ্যা বলিয়া গণ্যা। অতএব আপনার মাতা আপনার ন্যায় মহাগুণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিলেও শাস্ত্রানুসারে বন্ধ্যা বলিয়া গণনীয়া। 'অপুত্র এক পুত্র ইতি শিষ্টপ্রবাদাৎ'—মনু, ৯ অ, ৬১ শ্লোক, মেধাতিথি-ভাষ্য।

দ্বিতীয়তঃ, কলিতে ধর্ম্ম একপাদ ও অধর্ম্ম ত্রিপাদ। ধর্ম্ম-শাস্ত্রে আছে—

সর্ব্বতো ধর্ম্মষড়্ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ।
অধর্ম্মাদপি ষড়্ভাগো ভবতস্য হ্যরক্ষতঃ॥ মনু, ৮ অ, ৩০৪।

অর্থাৎ প্রজাপালক রাজা প্রজাগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের ষষ্ঠভাগ প্রাপ্ত হয়েন, ও প্রজাপালনাক্ষম হইলে তাহাদের পাপেরও ষষ্ঠভাগ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিতে অধর্ম্মের প্রাবল্য অধিক, তজ্জন্য রাজা যতই সুশাসক হউক না কেন, তিনি কখনও প্রজাদিগকে সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক করিতে পারিবেন না। কলির প্রভাবে প্রজারা স্বভাবতঃই অধর্ম্মশীল। সুতরাং প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অধর্ম্মের ষষ্ঠাংশ রাজাকে গ্রহণ করিতেই হয়। অতএব রাজাকে যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপভার বহন করিতে হয়, শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ।

তৃতীয়তঃ, মনু কহিতেছেন যে—

সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥ মনু, ৭ অ, ৭।

অর্থাৎ রাজা যে সাক্ষাৎ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, এবং ইন্দ্র,—ইহা তাঁহার প্রভাবেই প্রকাশ পায়। অতএব রাজ্ঞী যে কেবল রাজারই পাণিগৃহীতা হয়েন, তাহা নহে। তিনি তৎসঙ্গে অষ্ট-লোকপালের পত্নী হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহাকে সতী বলিব কি করিয়া"?

যামুনাচার্য্যের এই মনোহর খণ্ডন-চাতুর্য্যে সভাসদ্‌বর্গ সকলে বিস্ময় ও হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। রাণী আনন্দ-বাষ্প বিসর্জ্জন করিতে করিতে "আল্‌ওয়ান্দার, আল্‌ওয়ান্দার" অর্থাৎ "কোলাহল, বালক সত্যই তোমায় জয় করিতে আসিয়াছে" বলিয়া মনোহর ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তদবধি যামুনাচার্য্য আলোয়ান্দার নামে বিখ্যাত হইলেন।

অতঃপর রাজ্ঞী তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া বার বার তাঁহার বদন চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাজাও পরম সমাদরে তাঁহাকে কহিলেন, "হে আল্ ওয়ান্দার! অদ্য তোমার পাণ্ডিত্য ও বাক-চাতুর্য্যে তুমি সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছ। দাম্ভিক কোলাহল সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত হইয়া দিবাকরসম্মুখে ক্ষুদ্র তারার ন্যায় আপনাকে এই বিশাল সভা-প্রাঙ্গণে লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। বিদ্যাভিমানে মুগ্ধ হইয়া কোলাহল বহু সাধু-হৃদয় বিজ্ঞমণ্ডলীর মনস্তাপের কারণ হইয়াছিল, আজ তাঁহাদেরই দীর্ঘশ্বাসে উহার মর্ম্মস্থল দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। ক্রোধান্ধ হইয়া যে ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে তোমার প্রাণদণ্ড কামনা করিয়াছিল, আমি সেই মূঢ়াত্মা পণ্ডিতম্মন্যকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; তোমার যাহা অভিরুচি হয়, উহাকে লইয়া তাহাই কর। ইহার সঙ্গে, তোমার জয়লাভের ফলস্বরূপ আমার অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণ করিয়া, প্রতিজ্ঞার হস্ত হইতে আমায় উদ্ধার কর"—এই বলিয়া রাণীর উৎসঙ্গ হইতে আপনার সিংহাসনের এক‌াংশে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। সভাসদ্‌বর্গ সকলেই তুমুল আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

বলা বাহুল্য যে, আল্‌ওয়ান্দার দিগ্বিজয়ীকে ক্ষমা করিলেন। তিনি পাণ্ড্যরাজ্যের অর্দ্ধাংশ লাভ করিয়া, বালক হইলেও অতি দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী দুই একজন রাজা তাঁহাকে বালকজ্ঞানে তাঁহার রাজ্য আক্রমণের জন্য চেষ্টিত হইতে লাগিলেন। চরদ্বারা উক্ত অভিপ্রায় অবগত হইয়া স্বরাজ্যে তাঁহারা আপন আপন

দলবল লইয়া আসিবার পূর্ব্বেই আল্‌ওয়ান্দার সহসা তাঁহাদের রাজ্যে গিয়া এরূপ কৌশল ও দক্ষতার সহিত আক্রমণ করিলেন, যে, তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিলেন, এবং তাঁহার করদ ও মিত্র স্বরূপে পরিগণিত হইয়া আপনাদের কৃতার্থ মানিলেন।

দশম অধ্যায়।

যামুনাচার্য্যের বৈরাগ্য।

আল্‌ওয়ার বহুকাল ধরিয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ পার্থিব সুখে মুগ্ধ হইয়া নশ্বর জীবনকে অবিনশ্বরের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতঃ আস্তিক্যবুদ্ধিবিশিষ্ট হইলেও, ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের তত অবসর পাইতেন না। তাঁহার রাজ্যশাসন-কালে প্রজারা অতি সুখে দিন যাপন করিতেন।

ইতিমধ্যে তাঁহার পিতামহ পরলোকগত হইলেন। পিতামহ স্বীয় পৌত্রকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন, সুতরাং মানবলীলা সম্বরণ করিবার পূর্ব্বে তিনি রামমিশ্র বা মানাক্কাল্ নম্বি নামক তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্যকে কহিলেন যে, "দেখিও যেন যামুনাচার্য্য বিষয়-ভোগে রত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হয়। আমি তাহার ভার তোমার উপর অর্পণ করিলাম"। এই বলিয়া তিনি স্বোপার্জ্জিত পুণ্যলোকে চলিয়া গেলেন।

আল্‌ওয়ান্দারের বয়স ক্রমে পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইল। সেই সময় স্বীয় গুরুবাক্যানুসারে যতিবর নম্বি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। কিন্তু রাজদ্বার সামন্তরাজগণের যান ও সৈন্যে সমাকুল দেখিয়া, রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকদিগকেও বহু বিলম্বে রাজবাটিতে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া এবং আপনাকে হীনবেশসন্ন্যাসী জানিয়া, তিনি সিংহদ্বার দিয়া রাজ-সদনে প্রবেশের আশা একবারে পরিত্যাগ করিলেন এবং ভাবিলেন যে, যদিও দ্বারপালেরা তাঁহাকে প্রবিষ্ট হইতে দেয়, তথাপি সামন্ত-রাজগণ ও নগরের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোকে পরিবেষ্টিত, বহুবিধ রাজকার্য্যে সর্ব্বতোভাবে নিরন্তর ব্যাপৃত

মহারাজ আল্‌ওয়ান্দার তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার অবসর পাইবেন না। অতএব তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

'তুদ্ বড়েই' নামক এক প্রকার শাক বুদ্ধিবর্দ্ধক বলিয়া যতিগণের সাতিশয় প্রিয়। তাহা ভোজনে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করে। তিনি সেই শাক সংগ্রহ করিয়া রাজভবনের পশ্চাদ্দ্বারে গিয়া প্রধান পাচকের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাঁহাকে অনুনয় সহকারে বলিলেন যে, "হে ভ্রাতঃ! নারায়ণ তোমার মঙ্গল করিবেন; তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই সাত্ত্বিকবুদ্ধি-বর্দ্ধনকারী শাক আমাদের পরম ধার্ম্মিক রাজাকে প্রতিদিন পাক করিয়া ভোজনার্থ দিও। ইহাতে তাঁহার দীর্ঘায়ু হইবে এবং বুদ্ধিমত্তা উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইবে। আমি নিত্য তোমায় এই শাক আনিয়া দিব"। পাচক ধর্ম্মশীল ছিলেন এবং উক্ত শাকের মহাগুণ তাঁহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং, তিনি তাহা অতিশয় সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং রাজাকে পাক করিয়া প্রতিদিন ভোজনার্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

মহাত্মা নম্বি অন্ততঃ দুইমাস কাল ঐ শাক প্রতিদিন যোগাইতে লাগিলেন; পাচকও রাজাকে উক্ত শাকের বহুবিধ ব্যঞ্জন ভোজনপাত্রে সাজাইয়া দিতেন। আল্‌ওয়ান্দার সেই শাক অতি প্রীতির সহিত ভোজন করিতেন। নম্বি ইহা শুনিলেন। একদিন তিনি স্বেচ্ছায় শাক আনা বন্ধ করিলেন। সেই দিবস রাজা ব্যঞ্জনের মধ্যে উক্ত শাক না দেখিয়া পাচককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ শাক রন্ধন কর নি"? তাহাতে পাচক উত্তর করিল, "সাধুটি প্রতিদিন আনিয়া দেন; অদ্য আনেন নাই; এই জন্য রন্ধন হয় নাই"। সাধুর নাম শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সেই সাধু? তুমি কি মূল্য দিয়া তাঁহার নিকট হইতে উহা ক্রয় কর"? পাচক উত্তর করিল, "মহারাজ! আমি সেই সাধুর নাম ধাম কিছুই জানি না। তিনি অর্থাদি কিছুই লয়েন না। আপনার উপর তাঁহার সাতিশয় প্রীতি ও ভক্তিবশতঃ তিনি স্বেচ্ছায়

কোথা হইতে প্রতিদিন উহা সংগ্রহ করিয়া আনেন। সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও আয়ুঃ বৃদ্ধি করা উহার গুণ। আপনার অস্থবৃদ্ধি কামনায় তিনি প্রতিদিনই ঐ শাক আনিয়া আমায় আপনার ভোজনার্থ দেন। কিন্তু জানি না, অদ্য কেন আসেন নাই"। রাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তামগ্ন হইলেন, তদনন্তর পাচককে কহিলেন যে, "কল্য যদি তিনি শাক লইয়া পুনরায় আসেন, আমার নিকট তাঁহাকে সমাদরের সহিত লইয়া আসিও"। পাচক "রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য" বলিয়া স্বস্থানে গমন করিল।

পরদিন মহাত্মা নম্বি শাক লইয়া আসিলে পাচক তাঁহাকে বহুমান পুরঃসর কহিল যে—"হে সাধুবর্য্য! মহারাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। যদি অনুমতি করেন ত, আমি আপনাকে তৎসমীপে লইয়া যাই"। নম্বি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইতে বলিলেন। পাচক তাঁহাকে রাজ-সমীপে লইয়া গেলেন রাজা সেই সময় এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া অনন্যমনে উক্ত সাধুর বিষয়ই তোলাপাড়া করিতেছিলেন। হঠাৎ পাচক-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া সাতিশয় পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "মহাশয়, আমি আপনার পাদবন্দনা করি। আমি আপনার দাস, আমার নিকট কোনও সঙ্কোচ করিবেন না। আপনি কি উদ্দেশে মূল্য না লইয়া প্রতিদিন উপাদেয় শাক আমার জন্য আনেন, তাহা বলুন। আমি যদি আপনার কোনও উপকারে আসিতে পারি, তাহা হইলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।" ইহা শুনিয়া নম্বি কহিলেন, "নির্জ্জনে আমি আপনাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি"। রাজা তৎক্ষণাৎ পাচককে পাকশালায় যাইতে কহিলেন এবং গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সাধুকে বসিবার আসন দিলেন এবং পশ্চাৎ তাঁহার অনুমতি ক্রমে স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন।

রাজা উপবিষ্ট হইলে নম্বি কহিলেন, "হে মহারাজ! বহুকাল গত হইল আপনার পিতামহ মহাত্মা নাথমুনি বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন।

বোধ হয় আপনি তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই। আমি তাঁহার জনৈক দাস। দেহত্যাগ সময়ে তিনি আমার নিকট আপনাকে সমুচিত সময়ে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য প্রভূত অমূল্য ধন রাখিয়া গিয়াছেন। আপনি সেই ধন গ্রহণ করিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দিউন"। আল্‌ওয়া-ন্দার ধনের কথা শুনিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। কারণ সেই সময়ে তিনি কোনও সামন্ত রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে গমনের জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার অর্থের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। পিতামহ তাহার জন্য ধন রাখিয়া গিয়াছেন, ইহা তিনি অবিশ্বাস করিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন যে, তাঁহার পিতামহ একজন খ্যাতনামা মহাপুরুষ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। অতএব যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার জন্য তাঁহার পিতামহ প্রভূত অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি আগ্রহাতিশয় সহকারে মহাত্মা নম্বিকে কহিলেন "মহাশয়! আপনি যথার্থই মহাত্যাগশীল সাধু, যেহেতু উক্ত প্রভূত ধন আপনি আত্মসাৎ না করিয়া, আমায় প্রত্যর্পণ করিবার জন্য কাল অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, কোথায় সেই ধন আছে"। নম্বি উত্তর করিলেন, "আপনি যদি আমার অনুগমন করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে যেখানে অর্থ নিহিত আছে, তথায় লইয়া যাই। দুইটি নদীর মধ্যস্থিত সাতটি প্রাকারের অভ্যন্তরে উক্ত অর্থ স্থাপিত আছে। একটি মহা-নাগ তাহাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছে এবং দক্ষিণসাগর হইতে প্রতি দ্বাদশবৎসরান্তে এক রাক্ষস আসিয়া তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যায়। কোনও মন্ত্রবলে তাহা আচ্ছন্ন রহিয়াছে, এবং সেই মন্ত্র ও এক প্রকার উদ্ভিদের পত্রের মহীয়সী শক্তি প্রভাবে উহা পুনঃ প্রকাশিত হইবে, তখন আপনি তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন"। রাজা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "আমি এখনই চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া তথায় যাইতে প্রস্তুত আছি। আপনি পথপ্রদর্শক হউন।" নম্বি উত্তর

দিলেন, "হে রাজন্! তথায় বহু লোকের সমাগম হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আপনি একাই আমার অনুবর্ত্তী হউন"। তাহাতে বীরবর আল্‌ওয়ান্দার কহিলেন, "আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। অতএব অবিলম্বে অগ্রসর হউন" ইহা বলিয়া, তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজকার্য্য যাহাতে সুশৃঙ্খলে চলে, সেইরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তিনি নম্বির অনুগমন করিলেন।

তাঁহারা মদুরা হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর হইলে কোনও স্থানে স্নানাদি করিয়া তিনি বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, এমন সময়ে নম্বি সুস্বরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। রাজা বহুকাল অধ্যাত্মরাজ্য সর্ব্বতোভাবে বিস্মৃত হইয়াছিলেন; গীতার মধুর ধ্বনিতে ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট যেন পূর্ব্বস্মৃতি আনিয়া দিতে লাগিল। জগৎ নশ্বর বোধ হইতে লাগিল, এবং তিনি যেন জগতের লোক নন, তাঁহার বাটী যেন সংসার সাগরের পরপারে অবস্থিত—তিনি ভ্রমান্ধ হইয়া এতদিন মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান করিতেছিলেন—পান্থশালাকে গৃহ বলিয়া ভাবিতেছিলেন—এইরূপ ভাব তাঁহার মনোমধ্যে ধীরে ধীরে স্বতঃই উদিত হইতে লাগিল। গীতার মধুর ধ্বনি তিনি অমৃতের ন্যায় উপভোগ করিতে লাগিলেন। নম্বি নিত্য নিয়মিত পাঠ শেষ করিলে, আল্‌ওয়ান্দার তাঁহাকে করযোড়ে কহিলেন, "হে সাধুবর! যদি বাধা না থাকে, অনুগ্রহ করিয়া এ দাসকে শ্রীশ্রীগীতামৃতপানে অধিকারী করুন। আপনার শ্রীমুখ হইতে গীতার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় আজ অভিনব ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হইতেছে। ইচ্ছা হইতেছে, যেন রাজ্য ধন সকলই পরিত্যাগ করিয়া আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এ জগতে পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করি। বাস্তবিকই বোধ হইতেছে, যেন আমি একজন এখানে পথিক, আমার বাটী অন্যত্র। আপনি

কৃপাবান্ হইয়া আমায় গীতামৃত উপভোগের অধিকারী করুন। আমি আজ হইতে আপনার শিষ্য হইলাম।”

নম্বি শুনিয়া স্মিতবিকসিতাননে তাঁহার দিকে সস্নেহদৃষ্টিপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে রাজন্! আপনার ন্যায় সদ্‌গুণসম্পন্ন মহাপুরুষের বদন হইতে যে ঐরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইবে, ইহা আমি পূর্ব্বেই আশা করিয়াছিলাম। আমার আশা ফলবতী হওয়ায় আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। আপনি আমার শিষ্যের উপযুক্ত নহেন, পরন্তু আমিই আপনার শিষ্য হইবার যোগ্য। আপনার নিদেশানুসারে আমি যথাসাধ্য গীতার্থ ব্যাখ্যা করিব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব। যদি কার্য্যগৌরব না থাকে, তাহা হইলে এই স্থানে কিছু দিন অবস্থান করিয়া গীতাচর্চ্চা করিলে কোনও ক্ষতি আছে কি?” ইহাতে আল্‌ওয়ান্দার উত্তর করিলেন, “কার্য্যগৌরব থাকুক বা নাই থাকুক, গীতাধ্যয়ন সর্ব্ব কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, তাহা আমি আপনার সহবাসে উপলব্ধি করিয়াছি। গীতাধ্যয়নই সর্ব্ব প্রথমে অনুষ্ঠেয়, অন্যান্য কর্ম্ম পরে অনুষ্ঠিত হইবে”। রাজার বাক্যানুসারে নম্বি প্রতিদিন শ্রীগীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তিরসপরিপ্লুত সুমধুর ব্যাখ্যা শুনিয়া আল্‌ওয়ান্দার রাজকার্য্য প্রভৃতি সকলই বিস্মৃত হইলেন। ভগবানের সৌন্দর্য্য যে ভাগ্যবান্ একবার উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি সেই মুহূর্ত্তেই জগৎ বিস্মৃত হইয়াছেন। সেই জন্যই গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর হইয়া “ইতররসবিস্মারণং নৃণাম্” বলিয়া তাঁহার অতুলনীয় রূপের পরম মাধুরী বর্ণন করিয়াছিলেন। শ্রীগীতা সেই ভগবানের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। তিনি বলিয়াছেন, “গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।” শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়সাগর মথিত হইয়া গীতারূপ অমৃতময় নবনীত উদ্ভূত হইয়াছে। সেই গীতার মর্ম্ম যে পুণ্যশীল ভাগ্যবান্ পুরুষ একবার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি কি আর অন্য কোনও

রসে আকৃষ্ট হইতে পারেন? সত্য বটে, গীতা আজকাল বালকেও কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে, এবং বিজাতীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ তাহার বর্ণে বর্ণে ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না; অতএব তুমি বলিতে পার যে, গীতা যদি এতই মনোহর, তবে কেন সকলেই এতদ্দ্বারা আকৃষ্ট হয় না? ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বা শব্দের মাধুরী উপলব্ধি করিতে হইলেই চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্ ও শ্রোত্রের সাহায্য বিনা তাহা যেমন কখনই সম্ভবে না, সেইরূপ গীতার মাধুরী উপলব্ধি করিতে হইলে ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ের এবং শুদ্ধ বুদ্ধির আবশ্যক। এগুলি যাহার নাই, তাহার পক্ষে গীতার মাধুরী উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করা অন্ধের চন্দ্রদর্শনজন্য আনন্দলাভপ্রত্যাশার তুল্য হইবে। বহুজন্ম ধরিয়া সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে, চিত্ত নির্ম্মল হইয়া আস্তিক্যবুদ্ধি আনয়ন করে। সেইরূপ চিত্তে ভগবদ্ভক্তি স্বতঃই প্রকাশ পায়। উক্তরূপ ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ই গীতারূপ অমৃত আস্বাদনে অধিকারী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনোহর উদাহরণ এই বিষয় আরও সহজে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবে। পাখী যদিও সর্ব্বদা পবিত্র "রাধাকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করে, তথাপি সেই পবিত্র নামের রসাস্বাদনশক্তি না থাকায়, যখন সে বিড়াল কর্ত্তৃক ধৃত হয়, তখন নিখিললোকৈকশরণ যুগলনাম ভুলিয়া গিয়া জাতীয়স্বভাবসুলভ ক্যাঁ ক্যাঁ ধ্বনি করিয়া স্বীয় মর্ম্মান্তিক ভীতি প্রকাশ করে। সেইরূপ যদিও অনেকে আদ্যোপান্ত গীতা অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারেন, তথাপি তাঁহারা পাখীর ন্যায় পাঠ করেন বলিয়া তাহাতে কোনও বিশেষ ফলোদয় হয় না। তবে ভগবানের মুখপদ্মবিনিঃসৃত পবিত্র বচনাবলি উচ্চারণ করিলে যে হৃদয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্ম্মল হয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

আল্‌ওয়ান্দার কিন্তু পাখীর ন্যায় শ্রোতা বা বক্তা ছিলেন না। তাঁহার অসীম ধীশক্তির পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া রজোবৃত্তি অবলম্বন করিলেও, পিতৃপিতামহানুগত সাত্ত্বিক প্রকৃতি

তাঁহাকে কখনও পরিত্যাগ করে নাই। কেবল রাজসিক আবরণে তাহা চাপা ছিল মাত্র। মহাত্মা নম্বির সহবাসে এবং হয় ত তৎপ্রদত্ত শাকভক্ষণে তিনি সেই রজ আবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তখন যে তাঁহার সত্ত্বোদ্ভাসিত হৃদয় গীতার্থ সম্যক্ উপলব্ধি ও ধারণা করিতে সক্ষম হইবে, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? নম্বির ভক্তিময়-হৃদয়সরোবরসম্ভূতা প্রেমকমলিনীর মধুসৌরভে তাঁহার মনোভৃঙ্গ মুগ্ধ হইয়া গেল। সেই মধুরিমা তাঁহার পক্ষে "ইতররসবিস্মারণং নৃণাং" স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং তাঁহার রাজকার্য্য ও রাজভোগলিপ্সা অন্তর হইতে ক্রমে ক্রমে ধুইয়া যাইতে লাগিল। যখন নম্বি প্রেমাশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন ;—

মষ্যেব মন আধৎস্বময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

তখন তিনি আক্ষেপসহকারে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হায়! হায়! আমি এতদিন কেবল অকিঞ্চিৎকর ক্ষণভঙ্গুর "কামিনী কাঞ্চনে" মন বুদ্ধি উৎসর্গ করিয়া দিয়া পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছি! অথচ 'আমি বুদ্ধিমান' বলিয়া আমার বিশেষ অভিমান! ধিক্ আমার বুদ্ধি-মত্তায়! কাকের বুদ্ধি যেমন তাহাকে বিষ্ঠাভোজনে প্রবৃত্ত করায়, আমার বুদ্ধিও তদ্রূপ আমায় বিষয়বিষ্ঠার কীট করিয়া রাখিয়াছে! এরূপ বুদ্ধিতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। হায়! হায়! কবে আমি বিষয় হইতে মন উঠাইয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারিব? হে গুরো! সে দিন আমার কবে আসিবে?" এই বলিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। নম্বি কহিলেন "হে রাজন্, আপনার সাত্ত্বিকীবুদ্ধি নিত্যই নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে আবদ্ধ আছে। মধ্যে কেবল, মেঘ যেরূপ সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, বিষয়বাসনা সেইরূপ কোটিসূর্য্যসমপ্রভ, সর্ব্বভূতের জীবনস্বরূপ, আনন্দঘনবিগ্রহ, অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা, অবিচ্ছিন্ন প্রেমপ্রবাহের উৎপত্তিস্থান, নিখিলজীবমনোহর শ্রীমদ্ভগবদ্বিগ্রহকে

কিছু কালের জন্য সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল মাত্র। সেই মেঘ এক্ষণে অপসরণোন্মুখ হইয়াছে। অতএব আপনি চিন্তিত হইবেন না। সুখসূর্য্য আপনার হৃদয়ের যাবতীয় অন্ধকার শীঘ্রই দূরীকৃত করিবে। কাতর হইবেন না।” আলওয়ান্দার কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন।

বাল্যকাল হইতে যামুনাচার্য্য অতি আদরে লালিত ও পালিত হইয়া আসিতেছিলেন। তিনি কষ্ট কাহাকে বলে জানিতেন না। রাজা হইয়া অবধি রাজভোগে জীবন যাপন করিতেছিলেন। প্রজাবর্গ তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন। সকলেই তাঁহাকে অষ্টলোকপালের অংশ-স্বরূপ জানিয়া ভগবানের ন্যায় পূজা করিতেন। তাঁহার অসীম মেধা ও ধীশক্তি বলে সকলেই তাঁহাকে গুরু-স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। কেহ তাঁহার মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না, কারণ সকলেই জানিতেন যে, “মহারাজ যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে ভ্রমপ্রমাদরহিত।” এইরূপে বাল্যাবধি তিনি কেবল আধিপত্যই করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার অধিপতি কেহই ছিল না। এক্ষণে নম্বিকে পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে দাস্যভাব জাগরূক হইয়া উঠিল। “মা চুষিকাটি দিয়া আর তাঁহাকে ভুলাইতে পারিলেন না।” শুদ্ধ বুদ্ধির প্রভায় তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন যে, “যে ব্যক্তি বিষয়ভোগ-লিপ্সা দ্বারা ইতস্ততঃ নীয়মান, যে কাম ক্রোধের দাস, সে আবার প্রভু কোন্ কালে? দাস কি কখন প্রভু হইতে পারে? আমি এত দিন আপনাকে প্রভু মনে করিয়া কি ভ্রমই না করিয়াছি! দাসের দাস-জনোচিত বেশ ধারণ করাই উচিত। প্রভুর বেশ আমি আজ হইতে পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা নম্বির দাসত্ব স্বীকার পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ করিব।” ইহা স্থির করিয়া তিনি স্বীয় অভিপ্রায় এই বলিয়া নম্বির নিকট ব্যক্ত করিলেন, “হে স্বামিন্! আপনি আমায় আপনার দাস করিয়া লউন! কামিনীকাঞ্চনের দাসত্ব হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া যদি আমি আপনার ন্যায় নারায়ণৈকশরণ মহাপুরুষের দাস হইতে

পারি, তদপেক্ষা আর আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় কি আছে? অতএব আপনি আমায় কৃপা করুন। আমার অর্থাদিতে কোনও প্রয়োজন নাই। অর্থে কেবল অভিমান ও অহঙ্কার বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পিতামহদত্ত অর্থলাভে আর আমার ইচ্ছা নাই। আপনি আমায় নিজ দাসরূপে স্বীকার করিয়া কামক্রোধাদির দাসত্ব হইতে উদ্ধার করুন"। আলওয়ান্দারের হৃদয়ে তীব্রবৈরাগ্যহুতাশন প্রজ্বলিত হইয়াছে দেখিয়া নম্বির হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে হৃদ্গত উল্লাস গুপ্ত রাখিয়া রাজাকে কহিলেন, "হে রাজন্! আপনার ন্যায় মহাবীর মহাপুরুষ কখনও কি ইন্দ্রিয়ের দাস হইতে পারে? আপনি হৃষীকেশের নিত্যদাস। আমি আপনার ন্যায় মহানুভবের কথঞ্চিৎ ভৃত্যকার্য্য করিতেছি বলিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। আপনার পিতামহ ভগবদ্ভৃত্যগণের অগ্রগণ্য। আপনি সেই মহাকুলীন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য আপনাতে আমি আমার প্রভু মহাত্মা নাথমুনির আবির্ভাব দেখিতেছি। আজ আমি ধন্য হইলাম।" এই বলিয়া নম্বি নিরস্ত হইলে আল্‌ওয়ান্দার গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, "হে গুরো! আপনি আমার ওরূপে আর প্রশংসা করিবেন না। আমি বাস্তবিকই জীবনের অবশিষ্টাংশ আপনার অনুবর্ত্তী হইয়া সংসার প্রলোভনের হস্ত অতিক্রম করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। এই সংসাররূপ ভয়ঙ্করতরঙ্গাকুল মহাসমুদ্রে আপনার ন্যায় কর্ণধার না থাকিলে আমার দুর্ব্বল তরণী মগ্ন হইয়া যাইবে, ও পরিশেষে আমায় বিষয়নক্র কবলিত করিয়া ফেলিবে। অতএব আপনি সদয় হউন।"

নম্বি অন্য কোনও উত্তর না করিয়া সুস্বরে অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি গীতার চরম শ্লোকে আসিয়া উপনীত হইলেন। যখন তিনি পরমভক্তিসহকারে আল্‌ওয়ান্দারকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে কিন্নরবিনিন্দিতস্বরে চরম শ্লোকটী—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

গাহিতে লাগিলেন, তখন শ্রীমন্নারায়ণবদনচন্দ্রবিনিঃসৃত সেই আশা-বাক্যামৃত তাঁহার হতাশাপরিম্লান অন্তরাত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিল। তিনি কিরূপে ইন্দ্রিয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, তাহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এক্ষণে পরিত্রাণের উপায় শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, তাঁহার বদনের কালিমা অপসৃত হইল। তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বার বার নম্বিকে বন্দনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিন্তা দূর হইল।

পাঠ শেষ করিয়া নম্বি কহিলেন, "মহারাজ! চলুন কল্য আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে গমন করি।" ইহাতে আল্‌ওয়ান্দার ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "আপনি আর আমায় মহারাজ বলিয়া ডাকিবেন না। আমাকে আপনার দাস ও শিষ্য করিয়া লউন।" নম্বি কহিলেন, "হে সৎপুরুষ! অগ্রে আমায় আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে দিন। আমি আপনার পিতামহের ধন যতদিন না আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারিব, ততদিন অনৃণী হইতে পারিব না।" নম্বি এরূপ গম্ভীর ভাবে এই কথাগুলি বলিলেন যে, আল্‌ওয়ান্দার আর তাহার উপর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না।

পরদিন তাঁহারা আপনাদের গন্তব্য দিকে চলিলেন। চারি দিনের পর তাঁহারা কাবেরীতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন ও তথায় স্নানাদি করিয়া আপনাদের কৃতার্থ মনে করিলেন। পরে দক্ষিণ ও উত্তর দিয়া কাবেরী ও কোল্লিড়ম্ (Coleroon) প্রবাহিতা হইয়া যাহাকে দ্বীপাকারে পরিণত করিয়াছে এবং সপ্তপ্রাকারবিশিষ্ট শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের বিশাল মন্দির যাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কারস্বরূপ, কাবেরী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা সেই পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। নম্বি অগ্রবর্ত্তী। আল্‌ওয়ান্দার তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুক্তকরে, প্রেমমদিরোন্মত্ত হৃদয়ে শেষশায়ান,

লক্ষ্মীদ্বিতীয়, জগদাদি, বিশ্বোদর, বিশ্ববীজ নারায়ণের সর্ব্বশোভাসম্পন্ন শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক, দুই, করিয়া ছয়টী তোরণ অতিক্রান্ত হইল। সপ্তম তোরণের দ্বারদেশে গিয়া নম্বি শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীউর দিকে চাহিয়া আলওয়ান্দারকে বলিতে লাগিলেন, "হে নির্ম্মলাত্মন্! আপনার পিতামহদত্ত ধন ঐ পুরোভাগে শেষশয্যায় শয়ান আছেন। গ্রহণ করুন। লক্ষ্মী যাঁহার পদ সম্বাহন করিতেছেন, জগৎকারণ ব্রহ্মা যাঁহার নাভিকমলে সমাসীন আছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ভিতর নিহিত রহিয়াছে, যিনি পরমানন্দ ও পরম শান্তির স্বরূপ, যিনি সর্ব্বরত্নাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রত্ন, আপনার পিতামহ তাঁহারই অধিকারী ছিলেন। আপনি তাঁহার পৌত্র। সুতরাং সেই ধনের আপনিই একমাত্র অধিকারী। আপনার ধন আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে ঋণ হইতে মুক্ত করুন। ঐ সেই ধন, যাঁহার জন্য আপনি রাজ্য ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছেন।"

নম্বির শেষবাক্য না ফুরাইতে ফুরাইতে উন্মত্তের ন্যায় আল্‌ওয়ান্দার মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের অঙ্গে স্বীয় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। পিতামহপ্রদত্ত ধন আল্‌ওয়ান্দার সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিলেন। শ্রীশ্রীরঙ্গনাথদেব তাঁহা হইতে আর পৃথক্ রহিলেন না। তিনি তাঁহার হইলেন। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা তাঁহাকে আপনার উপলব্ধি করিয়া ক্ষুদ্র রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে আল্‌ওয়ান্দারের আর রুচি হইল না। তিনি নম্বির নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, জীবনের অবশিষ্টাংশ শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীউর সেবায় কাটাইতে লাগিলেন। যে মন্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত রত্ন অনাচ্ছাদিত হইয়া অর্থীর গ্রহণযোগ্য হয়, সেই অষ্টাক্ষরীমন্ত্র আল্‌ওয়ান্দার নম্বির নিকট হইতে পাইয়া, তদ্দ্বারা মোহ-আবরণ মুক্ত করতঃ শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের স্বরূপ সাক্ষাৎ করতঃ তুলসীদাম দ্বারা তাঁহার প্রতিদিন পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্ত নাগ যাঁহার উপর ছত্রাকারে ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন,

প্রতি দ্বাদশবর্ষান্তে রাক্ষসরাজ শ্রীরামৈকশরণ মলাত্মা বিভীষণ যাঁহার পূজা বিধান করিতে আসেন, সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরের নিত্য সেবক মধ্যে পরিগণিত হইয়া আল্‌ওয়ান্দার আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

তিনি শেষ জীবনে সংস্কৃত ভাষায় স্তোত্ররত্নম্, সিদ্ধিত্রয়ম্, আগমপ্রামাণ্যম্ ও গীতার্থসংগ্রহ নামক চারিখানি পুস্তক রচনা করেন। এই সকল পুস্তকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শরীর ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসিবার জন্য বলিষ্ঠশরীরসাধ্য কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে একান্ত অনুপযোগী হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাঁহার অমোঘ ইচ্ছাই যেন শ্রীশ্রীরামানুজ বিগ্রহ ধারণ করিয়া অব্যবহিত পরেই তাঁহার সেই কামনা চরিতার্থ করিয়া দিয়াছিল। শ্রীশ্রীরামানুজ আল্‌ওয়ান্দারের পূর্ণ বিকাশ মাত্র।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

অবতরণ হেতু।

শ্রী-সম্প্রদায়প্রণেতা মহানুভবের চরিতামৃত পান করিবার পূর্ব্বে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নেত্রী শ্রীদেবীর শ্রীচরণপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হই।

আকারত্রয়সম্পন্নামরবিন্দনিবাসিনীম্।
অশেষজপদীশস্ত্রীং বন্দে বরদবল্লভাম্॥

শ্রীদেবী লীলাদেবী, ও ভূদেবী; এই আকারত্রয়ে যিনি নিত্য বিরাজমানা প্রস্ফুটিতকমলমধ্যই যাঁহার নিবাস নিখিলভুবনপতির যিনি সহধর্ম্মিণী আমি সেই বিশ্ববন্ধুর হৃদয়বিলাসিনীর শ্রীপাদপদ্মযুগলকে বন্দনা করি। তাঁহার প্রসাদে গ্রন্থের নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি হউক।

চৈত্রার্দ্রাসম্ভবং বিষ্ণোর্দর্শন স্থাপনোৎসুকম্।
তুণ্ডীরমণ্ডলে শেষমূর্ত্তিং রামানুজং ভজে॥

যিনি চৈত্রমাসের আর্দ্রা নক্ষত্রে তুণ্ডীরদেশে বা চোলরাজ্যে বিষ্ণুভক্তিপ্রধান শারীরিক-মীমাংসা-ভাষ্যপ্রচারবাসনায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমি সেই অনন্তাবতার ভগবান্ শ্রীশ্রীরামানুজের পূজা ও বন্দনা করি।

বিশ্বরাজ্যের যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই ভাব ও অভাবের বিষম মিলন প্রত্যক্ষ গোচর হয়। অভাব তাড়নায় ভাবরাশি ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল হইয়া বিবিধোচ্ছ্বাসময়ী সংসারমরীচিকার

বিকাশ করিতেছে। জীবকুল অন্ন, পান, আচ্ছাদনাদির অভাব ভয়ে ভীত হইয়া তত্তৎসংগ্রহবাসনায় কত প্রকার শারীরিক ও মানসিক উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বনপূর্ব্বক তাহার দমনে সচেষ্ট হইতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? পরমাণুকুল শীতোষ্ণরূপ দ্বন্দ্বের তাড়নায় সাম্যাবস্থার অভাবে অনন্ত আকাশগর্ভে নিরন্তর যে কতদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহা কে ধারণা করিতে পারে? অভাবই সতত সঞ্চরণশীল সংসার তরুর মূল। অভাব দূর না হইলে, কে সংসারবন্ধন অতিক্রম করিয়া চিরশান্তি লাভ করিবার আশাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারে? এই জন্য অভাব দূর করাই শান্তিপ্রিয় জড়চৈতন্যাত্মক ভাববস্তু সমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য,—এই জন্যই অনাদিকাল হইতে ভাবাভাবের যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। ইহারই নাম সংসার। পরিণামে, এ যুদ্ধে জয়লাভ কাহার হয়? ভাবের না অভাবের? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এ প্রশ্নের উত্তর "অভাব" শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেই অনায়াসে পাওয়া যাইবে। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ", অসৎ বা অভাব পদার্থের সত্তাই নাই, কেবল ভাবপদার্থই চিরস্থায়ী। সুতরাং হে মানব, তুমি যে "সংসার, সংসার" করিয়া ভয় পাইতেছ, উহা তোমার ভ্রম, কারণ যাহা অভাবমূলের উপর দণ্ডায়মান, তাহা অভাব ভিন্ন কখনই ভাব হইতে পারে না। শূন্যের উপর শূন্যই থাকিতে পারে। তোমার যত যুদ্ধ বিগ্রহ কেবল শূন্যের সহিত, ইহা যে দিন বুঝিতে পারিবে, সে দিন আর তোমার ওরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্তি হইবে না, সেই দিনই তুমি চিরশান্তি নিকেতনে গমন করিবার অধিকার পাইবে, সেই দিনই তোমার সমুদায় অভাব দুর হইবে, সেই দিনই তুমি আপনার পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে, সেই দিনই তুমি প্রকৃত তত্ত্বদর্শী হইবে, কারণ "উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ", তত্ত্বদর্শিগণই ভাবাভাবের পার্থক্য অবগত হইতে পারেন।

অভাবকে বিদূরিত করাই প্রাণিমাত্রের ধর্ম্ম। অভাব হইলেই

তাহার পূর্ত্তি বিধানের চেষ্টা প্রাণিজগতের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। জীব ভাবপদার্থ বলিয়াই অভাবের প্রতি তাহার নিরন্তর বিষদৃষ্টি, ক্ষণমাত্র-ও অভাবকে স্বীয় অন্তরে স্থান দিতে সম্মত নয়। সর্ব্বদাই পূর্ণাব-স্থায় থাকা তাহার স্বভাব, সুতরাং সে অক্ষরনামের নামী, আরম্ভ ও সমাপ্তি-পরিশূন্য, অনাদি এবং অনন্ত। ইহাই জীবের পরমার্থ তত্ত্ব।

বিচার সহায়ে ত জীব সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল। এখন দেখা যাউক, সেই জীব আপনাকে কিরূপ মনে করে। প্রত্যেক জীবই যে আপনাকে দেহস্বরূপ বলিয়া ভাবে, ইহা এত স্পষ্ট যে আর প্রমাণান্তরের আবশ্যক করে না। এই জন্যই সে দেহের জন্ম ও লয়ের সহিত আপনার জন্ম ও লয় হইল এরূপ বিবেচনা করে। এই জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন,

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥

"ধনদুর্ম্মদান্ধ, প্রমাদগ্রস্ত মূঢ় মানব পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। 'ইহ লোকই সত্য, পরলোক নাই,' এরূপ ধারণা বশতঃ সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়।" বস্তুতঃ, মৃত্যুভয় কোন্ প্রাণীর নাই? মৃত্যুকে কেহই ভালবাসে না, কারণ মৃত্যুশব্দে সাধারণ লোক ভাবের অভাব, বা জীবনের পরিসমাপ্তি, এইরূপই বুঝিয়া থাকে। এই জন্যই অভাববিদ্বেষী ভাবরূপ জীব সর্ব্বদাই মৃত্যুকে ভীতি ও ঘৃণার চক্ষে দেখে। ইহাও একটি জীবের নিত্যত্বের প্রমাণ। জীব স্বভাবতঃ অনিত্য বা অভাবরূপ হইলে মৃত্যুর প্রতি তাহার ঈদৃশী ভীতি ও ঘৃণার উদয় হইত না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অতি সুন্দর ও সরল উপমায় এই ভীতি যে নিতান্ত অমূলক, তাহা সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। হরির পিতা একটি বাঘের মুখোস আনিয়া হরিকে দিলেন। সে তাহা পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইল, এবং মুখোসটি পরিয়া তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী সরলাকে

ভয় দেখাইতে চলিল। সরলা সেই সময় পুত্তলিকার বিবাহ উপলক্ষে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। হরি সেই অবসরে সহসা বিকট চীৎকার করিয়া তাহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল। বালিকা সেই ভীষণ চীৎকার শুনিয়া ও বিভীষণ বদন দেখিয়া একবারে ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া 'মা, মা' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিল এবং পালাইবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ হরি গৃহের দ্বার চাপিয়া বসিয়াছিল। সুতরাং কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া ভয়কম্পিতকলেবরে অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে মাতাকে আহ্বান করিয়া কাঁদিতে লাগিল। হরি ভগিনীকে সাতিশয় ভীতা দেখিয়া তখনই মুখোসটি খুলিয়া ফেলিল। সরলা ব্যাঘ্রের পরিবর্ত্তে আপনার ভ্রাতাকে দেখিয়া তাহার অঙ্গে লাফাইয়া পড়িল, এবং ভয়বেগ মন্দীভূত হইলে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার সমস্ত ভয় ব্যাকুলতা দূরে গেল এবং নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় ক্রীড়াপরবশ হইল। হে মানব, ত্রিতাপহারী হরিও সেইরূপ ভীষণ মায়ার মুখোস পরিধান করিয়া মাঝে মাঝে ভয় দেখাইয়া থাকেন। তুমি তখন আপনাকে দুঃখদুর্দ্দিনগ্রস্ত বলিয়া মনে করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হও। এ উৎ-কণ্ঠা কেবল অজ্ঞানজন্য, অভ্যন্তরে স্নেহময় হরির সস্মিত বদন দেখিতে পাও না বলিয়া। সময়ে সময়ে দুঃখে কষ্টে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া যাই-তেছে, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িতেছ, তথাপি কেন প্রাণত্যাগ করিতে চাও না ? তাহার কারণ, মধ্যে মধ্যে কৌতুকপ্রিয় হরি 'বাঘের মুখোস' খুলিয়া ফেলেন, রুদ্রমূর্ত্তি তিরোহিত করিয়া স্বীয় দক্ষিণ মূর্ত্তির বিকাশ করেন এবং তোমার প্রাণমনকে পুলকিত করিয়া চিরদিনের জন্য তোমায় বাঁধিয়া রাখেন। ইহারই নাম মায়া। এই জন্যই বেদবিভাগকর্ত্তা শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেব কহিয়াছেন, "হাসো জনো-ন্মাদকরী চ মায়া" অর্থাৎ মায়া তাঁহার নিখিলমানবমনোমোহনকারী মধুর হাস্য। শিশুর প্রফুল্লবদনে অমৃতময় হাস্য কোন্ পিতামাতার মন আনন্দোন্মত্ত না করে? যুবতীর কমনীয় স্মিতবিকশিত ওষ্ঠাধর

কোন্ যুবকের অন্তরকে বিক্ষিপ্ত না করিতে পারে? পার্থিব সৌন্দর্য্যেরই যদি এতাদৃশী শক্তি, ঈশ্বরের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য যে তদপেক্ষা অনন্ত গুণে বলবতী হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহার মাধুর্য্য নিরন্তর উপলব্ধি করিতেন, ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তির পশ্চাতেও তাঁহার মনোহর, প্রফুল্ল, নিত্যস্নেহময়, পরম মধুর মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার করিতে চাহিতেন ও পরিশেষে সফলকাম হইতেন। বিশ্বনিয়ন্তার শ্রীচরণে তাঁহারা এই বলিয়া অহরহঃ প্রার্থনা করিতেন, "মধু বাতা ঋতায়তে॥ মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ॥ মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ॥ মধু নক্তমুতোষসোঃ॥ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ॥ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ॥ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥" অর্থাৎ "হে বিশ্বনিধান, বায়ু যেমন মাধুর্য্য বর্ষণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সাগর ও নদনদীগণ যেমন মধুক্ষরণ করিতেছে, সেইরূপ ব্রীহিযবাদি সুফল প্রসব করিয়া আমাদের উপর মাধুরী বিস্তার করুক, রাত্রিকাল ও উষাকাল মধুময় হউক, পৃথিবীর ধূলিগুলিও মধুময় হউক, পিতার ন্যায় উচ্চ ও গরীয়ান্ আকাশ আমাদের উপর মধুবর্ষণ করিতে থাকুন, উন্নত বৃক্ষরাজি নানা ফলে সুশোভিত হইয়া মধুময় হউক, সূর্য্যদেব মধু বিকীর্ণ করিতে থাকুন, আমাদের গাভীকুল সুমধুর দুগ্ধ প্রদান করিয়া মধুময় হউক।"

* মনুষ্য স্বভাবতঃ আনন্দময়, তাই আনন্দলাভ প্রত্যাশায় পরমানন্দময় বিরাট্ পুরুষের শরণাগত হয়। বলিতে পার, স্বভাবতঃ আনন্দময়ের নিরানন্দ কোথা হইতে আইসে? সত্য বটে, আলোকের নিকট অন্ধকার থাকিতে পারে না, কিন্তু যেমন চক্ষুহীনতার দোষে আলোক অন্ধকার বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ জ্ঞানহীনতার দোষে আনন্দময় পুরুষ আপনাকে নিরানন্দ বলিয়া মনে করেন। অজ্ঞানবলে উক্তরূপ ভ্রমবুদ্ধি উপস্থিত হইলেও, তাহাতে বস্তুশক্তির কোনরূপ ব্যত্যয় হয় না; আনন্দময় আনন্দময়ই থাকেন, রজ্জু রজ্জুই থাকে, সর্পের ন্যায় বোধ হইতেছে বলিয়া কখনও সর্প হয় না।

কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যতদিন মানবমন অজ্ঞান আবরণে আবৃত থাকিবে, ততদিন তাঁহাকে স্বস্বরূপ উপলব্ধির জন্য নিরন্তর সচেষ্ট হইতে হইবে, তিনি একমুহূর্ত্তও থাকিতে পারিবেন না। এই অস্থিরতার নামই জীবন। যে মানবে এই প্রাণস্পন্দন সাতিশয় বলবান্, তিনিই অচিরকাল মধ্যে স্বীয় নিত্যত্ব ও আনন্দময়ত্ব উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারিবেন। যাঁহার প্রাণস্পন্দন অতি মৃদু, তিনি অজ্ঞানবলে অভিভূত, সুতরাং তাঁহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে তিনি স্বস্বরূপকে কখনও প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইবেন না। রজোবলে তমঃকে দূর করিতে হইবে। এবং শেষে রজঃ, তমঃ, উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বালোকে আপনার পূর্ণতা উপলব্ধিপূর্ব্বক জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিরূপ সংসারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইবে। ইহাই একমাত্র পথ, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" তমসাচ্ছন্ন মানব তাপত্রয়ের ক্রীড়াসামগ্রী। ত্রিতাপের আধিপত্য তাঁহার উপরই এত প্রবল কেন? তাহার কারণ, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে, অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূর্ণ আপনাকে অজ্ঞানপ্রভাবে অপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেছেন। সুতরাং রাজা আপনাকে ভিক্ষুক ভাবিয়া ভিক্ষুকোচিত আহার বিহার করিলে, যেমন তাঁহার কষ্টের পরিসীমা থাকে না, সেইরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ মানব আপনাকে জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিগ্রস্ত মনে করিয়া যন্ত্রণার পরাকাষ্ঠায় আনিয়া ফেলিয়াছেন। রজঃপ্রভাবে তমোনাশ হইলে সত্ত্বের উদয় হয়। তখন আপনার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া মানব পরমানন্দ উপলব্ধি করেন। বিরাট্ পুরুষ বাঘের মুখোস পরিয়া তাঁহাকে আর ভয়ব্যাকুলিত করেন না। তখন সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকট মধুময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

দুঃখই তামসিক জনের প্রকৃত বন্ধু। দুঃখতাড়নায় অস্থির হইলেই তন্নিবৃত্তি কিসে হয়, তিনি তখন তাহারই আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেন। যাঁহার প্রসাদে তিনি এই যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে

পারিবেন, তিনি তখন তাঁহারই অন্বেষণ করেন। অন্ধ যেরূপ চক্ষুষ্মানের সাহায্য ব্যতীত স্বীয় পথ আবিষ্কার করিতে অক্ষম, সেইরূপ তিনিও আপনাকে নিরতিশয় দুর্ব্বল ও নিঃসহায় বলিয়া কোনও বলবান্ মহানুভবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে সচেষ্ট হয়েন। ক্ষুধায় যেমন মনুষ্যকে আহার অন্বেষণ করায়, তৃষ্ণায় যেমন তাঁহাকে উদক অন্বেষণ করায়, দারিদ্র্য যেরূপ তাঁহাকে অর্থ অন্বেষণ করায়, সেইরূপ ত্রিতাপ তাঁহাকে সুখশান্তি অন্বেষণ করায়। ইহাও দেখা যায় যে, অভাবের সঙ্গে সঙ্গে অভাবনাশক ভাববস্তুসমূহও জগতের সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ রহিয়াছে। ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে আহার, তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে জল, দারিদ্র্যের সঙ্গে ধন ধান্য, দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে সুখও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে। অভাব হইলেই ভাব আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। উত্তাপসহযোগে বায়ুর লঘুত্ব সম্পাদিত হইলে, তাহা উর্দ্ধে গমন করিয়া নিম্নপ্রদেশে তদভাবের আবির্ভাব করায়, অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে সবেগে বায়ুমণ্ডল আসিয়া সেই অভাব পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হয়। তাহাতেই বিষম ঝটিকার উৎপত্তি। অতএব অভাব হইলেই যে তাহার প্রতিবিধান সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ। জড় জগতে যেরূপ, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ,—অভাব হইলেই তাহার প্রতিবিধান আছে। ইহা উক্ত জগতের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বিশেষ উপলব্ধি হইবে।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে জ্ঞান ও কর্ম্মের যথাযথ মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। অধিকারী না হইলে কর্ম্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডে কাহারও প্রবেশের অধিকার ছিল না। ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যপালনই কর্ম্মকাণ্ডপ্রবেশের দ্বার এবং পূর্ণরূপে নিষ্কাম হইয়া সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়সংযমই জ্ঞানকাণ্ড-প্রবেশের দ্বার, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেন ও তদনুসারে কর্ম্মে বা জ্ঞানে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিতেন। কর্ত্তব্যপালন কামনাত্যাগ অপেক্ষা যে অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য, তাহা সকলেই

জানেন। মানব কামনা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং অনাদিকাল হইতে উহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া আসিতেছেন; সুতরাং কামনাশূন্য হওয়া কি কখনও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয়? কামনা লইয়াই সংসার। কামনার পূর্ত্তিতেই তাঁহার পরম আনন্দ। যদিও কামনা তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করে, করিলই বা। চঞ্চলতা ত চিত্তের ধর্ম্ম বা স্বভাব। স্বভাব-সিদ্ধ কর্ম্মে দুঃখ হয় না, অস্বাভাবিক কর্ম্মই দুঃখের কারণ। অতএব কামনা দুঃখজনক না হইয়া বরং সুখজনক। এইরূপ সাধারণ মানব-মাত্রেরই ধারণা। স্বর্গসুখই কামনার চরম লক্ষ্য।

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্॥"

"যাহা দুঃখসংস্পর্শলেশশূন্য, যাহা ভবিষ্যতেও কখন দুঃখগ্রস্ত হইবে না, যাহা কামনার সর্ব্বোচ্চ পরিপূর্ত্তি, তদ্বিধ সুখই স্বর্গপদবাচ্য", ইহা জৈমিনীয় স্মৃতি কহিতেছেন। "স্বর্গকামো যজেত", উক্ত স্বর্গ কামনা করিয়া মনুষ্য যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেন। ইহাই কর্ম্মকাণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুখপ্রিয় মনুষ্য এতদপেক্ষা অধিক কিছু চাহেন না।

কিন্তু এই সুখ সুখকর হইলেও সর্ব্বপ্রকারে সুখকর নহে, কারণ তাহা সংস্পর্শজন্য। অতএব সুখের সামগ্রী বহির্দ্দেশে থাকায় তাহা কাহারও সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে আয়ত্তাধীন নহে। এদিকে আবার মনুষ্যের সুখ-লিপ্সার অন্ত নাই, কিন্তু সংস্পর্শজন্য সুখ আদ্যন্তবান্; তদ্রূপ সুখে কি তাঁহার অনন্ত পিপাসা মিটিতে পারে? সে পিপাসা মিটাইতে হইলে নিরবচ্ছিন্ন-সুখের আবশ্যক, তাহার সুখ সামগ্রী বাহিরে থাকিলে চলিবে না, আপনার ভিতরেই উপলব্ধি করিতে হইবে, অর্থাৎ আত্মারাম না হইলে নিত্য সুখের অধিকারী হওয়া যাইবে না। শ্রীগীতায় ভগবান্ ইহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আত্মারাম হইতে হইলে বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ বাসনা বহির্বস্তুরই হইয়া থাকে। বহিঃ সম্বন্ধ

ত্যাগ না করিলে নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী হওয়া যায় না; তাহা না হইলে অভাবও মিটিবে না; অভাব থাকিলে দুঃখও দূর হইবে না। অতএব বাসনাত্যাগই পরমানন্দ লাভের একমাত্র উপায়। সাধারণ মানব ইহা ধারণা করিতে সক্ষম নহেন। সুখের সামগ্রী নাই অথচ সুখ হয়, ইহা তাঁহার বোধগম্য হয় না। এইজন্যই অধিকাংশ লোকেরই কর্ম্মকাণ্ডে রুচি।

কর্ম্মময় মনুষ্য চিরকালই কর্ম্মপরবশ। অতএব যদিও এখন বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির প্রাচীন কালের ন্যায় তাদৃশ বহুল প্রচার নাই, তথাপি মনুষ্যসমাজে কর্ম্মের কিছুই লাঘব দেখিতে পাওয়া যায় না। কর্ম্মকাণ্ড অক্ষুন্নভাবে আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে এবং চলিবে। তবে কর্ম্মের রূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। পূর্ব্বে পরমপবিত্র দ্যুতিমান্ আহবনীয় অগ্নি স্থণ্ডিলোপরি প্রজ্জলিত করিয়া তন্মধ্যে স্বাহা স্বধা মন্ত্রে দেবপিতৃগণকে হব্যকব্য সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা বিধান করা হইত; এক্ষণে বিবিধ আকারের মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাদিসহযোগে সর্ব্বত্র তাঁহাদের পূজা চলিতেছে। সমাজের রুচি অনুসারে কর্ম্মেরও আকার এবং গতি পরিবর্ত্তিত হয়, এই জন্য বৈদিক সময়ের কর্ম্মরীতি বর্ত্তমানকালে প্রায়ই দেখা যায় না। বর্ত্তমান রীতি বর্ত্তমান কালের উপযোগী। কর্ম্মের উদ্দেশ্য এক হইলেও কালভেদে পথ বহুবিধ হইয়াছে।

জ্ঞানকাণ্ডের কিন্তু কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, কারণ যথার্থ জ্ঞান নিত্যই একরূপ। ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণগুলি কোটি বৎসর পূর্ব্বে যেমন সত্য ছিল, কোটি বৎসর পরেও সেইরূপ সত্য থাকিবে। সেই অষ্টোত্তরশত উপনিষদ্ পূর্ব্বেও যেমন বর্ত্তমান ছিলেন, এখনও তদ্রূপ বর্ত্তমান আছেন, এবং ভবিষ্যতেও তদ্রূপ থাকিবেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ", মহাত্মাগণ ত্যাগদ্বারাই জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অমরত্ব লাভ

করিয়াছিলেন। ত্যাগই মনুষ্যের অভাবরূপ ভ্রম দূর করিয়া তাঁহাকে পরমানন্দের অধিকারী করিতে সক্ষম।

যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞানমার্গের পথিক পৃথিবীরাজ্যে অতি বিরল। যাঁহার কর্ম্মবাসনা বলবতী, তিনি উক্ত পথের পথিক হইতে চেষ্টা করিলে তাঁহার অনধিকারচর্চ্চা করা হইবে, এবং তদ্দ্বারা যে তাঁহার ও সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কর্ম্মকাণ্ডের মূল ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যপালন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং যিনি কর্ত্তব্যপালনপরাঙ্মুখ, তাঁহার কর্ম্মে অধিকার নাই। কর্ত্তব্যপরায়ণ মানব যে কর্ত্তব্য প্রতিপালনে সক্ষম হয়েন, তাহার কারণ, তিনি ইন্দ্রিয়গুলির উপর কিয়ৎ পরিমাণে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়দ্বারা নীয়মান ব্যক্তি সতত যথেচ্ছাচারী। পূর্ব্বে কোন সময়ে ঋত্বিক্ ও যাজ্ঞিককুল ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের হস্তেই যজ্ঞাদির ভার ন্যস্ত ছিল। সুতরাং তাঁহারা স্বীয় উদরপূর্ত্তি ও ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য অতিরিক্ত-মদ্যমাংসময় হিংসাসাধ্য যজ্ঞের সৃষ্টি পূর্ব্বক তাহা বেদোক্ত বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিলেন। ধর্ম্ম-মূলা ও ধর্ম্মজননী শ্রুতি আপনার ছায়াকে মানবসমাজে স্থাপন পূর্ব্বক লজ্জিতা হইয়া যেন হিমালয়-কন্দরে লুক্কায়িতা হইয়া পড়িলেন। এই ছায়া শ্রুতিকে অবলম্বনপূর্ব্বক, শ্রুত্যুক্ত দেবদেবীগণের নাম গ্রহণ করতঃ আত্মম্ভরি যাজ্ঞিককুল পশুশোণিতে ভারতবক্ষ কলঙ্কিত করিতে লাগিলেন। কর্ম্ম-জ্ঞান-ময় বেদ সর্ব্বত্রই অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। দুর্নীতি, পশ্বাচার, হিংসা, দ্বেষ ভারতকে যেন বন্যপশুর নিবাসভূমি করিয়া তুলিল। সাত্ত্বিক আচার, দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতার অভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইল। অভাব হইলেই তাহার পূর্ত্তি আছে, ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সেই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, সত্ত্বগুণ, দয়া, দাক্ষিণ্য ও উদারতার মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক সর্ব্বার্থসিদ্ধ বুদ্ধ নামে হিমালয়-

প্রান্তে উদিত হইলেন। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষময় জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া যৌবনের প্রারম্ভেই যিনি বানপ্রস্থী ও ভিক্ষুক হইলেন, এবং পরিশেষে দুঃখলেশপরিশূন্য শান্তিধামের পথ আবিষ্কারপূর্ব্বক ত্রিতাপতপ্ত মানবকুলকে তৎপথের পথিক করিয়া আচণ্ডাল সকলকেই অমৃতের অধিকারী করিলেন। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবকুল সমভাবে তাঁহার সুবিশাল হৃদয়রাজ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। ছায়াশ্রুতির বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি ও যাজ্ঞিককপোলকল্পিত রাক্ষসতুল্য জগৎকর্ত্তা, এ দুইটিই কেবল তাঁহার দৃষ্টিতে হেয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যে জগৎকর্ত্তা দুর্নীতি, পশ্বাচার, হিংসা, দ্বেষাদির পৃষ্ঠরক্ষকস্বরূপ, সে কি কখন জগৎকর্ত্তার আসন গ্রহণ করিতে পারে? সুতরাং তিনি তাৎকালিক শ্রুতি ও ঈশ্বর উভয়কেই নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া সৎকর্ম্মের পূজা প্রচার করিলেন। শুভাশুভ কর্ম্ম শুভাশুভ ফল প্রসব করে, অতএব হে মানব, শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, সুখে থাকিবে। অজ্ঞলোক বুদ্ধকে নাস্তিক বলে, কারণ তিনি ঈশ্বর মানেন নাই। তিনি যে ঈশ্বরকে মানেন নাই, সে ঈশ্বরকে না মানাই ভাল। ওরূপ ঈশ্বরকে মান্য করিয়া আস্তিক হওয়া অপেক্ষা যে নাস্তিক হওয়া সহস্র গুণে ভাল, ইহা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। বস্তুতঃ বুদ্ধদেব কি নাস্তিক ছিলেন? তাঁহার ন্যায় ঈশ্বরপরায়ণ আস্তিক জগতে সাতিশয় বিরল। কারণ কর্ম্ম কর্ত্তা ব্যতীত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তিনি সুকর্ম্ম মানিয়াছেন, সুতরাং সৎকর্ত্তাকেও তৎসঙ্গে মানা হইয়াছে। ঈশ্বরই হেয়গুণরহিত, সর্ব্বকল্যাণগুণসমন্বিত সৎকর্ত্তা। অতএব বুদ্ধদেবকে নাস্তিক বলিব কি প্রকারে?

তাঁহার সর্ব্বতোমুখী উদার হৃদয় সমভাবে সর্ব্বজীবকুলের পরম মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই জাগরূক থাকিত। সুতরাং অনধিকারিনির্ব্বাচন তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভবপর হইয়াছিল। তিনি সাধু অসাধু, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলকেই নির্ব্বাণপথের

পথিক করিলেন। কিন্তু যেমন উদরাময় রোগগ্রস্ত প্রচুরঘৃতসিক্ত অন্ন পরিপাক করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ অনধিকারিগণও তৎপ্রদত্ত মহামূল্য উপদেশরাজি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইল না। সুতরাং তাঁহার পরম পবিত্র আস্তিকধর্ম্ম নাস্তিকতায়, ও শূন্যবাদে পরিণত হইল। "সত্য মিথ্যা, ধর্ম্ম অধর্ম্ম সকলই মিথ্যা। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহই নাই, কাহাকে ভয় করিব?" এইরূপ ধারণা বশতঃ বৌদ্ধগণ যথেচ্ছাচার পরায়ণ হইলেন। জগতে পুনরায় সুখশান্তির অভাব হইল। পৃথিবী বৌদ্ধাসুরদলের ভারে পীড়িতা হইতে লাগিলেন। সুতরাং জগতের দুঃখ অপনয়নের জন্য মঙ্গলময় বিধাতা শ্রীশ্রীশঙ্কর নাম গ্রহণ করিয়া লোকগুরু-রূপে অবতীর্ণ হইলেন।

ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য ষোড়শবর্ষীয় যুবকমাত্র। কিন্তু যেমন তরুণ তপনের সম্মুখে জগতের তমোরাশি কখনও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ দিব্যপ্রতিভোদ্ভাসিতবদনমণ্ডল, পরম মনোহর সেই তেজস্বী যুবকের সম্মুখে নাস্তিকতা যথেচ্ছাচার প্রভৃতি কিছুই অবস্থান করিতে পারিল না। দিবাগমে তারকাবলির ন্যায় বৌদ্ধাসুরগণ ভারত গগন হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হইল। নির্ম্মল জ্ঞানালোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আর্য্যভূমিতে পুনরায় শান্তির রাজ্য সংস্থাপিত হইল। ধর্ম্মজননী শ্রুতিদেবী হিমাদ্রিকন্দর হইতে বহির্গতা হইয়া সেই দিব্যকান্তি, নবীন সন্ন্যাসীর কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করতঃ তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। শ্রুতিসনাথ শঙ্কর অধিকারি-নির্ব্বাচন-পুরঃসর পুনরায় বেদমার্গ প্রকটিত করিলেন। সনাতনধর্ম্মের জয়পতাকা হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই উড্ডীয়মান হইল। দেবপিতৃগণ স্বাহাস্বধামন্ত্রে পুনরায় তর্পিত হইতে লাগিলেন। চিরসুপ্ত, বিজ্ঞান-বিগ্রহ ঋষিকুল উপনিষদ্ সমূহের পবিত্র ধ্বনিতে পুনরায় জাগরূক হইয়া উঠিলেন। ভারতমাতার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

স্বকার্য্য সাধনপূর্ব্বক দ্বাত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে শঙ্করমূর্ত্তি

শঙ্করদেব স্বকীয় পরমধামে গমন করিলেন। কাল এক দিকে যেমন সুন্দর সুন্দর নূতন বস্তুর আবির্ভাব করাইয়া সকলের চিত্তকে পুলকিত ও আকৃষ্ট করে, অন্যদিকে, আবার সেই চিত্তোৎফুল্লকর নবীন পদার্থকে ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ করিয়া দরিদ্রেরও হেয় করিয়া তুলে। ইহাই কাল-ধর্ম্ম। সেই কালধর্ম্মানুসারে শঙ্করকথিত বেদচতুষ্টয়সার মহাবাক্য চতুষ্টয়ের দুরর্থ করিয়া তন্মতাবলম্বী অনেক সন্ন্যাসীবেশধারী ইন্দ্রিয়-পরবশ মানব, আপনাদের উপর এবং সমাজের উপর বহু অনর্থ আনিয়া ফেলিলেন। "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্যে তাঁহারা সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত, সপ্তধাতুময়, বিষ্ঠামূত্রবাহী, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধির নিবাসভূমি, সঙ্কীর্ণদৃষ্টি, অধ্রুবনশ্বরজীবন, অতীতানাগত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এবং অকৃতবুদ্ধি মনুষ্যই অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাশ্রয়, পরমানন্দ-ধাম, অচ্যুত ব্রহ্ম এরূপ স্থির করিলেন। পদ্মপত্রে যেরূপ জল লগ্ন হইতে পারে না, ব্রহ্ম বস্তুতেও সেইরূপ পুণ্য পাপ, আচার অনাচার, সত্য মিথ্যা প্রভৃতি কিছুই সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। আমিই সেই ব্রহ্ম,—সুতরাং আমি যাহাই করি না কেন, আমাতে কোনও দাগ লাগিতে পারে না। এতদপেক্ষা পৈশাচিক সিদ্ধান্ত আর কি হইতে পারে? এরূপ ধারণার বশবর্ত্তিগণ যে শীঘ্রই আপনাদের স্বদেশের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে, তাহা কি আর বুঝিতে বিলম্ব হয়? বস্তুতঃই উক্ত স্বকপোলকল্পিতদুরর্থকারিগন শঙ্করকথিত পরমনির্ম্মল ধর্ম্ম ধারণা করিতে না পারিয়া, পুনরায় ভারতবর্ষে, দুর্নীত, হিংসা, দ্বেষ, অসত্য প্রভৃতির রাজ্য স্থাপন করিল। সুখ, শান্তি ও সত্যের অভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সেই অভাব দূর করিবার জন্য যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইলেন, হে পাঠক! এস এক্ষণে আমরা সেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদপ্রচারকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের নির্ম্মল জীবনচরিত্র আলোচনার জন্য অগ্রসর হই। এ ভাবরাজ্যে অভাব বস্তু থাকিতে পারে না। সুখ, শান্তি, সত্য, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি

ভাব বস্তু এবং দুঃখ, অশান্তি, মিথ্যা, হিংসা, সঙ্কীর্ণতা, ঈর্ষা, দ্বেষ, অধর্ম্ম প্রভৃতি অভাব বস্তু। যাহা না থাকিলে মনুষ্যের কষ্ট হয়, তাহাই ভাব পদার্থ। অতএব সুখ শান্তি প্রভৃতি ভাব বস্তু, এবং তৎসমুদায়ের অভাব, দুঃখ অশান্তি প্রভৃতি অভাব বস্তু। অভাব হইলেই ভাব আসিয়া তাহার প্রতিবিধান করে, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। সেই নিয়মানুসারেই ভারতভূমিতে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রামানুজের জন্ম।

মাদ্রাজ হইতে সার্দ্ধ ত্রিযোজন নৈর্ঋতে শ্রীপেরেম্বুদুর নামে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম শ্রীমহাভূতপুরী। গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক! একটি রমণীয় ও বিশাল বিষ্ণু-মন্দির অভ্যন্তরে অবস্থিত। তন্মধ্যে কেবল পেক্ষমল নাম ধারণ পূর্ব্বক ত্রিলোকভর্ত্তা বিষ্ণু সস্মিতবদনে সকলের প্রতি সমভাবে কৃপা-কটাক্ষ বিতরণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। মন্দির প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে অন্য একটি দেবগৃহ শোভা পাইতেছে। ইহাতে যতিরাজ, ভক্ত-বীর, ভক্তবৎসল, বেদান্তকমলভাস্কর, ভাষ্যকার শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য যুক্ত-করে সেবকরাজের আসন গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন। সম্মুখে একটী নির্ম্মলসলিলা, নিস্তরঙ্গা, সুবিশাল দীর্ঘিকা পবিত্রভক্তহৃদয়ের ন্যায় সেই বৈকুণ্ঠপ্রতিম সমগ্র দেবায়তনটিকে স্বীয় অভ্যন্তরে ধারণ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তত্রত্য নৈসর্গিক শোভা সকলেরই চিত্তকে আকর্ষণ করে। স্থানটি নানাবিধ বৃক্ষলতামণ্ডিত, বিহগকুলের মধুর কলরবে মুখরিত, মধ্যে মধ্যে প্রস্ফুটিত কুসুমকুল কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত ও সৌরভিত, শান্তি-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-প্রচুর, এবং হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণ। দেখিলে বোধ হয়, যেন বিশ্বের পালনকার্য্যে নিরন্তর নিযুক্ত থাকায় মধ্যে মধ্যে পরিশ্রম অনুভব করিলে, স্বীয় প্রিয়তম সেবকের সহিত কমলাপতি তথায় বিশ্রামলাভ করিবার জন্য আগমন করিয়া থাকেন।

প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আসুরি কেশবাচার্য্য নামে এক ইষ্টনিষ্ঠ

সদ্‌ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করিতেন। সেই সময় শ্রীমদ্ যামুনাচার্য্য বা আল্‌ওয়ান্দার রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া নম্বির শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে অত্যাশ্রমী-ভিক্ষুকবেশে অবস্থান করিতেছিলেন। গুরুর বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইলে, আল্‌ওয়ান্দারই তাৎকালিক সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীর নেতৃরূপে পরিগৃহীত হইলেন। তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, নম্রতা, ইষ্টনিষ্ঠা প্রভৃতি, সকল বৈষ্ণবেরই অনুকরণীয় হইয়া উঠিল। তদ্রচিত সুমধুর স্তোত্র সকল সজ্জনই সাদরে কণ্ঠস্থ ও হৃদয়স্থ করিয়া আপনাদের কৃতকৃত্য মনে করিলেন। বস্তুতঃই মহাত্মা যামুনাচার্য্য উক্ত স্তোত্রে এরূপ উৎকট ভক্তি ও প্রীতির সহিত শ্রীমদ্‌ভগবৎপাদপদ্মে সরলভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে পাষণ্ডহৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার হয়! চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবগণ আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে পরম ভাগ্যবান বলিয়া জ্ঞান করিলেন। তন্মধ্যে দুই একজন তাঁহার ন্যায় ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর তৎসহবাসে ও তৎসেবায় কালাতিপাত করিয়া আপনাদের সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

পেরিয়া তিরু মলাই নম্বি বা বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণ যামুনাচার্য্যের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি জীবনের শেষভাগে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উক্ত মহাপুরুষের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও তৎসহবাসে কালাতিপাত করেন। তাঁহার দুইটি ভগিনী ছিলেন। জ্যেষ্ঠার নাম ভূমি পেরাট্টি, ভূদেবী, বা কান্তিমতী। কনিষ্ঠার নাম পেরিয়া পেরাট্টি বা মহাদেবী।

শ্রীপেরেমবুদুর নিবাসী আসুরি কেশবাচার্য্য কান্তিমতীর পাণিগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠা মহাদেবী নিকটস্থ আহরম্ গ্রামনিবাসী কমলনয়ন ভট্টের সহিত উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধা হয়েন। ভগিনীদ্বয়ের উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে শ্রীশৈলপূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে ভগবদ্ধ্যানপরায়ণ হইলেন এবং

পরিশেষে মহাত্মা যামুনাচার্য্যের ন্যায় সদ্‌গুরুলাভ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় তৎসহবাসে পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

আস্থরি কেশবাচার্য্য সাতিশয় যজ্ঞনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহার "সর্ব্বক্রতু" উপাধি দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পূর্ণনাম, শ্রীমদাস্থরি সর্ব্বক্রতু কেশবদীক্ষিত। বিবাহের পর দম্পতি বহু বৎসর শ্রীপেরেম্বুদুরে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কোনও সন্তান না হওয়ায় ভক্ত কেশবাচার্য্য কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নমনা হইলেন। পরিশেষে যজ্ঞদ্বারা শ্রীভগবান্‌কে প্রীত করিয়া তৎকৃপায় পুত্রসন্তান লাভ করিবার আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইল।

যজ্ঞ এব পরোধর্ম্মো ভগবৎপ্রীতিকারকঃ।
অভীষ্টকর্ম্মধুগ্‌যজ্ঞস্তস্মাৎ যজ্ঞঃ পরাগতিঃ॥

ইত্যাদি সন্তাপচ্ছেদী শাস্ত্রবাক্যসমূহও সেই আশাকে বলবতী করিয়া তুলিল। তিনি মহোদধিতীরবর্ত্তী-বৃন্দারণ্যনিবাসী শ্রীমৎপার্থসারথির সমীপে গমন পূর্ব্বক স্বীয় মনোভাব নিবেদন করিয়া তদুদ্দেশে যজ্ঞ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে তিনি সস্ত্রীক বৃন্দারণ্যে উপস্থিত হইলেন ও শ্রীপার্থসারথির কুমুদসরোবর বা তিরুইল্লি কেণির (তিরুশ্রী, ইল্লি-কুমুদ, কেণি সরোবর) তীরে পুত্রকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। অধুনা আমরা যে স্থানকে ট্রীপ্লিকেন্ বলি, তাহা ঐ তিরুইল্লি কেণির ইংরাজি অপভ্রংশ। যাহা পূর্ব্বে বৃন্দারণ্য নামে খ্যাত ছিল, তাহা এক্ষণে ঐ সরোবরের নামানুসারে ট্রীপ্লিকেন্ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মাদ্রাজ, মদুরা বা মথুরার অপভ্রংশ। ইহা বৃন্দারণ্য বা ট্রীপ্লিকেনের উত্তরে।

যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে নিশাকালে কেশবাচার্য্য নিদ্রিতাবস্থায় শ্রীমৎ পার্থসারথিকে স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নে ভগবান্ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সর্ব্বক্রতো, আমি তোমার সদাচার, নিষ্ঠা, ও ভক্তিতে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। আমিই তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। মনুষ্যগণ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ পূর্ব্বাচার্য্যগণের

যথার্থ অভিপ্রায় অবগত হইতে না পারিয়া আপনাদিগকে ঈশ্বর মনে করিতেছে, এবং অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কুকর্ম্মপরায়ণ ও যথেচ্ছাচারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং আচার্য্যরূপে আমি অবতীর্ণ না হইলে তাহাদের কোনও গতি নাই। তুমি স্ত্রীর সহিত গৃহে প্রতিগমন কর। শীঘ্রই সিদ্ধকাম হইবে।" এরূপ সুস্বপ্ন দেখিয়া কেশবাচার্য্যের আর উল্লাসের সীমা রহিল না। তিনি পত্নীকে সকলই কহিলেন এবং পরদিন প্রত্যূষে উভয়ে স্বগ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে ভাগ্যবতী কান্তিমতী সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। ৪১১৮ কল্যব্দে, ৯৩৯ শকাব্দে, বা ১০১৭ খৃষ্টাব্দে আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসের দ্বাদশ দিবসে, শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে, কর্কট লগ্নে, বৃহস্পতিবারে, পিঙ্গলা নামক বৎসরে, হারিতগোত্রীয়, যজুঃশাখাধ্যায়ী ভগবান্ শ্রীরামানুজাচার্য্য তরুণ তপনের ন্যায় অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করিয়া সর্ব্বলোক সমক্ষে সমুদিত হইলেন। তাঁহার জন্মে দুর্ব্বুদ্ধির নাশ হইয়া সদ্‌বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছিল বলিয়া, পণ্ডিতগণ "ধীর্লব্ধা" এই বাক্য দ্বারা তাঁহার জন্মকাল নির্ণয় করিয়াছেন। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" এই ন্যায়ানুসারে উক্ত বাক্যে ধ, ল, এবং ধ, এই তিন প্রধান অক্ষর আছে। কাদি নব, টাদি নব, ও যাদি নব এই কয় অক্ষর মালা এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যার জ্ঞাপক। টাদি নবের মধ্যে ধ নবম স্থানীয় বলিয়া নয় সংখ্যা বুঝাইবে। এবং যাদি নবের মধ্যে ল তৃতীয় স্থানীয় বলিয়া তিন সংখ্যা বুঝাইবে। অতএব ধ, ল, এবং ধ, এই অক্ষরত্রয় ৯৩৯ শকাব্দ বুঝাইল।

সেই সময় কনিষ্ঠা ভগিনী মহাদেবীও এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। সূতিকা-গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া কিয়দ্দিবস পরে তিনি নবজাত পুত্রের সহিত জ্যেষ্ঠা কান্তিমতীর পুত্রসন্দর্শন বাসনায় শ্রীপেরেম্বুদুরে আগমন করিলেন। ভগিনীদ্বয় পরস্পরের সন্ততিমুখাবলোকনে যৎপরোনাস্তি আনন্দিতা হইলেন। ইত্যবসরে লোকমুখে বার্ত্তা পাইয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্র হইতে

বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণও নবপ্রসূত ভাগিনেয়দ্বয়কে দর্শন করিবার মানসে তথায় উপনীত হইলেন। বহুকালের পর ভ্রাতাকে পাইয়া কান্তিমতী ও মহাদেবী উভয়েই পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন। সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত শিশুদ্বয়কে দেখিয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসীও পরম প্রীত হইলেন। কান্তিমতীর পুত্রের নানাবিধ দৈব-লক্ষণ দর্শন করিয়া তাঁহার নম্মা আলোয়ার কথিত উক্ত সময়ে শ্রীপেরেম্-বুদুরে আদিশেষাবতারের কথা স্মরণ হইল। বৃহৎ পদ্মপুরাণের দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়, নারদ পুরাণ, স্কন্দ পুরাণের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, এবং শ্রীমদ্ভাগ-বতের একাদশ স্কন্ধে কলিযুগে যে অনন্ত দেবের কথা বর্ণিত আছে, এই শিশুই যে সেই লক্ষ্মণাবতার, তাহাতে তাঁহার আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তদনুসারে তিনি উঁহার নাম শ্রীরামানুজ রাখিলেন, এবং মহাদেবীর পুত্রকে গোবিন্দ আখ্যা প্রদান করিলেন। মহাদেবী ভবিষ্যতে আর একটী পুত্র প্রসব করেন, তাঁহার নাম ছোট গোবিন্দ।

আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি লিখিতেছেন যে,

সার্পে্য জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ।

চৈত্র মাসের অশ্লেষা নক্ষত্রে, রবি কর্কট রাশিতে গমন করিলে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যেরও জন্মমাস এবং রাশি সুমিত্রানন্দনদ্বয়ের তুল্য।

শিশু দুইটী চারিমাসের হইলে, তাহাদিগকে অঙ্কে লইয়া মাতৃদ্বয় গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ করিলেন, ও আদিত্য দর্শন করাইলেন। পরে যথা সময়ে তাহাদের অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, চূড়াকরণ, বিদ্যারম্ভ ও উপনয়ন-কর্ম্ম সম্পন্ন হইল। বাল্যকাল হইতেই রামানুজ অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দিয়া-ছিলেন। শিক্ষকের মুখ হইতে একবার শুনিলেই, যেরূপ দুরূহ পাঠ হউক না কেন, তিনি অনায়াসে তাহার অর্থবোধ করিতে পারিতেন। এজন্য সকল শিক্ষকেরই স্যাতিশয় প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার ধীশক্তি কেবল যে বহির্মুখী ছিল তাহা নহে। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের সূচীর ন্যায় ইহা উত্তরদক্ষিণরূপ ধর্ম্ম অর্থ উভয়কেই সমভাগে

দেখাইয়া দিত। ধর্ম্মের অনুশীলন ও ধার্ম্মিকের সহবাস তাঁহার সাতিশয় প্রিয়কর ছিল। সুবিধা পাইলেই তিনি সাধুসঙ্গ করিতে বিলম্ব করিতেন না।

সেই সময় শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ নামে এক পরম ভাগবত কাঞ্চী নগরীর প্রধানতম রত্ন বলিয়া সর্ব্বজন পরিচিত ছিলেন। উক্ত মহাশয় প্রতিদিন কাঞ্চী হইতে দেবপূজার্থ পুনামেলি নামক গ্রামে গমন করিতেন। শ্রীপেরেম্বুদুর, ঐ স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী। সুতরাং তিনি রামানুজের বাটির পার্শ্ব দিয়া প্রতিদিন গমনাগমন করিতেন। জাতিতে শূদ্র হইলেও তাঁহার প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগ দেখিয়া ব্রাহ্মণগণও তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। একদা সায়ংকালে রামানুজ অধ্যাপক-গৃহ হইতে আগমন-কালীন এই ভাগবতোত্তমের সহিত পথিমধ্যে সহসা মিলিত হইলেন, এবং তদীয় দিব্য মুখজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্বতঃই তাঁহার দিকে সাতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে সেই রজনী তাঁহার আলয়ে ভিক্ষা করিতে অনুনয় করিলেন। শ্রীকাঞ্চিপূর্ণও বালকের দিব্যকান্তি ও ভগবল্লক্ষণ দেখিয়া আমন্ত্রণ অস্বীকার করিতে পারিলেন না। পরমভাগবতকে অতিথি পাইয়া রামানুজের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহাকে সুচারুরূপে ভিক্ষা করাইয়া, তদীয় পাদসম্বাহন করিতে উদ্যত হইলেন। অতিথি কিন্তু স্বীকৃত হইলেন না। কহিলেন, "আমি নীচ, শূদ্র। আপনি ব্রাহ্মণ ও পরম বৈষ্ণব। কোথায় আমি আপনার পদসেবা করিব, তাহা না হইয়া আপনি কি না দাসের সেবা করিতে চাহিতে-ছেন ?" শ্রীরামানুজ তাহাতে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "বুঝিলাম, আমার অদৃষ্ট মন্দ তজ্জন্যই আপনার ন্যায় মহাপুরুষের সেবাধিকার পাইলাম না। মহাশয়, উপবীত ধারণ করিলেই কি ব্রাহ্মণ হয় ? যিনি হরিভক্তিপরায়ণ, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। দেখুন তিরুপ্পান আলোয়ার চণ্ডাল হইয়াও ব্রাহ্মণের পূজ্য হইয়াছেন।"

বালকের ঈদৃশী ভক্তি দেখিয়া শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞান

করিতে পারিলেন না। নানাবিধ সদালাপের পর রজনীতে রামানুজগৃহে বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে স্বস্থানে গমন করিলেন। সেই দিবস হইতে উভয়ে উভয়ের প্রেমে চিরদিনের জন্য বদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ রামানুজকে কেন যে লক্ষ্মণাবতার বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা পুরাণপ্রমাণানুসারে দেখাইয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি। সৌমিত্রীর স্বভাবের সহিত কেশবনন্দনের স্বভাব তুলনা করিলেও আমরা অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাই। লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণের কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, রামভক্তি, জিতেন্দ্রিয়তা ও ধর্ম্মপরায়ণতা জগতীতলে অতুলনীয়। তাঁহার হৃদয়রাজ্যের শ্রীরামচন্দ্রই একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন। রামরস ভিন্ন ইতর রসে তাঁহার আস্থা-মাত্রই ছিল না, সুতরাং তিনি যে পার্থিব প্রলোভন হইতে সুদূরে অবস্থান করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ, আমরা "বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা, রামসাগরগামিনী," রামায়ণী গঙ্গায় অবগাহন করিলে প্রাপ্ত হই। যখন মায়াময় স্বর্ণমৃগ, রমণীকুলের গৌরবস্বরূপিণী জনকনন্দিনীকে মোহিত করিয়া, সর্ব্বকল্যাণ-গুণসমন্বিত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকেও বিমোহিত করিয়াছিল, সেই সময় শ্রীমান্ লক্ষ্মণ তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র অভীষ্টদেবকে এইরূপে সাবধান করিতেছেন—

তমেবৈনং অহং মন্যে মারীচং রাক্ষসং মৃগম্॥
চরন্তো মৃগয়াং হৃষ্টাঃ পাপেনোপাধিনা বনে।
অনেন নিহতা রাম রাজানঃ পাপরূপিণা॥
অস্য মায়াবিদো মায়ামৃগরূপমিদং কৃতম্।
ভানুমৎ পুরুষব্যাঘ্র গন্ধর্ব্বপুরসন্নিভম্॥
মৃগোহ্যেবম্বিধো রত্নবিচিত্রো নাস্তি রাঘব।
জগত্যাং জগতীনাথ মায়ৈষা হি ন সংশয়ঃ॥

"হে পুরুষব্যাঘ্র, আমার বোধ হয় যে, এই মৃগ, রাক্ষস মারীচ ভিন্ন

আর কেহ নহে। রাজগণ বনোদ্দেশে হৃষ্টচিত্তে মৃগয়া করিতে যাইলে, এই পাপরূপী দুষ্টচিত্ত নিশাচর নানাবিধ মায়িকরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রলোভিত করতঃ বিনষ্ট করে। এই যে গন্ধর্ব্বনগরসদৃশ সমুজ্জল মায়ামৃগরূপ সম্মুখে পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহা সেই মায়াবীর মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে জগতীপতে রামচন্দ্র, পৃথিবীতে এরূপ স্বর্ণপ্রভাবিশিষ্ট বিচিত্র মৃগ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, সুতরাং, ইহা যে মায়া তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

সীতাসহিত রামচন্দ্রের সেবাই সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনের একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। রাবণবধের পর দেবগণের সহিত পিতা দশরথ আসিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে,

অবাপ্তং ধর্ম্মাচরণং যশশ্চ বিপুলং ত্বয়া।
এনং শুশ্রূষতাব্যগ্রং বৈদেহ্যা সহ সীতয়া॥

হে বৎস, তুমি বৈদেহী সীতার সহিত এই রামচন্দ্রের অব্যগ্রচিত্তে সেবা করিয়া ধর্ম্ম ও বিপুল যশ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়াছ।

শ্রীরামানুজেরও জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীযুক্ত নারায়ণ-সেবা। যখন তমঃপ্রকৃতিক সমাজের নেতৃগণ, অহঙ্কারোন্মত্ত হইয়া, রাবণ যেরূপ সীতাকে হরণ করে, সেইরূপ মানব হৃদয় হইতে ভগবদ্ভক্তি অপহরণ করিয়াছিল, তখন শ্রীরামানুজ প্রকৃত রামানুজের ন্যায় ভক্তিরূপসীতা-উদ্ধারের জন্য আজীবন পাষণ্ডকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে সিদ্ধ-মনোরথ হয়েন। তিনি নারায়ণের অঙ্কে শ্রীকে উপবিষ্ট করাইয়া শ্রীহীন ভারতে পুনরায় সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বিকাশ করেন। শ্রীর সহিত নারায়ণের নিত্য সম্বন্ধ প্রমাণ করিয়া তিনি মহর্ষি বাল্মীকির অভিপ্রায়ই সুব্যক্ত করিয়াছেন। আদিকবি বন্দিমুখে গাহিয়াছেন,—

শ্রীশ্চ ধর্ম্মশ্চ কাকুৎস্থ ত্বয়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ।

হে কাকুৎস্থ, ধর্ম্ম ও শ্রী তোমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। শ্রীসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাত্মা স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তিবলে, ও অনবদ্য যুক্তিসহকারে

ইহাই সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন। লক্ষ্মণ যেরূপ বিগ্রহবান্ ধর্ম্মস্বরূপ, শ্রীরামানুজও যে সেইরূপ ধর্ম্মৈকপ্রাণ ছিলেন, ইহা তাঁহার জীবনলীলা পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসে বুঝা যাইবে। সৌমিত্রির ন্যায় তিনিও ভীতি এবং প্রলোভনের অগম্য স্থানে বাস করিতেছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

যাদবপ্রকাশ।

সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন শ্রীরামানুজ ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন দেখিয়া তদীয় পিতা শ্রীমদাসুরি কেশবাচার্য্য তাঁহাকে উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। অনতিবিলম্বে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। পিতা, মাতা, আত্মীয় ও প্রতিবেশিগণের আনন্দের সীমা রহিল না। দীনদরিদ্রেরা প্রচুর আহার পাইয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইল। সপ্তাহকাল ধরিয়া উৎসাহ চলিতে লাগিল। নববধূর বদন দর্শন করিয়া দেবী কান্তিমতী ও তাঁহার ভর্ত্তা পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন। মাসাবধি সকলে এইরূপে সাংসারিক আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, এমন সময়ে বিধাতার চিরন্তন নিয়মানুসারে সুখের পর দুঃখ দেখা দিল। বৃদ্ধ কেশবাচার্য্য সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অচিরকালমধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। আচার্য্য-পরিবার মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণিমা-রজনীর ন্যায় শোক-পরিম্লান হইল। বিপুল আনন্দের মধ্যে আকস্মিক দুঃখ-সম্পাত সাতিশয় তীব্রতর হইয়া উঠিল। কবিগুরুবাল্মীকি-মর্ম্মদাহিকা ক্রৌঞ্চবধূর ন্যায় কান্তিমতী একান্ত অধীরা হইলেন। পিতৃহীন রামানুজও কিয়ৎকাল শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু প্রজ্ঞাবলে ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে চেষ্টা করিলেন। বাহিরে শোকের আকার প্রকাশ না করিয়া কথঞ্চিৎ স্থির হইলেন এবং মাতাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনতিবিলম্বে আত্মীয়সাহায্যে তিনি পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যথাসময়ে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইল।

ইহার পর তিনি কিছুদিন শ্রীপেরেম্বুতুরে রহিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা ও তিনি তথায় শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া কাঞ্চিপুরে বাস উঠাইয়া লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে রামানুজ উক্ত নগরীতে এক আবাসবাটি নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং তথায় গিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে শোকাবেগ শান্ত হইল।

উক্ত সময়ে কাঞ্চি নগরীতে যাদবপ্রকাশ নামক এক সুবিখ্যাত অদ্বৈতবাদী অধ্যাপক বহুশিষ্যসমাকীর্ণ হইয়া বাস করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। বিপুল বিবিদিষা রামানুজকে অনতিবিলম্বে তাঁহার শিষ্য করিয়া দিল। নবশিষ্যের রূপলাবণ্য, বদনমণ্ডলে প্রতিভাচ্ছটা দেখিয়া যাদবপ্রকাশ বড়ই প্রীত হইলেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই রামানুজ তাঁহার প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন, ও তাঁহার সাতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু এই প্রীতি দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারিল না। যাদবপ্রকাশ অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ছিলেন। তৎকথিত অদ্বৈতবাদ অদ্যাপি "যাদবীয় সিদ্ধান্ত" বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি একপ্রকার শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের সাকাররূপ স্বীকার করিতেন না। জগৎ ঈশ্বরের পরিবর্ত্তনশীল, নিত্য-নশ্বর, বিরাট্ মূর্ত্তি। এই বিরাট্ মূর্ত্তির পশ্চাতে যে দেশকালনিমিত্তাতীত, অক্ষর সচ্চিদানন্দসত্তা আছে, তাহাই তাঁহার স্বরাট্ সত্তা, তাহাই উপাদেয় এবং জ্ঞেয়। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তিনি বিরাট্‌কে মায়া বা রজ্জুতে সর্পের বিবর্ত্ত, একে অন্য জ্ঞান, এরূপ বলিতেন না। জগৎ তাঁহার দৃষ্টিতে মরীচিকার ন্যায় অলীক এবং সর্ব্বতোভাবে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হইত না। ইহা ঈশ্বরেরই এক প্রকার স্বরূপ—যাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। সতত অস্থির বলিয়াই হেয়, এবং সতত স্থির বলিয়াই স্বরাট্ স্বরূপ উপাদেয়। বিরাট্‌দর্শী আত্মা জীব, স্বরাট্ আত্মাই ব্রহ্ম।

ভক্তিময়বিগ্রহ শ্রীরামানুজ ভগবদ্ভাস্তের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। যাদবীয়

সিদ্ধান্ত সুতরাং তাঁহার কখনই প্রীতিকর হইতে পারে না। কিন্তু গুরুর গৌরবরক্ষা করিবার জন্য তিনি কখনই তাঁহার শিক্ষার দোষ দর্শাইতে সাহস করিতেন না। ইচ্ছাসত্ত্বেও তাহা অনেক সময়ে দমন করিয়া ফেলিতেন।

একদা প্রাতঃকালের পাঠপরিসমাপ্তির পর শিষ্যবর্গ মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপন করিবার জন্য স্ব স্ব গৃহে গমন করিলে, যাদবপ্রকাশ স্বীয় প্রিয়তম শিষ্য রামানুজকে, স্বীয় অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতে আদেশ করিলেন। তখনও একটি শিষ্য পাঠের দুরূহার্থ বিশদ করিয়া লইবার জন্য গুরুকে প্রশ্ন করিতেছিলেন। তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতেন। উহার প্রথমাধ্যায়স্থ ষষ্ঠ খণ্ডের সপ্তমমন্ত্রের পূর্ব্বাংশে যে "কপ্যাসং" শব্দ আছে, তাহার অর্থ শিষ্যটির সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না। মন্ত্রাংশটি এই, "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী।" যাদব পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের অর্থানুসারে "কপ্যাসং" শব্দে বানরের পৃষ্ঠান্তভাগ বা অপানদেশ এইরূপ অর্থ করিয়া, মন্ত্রাংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন; "সেই সুবর্ণবর্ণ পুরুষের চক্ষুদ্বয় বানরপৃষ্ঠান্তের ন্যায় লোহিত-পদ্মতুল্য।" এই বিসদৃশ, হীনোপমাযুক্ত ব্যাখ্যা শুনিয়া অভ্যঙ্গব্যাপার-নিরত রামানুজের স্বভাবকোমল, ভক্তিমধুর হৃদয় দ্রবীভূত হইল এবং অশ্রু-আকারে চক্ষুঃপ্রান্তদিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় যাদবের উরুদেশে পতিত হইল। জ্বলন্ত অঙ্গারতুল্য উত্তপ্ত অশ্রুধারা-স্পর্শে যাদব চকিতের ন্যায় সহসা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বুঝিতে পারিলেন, যে ইহা অঙ্গার নহে, তাঁহার প্রিয়শিষ্য রামানুজের অতুষ্ণ অশ্রুধারা। তিনি সবিস্ময়ে প্রিয়তমকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রামানুজ কহিলেন, "ভগবন্, আপনার ন্যায় মহানুভবের নিকট এই বিসদৃশ ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। সর্ব্বকল্যাণগুণসম্পন্ন, নিখিল সৌন্দর্য্যের আকর, সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ পরাৎপর ভগবানের সহিত বানরের অপানদেশের তুলনা করা যে কতদূর অসম্ভবপর এবং পাপজনক তাহা একমুখে ক্লি

বলিব ? আপনার ন্যায় প্রাজ্ঞের মুখারবিন্দ হইতে এরূপ দুরর্থ কখনও আশা করি নাই।” যাদব কহিলেন, “বৎস, তোমার দাম্ভিকতাতে আমিও যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলাম। ভাল, তুমি এতদপেক্ষা কি উত্তম ব্যাখ্যা করিতে পার ?” রামানুজ কহিলেন, “আপনার আশীর্ব্বাদে সকলই সম্ভব হয়।” ঈষৎ ঘৃণাসূচক হাস্য করিয়া গুরু কহিলেন, “ভাল, ভাল, তোমার নূতন অর্থ বল, শুনা যাক্। তুমি দেখিতেছি যে, শঙ্করাচার্য্যের উপরে উঠিতে চাও।” অতি বিনীত ভাবে রামানুজ পুনরায় কহিলেন, “ভগবন্, আপনার আশীর্ব্বাদে সকলই সম্ভব হইতে পারে। ‘কপ্যাসং’ শব্দে ‘বানরের অপানমার্গ’ এরূপ অর্থ না করিয়া, কং জলং পিবতীতি কপিঃ সূর্য্যঃ এবং অস্ ধাতু বিকসনার্থক বলিয়া, ‘আস’ শব্দে ‘বিকসিত’ এইরূপ অর্থ সিদ্ধ করিলে ভাল হয়। তাহাতে সমগ্র ‘কপ্যাসং’ শব্দের অর্থ ‘সূর্য্যবিকসিতং’ হইতেছে। সুতরাং মন্ত্রাংশের অর্থ এইরূপ হইবে, ‘সেই সুবর্ণবর্ণ সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষের চক্ষুর্দ্বয় সূর্য্যবিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভাশালী।”

এরূপ অর্থ শুনিয়া যাদব কহিলেন, “ইহা মুখ্যার্থ নহে, গৌণার্থ মাত্র। যাহা হউক ইহাতে তোমার সবিশেষ ব্যাখ্যানকৌশল আছে।”

এই ঘটনার পর হইতে অধ্যাপক রামানুজকে একজন মহা দ্বৈতবাদী ভগবদ্ভক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তদুপরি তাঁহার প্রীতিরও কিঞ্চিৎ লাঘব হইল।

আর একদিন, তৈত্তিরীয় উপনিষদের “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এই মন্ত্রের অর্থে যখন যাদবপ্রকাশ ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, এবং অনন্তস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, শ্রীরামানুজ তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন যে, “ব্রহ্ম সত্যধর্ম্মবিশিষ্ট, অসত্যধর্ম্মবিশিষ্ট নহেন, জ্ঞানই তাঁহার ধর্ম্ম, অজ্ঞান নহে, এবং তিনি অনন্ত, সান্ত নহেন। তিনি সত্য, জ্ঞান, এবং অনন্ত গুণের গুণী। ইহাদিগকে তাঁহার স্বরূপ বলা কোনও রূপে যুক্তিযুক্ত নহে। এগুলি তাঁহার, কিন্তু তিনি নহেন। যেমন দেহ আমার

আমি দেহ নহি। ব্যাখ্যা শুনিয়া অধ্যাপক তপ্ততৈলে প্রক্ষিপ্ত বার্ত্তাকুর ন্যায় ক্রোধপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং সরোষে কহিলেন, "ওহে ধৃষ্ট বালক, তুমি যদি আমার ব্যাখ্যা শুনিতে না চাও, কেন বৃথা এখানে আগমন কর? স্বগৃহে যাইয়া নূতন টোল খুলিয়া ফেল না কেন?" পরে কিছু স্থির হইয়া কহিলেন, "তোমার ব্যাখ্যা আচার্য্য শঙ্করের মতানুযায়ী নহে বা অন্য কোনও পূর্ব্ব গুরুর মতানুযায়ী নহে। সুতরাং দ্বিতীয়বার এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিও না।" রামানুজ স্বভাবতঃই সাতিশয় নম্র এবং গুরুভক্ত। তিনি পাঠকালে যথাসাধ্য মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন। প্রতিবাদ করা তাঁহার একেবারেই অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু কি করিবেন, যখন বুঝিতেন যে অধ্যাপকের ব্যাখ্যায় সত্যের অপলাপ হইতেছে, তখন সত্যপ্রাণতার বশবর্ত্তী হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রতিবাদ করিতে হইত। যাদব যদিও তাঁহার প্রতিবাদ গুলিকে অন্যান্য শিষ্যসমক্ষে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উড়াইয়া দিতেন, তথাপি ক্রমে ক্রমে রামানুজের উপর তাঁহার এক প্রকার ভীতি জন্মাইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, "হয় ত এই বালক কালে অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া দ্বৈতমত স্থাপন করিবে। ইহার হস্ত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? সনাতন অদ্বৈতমত রক্ষার জন্য ইহার প্রাণসংহার পর্য্যন্ত করা উচিত।" তিনি যে অদ্বৈতমতের প্রতি নিরতিশয় প্রীতি-নিবন্ধন এই পাশব সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা নহে। প্রবল ঈর্ষাই ইহার কারণ। কবি বলিয়াছেন যে,

প্রকৃতিঃ খলু সা মহীয়সাং
সহতে নান্যসমুন্নতিং যয়া।
অম্বুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনিং
ন তু গোমায়ুরুতানি কেশরী॥

"অন্যের উন্নতি সহ্য না করাই মহাত্মাদিগের প্রকৃতি। কারণ অত্যুন্নত-দেশচারী মেঘ গর্জ্জন করিলেই সিংহ তাঁহার প্রতিনাদ করেন, শৃগালের

রবে করেন না।” অবশ্যই ইহা প্রকৃত মহাত্মার লক্ষণ নহে। সে মহাত্মা “তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ।” তাঁহার অরি মিত্র কেহই নাই। তিনি সকলেরই মঙ্গল কামনা করেন। তিনি নিত্য সন্তুষ্ট, সর্ব্বতঃ পূর্ণ। কবি লৌকিক মহাত্মার কথা কহিয়াছেন, আমরা যাঁহাদের “বড় লোক” আখ্যা দিয়া থাকি, যাঁহারা তমোগুণপ্রণোদিত হইয়া ভাবিয়া থাকেন, “কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।” যাদবপ্রকাশ এই সম্প্রদায়ের “বড় লোক” ছিলেন। সুতরাং তাঁহার ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত হৃদয় যে রামানুজের বধ কামনা করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদিও তিনি অদ্বিতীয় ধীশক্তি-সহায়ে বেদান্তের কূট তর্কসমূহ সম্যক্ আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন; যদিও “ব্রহ্মই সত্য এবং জগৎ মিথ্যা,” ইহা সুস্পষ্টরূপে তিনি সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণ করিতে পারিতেন, যদিও তাঁহার যশঃপ্রভায় কাঞ্চীপুর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যদিও তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে দ্বিতীয় শঙ্করমূর্ত্তি বলিয়া পূজা করিতেন, তথাপি সাধনহীনতার দোষে তাঁহার জ্ঞান কেবল বাক্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল বলিয়া, তিনি অশনায়া, পিপাসা প্রভৃতি বাসনার দাসত্ব হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

একদিবস গোপনে অন্যান্য শিষ্যবর্গকে ডাকিয়া যাদব কহিলেন, “দেখ, তোমরা সকলে আমার ব্যাখ্যার কোন দোষ দেখিতে পাও না। কিন্তু এই ধৃষ্ট রামানুজ যখন তখনই আমার অর্থের প্রতিবাদ করে। বুদ্ধিমান্ হইলে কি হইবে, উহার মন দ্বৈতবাদরূপ পাষণ্ডতায় পরিপূর্ণ। এ পাষণ্ডের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় কি?” ইহাতে জনৈক শিষ্য কহিল “মহাশয়, উহাকে পাঠমণ্ডপে না আসিতে দিলেই হইল।” অপর শিষ্য তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া কহিল, “তাহা হইলে, যাহার জন্য অধ্যাপক মহাশয় ভীত হইতেছেন, তাহাই হইবে, অর্থাৎ, রামানুজ স্বয়ং এক টোল খুলিয়া তথায় দ্বৈতবাদ প্রচার করিবে। ইতিপূর্ব্বেই ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ এই মন্ত্রের এক সুবিস্তৃত টীকা লিখিয়া তাহাতে অদ্বৈত-

মত খণ্ডন করিয়াছে তুমি কি শোন নাই?" বাস্তবিকই রামানুজ সেই সময়ে উক্ত মন্ত্রের এক বিশদ, সুবিস্তৃত টীকা রচনা করিয়া বুধমণ্ডলীর সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ বাদানুবাদের পর সকলে স্থির করিল যে, রামানুজের প্রাণনাশ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ইহা স্থির হইলে কিরূপে তাহা সকলের অজ্ঞাতসারে এবং সহজে সংসাধিত হইতে পারে, সেই বিষয়ে মন্ত্রণা হইতে লাগিল। শেষে যাদব কহিলেন, "চল আমরা সকলে কলুষবিনাশিনী গঙ্গায় অবগাহন করিয়া সমুদায় মালিন্য দূর করিবার জন্য তীর্থ যাত্রা করি। তোমরা সকলে রামানুজকে এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন কর এবং যাহাতে সেও আমাদের সঙ্গে আইসে সেই বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হও। কারণ তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল ঐ পাষণ্ডের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া। পথিমধ্যে উহাকে বিনাশ করিয়া ভাগীরথী-সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের হস্ত হইতে সকলে অনায়াসে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিব, এবং অদ্বৈতমতের কণ্টকও উৎপাটিত হইবে।"

শিষ্যগণ অধ্যাপকের এই সদ্যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইল, এবং তদনুসারে তাহারা রামানুজকে পুণ্যজনক ভাগীরথী-স্নানের প্রলোভন দেখাইতে চলিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, গোবিন্দ নামে রামানুজের এক মাতৃস্বস্রীয় ছিলেন। তিনি রামানুজকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। শ্রীপেরেম্বুদুর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্যপরিবার যখন কাঞ্চীপুরে আসিয়া বাস করিলেন তৎসঙ্গে গোবিন্দও তথায় আসিয়া তাঁহাদের সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন। রামানুজ ও তিনি উভয়ে সমবয়স্ক। সুতরাং কেশবনন্দন যাদবপ্রকাশের শিষ্য হইলে, গোবিন্দও তাঁহার শিষ্য হইলেন। উভয়ে প্রায়ই একত্র অধ্যয়নমণ্ডপে গমন করিতেন, ও তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। যাদবশিষ্যগণ রামানুজকে ভাগীরথী-স্নানে সম্মত করিল। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, গোবিন্দও আগ্রহাতিশয়সহকারে তীর্থযাত্রায় সম্মত হইলেন।

শুভদিনে শুভক্ষণে যাদবসনাথ শিষ্যমণ্ডলী তীর্থদর্শনার্থ আর্য্যাবর্ত্তাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুত্রবিরহ অসহ্য হইলেও ধর্ম্মশীলা কান্তিমতী তনয়ের এই সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দেন নাই। কিয়দ্দিবস পরে ধীরে ধীরে সশিষ্য যাদব বিন্ধ্যাচলপাদবর্ত্তী গোণ্ডারণ্যে উপনীত হইলেন। তথায় লোকসমাগম এত বিরল যে, নাই বলিলেই হয়। উপযুক্ত দেশ কাল বিবেচনা করিয়া দুর্ব্বৃত্ত অধ্যাপক শিষ্যগণকে সেই নৃশংস ও ভয়ঙ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠানজন্য বদ্ধপরিকর হইতে কহিলেন। গোবিন্দ ইহা জানিতে পারিলেন; সরলপ্রকৃতি রামানুজ এ দুর্ম্মন্ত্রণার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। তাঁহার নির্ম্মল, স্নেহপূর্ণ কোমল হৃদয় কখনও কি কোন ভয়ঙ্কর দানবোচিত নৃশংস ভাবকে পোষণ করিতে পারে? পবিত্র ব্যক্তি সকলকেই পবিত্র বলিয়া মনে করেন। একদিন রামানুজ ও গোবিন্দ পথপার্শ্বস্থ কোন সরোবরে পাদপ্রক্ষালন করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় রামানুজকে নির্জ্জনে পাইয়া গোবিন্দ তাঁহাকে সমুদায় কহিলেন। তীর্থদর্শনব্যপদেশে পিশাচ-স্বভাব নরাধমগণ যে তাঁহার জীবননাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, ইহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "দুর্ব্বৃত্তগণ এই নির্জ্জন অরণ্যে অনতিবিলম্বেই তোমার বধসাধন করিবে। সুতরাং তুমি পশ্চাৎপদ হইয়া কোথাও লুকাইয়া পড়।" ইহা বলিয়া গোবিন্দ অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত সমবেত হইলেন। যাদবপ্রকাশ রামানুজের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, তিনি শিষ্যদলের মধ্যে নাই। তখন সকলে তাঁহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইল। কিন্তু সেই বিজন, বৃক্ষসমাকীর্ণ, অল্পালোক অরণ্যে কেহই তাঁহার কোনও তত্ত্ব পাইল না। তাহারা তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চারিদিকে আহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। অবশেষে, রামানুজ নিশ্চয়ই কোন হিংস্র জন্তুকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া সকলে অন্তরে সাতিশয় প্রীত হইল। কেবল মাত্র গোবিন্দকে তাঁহার আত্মীয় জানিয়া বাহিরে বিপুল দুঃখের আকার

দেখাইতে লাগিল। যাদব তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দ্বারা শিষ্যগণকে জীবনের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝাইতে লাগিলেন, এবং "কেহ কাহারও নয়" বলিয়া গোবিন্দকে সান্ত্বনা করিতে সচেষ্ট হইলেন। মাৎসর্য্য যে মানবকে পশু অপেক্ষাও অধম করিয়া ফেলে, অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ তাহার প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্যাধ-দম্পতি।

গোবিন্দ সন্নিধানে উক্ত হৃৎকম্পজনক, ভয়ঙ্কর, অশুভবার্ত্তা শুনিয়া রামানুজ ক্ষণকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। জগৎ অন্ধকারময় বোধ হইল। ক্ষণপরে চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ গোবিন্দও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে যাদবশিষ্যগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য গমন করিতেছেন। বেলা তখন একদণ্ড মাত্র। অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক যুবক সেই নির্জ্জন অরণ্যে সহায়হীন বান্ধবহীন হইয়া কি করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। মনে করিলেন "গোবিন্দকে নিকটে আহ্বান করি", আবার ভাবিলেন তাহা হইলে অন্যান্য শিষ্যেরা জানিতে পারিবে। ক্রমে বৃক্ষান্তরালে গোবিন্দ অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তখন এক অননুভূতপূর্ব্ব ওজঃ তাঁহার ইন্দ্রিয়গণকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিল, এবং ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—"ভয় কি? নারায়ণ আছেন।" রামানুজ কাল বিলম্ব না করিয়া দস্যুস্বভাব সহাধ্যায়িগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মার্গ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিগ্‌ভাগস্থ নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। একবারও পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দুই প্রহর কাল ক্রমাগত দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। মধ্যে, তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া কেহ যেন তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছে, ইহা শুনিতে পাইয়া তিনি আরও দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও ক্লান্তিতে একবারে চলৎশক্তি-রহিত হইয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। বসাও তাঁহার কষ্টকর

বোধ হওয়ায় তিনি তথায় শয়ন করিলেন এবং সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রার আলিঙ্গনে সমগ্র সংসার বিস্মৃত হইলেন। জাগ্রত হইয়া দেখিলেন যে, সূর্য্যদেব অস্তাচলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ক্ষুধা ও ক্লান্তি কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। তিনি আপনাকে সাতিশয় বলিষ্ঠ অনুভব করিয়া ত্রিতাপহারী হরিকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মুখ হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া কোন্ দিকে যাইবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন যে, এক ব্যাধদম্পতি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ব্যাধপত্নী নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আহা বৎস, তুমি কি পথ হারাইয়া এই বিজন বনে একাকী বসিয়া আছ? তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, তোমার বাটী কোথায়?" শ্রীরামানুজ কহিলেন, "আমার বাটী এখান হইতে অনেক দূর। দক্ষিণদেশে কাঞ্চীপুরের নাম শুনিয়াছ কি? সেই খানে।" ব্যাধ ইহা শুনিয়া কহিল, "এই দস্যুবহুল ভয়ঙ্কর অরণ্যে কিরূপে আসিলে? এখানে দিবাভাগেও কোন পথিকদল গতিবিধি করিতে সাহস করে না। তদ্ব্যতীত হিংস্র জন্তু সমূহ নির্ভয় চিত্তে এখানে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিচরণ করে। কাঞ্চীপুর আমি জানি। আমরাও সেই দিকে যাইতেছি। এই ভয়ঙ্কর দেশে তোমায় একাকী দেখিয়া তোমার তত্ত্ব লইতে আসিলাম।" রামানুজ কহিলেন, "তোমাদের জন্মভূমি কোথায়, এবং কি জন্যই বা কাঞ্চীপুরে যাইতেছ।" ব্যাধ কহিল, "বিন্ধ্যাচলপাদবর্ত্তী কোন বন্য পল্লীতে আমাদের জন্ম। সমুদয় জীবন ব্যাধের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নৃশংসভাবে আয়ুঃ শেষ করিতেছি, ইহা ভাবিয়া আমি ও আমার পত্নী পারলৌকিক হিতের জন্য তীর্থ দর্শনার্থ বাহির হইয়াছি। কাঞ্চীপুর হইয়া ৺রামেশ্বর যাইবার ইচ্ছা। ভাল হইল, তোমার ন্যায় সৎপুরুষের সঙ্গ পাইলাম। তুমি, বোধ হইতেছে, পথভ্রান্ত হইয়াছ। ভীত হইও না। সর্ব্বলোকশরণ্য পরমেশ্বর তোমার রক্ষা বিধানের জন্যই যেন আমাদের এখানে লইয়া আসিয়াছেন।" সেই কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ-

কায়, লোহিতলোচন ব্যাধের রূপদর্শন করিয়া রামানুজ যদিও প্রথমতঃ কিছু ভীত হইয়াছিলেন, তথাপি উহার বদনমণ্ডলে এক প্রকার স্নেহ-সংমিশ্র গাম্ভীর্য্যের সমাবেশ থাকায়, কথায় এক প্রকার চিত্তাকর্ষক মাধুর্য্য থাকায়, এবং তদীয় ভার্য্যার স্নেহবিপুল সরল সম্ভাষণে, তাঁহার হৃদয় হইতে ক্রমে সমুদায় সংশয় দূর হইল এবং তিনি তাহাদের অনুসরণ করিতে সম্মত হইলেন। বেলা অধিক ছিল না। ব্যাধ কহিল, "চল, আমরা শীঘ্র শীঘ্র এই অরণ্য প্রদেশ পার হইয়া অনতিদূরে এক সুবিস্তৃতা, অন্তঃসলিলা নদী আছে, তাহার তীরে অদ্য রজনী যাপন করি।" দণ্ডদ্বয় গমন করিয়া তাহারা নদীতীরে উপনীত হইল। তথায় কাষ্ঠখণ্ড আহরণ পূর্ব্বক ব্যাধ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার পার্শ্বস্থ কর্ব্বুরভূমির কিয়দংশ সমতল করতঃ তথায় রামানুজকে বিশ্রাম করিতে কহিল, এবং আপনিও পত্নীর সহিত অপর পার্শ্বে বিশ্রাম করিতে লাগিল। ব্যাধপত্নী ভর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আমি সাতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়াছি, এখানে জল কোথায় পাওয়া যায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে পার?" ব্যাধ কহিল, "রজনী আগতপ্রায়। এখন এস্থান পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কল্য প্রাতঃকালেই অনতিদূরে এক সুন্দর সোপান বিশিষ্ট কূপ আছে—তাহার নির্ম্মল জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিও।" ব্যাধ-পত্নী সম্মত হইল।

পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক রামানুজ ব্যাধদম্পতির অনুগামী হইলেন। একদণ্ডকাল গমন করিয়া তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। সোপানমার্গ দ্বারা তন্মধ্যে অবরোহণ করিয়া রামানুজ মুখ হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক, নির্ম্মল সুশীতল উদকপানে তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন, এবং অঞ্জলিপূর্ণ জল উপরে আনিয়া ব্যাধপত্নীকে পান করাইলেন। এইরূপ বারত্রয় করিলেও ব্যাধপত্নীর বলবতী পিপাসা শান্ত না হওয়ায় তিনি চতুর্থবার কূপে অবরোহণপূর্ব্বক জল সংগ্রহ করিয়া উপরে আসিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে আর দেখিতে

পাইলেন না। ইতস্ততঃ নয়ন বিক্ষেপ করিয়া কোথাও তাহাদের অনুসন্ধান পাইলেন না। তিনি, চারি নিমেষের মধ্যে তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, ইহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরে ভাবিলেন, ইঁহারা মনুষ্য নহেন—দেবতা। লক্ষ্মীনারায়ণ ব্যাধ-দম্পতিরূপে তাঁহার পথপ্রদর্শক ও রক্ষক হইয়াছিলেন। তিনি অদূরে মন্দিরচূড়া ও বহুগৃহ সমাবেশ দেখিয়া স্থির করিলেন যে, উহা কোনও নগর হইবে। পরে জনৈক পথিককে নিকটে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এ স্থানের নাম কি ?" পথিক সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "কিহে, তুমি আকাশ হইতে পড়িলে না কি ? সুবিখ্যাত কাঞ্চীনগরী চিনিতে পারিতেছ না ? তোমার আকারে বুঝিতেছি যে তুমি এ দেশীয়, কিন্তু কথা কহিতেছ যেন বিদেশীর ন্যায়। তুমি তো মহাত্মা যাদবপ্রকাশের শিষ্য ? আমি তোমায় অনেকবার এই কাঞ্চীপুরীতে দেখিয়াছি। এই যে কূপ দেখিতেছ, যাহার জলে তুমি মুখ হাত ধৌত করিয়াছ, যাহার পার্শ্বে ঐ প্রকাণ্ড এবং বহু প্রাচীন শালবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে, ইহার বিষয় তুমি না জানিতে পার। ইহার নাম শালকূপ। ইহার জল ত্রিতাপনাশক, এই জন্য বহুস্থান হইতে তীর্থজ্ঞানে লোকে ইহার জলপান কামনায় আসিয়া থাকে।" পথিক এই বলিয়া চলিয়া গেলে, রামানুজ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় প্রথমতঃ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, অবাক্ হইয়া রহিলেন। পরক্ষণেই ব্যাধদম্পতিকে স্মরণ করিয়া সেই মানসিক জড়তা দূর হইল। তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিলেন, লক্ষ্মীনারায়ণের অপার করুণাই তাঁহার রক্ষার কারণ। তিনি প্রেমবিহ্বলচিত্তে, অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীমন্নারায়ণপাদপদ্মের উদ্দেশে এই বলিয়া বন্দনা করিলেন,

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

বন্ধু-সমাগম।

ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীরামানুজ বার বার শালকূপকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, এবং হয়ত শ্রীদ্বিতীয় শ্রীপতি ব্যাধদম্পতিবেশে পুনরায় তাঁহার নয়ন মন সার্থক করিতে পারেন, এই আশায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বেলা প্রায় দুই দণ্ড হইয়াছে। দুই একটী স্ত্রীলোক কলসী কক্ষে লইয়া নগরের দিক্ হইতে কূপোদক সংগ্রহের জন্য, সেই নগর-প্রান্তবর্ত্তী, বিশালশালতরুতলস্থিত, নির্ম্মল-সলিল কূপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তথা হইতে কাঞ্চীপুর প্রায় অর্দ্ধক্রোশদূরে অবস্থিত। পূর্ব্ব, উত্তর এবং পশ্চিম পার্শ্বে বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ বনস্থলী থাকায় সেখানে লোক-সমাগম অতি বিরল। সুতরাং রামানুজ হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া প্রাণেশ্বরের অপার মহিমা কীর্ত্তন করতঃ পূর্ণমাত্রায় তাহা আস্বাদন করিতেছিলেন। তিনি কুন্তীকৃত সুমধুর স্তবে তাঁহার বন্দনা করিতে লাগিলেন,

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥

কুন্তীর ন্যায়, তিনি এই বলিয়া ভগবৎপাদপদ্মে প্রার্থনা করিলেন;

বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাৎ অপুনর্ভবদর্শনম্॥

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥
নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১, ১৮।

"হে জগদ্‌গুরো, তোমার প্রসাদে আমাদের সর্ব্বদা বিপদই হউক, কারণ বিপদের সময়েই তোমার দর্শন লাভ হয়। তোমায় দর্শন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে সকল ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যবান্, রূপবান্, এবং পণ্ডিত হইয়া উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদের সাতিশয় গৌরবান্বিত মনে করে, তোমার নাম গ্রহণে তাহাদের অধিকার নাই, কারণ অকিঞ্চন ভক্তেরাই তোমায় সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। হে প্রভো, এ জগতে যাঁহাদের কিছুই আপনার বলিবার নাই, সেই সকল ভক্তের তুমিই একমাত্র ধন। তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কামের অতীত হইয়া নিরন্তর স্বীয় আত্মাতেই পরম রতি লাভ কর। বাসনা বেগ তোমাতে নাই বলিয়া সর্ব্বতোভাবে শান্ত, তুমি নিখিল জীবের মুক্তিদাতা, তোমায় বন্দনা করি।" প্রেমে বিভোর হইয়া ভাগ্যবান্ রামানুজ যখন অশ্রুস্বেদকম্পাদি সাত্বিক বিকারের বিগ্রহবান্ আধাররূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় কলসকক্ষা তিনজন পুরস্ত্রী কূপের নিকট আগত হইলেন। তদ্দর্শনে তিনি ভাব সম্বরণ পূর্ব্বক স্বস্থ হইয়া কাঞ্চীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

পুত্রবিরহে মাতা কান্তিমতী রোদন করিতেছেন। এমন সময়ে প্রিয়তম নন্দনকে অকস্মাৎ সম্মুখে দেখিয়া, তিনি প্রথমতঃ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কিন্তু, রামানুজ পাদগ্রহণপূর্ব্বক প্রণত হইয়া অবনত মস্তকে, "মা, এই আমি আসিলাম, তোমাদের সব কুশল ত?" এই অমৃততুল্য সুমধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিলে, তখনই তাঁহার সকল সন্দেহ দূর হইল। তিনি বৎসের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া, আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক

বসিতে কহিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তুই যে এত শীঘ্র একা ফিরিয়া আসিলি? গোবিন্দ কোথায়? শুনিয়াছি গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতে প্রায় ছয় মাস লাগে। তুই কি পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিস?" রামানুজ আদ্যোপান্ত সমস্ত কহিলে, তিনি যাদব-প্রকাশের দুরভিসন্ধির কথা শুনিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন, এবং ঈশ্বরানুগ্রহ স্মরণ ও পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি অনতিবিলম্বে নারায়ণের ভোগরন্ধনার্থ পাকশালায় চলিলেন। আনন্দে কি রাঁধিবেন, কি করিবেন কিছুরই ঠিকানা নাই। চুল্লির নিকট যাইয়া দেখেন কাষ্ঠ নাই। আজ দুই তিন দিন হইল কাষ্ঠ ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু রামানুজ গৃহে নাই, নববধূমাতাও পুত্রের তীর্থগমনাবধি পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন, কাহার জন্য রন্ধন? তিনি ভগবন্নিবেদিত সামান্য ফল মূল আহার করিয়া দুই দিন কাটাইয়াছেন। সুতরাং কাষ্ঠের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ অদ্য তাঁহার মন রামানুজের জন্য সাতিশয় চঞ্চল হওয়ায় একান্তে বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। গৃহের কথা তাঁহার কিছুই মনে ছিল না। আপণে গিয়া আপনিই কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া আনিবেন, দাসী এখনও আসে নাই, পুত্র অনেক ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে তাহাকে কষ্ট দিবেন না এইরূপ সংকল্প করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী দীপ্তিমতী বধূমাতা সমভিব্যাহারে গৃহের অপর দ্বার দিয়া আসিয়া চরণ বন্দনা পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগিনী, ভাল আছ ত? দাসী যাইয়া সমাচার দিল যে, তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুত্রের জন্য দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতেছ। তাই তোমায় দেখিতে আসিলাম। ভাবনা কি? নারায়ণ আছেন। তিনি বৎসদের রক্ষা করিবেন। কতলোক গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। রামানুজ ও গোবিন্দ না আসা পর্য্যন্ত আমি তোমার এখানেই থাকিব। বধূমাতাকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। দাসী আপণ হইতে কাষ্ঠাদি ক্রয় করিয়া—"। তাঁহার কথা

শেষ হইতে না হইতে রামানুজ আসিয়া মাতৃম্বসার চরণে প্রণাম করিলেন। সহসা ভাগিনেয়কে সম্মুখে দেখিয়া দীপ্তিমতী আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। হস্ত দ্বারা রামানুজকে উত্থাপিত করিয়া "বৎস চিরজীবী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং গোবিন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সকলই বুঝিতে পারিলেন। কান্তিমতী ভগিনী ও বধূকে পাইয়া প্রীতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইলেন। লজ্জাশীলা বধূ এই আকস্মিক প্রিয়সমাগমে বিপুলহর্ষভারেই যেন পতিপদতলে অবনত হইয়া পড়িলেন ও প্রেমাশ্রুজলে তাহা ধৌত করিতে লাগিলেন। আচার্য্য ভবনে সেই সময়ে যেন স্বর্গের আবির্ভাব হইয়াছিল।

ইত্যবসরে দাসী ঘৃত, শর্করা তণ্ডুল, শাক, লবণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি বহুবিধ রন্ধন-সম্ভার আনয়ন করিলে, ভগিনীদ্বয় পরমপ্রীতিসহকারে বহু উপচারবিশিষ্ট নারায়ণের ভোগ রন্ধন করিলেন। নৈবেদ্য নারায়ণকে নিবেদন করিয়া গৃহবহির্দ্বারে রামানুজ আসিয়া দেখেন, যে শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ লোকমুখে তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্র সন্দর্শনে সমুদ্র যেরূপ আনন্দে উৎফুল্ল সুবিশাল অসংখ্য তরঙ্গরূপ করমালা উত্থাপিত করিয়া সুধাকরকরসমূহকে সাদরে গ্রহণ করেন, সেইরূপ শ্রীরামানুজকে সন্দর্শন করিয়া শ্রীকাঞ্চিপূর্ণও পুলকাঙ্কিতকলেবরে স্বীয় করযুগলদ্বারা প্রণমনোন্মুখ রামানুজের করদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক, আপনার শূদ্রত্ব খ্যাপন করতঃ তাঁহাকে পরম সমাদরে উঠাইয়া লোকাচারবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলেন। রামানুজ তখন তাঁহাকে কহিলেন, "মহাত্মন্, আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারও দর্শন পাইলাম। কৃপা করিয়া অদ্য এখানে প্রসাদ গ্রহণ করুন। সকলই প্রস্তুত।" শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ সম্মত হইলেন।

রামানুজের গৃহে সে দিবস যে আনন্দ হইয়াছিল, তদীয় পিতার পরলোকগমনাবধি সেইরূপটি আর কখনও হয় নাই। যদিও গোবিন্দ না থাকায় দীপ্তিমতীর কিছু ক্ষুব্ধ হইবার কথা, তথাপি তাঁহার

রামানুজের প্রতি এতাদৃশ পুত্রনির্বিশেষ স্নেহ এবং শ্রীমন্নারায়ণের নিরবচ্ছিন্ন কৃপায় এতাদৃশ বিশ্বাস যে তাঁহার মনে কণামাত্র ক্ষোভেরও স্থান হওয়া দূরে থাক, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সে দিবস আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজকুমারী।

শ্রীরামানুজ এক্ষণে স্বগৃহে বসিয়াই অধ্যয়ন করেন। তিনি মাতা ও মাতৃষ্বসাকে যাদবপ্রকাশের কথা বলিয়া উভয়কে তাহা গোপনে রাখিতে কহিয়াছিলেন এবং স্বয়ংও কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। মাসত্রয় পরে সশিষ্য যাদবপ্রকাশ কাঞ্চীপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দ ভিন্ন সকল শিষ্যই তাঁহার সহিত আসিয়াছেন। দীপ্তিমতী পুত্রের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ জানিতে পারিলেন;—রামানুজের বনমধ্যে অদর্শনের পর, তীর্থযাত্রিগণ দুঃখিত হৃদয়ে ৺ কাশীধামের দিকে অবিশ্রামে চলিতে লাগিলেন। পরিশেষে গন্তব্যস্থানে নির্বিঘ্নে পঁহুছিয়া ৺বিশ্বেশ্বর দর্শন পূর্ব্বক আপনাদের কৃতার্থ মনে করিলেন। তাঁহারা এক পক্ষকাল উক্তধামে অবস্থান করেন। একদা তথায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া গোবিন্দ জলের ভিতর এক সুন্দর বাণলিঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন। যাদবপ্রকাশ তদ্দর্শনে গোবিন্দকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, "বৎস, পার্ব্বতী-পতি তোমার প্রতি নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়াছেন। তিনি এই অনর্ঘ লিঙ্গরূপে ত্বদীয় সেবা গ্রহণের জন্য তোমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। প্রাণপণ যত্নে ইঁহার সেবা কর, ভক্তি মুক্তি উভয়ই প্রাপ্ত হইবে।" গুরুবাক্যানুসারে গোবিন্দ সেই দিবস হইতে শিবসেবাপরায়ণ হইলেন। ক্রমে তাঁহার ভক্তি এরূপ দৃঢ় হইল যে, কালহস্তীর নিকট আসিয়া তিনি স্বীয় গুরু ও সতীর্থগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি জীবনের অবশিষ্ট কাল উমাপতির সেবায় অতিবাহিত করিতে চাই। এই স্থানটি

অতি মনোরম ও নির্জ্জন। এখানে থাকিয়া আমি ইষ্টদেবের উপাসনা করিব। আপনারা আমার মাতা ও মাতৃস্বসাকে যাইয়া ইহা নিবেদন করিবেন।" ইহা কহিয়া গোবিন্দ তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তি মঙ্গলগ্রামে একটি স্থান ক্রয় করিয়া তথায় স্বীয় ইষ্ট-দেবকে স্থাপন করিলেন; এবং তাঁহার সেবায় জীবন মন অর্পণ করিয়া পার্থিব সকল বন্ধন হইতেই মুক্ত হইলেন।

পুত্রের ঈদৃশ সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া দীপ্তিমতী আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সাধারণ রমণীর ন্যায় তিনি পুত্রগৃধ্নু ছিলেন না। তাঁহারও ঈশ্বরে প্রগাঢ় প্রেম ছিল। সুতরাং তাঁহার মনে পুত্রের জন্য ক্ষোভের উদয় না হইয়া তিনি আপনাকে সৎপুত্রপ্রসূতি জানিয়া কৃতার্থ মনে করিলেন। ভগিনীর অনুমতি লইয়া পুত্রমুখদর্শনের জন্য তিনি মঙ্গলগ্রামে গমন করিলেন, এবং সন্তানের ভগবদ্ভক্তি সন্দর্শনে তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বৎসকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া ভগিনীর নিকট প্রত্যাগত হইলেন।

যাদবপ্রকাশ পুনরায় অধ্যাপন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। রামানুজকে দেখিয়া তিনি প্রথমতঃ কিছু ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দূরভি-সন্ধির বিষয় সে কিছুই জানে না, ইহা স্থির করিয়া মৌখিক আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার জননী সমক্ষে তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস, তুমি যে জীবিত আছ, ইহাপেক্ষা আমার আনন্দের বিষয় আর কিছুই নাই। বিন্ধ্যারণ্যে তোমার জন্য যে আমরা কি কষ্ট পাইয়াছিলাম, তাহা আর বলিয়া কি জানাইব।" রামানুজ পাদ বন্দনা করিয়া কহিলেন, "সকলই আপনার অনুগ্রহ!"

যিনি সকল মতের উপর স্বীয় মত স্থাপন করিতে পারেন, তিনি অন্যান্য সমুদয় বিষয়ে যতই উন্নত হউন না কেন, তাঁহাকে সঙ্কীর্ণমনা হইতে হইবে। যাদবপ্রকাশের অশেষ গুণ ছিল, কিন্তু অদ্বৈত পক্ষ অবলম্বন করিয়া অন্যান্য মতের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সৌকর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে

তিনি একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অদ্য রামানুজের নম্রতা, ও সৌশীল্য সন্দর্শন এবং আপনার রাক্ষসতুল্য আচরণ স্মরণ পূর্ব্বক, তিনি মনে মনে সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। পরে সস্নেহে রামানুজকে কহিলেন "বৎস, অদ্য হইতে মৎসকাশে পাঠাভ্যাস করিও। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" সেই দিবস হইতে রামানুজ পুনরায় পাঠার্থ যাদব মণ্ডপে গতায়াত করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে বৃদ্ধ আল্‌ওয়ান্দার কাঞ্চীপুরস্থ শ্রীশ্রীবরদরাজ সন্দর্শন বাসনায় তথায় বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে উপনীত হয়েন। একদা হস্তিগিরিপতি বরদরাজকে সন্দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন কালে মহাত্মা আল্‌ওয়ান্দার, রামানুজের স্কন্ধের উপর হস্ত রাখিয়া অন্যান্য শিষ্য সমভি-ব্যাহারে অদ্বৈতকেশরী যাদবপ্রকাশকে আগমন করিতে দেখিলেন। বৃদ্ধ যামুনাচার্য্য রামানুজের সাত্বিক প্রভা, অতুল সৌন্দর্য্য, এবং প্রতি-ভোদ্ভাসিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হইয়া তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, এই যুবকই "সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রের ভক্তিপ্রধান সুবিস্তৃত ব্যাখ্যার রচয়িতা। ইহাতে তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু শুষ্ক তার্কিক যাদবের সহবাসে তাঁহাকে থাকিতে দেখিয়া তিনি কিছু উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং বরদরাজের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন,

"যস্য প্রসাদকলয়া বধিরঃ শৃণোতি
পঙ্গুঃ প্রধাবতি জবেন চ বক্তি মূকঃ॥
অন্ধঃ প্রপশ্যতি সুতং লভয়ে চ বন্ধ্যা
তং দেবমেব বরদং শরণং গতোঽস্মি॥
লক্ষ্মীশ পুণ্ডরীকাক্ষ কৃপাং রামানুজে তব।
নিধায় স্বমতে নাথ প্রবিষ্টং কর্ত্তুমর্হসি॥ প্রপন্নামৃতম্।

○ "যাঁহার অত্যল্প প্রসাদ হইলে, বধির শ্রবণ করিতে পারে, খঞ্জ সবেগে ধাবমান হইতে পারে, জিহ্বাহীনের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়, অন্ধ চক্ষুষ্মান

হয়, এবং বন্ধ্যা সন্তান লাভ করে, আমি সেই বরদ দেবের শরণাগত হই। হে নলিননেত্র শ্রীপতে, রামানুজের উপর তোমার কৃপা স্থাপন পূর্ব্বক, তাঁহাকে স্বীয় মতে আনয়ন কর।"

যামুনাচার্য্য, বিষ্ণুপ্রেমার চিত্তাহ্লাদকরী কমনীয় মূর্ত্তিকে বিষ্ণুভক্তিহীন শুষ্কহৃদয় যাদব পার্শ্বে সমবস্থিত দেখিয়া, নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। রামানুজ-সম্ভাষণের ক্ষুধা তাঁহার সাতিশয় বলবতী হইলেও মধুবিষ-সম্পৃক্তান্নের ন্যায় অতি অনিচ্ছার সহিত উহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ভবিষ্যতে যদি ঈশ্বর সুযোগ দেন, তাহা হইলে একান্তে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এইরূপে চিত্তকে প্রবোধ দিয়া, ভক্তিরসৈকপরায়ণ, জ্ঞানবৃদ্ধ শতাধিকবর্ষবয়স্ক বৈষ্ণবচূড়ামণি, স্থবির আল্‌ওয়ান্দার শ্রীরঙ্গমে প্রতিগমন করিলেন।

বেদান্ত ভিন্ন যাদবাচার্য্য মন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পিশাচগ্রস্ত, ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট আনীত হইলে, তিনি মন্ত্র বলে তাহাদিগকে আরোগ্য করিতে পারিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত ছিল।

একদা কাঞ্চীপুর-রাজকুমারী ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্ত হওয়ায়, চতুর্দ্দিক হইতে সুবিখ্যাত মন্ত্রবিদ্‌গণ আনীত হইলেন। কিন্তু কেহই কুমারীর আরোগ্য সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। পরে বহুমানসহকারে বেদান্তাচার্য্য যাদব প্রকাশকে আনয়ন করা হইল। ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্তা রাজকুমারী যাদবকে সন্দর্শন করিয়া উচ্চহাস্য সহকারে কহিলেন, "ওহে যাদব, এখানে তোমার মন্ত্রাদি কোনও ফল প্রসব করিবে না, মিথ্যা কেন কষ্ট পাইবে, গৃহে ফিরিয়া যাও।" যাদব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া এক প্রহর কাল ধরিয়া নানাবিধ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কোনও রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ইহাতে ব্রহ্মরাক্ষস তাহাকে কহিল, "কেন মিথ্যা কষ্ট করিতেছ? তুমি আমাপেক্ষা হীনবল। সুতরাং আমায় স্থানচ্যুত করিতে সর্ব্বতোভাবে অক্ষম। যদি একান্তই তোমার অভিপ্রায় হয়

যে আমি এই সুখস্পর্শা, কোমলাঙ্গী রাজকুমারীর দেহমন্দির হইতে অপসৃত হই, তাহা হইলে তোমার শিষ্যগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক, আজানুলম্বিতবাহু, বিস্তৃত ললাট, আয়ত চক্ষু, প্রতিভা দেবীর আরামভূমি, যৌবনোদ্যানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুসুমস্বরূপ, মাধুর্য্যৈকনিলয়, তুমি সেই শ্রীমান রামানুজকে এখানে আনয়ন কর। মেঘাচ্ছন্ন অমা-নিশার নিবিড় অন্ধকার যেরূপ সূর্য্যোদয়ে অপসৃত হয়, সেইরূপ সেই মহানুভবের উদয়েও আমি অপসৃত হইব, নতুবা নয়।”

যাদবাদেশে তখনই শ্রীমান্ রামানুজ তথায় আনীত হইলেন। তিনি ব্রহ্মরাক্ষসকে রাজকুমারীর দেহ হইতে অপসৃত হইতে কহিলে সে কহিল, “আপনি কৃপা করিয়া আমার মস্তকে শ্রীপদ স্থাপন না করিলে আমি যাইব না। অধীনের এই অভিলাষ পূর্ণ করুন।” গুরুর আদেশে রামানুজ রাজকুমারীর মস্তকে স্বীয় পদদ্বয় স্থাপন করিয়া কহিলেন, “এক্ষণে রাজতনয়াকে নিষ্কৃতি দাও এবং তুমি যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে তাহার কিছু নিদর্শন দেখাইয়া যাও।” ব্রহ্মরাক্ষস কহিল, “এই আমি পরিত্যাগ করিলাম। নিদর্শন স্বরূপ নিকটবর্ত্তী ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষের উচ্চ শাখা এখনই ভগ্ন করিয়া চলিয়া যাইতেছি।” ॥

দেখিতে দেখিতে মড় মড় শব্দে অশ্বত্থ বৃক্ষের উচ্চ শাখা ভাঙ্গিয়া গেল, এবং রাজকুমারীও সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে সম্যক্ সংজ্ঞা লাভ করিয়া আপনার অবস্থা বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে অবধারণ করিতে পারিলে ব্রীড়াবনতমুখী হইলেন এবং লোকসমাগম পরিত্যাগ বাসনায় দাসীপরিবৃতা হইয়া প্রকোষ্ঠান্তরে চলিয়া গেলেন।

কাঞ্চীরাজ কন্যার আরোগ্যবার্ত্তা শ্রবণে দ্রুতপদসঞ্চারে আসিয়া যাদবসনাথ রামানুজের পদবন্দনা পূর্ব্বক বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। সেই দিবস হইতে শ্রীমান্ রামানুজের নাম সমুদয় চোল-রাজ্যে বিখ্যাত হইয়া গেল।

পূর্ব্বোক্ত ভুতাবিষ্টের কথা কেবল যে রামানুজচরিতেই আমরা প্রথম দেখিতেছি তাহা নহে। ঈশাজীবনী পাঠেও আমরা অনুরূপ ঘটনার বিষয় অবগত হই। বঙ্গদেশ প্রভৃতিতে অদ্যাবধি অনেক স্থলে কোন কোন রমণী ভূতগ্রস্তা হয়েন এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণকে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বলিয়া অভিহিত করেন। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ইহার কারণ। স্বভাবকোমলতা প্রযুক্ত স্ত্রীজাতির স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য অধিক। এই হেতু তাঁহারাই অধিকাংশ হিষ্টিরিয়া-রোগগ্রস্তা হয়েন। উক্ত বৈজ্ঞানিকগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। স্নায়ুই মানবের মানবত্ব বিধান করে। স্নায়ুর দুর্ব্বলতা বা সবলতায় মানব দুর্ব্বল বা সবল হয়েন। এরূপ বিচারানুসারে স্নায়ুর নাশে মানবেরও নাশ হয়, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। অস্মদ্দেশীয় চার্ব্বাক সম্প্রদায়ভুক্তগণও বহুকাল পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু উহা যে অপসিদ্ধান্ত, ইহা আত্মনিত্যত্ববাদীমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। আত্মা দেহকে রক্ষা করেন, দেহ আত্মাকে রক্ষা করে না, কারণ আত্মসত্তায় দেহের সজীবতা ও আত্মসত্তায় তাহার পূতিভাব যে সম্পাদিত হয়, ইহা সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ। সুতরাং আত্মা বা মানব দেহের অধীন না হইয়া, দেহ মানবের অধীন। মানব দেহকে আশ্রয় করিয়া জগতের সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন। ঈপ্সাময় আত্মা সর্ব্বদাই দেহসহায়ে ভোগ্য ভোগের জন্য ব্যস্ত। এই আত্মা স্থূলদেহযুক্ত হইলে মনুষ্য পশুমৃগপক্ষি-কীটপতঙ্গাদিরূপে বিরাজিত হয়েন, এবং তদ্বিযুক্ত হইলে গুণানুসারে দেবতা, উপদেবতা, ব্রহ্মরাক্ষস, ভূত প্রেত প্রভৃতির আকার ধারণ করেন। শেষোক্ত আকারগুলি সূক্ষ্ম বলিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা নাই, ইহা বাতুলের সিদ্ধান্ত। সুতরাং সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব অস্বীকার করাও বাতুলতা। সাংখ্যকারিকাকার মহাত্মা ঈশ্বরকৃষ্ণ অতি সুন্দররূপে ইহার মীমাংসা করিয়াছেন।

তিনি বলেন,

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাৎ অভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥
সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ।"

"যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাহা নাই বলিতে পার না, কারণ অতিদূরে থাকিলে, অতি নিকটে থাকিলে, ইন্দ্রিয় বিকল হইলে, মনঃসংযোগ না থাকিলে, বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম হইলে, দ্রব্যান্তর ব্যবধান থাকিলে, সূর্য্যালোকে গ্রহনক্ষত্রাদির ন্যায় অন্য বস্তু কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে, জলে জলমিশ্রণের ন্যায় সমানাকারতা প্রাপ্ত হইলে, কিম্বা কেবলমাত্র অতি সূক্ষ্ম-যোগি-বুদ্ধির গোচর হইলে, সাধারণ মনুষ্য পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বিদ্যমান বস্তুকেও উপলব্ধি করিতে পারে না। নাই বলিয়া নহে। কারণ, কার্য্য দ্বারা তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়।"

সূক্ষ্ম শরীর সত্ত্বপ্রধান হইলে দেবশরীর, রজঃপ্রধান হইলে উপ-দেবাদির শরীর, এবং তমঃপ্রধান হইলে ব্রহ্মরাক্ষস, ভূত প্রেতাদির শরীররূপে পরিণত হয়। সূক্ষ্মশরীরিগণ স্থূল শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন। এইজন্য সাত্ত্বিক মানবে দেবতার আবেশ, রাজসিক মানবে উপদেবতার আবেশ, ও তামসিক মানবে ভূতপ্রেতাদির আবেশ হওয়া সম্ভব।

এই ঘটনার পর যাদবপ্রকাশ পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপনা কার্য্য করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন রামানুজ প্রভৃতি শিষ্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিতেন এবং তাঁহার সূক্ষ্ম শাস্ত্রার্থ শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। একদা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", (ছান্দোগ্য) এবং "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঠ) এই মন্ত্রাংশদ্বয়ের ব্যাখ্যাকালে যাদব অতি সুন্দররূপে, প্রভূত বাগ্মিতা সহকারে, আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করিতেছিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যান কৌশলে রামানুজ ব্যতীত সকল শিষ্যই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। পাঠ শেষ হইলে রামানুজ মন্ত্রাংশদ্বয় সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য

এইরূপে প্রকাশ করিলেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহার অর্থ 'নিখিল জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ' হইত, যদি না উহার পরবর্ত্তী 'তজ্জলান্' উক্ত অর্থকে বিশেষিত করিত। এ জগৎ ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছে, ব্রহ্ম দ্বারা জীবিত থাকে, এবং ব্রহ্মেই লয় হয় বলিয়া ইহাকে নিশ্চয়ই ব্রহ্মময় বলা যাইতে পারে। মৎস্য জল হইতে জন্মিয়াছে, জল দ্বারা জীবন ধারণ করে, জলেই লয় হয় বলিয়া নিশ্চয়ই তাহাকে জলময় বলা যাইতে পারে। কিন্তু মৎস্য যেমন কখনও জল হইতে পারে না, সেরূপ জগতও কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না। 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইহার অর্থ 'একাধিক কোনও বস্তু নাই' এরূপ নয়, কিন্তু 'এ সংসারে বস্তু সমূহ পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত নহে, মণিগণ যেরূপ একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া একমালাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু এক ব্রহ্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এক জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। বহু একে সংযুক্ত হইয়া একাকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, ইহাতে বহুত্বের কোনও হানি হয় নাই।"

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া যাদব যৎপরোনাস্তি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া রামানুজকে কহিলেন যে, "যদি আমার ব্যাখ্যা রুচিকর না হয়, তাহা হইলে আমার নিকট আর আসিও না।" রামানুজ "আপনার যেরূপ অনুমতি" ইহা বলিয়া সবিনয়ে গুরুপাদ বন্দনা পূর্ব্বক সেই দিবস হইতে যাদবগৃহে যাইতে নিরস্ত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ।

পরদিন শ্রীরামানুজ গৃহে বসিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। বেলা প্রায় অর্দ্ধ-প্রহর। সেই স্মিতবিকসিতবদন, ভগবদ্দাস্যের দ্বিতীয় বিগ্রহ কাঞ্চিপূর্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া রামানুজের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে উপবেশনার্থ আসন দিয়া কহিলেন, "আমার ভাগ্যবশতঃই অদ্য আপনার শুভাগমন হইয়াছে। করুণাময় বরদরাজের অপার স্নেহ, সেই জন্যই তিনি তাঁহার এই অজ্ঞবালককে ভয়ঙ্কর সংসারারণ্যে সহায়হীন বিচরণ করিতে দেখিয়া আপনাকে পথ-প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। সুধীবর যাদবপ্রকাশ তাঁহার পদতলের ছায়া হইতে আমায় বঞ্চিত করিয়াছেন, শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু সে যে কেবল আপনার ন্যায় মহান্ চন্দন তরুর সুশীতল ছায়া পাইব বলিয়া, তাহা এখন সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি। আপনি আমার গুরু, অনুগ্রহ করিয়া আমায় শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।" শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ ইহা শুনিয়া কহি-লেন, "বৎস রামানুজ, আমি শূদ্র, এবং মূর্খ। তুমি সদ্ব্রাহ্মণ এবং মহাপণ্ডিত। আমায় ওরূপ বলা তোমার উচিৎ নহে। আমি বয়োবৃদ্ধ বটে, কিন্তু তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ। শাস্ত্রাদিতে আমার তাদৃশী পারদর্শিতা নাই, সেইজন্যই শ্রীবরদরাজের দাস্য করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছি। আমি তোমার দাস, তুমি আমার গুরু।" শ্রীরামানুজ ইহাতে কহিলেন, 'মহাশয়, আপনিই যথার্থ পণ্ডিত। শাস্ত্রালোচনা

দ্বারা জানা যায় যে, এক ঈশ্বরই সত্য, এবং তাঁহার সেবাই পরম পুরুষার্থ। শাস্ত্রজ্ঞান ভগবদ্ভক্তি প্রসব না করিয়া যদি কেবল পাণ্ডিত্যাভিমান প্রসব করে, তাহা হইলে তাহা মিথ্যাজ্ঞান, তদপেক্ষা অজ্ঞান ভাল। আপনিই শাস্ত্রের যথার্থ সার আস্বাদন করিয়াছেন, অন্যান্য পণ্ডিতগণ চন্দনভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় তাহা কেবল বহন করিতেছে মাত্র। আপনি আমায় পরিত্যাগ করিবেন না, আমি সর্ব্বতোভাবে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় লইলাম।" এই বলিয়া রামানুজ সহসা তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া দীনজনের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ তাঁহাকে তখনই ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস, তোমার ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া আজ আমি কৃতার্থ হইলাম। তুমি অদ্য হইতে প্রতিদিন এক কলস শালকূপের পবিত্র জল শ্রীবরদরাজের অর্চ্চনার্থ স্বয়ং আনয়ন করিও। অতি শীঘ্রই হস্তিগিরিপতি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন।" "আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" রামানুজ এই বলিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে এক নূতন কলস আনয়নপূর্ব্বক শালকূপের দিকে চলিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ শ্রীবরদরাজের সেবার্থ তদীয় শ্রীমন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

→ শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ কে ? পুনামেলিতে ইহাঁর জন্ম। ইনি বাল্য হইতেই শ্রীবরদরাজের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। একমাত্র বরদরাজই তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার। সর্ব্বদাই তিনি ব্যস্ত। কিসে বরদরাজের সুখ সম্পাদন করিতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা। গ্রীষ্মকালে সর্ব্বদাই সুশীতলজলসিক্তব্যজনহস্তে তাঁহার প্রিয়তমকে মৃদুমন্দ পবনহিল্লোল সেবন করাইতেছেন। কোথায় উত্তম পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, কোথায় অমৃতোপম ফল পক্ক হইয়াছে এ সমুদয় তিনি বিশেষ অবগত আছেন। যথাসময়ে সমুচিত মূল্য দিয়া, কিম্বা ভিক্ষা করিয়া, হৃদয়পতির জন্য আনয়ন করিতেছেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিত না, বলিত, ইনি শ্রীবরদরাজের নিত্যদাস, বৈকুণ্ঠ

হইতে আসিয়াছেন। কাঞ্চীনিবাসিগণ তাঁহাকে নিরতিশয় ভক্তি ও স্নেহ করিতেন। তাঁহার স্বভাব বালকের মত। অভিমান কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না। সর্ব্বদাই হাস্যমুখ। যিনি তাঁহাকে দেখিতেন, তিনি দুঃখের কালিমা মুছিয়া, প্রফুল্লতার দীপ্তিতে স্বীয় বদনকে শোভাময় করিতেন। মনোমালিন্য, হৃদয়সন্তাপ, দুঃখ, দারিদ্র প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিলে ছুটিয়া পলাইয়া যাইত। মধুঋতু যেখানে যান, সেই খানেই যেমন মধুবর্ষণ করেন, শ্রীকাঞ্চিপূর্ণও সেইরূপ যেখানে যাইতেন সেই খানেই স্বর্গের সুখ শান্তি বিস্তার করিতেন। সকলেই তাঁহাকে অতি পরিচিত বলিয়া ভাবিতেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে সাধারণ মানবশ্রেণীর মধ্যে ফেলিতেন না। কারণ, তাঁহার স্বভাব অধিকাংশ সময়েই অলৌকিক আকার ধারণ করিত। তাঁহার সহিত কোন অদৃশ্য পুরুষ অহরহঃ থাকিতেন। লোকের সহিত বাক্যালাপ কালে, তিনি সকলকে ভুলিয়া গিয়া সেই পুরুষের কথা শুনিতেন, শুনিয়া কখন কখন হাসিতেন, কখন কখন কত কি বলিতেন। দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া যাইত। কিন্তু কেহ তাঁহাকে উন্মাদ বলিতেন না, কারণ তাঁহার বদন এমন এক প্রকার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে গঠিত ছিল যে, দেখিলে অতি কঠোরপ্রকৃতিও গলিয়া যাইত। কে সেই অদৃশ্য পুরুষ? সকলেই একবাক্যে বলিতেন, "সাক্ষাৎ শ্রীবরদরাজ। তিনি শ্রীহস্তিগিরিপতির সহিত কথোপকথন করেন, তিনি শ্রীহরির মুখ-স্বরূপ, তাঁহার ভিতর দিয়া শ্রীবরদরাজ স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করেন।" ইহা সকলেই কহিতেন। অথচ, তিনি আপনাকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতেন, ব্রাহ্মণগণকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। অধিকাংশ ব্রাহ্মণই তাঁহাকে বিশেষ সমাদর এবং যত্ন করিতেন, শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেন না। কেবল কতিপয় পণ্ডিতম্মন্য শাস্ত্রব্যবসায়ী তাঁহাকে উন্মত্ত বা ভণ্ড বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। যাদবপ্রকাশ তাঁহাদের মধ্যে একজন।

অষ্টম অধ্যায়।

স্তোত্ররত্ন।

শ্রীরামানুজসন্দর্শনাবধি আল্‌ওয়ান্দার তাঁহার জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত। তাঁহার কল্যাণার্থ সর্ব্বদাই তিনি শ্রীহরি নিকট প্রার্থনা করেন। যাহাতে যাদবের শিষ্যত্ব ছাড়িয়া তিনি পরম বৈষ্ণবমার্গ অবলম্বন করেন, বৃদ্ধ যামুনাচার্য্য তাহারই জন্য প্রতিদিন শ্রীভগবৎপাদপদ্মে আবেদন করেন। শ্রীরামানুজকে তিনি পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ করিতেন। একদা তাঁহার কল্যাণ কামনা করিয়া অপূর্ব্বমাধুর্য্যপূর্ণ স্তোত্ররত্ন তিনি ত্রিলোকনাথের শ্রীপাদপদ্মে উপহার দিলেন। এই স্তোত্রমালার সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত অদ্যাবধি আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ সুমধুরভাবে কেহ কখন আপনার হৃদয়ের গভীর অনুরাগ, প্রগাঢ় প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সহৃদয় ভাবুক আস্বাদন করিলেই বুঝিতেই পারিবেন যে, ইহাতে বিষ্ণুপাদনিঃস্যন্দিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গার পবিত্রতা ও শীতলতা বর্ত্তমান আছে, এবং ইহার প্রতিবর্ণই যেন সুধাসিক্ত হইয়া শ্লোকাকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম কয়েকটি শ্লোক স্বীয় গুরু পিতামহ নাথ-মুনির শ্রীপাদবন্দনার্থ রচিত।

ভগবদ্বন্দনং স্বাদ্যং গুরুবন্দনপূর্ব্বকম্।
ক্ষীরং শর্করয়া যুক্তং স্বদতে হি বিশেষতঃ॥

শ্রীগুরু বন্দনা করিয়া ভগবদ্বন্দন করিলে তাহা অধিকতর স্বাদু হয়, কারণ, দুগ্ধ স্বভাবতঃ স্বাদু হইলেও শর্করা-যোগে অধিকতর সুস্বাদু হয়। সমগ্র স্তোত্রটি এই,—

নমোঽচিন্ত্যাদ্ভুতাক্লিষ্টজ্ঞানবৈরাগ্যরাশয়ে।
নাথায় মুনয়েঽগাধভগবদ্ভক্তিসিন্ধবে॥ ১॥

যাঁহার জ্ঞান ও বৈরাগ্যরাশি অচিন্তনীয়, অদ্ভুত এবং নিরবচ্ছিন্ন, যিনি ভগবদ্ভক্তির অতলস্পর্শ সাগরস্বরূপ, আমি সেই মদীয় প্রভু নাথমুনিকে নমস্কার করি॥ ১॥

তস্মৈ নমো মধুজিদংঘ্রিসরোজতত্ত্ব
জ্ঞানানুরাগমহিমাতিশয়ান্তসীম্নে।
নাথায় নাথমুনয়েঽত্র পরত্র চাপি
নিত্যং যদীয়চরণৌ শরণং মদীয়ম্॥ ২॥

ভগবৎপাদপদ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানভক্তিজনিত পরম মহত্ত্বের যিনি শেষ সীমা স্বরূপ, যাঁহার শ্রীচরণযুগল আমার নিত্য আশ্রয়স্থল, যিনি ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বত্রই আমার প্রভু, সেই নাথমুনিকে আমি নমস্কার করি॥ ২

ভূয়ো নমোঽপরিমিতাচ্যুতভক্তিতত্ত্ব-
জ্ঞানামৃতাব্ধিপরিবাহশুভৈর্বচোভিঃ।
লোকেঽবতীর্ণপরমার্থসমগ্রভক্তি-
যোগায় নাথমুনয়ে যমিনাং বরায়॥ ৩

হরিভক্তির তত্ত্বজ্ঞানরূপ অপার সুধাসমুদ্র হইতে উত্থিত মহাবন্যাস্বরূপ লোকহিতকর উপদেশরাশি লইয়া, জীবনিবহের পরমার্থসাধক সমগ্রভক্তি-যোগরূপে যিনি ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি সংযমীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমি পুনর্ব্বার সেই নাথমুনিকে নমস্কার করি॥ ৩॥

তত্ত্বেন যশ্চিদচিদীশ্বরতৎস্বভাব-
ভোগাপবর্গতদুপায়গতীরুদারঃ।
সংদর্শয়ন্নিরমিমীত পুরাণরত্নং,
তস্মৈ নমো মুনিবরায় পরাশরায়॥ ৪॥

যে উদারচরিত্র মুনিবর চিৎ, অচিৎ ঈশ্বর ও তাহাদের স্বরূপ, ভোগ,

মোক্ষ এবং তাহাদের প্রাপ্ত্যুপায় যথাযথ বর্ণন করিয়া পুরাণরত্ন (বিষ্ণুপুরাণ) রচনা করিয়াছেন, আমি সেই মহর্ষি পরাশরকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

মাতাপিতাযুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্ ।
আত্মস্ত নঃ কুলপতের্ব্বকুলাভিরামম্
শ্রীমত্তদংঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না ॥ ৫ ॥

চিরকাল ধরিয়া যাঁহার শ্রীপাদপদ্মযুগল মদ্বংশীয়গণের মাতা, পিতা, যুবতী, সন্তান, দাস, ধন রত্ন প্রভৃতি রূপে বিরাজ করিতেছেন, আমাদের সেই আদি কুলগুরু, মহাত্মা পরাঙ্কুশের বকুলপুষ্পসুশোভিত শ্রীচরণে মস্তক অর্পণ করিয়া আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

যন্মূর্দ্ধ্নি মে শ্রুতিশিরঃসু চ ভাতি যস্মিন্
অস্মন্মনোরথপথঃ সকলঃ সমেতি ।
স্তোষ্যামি নঃ কুলধনং কুলদৈবতং তৎ
পাদারবিন্দমরবিন্দবিলোচনস্য ॥ ৬ ॥

যাহা আমার এবং বেদসমূহের শিরোদেশে (উপনিষদ্ সমূহে) সর্ব্বদাই বিরাজ করেন, আমাদের যাবতীয় বাসনা-গতি যেখানে গিয়া মিলিত হয়, যাহা আমাদের বংশপরম্পরাপ্রাপ্ত ধন ও কুলদেবতা, আমি সেই কমলনয়নের পাদপদ্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব ॥ ৬ ॥

তত্ত্বেন যস্য মহিমার্ণবশীকরাণুঃ
শক্যো ন মাতুমপি শর্ব্বপিতামহাদ্যৈঃ।
কর্ত্তুং তদীয়মহিমস্তুতিমুদ্যতায়
মহ্যং নমোঽস্তু কবয়ে নিরপত্রপায় ॥৭॥

শিব ব্রহ্মাদিও যাঁহার মহিমাসাগরে এক অণুস্বরূপ বিন্দুরও যথার্থরূপে পরিমাণ করিতে সমর্থ হয়েন না, আমার ন্যায় লজ্জাহীন কবি যে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছে, এইজন্য আমাকেও নমস্কার ॥ ৭ ॥

যদ্বা শ্রমাবধি যথামতি বাপ্যশক্তঃ
স্তৌম্যেবমেব খলু তেঽপি সদা স্তুবন্তঃ।
বেদাশ্চতুর্ম্মুখমুখাশ্চ মহার্ণবান্তঃ
কো মজ্জতোরণুকুলাচলয়োর্ব্বিশেষঃ॥ ৮॥

অথবা অশক্ত হইলেও যথাসাধ্য যথামতি তাঁহার স্তুতি করি, কারণ, বেদসমূহ এবং ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ এইরূপেই সর্ব্বদা তাঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন। মহাসাগরের মধ্যে পরমাণু এবং কুলপর্ব্বত উভয়ই নির্বিশেষে মগ্ন হইয়া যায়॥ ৮॥

কিঞ্চৈষ শক্ত্যতিশয়েন নতেঽনুকম্প্যঃ।
স্তোতাপি তু স্তুতিকৃতেন পরিশ্রমেণ।
তত্র শ্রমস্তু সুলভো মম মন্দবুদ্ধেঃ
ইত্যুদ্যমোঽয়মুচিতো মম চাব্জনেত্র॥ ৯॥

আরও, স্তবকর্ত্তা স্বীয় কবিত্ব-শক্তির জন্য যে তোমার অনুগ্রহণীয়, তাহা নহে, কিন্তু তাহার পরিশ্রমের জন্যই তুমি তাহাকে দয়া কর। এরূপ হইলে, আমি বাস্তবিকই তোমার কৃপাপাত্র হইবার আশা করি, কারণ, অল্পবুদ্ধি হেতু স্তব রচনায় আমার বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইবে। সুতরাং শ্রম আমার পক্ষে অতি সুলভ বলিয়া, হে নলিননেত্র! এ উদ্যম আমার উচিতই হইয়াছে॥ ৯॥

নাবেক্ষ্যসে যদি ততো ভুবনান্যমূনি
নালং প্রভো ভবিতুমেব কুতঃ প্রবৃত্তিঃ।
এবং নিসর্গসুহৃদি ত্বয়ি সর্ব্বজন্তোঃ
স্বামিন্ন চিত্রমিদমাশ্রিতবৎসলত্বম্॥ ১০॥

হে প্রভো, তুমি না দৃষ্টিপাত করিলে ভুবন সমূহ অবস্থান করিতেই সমর্থ হয় না, তাহারা স্ব স্ব কার্য্য করিতে কিরূপে সক্ষম হইবে? সর্ব্বজন্তুর তুমি এইরূপ স্বাভাবিক সুহৃদ্ বলিয়া, হে স্বামিন! আশ্রিত-গণের প্রতি তোমার ঈদৃশ স্নেহ, কিছু বিচিত্র নহে॥ ১০॥

স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়েশিতৃত্বং
নারায়ণ ত্বয়ি ন মৃষ্যতি বৈদিকঃ কঃ।
ব্রহ্মা শিবঃ শতমখঃ পরমস্বরাড়ি-
ত্যেতেঽপি যস্য মহিমার্ণববিপ্রুষস্তে॥ ১১॥

হে নারায়ণ, কোন্ বেদজ্ঞ পণ্ডিত তোমাকে স্বাভাবিক, অনন্ত ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার না করিবেন? কারণ, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও পরব্রহ্ম, ইহাঁরাও তোমার মহিমাসমুদ্রের এক এক বিন্দুস্বরূপ॥ ১১॥

কঃ শ্রীঃ শ্রিয়ঃ পরমসত্বসমাশ্রয়ঃ কঃ
কঃ পুণ্ডরীকনয়নঃ পুরুষোত্তমঃ কঃ।
কস্যাযুতাযুতশতৈককলাংশকাংশে
বিশ্বং বিচিত্রচিদচিৎপ্রবিভাগবৃত্তম্॥ ১২॥

তোমা ভিন্ন শ্রীদেবীর শ্রীবিধান কে করিতে পারে? বিশুদ্ধ সত্বগুণের আশ্রয় কে হইতে পারে? কাহার নয়ন পদ্মের ন্যায় মনোহর? পুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? কাহার সহস্র কোটি ভাগের অতি ক্ষুদ্রাংশের অংশে এই জড় চৈতন্যে বিভক্ত, বিচিত্র বিশ্ব রচিত হইয়াছে?॥ ১২॥

বেদাপহারগুরুপাতকদৈত্যপীড়া-
দ্যাপদ্বিমোচনমহিষ্ঠ ফলপ্রদানৈঃ।
কোঽন্যঃ প্রজাঃ পশুপতিঃ পরিপাতি কস্য
পাদোদকেন স শিবঃ স্বশিরোধৃতেন॥ ১৩॥

অপহৃত বেদ উদ্ধার করিয়া, ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ হেতু মহাপাতক হইতে শিবকে উদ্ধার করিয়া, দৈত্যপীড়াদিরূপ বহুবিধ আপদের হস্ত হইতে ত্রিভুবনকে মুক্ত করিয়া, এবং ভক্তগণকে উৎকৃষ্টতম ফল প্রদান করিয়া, অন্য কে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন? স্বমস্তকস্থিত কাহার পাদোদক-দ্বারা পশুপতি শিব প্রজাকুলকে পরিপালন করিয়া থাকেন?॥ ১৩॥

কস্যোদরে হরবিরিঞ্চিমুখঃ প্রপঞ্চঃ
কো রক্ষতীমমজনিষ্ট চ কস্য নাভেঃ।

ক্রান্ত্বা নিগীর্য্য পুনরুদ্গীরতি ত্বদন্যঃ
কঃ কেন চৈষ পরবানিতি শক্যশঙ্কঃ ॥ ১৪ ॥

শিববিরিঞ্চিপ্রমুখ এই ত্রিজগৎ কাহার উদরে অবস্থান করিতেছে, কে ইহাকে রক্ষা করিতেছেন? কাহার নাভি হইতে ইহা জন্মিয়াছে? তোমা ভিন্ন অন্য কে ইহাকে ধরিয়া নিগীরণ পূর্ব্বক, পুনরায় উদ্গীর্ণ করিয়া দিতে সমর্থ হয়েন? কাহাকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও পরাধীন বলিয়া পরিগণিত হয়েন? ॥ ১৪ ॥

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্ট-
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥ ১৫ ॥

তুমি অত্যুৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণ দ্বারা রচিত শীল, রূপ, ও চরিত্র সম্পন্ন বলিয়া তমঃপ্রধান, আসুরস্বভাববিশিষ্ট, জীবগণ তোমায় জানিতে সক্ষম হয় না। সাত্ত্বিক শাস্ত্র সমূহ দ্বারাই তুমি জ্ঞেয়; সে সকল তাহাদের পক্ষে অতি দুরূহ। জৈমিনি ব্যাস প্রভৃতি সুবিখ্যাত ধর্ম্মবিদ্ ও আত্মবিদ্গণের মীমাংসা সাহায্যেই তোমায় জানিতে পারা যায়, সুতরাং তোমায় তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারে না ॥ ১৫ ॥

উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সংভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগূহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ১৬ ॥

দেশকালনিমিত্তরূপ সীমাত্রয় অতিক্রম করিয়া তোমার যে মহেশ্বর-স্বভাব সম ও বিষম আকারে অবস্থান করিতেছে, এবং তুমিও যাহাকে মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ, কোন কোন ভাগ্যবান্, সর্ব্বদা কেবলমাত্র তোমাতেই চিত্ত স্থাপন করিয়া, তাঁহার দর্শন পাইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

যদণ্ডমণ্ডান্তরগোচরং চ যৎ
দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানি চ।
গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং
পরাৎ পরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ ॥ ১৭ ॥

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, তন্মধ্যে যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও বুদ্ধিতত্ত্ব নামক দশাধিক—আবরণ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, মূল প্রকৃতি, পুরুষ, পরমপদ, এবং পরাৎপর ব্রহ্ম, এ সমস্তই তোমার শক্তির প্রভাব ॥ ১৭ ॥

বশী বদান্যো গুণবানৃজুঃ শুচিঃ
মৃদুর্দয়ালুর্মধুরঃ স্থিরঃ সমঃ।
কৃতী কৃতজ্ঞস্ত্বমসি স্বভাবতঃ
সমস্তকল্যাণগুণামৃতোদধিঃ ॥ ১৮ ॥

তুমি স্বভাবতঃ ক্রোধজিৎ, দানশীল, গুণবান্, সরল, পবিত্র, শান্ত, দয়ালু, মাধুর্য্যপূর্ণ, ধীর, সমদর্শী, কর্ম্মপারগ, কৃতজ্ঞ, এবং সমস্ত সদগুণামৃতের সাগর ॥ ১৮ ॥

উপর্য্যুপর্য্যব্জভুবোঽপি পুরুষান্
প্রকল্প্য তা যাঃ শতমিত্যনুক্রমাৎ।
গিরস্ত্বদেকৈকগুণাবধীপ্সয়া
সদা স্থিতা নোদ্যমতোঽতিশেরতে ॥ ১৯ ॥

যে সকল বেদবাক্য পদ্মযোনি ব্রহ্মাপেক্ষা শতগুণে অধিক, তদপেক্ষা শত গুণে অধিক, এই ক্রমে অসংখ্য পুরুষসমূহ কল্পনা করিয়া থাকে, তাহারা তোমার এক একটী গুণের সীমা নির্ণয় করিবার জন্যই সর্ব্বদা নিযুক্ত। তাহাদের এ উদ্যম কখন শেষ হইবার নয় ॥ ১৯ ॥

ত্বদাশ্রিতানাং জগদুদ্ভবস্থিতি-
প্রণাশসংসারবিমোচনাদয়ঃ।

ভবন্তি লীলাবিধয়শ্চ বৈদিকা-
স্বদীয়গম্ভীরমনোঽনুসারিণঃ ॥ ২০ ॥

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জন্মমরণাদির হস্ত হইতে মুক্তি প্রভৃতি ভক্তগণের চিত্তে দুর্বোধ্য ইচ্ছানুরূপ, বেদমার্গানুসারী লীলারূপে প্রতিভাত হয় ॥ ২০ ॥

নমো নমো বাঙ্মনসাতিভূময়ে
নমো নমো বাঙ্মনসৈকভূময়ে।
নমো নমোঽনন্তমহাবিভূতয়ে
নমো নমোঽনন্তদয়ৈকসিন্ধবে ॥ ২১ ॥

বাক্য মনের অতীত পুরুষকে বার বার নমস্কার, বাক্য মনের একমাত্র আধারকে বার বার নমস্কার। অনন্ত, অচিন্ত্য প্রভাবশালীকে বার বার নমস্কার, অপার করুণার একমাত্র সমুদ্রকে বার বার নমস্কার ॥২১॥

ন ধর্ম্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী
ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্যং
ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২২ ॥

আমি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা নই, আত্মজ্ঞ নই, কিম্বা তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিযুক্ত নই। আমার কিছুই নাই, তুমি ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই। অতএব তোমার শরণাগতরক্ষক পদতলে আশ্রয় লইলাম ॥ ২২ ॥

ন নিন্দিতং কর্ম্ম তদস্তি লোকে
সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি।
সোঽহং বিপাকাবসরে মুকুন্দ
ক্রন্দামি সম্প্রত্যগতিস্তবাগ্রে ॥ ২৩ ॥

হে মুকুন্দ! পৃথিবীতে এমন কোন নিন্দিত কর্ম্ম নাই, সহস্র সহস্র বার যাহার অনুষ্ঠান না করিয়াছি, এক্ষণে তাহার বিষময় ফলভোগ কালে, নিরুপায় হইয়া তোমার সম্মুখে ক্রন্দন করিতেছি ॥ ২৩ ॥

নিমজ্জতোঽনন্তভবার্ণবান্তঃ-
চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীং
অনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥ ২৪ ॥

অনন্ত সংসারসাগরে বহুকাল ধরিয়া ডুবিতে ডুবিতে অবশেষে তোমাকে কূল-স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে ভগবন্, তাহাতে তুমিও এক্ষণে দয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্র প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ২৪ ॥

অভূতপূর্ব্বং মম ভাবি কিংবা
সর্ব্বং সহে মে সহজং হি দুঃখম্।
কিন্তু ত্বদগ্রে শরণাগতানাম্
পরাভবো নাথ ন তেঽনুরূপঃ ॥ ২৫ ॥

অথবা ইহাতে যদি কোন অভূতপূর্ব্ব দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা সহ্য করিব, কারণ দুঃখ আমার চির সহচর। কিন্তু আশ্রিত তোমার সম্মুখে বিফলমনোরথ হইলে, তাহা তোমার অনুরূপ হইবে না ॥ ২৫ ॥

নিরাসকস্যাপি ন তাবদুৎসহে
মহেশ হাতুং তব পাদপঙ্কজম্।
রুষা নিরস্তোঽপি শিশুঃ স্তনন্ধয়ঃ
ন জাতু মাতুশ্চরণৌ জিহাসতি ॥ ২৬ ॥

হে মহেশ্বর, তুমি তাড়াইয়া দিলেও, তোমার পাদপদ্ম ত্যাগ করিতে মন হয় না, কারণ মাতা রোষ বশতঃ স্তন্যপায়ী শিশুকে তাড়াইয়া দিতে চাইলেও, সে কখন মার চরণ পরিত্যাগ করে না ॥ ২৬ ॥

তবামৃতস্যন্দিনি পাদপঙ্কজে
নিবেশিতাত্মা কথমন্যদিচ্ছতি।
স্থিতেঽরবিন্দে মকরন্দনির্ভরে
মধুব্রতো ন ক্ষুরকং হি বীক্ষতে ॥ ২৭ ॥

তোমার অমৃতস্রাবি পাদপদ্মে যাঁহার মন একবার সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তিনি কি অন্য কিছু ইচ্ছা করিতে পারেন? কারণ, মধুকর মধুপূর্ণ পদ্ম ফেলিয়া, তিলফুলের দিকে চাহিয়াও দেখে না ॥ ২৭ ॥

ত্বদঙ্ঘ্রিমুদ্দিশ্য কদাপি কেনচিৎ
যথা তথা বাপি সকৃৎকৃতোঽঞ্জলিঃ।
তদৈব মুষ্ণাত্যশুভান্যশেষতঃ
শুভানি পুষ্ণাতি ন জাতুহীয়তে ॥ ২৮ ॥

যেরূপেই হউক না কেন, তোমার পাদপদ্ম লক্ষ করিয়া কেহ কখন অঞ্জলি বন্ধন করিলে, সেই বদ্ধাঞ্জলি তাহার সমুদয় অমঙ্গল তখনই দূর করিয়া দেয়, প্রভূত মঙ্গল বিধান করে, কখনই বিফল হয় না ॥ ২৮ ॥

উদীর্ণ সংসারদবাশুশুক্ষিণিং
ক্ষণেন নির্বাপ্য পরাং চ নির্বৃতিম্।
প্রযচ্ছতি ত্বচ্চরণারুণাম্বুজ-
দ্বয়ানুরাগামৃতসিন্ধুশীকরঃ ॥ ২৯ ॥

তোমার লোহিত বর্ণ শ্রীচরণ পদ্মযুগলে ভক্তিরূপ সুধাসমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র কণা ভয়ঙ্কর সংসারদাবানল মুহূর্ত্তের মধ্যে নির্ব্বাপিত করিয়া পরমানন্দ প্রদান করে ॥ ২৯ ॥

বিলাসবিক্রান্তপরাবরালয়ং
নমস্যদার্ত্তিক্ষপণে কৃতক্ষণম্।
ধনং মদীয়ং তবপাদপঙ্কজম্
কদা নু সাক্ষাৎ করবাণি চক্ষুষা ॥ ৩০ ॥

কবে আমি স্বনয়নে তোমার সেই পাদপদ্ম অবলোকন করিব, যাহা লীলাচ্ছলে স্বর্গ ও মর্ত্ত আক্রমণ করিয়াছিল, ভক্তদুঃখনাশের জন্য যাহা সর্ব্বদাই ব্যস্ত, এবং যাহা আমার একমাত্র ধন ॥ ৩০ ॥

কদা পুনঃ শঙ্খরথাঙ্গকল্পক-
ধ্বজারবিন্দাঙ্কুশবজ্রলাঞ্ছনম্।

ত্রিবিক্রম ত্বচ্চরণাম্বুজদ্বয়ম্
মদীয়মূর্দ্ধানমলঙ্করিষ্যতি ॥ ৩১ ॥

হে ত্রিবিক্রম, তোমার চরণপদ্মযুগল শঙ্খ, চক্র, কল্পবৃক্ষ, ধ্বজ, পদ্ম, অঙ্কুশ ও বজ্র চিহ্নে সুশোভিত। কবে তাহা আমার মস্তককে অলঙ্কৃত করিবে? ॥ ৩১ ॥

বিরাজমানোজ্জ্বলপীতবাসসং
স্মিতাতসীসূনমসামলচ্ছবিম্।
নিমগ্ননাভিং তনুমধ্যমুন্নতম্
বিশালবক্ষঃস্থলশোভিলক্ষণম্ ॥ ৩২ ॥

তুমি উজ্জ্বলপীত বস্ত্রে পরিশোভিত, প্রস্ফুটিত অতসী পুষ্পের ন্যায় তোমার নির্ম্মল রূপ, তোমার নাভি গভীর, মধ্যস্থল ক্ষীণ, আকার উন্নত, ও বিশাল বক্ষঃস্থলে সুলক্ষণ শোভা পাইতেছে ॥ ৩২ ॥

চকাসতং জ্যাকিণকর্কশৈঃ শুভৈঃ
চতুর্ভি রাজানুবিলম্বিভির্ভুজৈঃ।
প্রিয়াবতংসোৎপলকর্ণভূষণ-
শ্লথালকাবংধবিমর্দ্দশংসিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

তুমি জ্যাঘাত-কর্কশ, মঙ্গলময়, আজানুলম্বিত ভুজচতুষ্টয়ে শোভা পাইয়া থাক; তোমার উক্ত হস্তচতুষ্টয় দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, তুমি তৎসমুদয় দ্বারা নিজ প্রিয়ার মস্তকস্থ উৎপল, কর্ণভূষণ ও শিথিলিত কেশবন্ধ মর্দ্দন করিয়াছ ॥ ৩৩ ॥

উদগ্রপীনাংসবিলম্বিকুণ্ডলা-
লকাবলীবন্ধুরকম্বুকন্ধরম্।
মুখশ্রিয়া ন্যক্কৃতপূর্ণনির্ম্মলা
মৃতাংশুবিম্বাম্বুরুহোজ্জ্বলশ্রিয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

তোমার কুণ্ডল, উচ্চ, স্থূল স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বিত, তোমার কম্বুগ্রীবা কেশসমূহে অতিশয় গহন, তোমার মুখশোভার সহিত তুলনা করিলে

নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র এবং পদ্মের উজ্জ্বল শোভাও অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়॥ ৩৪॥

প্রবুদ্ধমুগ্ধাম্বুজচারুলোচনম্
সবিভ্রমভ্রূলতামুজ্জ্বলাধরম্।
শুচিস্মিতং কোমলগণ্ডমুন্নসং
ললাটপর্য্যন্তবিলম্বিতালকম্॥ ৩৫॥

তোমার সুন্দর নয়ন প্রস্ফুটিত, মনোহর পদ্মের ন্যায়, তোমার ভ্রূলতা বিভ্রমযুক্ত, অধর উজ্জ্বল, হাস্য নির্ম্মল, গণ্ডদেশ কোমল, নাসিকা উচ্চ, কেশপাশ ললাট পর্য্যন্ত লম্বিত॥ ৩৫॥

স্ফুরৎকিরীটাঙ্গদহারকণ্ঠিকা-
মনীন্দ্রকাঞ্চীগুণনূপুরাদিভিঃ।
রথাঙ্গশঙ্খাসিগদাধনুর্ব্বরৈঃ
লসত্তুলস্যা বনমালয়োজ্জ্বলম্॥ ৩৬॥

তুমি দীপ্তিমান্ কিরীট, অঙ্গদ, হার, কণ্ঠিকা, মণিশ্রেষ্ঠ, কাঞ্চী, নূপুর প্রভৃতি, চক্র, শঙ্খ, অসি, গদা, শ্রেষ্ঠ ধনুঃ, এবং সুন্দর তুলসীর সহিত বনফুলের মালায় উজ্জ্বল॥ ৩৬॥

চকর্থ যস্যা ভবনং ভুজান্তরং
তব প্রিয়ং ধাম যদীয়জন্মভূঃ।
জগৎসমগ্রং যদপাঙ্গসংশ্রয়ম্
যদর্থমম্ভোধিরমন্থ্যবন্ধি চ॥ ৩৭॥

তোমার বক্ষঃস্থলকে যাঁহার ভবন করিয়াছ, যাঁহার জন্মভূমি ক্ষীরোদ-সমুদ্র তোমার প্রিয় আবাসস্থান, যাঁহার কটাক্ষকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র জগৎ অবস্থান করিতেছে, যাঁহাকে পাইবার জন্য সাগরকে মন্থন ও বন্ধন করা হইয়াছিল॥ ৩৭॥

স্ববৈশ্বরূপ্যেণ সদানুভূতয়া-
প্যপূর্ব্ববদ্বিস্ময়মাদধানয়া।

গুণেন রূপেণ বিলাসচেষ্টিতৈঃ
সদা তবৈবোচিতয়া তব শ্রিয়া ॥ ৩৮ ॥

যদিও সেই লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গ সুখ স্বীয় বিশ্বরূপ দ্বারা তুমি সর্ব্বদা অনুভব কর, তথাপি তিনি নিত্য নব নব ভাব ধারণ করিয়া তোমার বিস্ময় উৎপন্ন করেন, এবং গুণ, রূপ, বিলাস, ও চেষ্টা দ্বারা সর্ব্বদাই তোমার উপযোগিনী হইয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

তয়া সহাসীনমনন্তভোগিনি
প্রকৃষ্টবিজ্ঞানবলৈকধামনি।
ফণামণিব্রাতময়ূখমণ্ডল-
প্রকাশমানোদরদিব্যধামনি ॥ ৩৯ ॥

যে অনন্ত নাগ অত্যুৎকৃষ্ট বিজ্ঞান এবং বলের একমাত্র আশ্রয়, যাঁহার ফণাস্থিত মণি সমূহের কিরণমণ্ডলে তদীয় উদরের দিব্য সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, তুমি উক্ত লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাঁহার উপর আসীন হইয়া থাক ॥ ৩৯ ॥

নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকো-
পধানবর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈঃ
যথোচিতং শেষ ইতীর্য্যতে জনৈঃ ॥ ৪০ ॥

ঐ শেষ নাগ, স্বীয় শরীর ভেদে, নিবাস, শয্যা, আসন, পাদুকা, পরিচ্ছদ, উপাধান, (বালিশ) এবং বর্ষাতপনিবারক ছত্রের আকার ধারণ করিয়া অশেষ প্রকারে তোমার সেবা করিয়া থাকেন বলিয়া লোকে তাঁহার "শেষ" এই সমুচিত আখ্যা দিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

দাসঃ সখা বাহনমাসনং ধ্বজো
যস্তে বিতানং ব্যজনং ত্রয়ীময়ঃ।
উপস্থিতং তেন পুরো গরুত্মতা
ত্বদঙ্‌ঘ্রিসম্পর্ককিণাঙ্কশোভিনা ॥ ৪১ ॥

তোমার পাদসংঘর্ষ জনিত চিহ্নে যিনি শোভমান, যিনি তোমার দাস, সখা, বাহন, আসন, ধ্বজ, চন্দ্রাতপ, ও ব্যজন, এবং যিনি বেদময় বিগ্রহ, তোমার পুরোভাগে সেই গরুড় উপবিষ্ট থাকেন ॥ ৪১ ॥

ত্বদীয়ভুক্তোজ্‌ঝিতশেষভোজিনা
ত্বয়া-বিসৃষ্টাত্মভরেণ যত্তথা।
প্রিয়েণ সেনাপতিনা নিবেদিতম্
তথানুজানন্তমুদারবীক্ষণৈঃ ॥ ৪২ ॥

তোমার ভুক্তাবশিষ্ট যিনি ভোজন করিয়া থাকেন, তুমি যাঁহার উপর স্বীয় পালনভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছ, সেই প্রিয় সেনাপতি (বিষ্বক্‌সেন) যাহা যেরূপ নিবেদন করেন, তোমার উদার দৃষ্টি দ্বারা তুমি সেইরূপই অনুমোদন কর ॥ ৪২ ॥

হতাখিলক্লেশমলৈঃ স্বভাবতঃ
সদানুকূল্যৈকরসৈস্তবোচিতৈঃ।
গৃহীততত্তৎপরিচারসাধনৈঃ
নিষেব্যমানং সচিবৈর্যথোচিতম্ ॥ ৪৩ ॥

যাঁহাদের সমুদয় দুঃখ ও মালিন্য নাশ পাইয়াছে, স্বভাবতঃ তোমার ইচ্ছার অনুকূলে থাকাই যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, যাঁহারা তোমার সর্ব্বতোভাবে উপযোগী, স্ব স্ব কার্য্যসাধন দ্রব্য সমূহ যাঁহারা সর্ব্বদাই ধারণ করিয়া থাকেন, তুমি সেই সকল সচিবগণ কর্ত্তৃক যথোচিত সেবা-যুক্ত হইয়া থাক ॥ ৪৩ ॥

অপূর্ব্বনানারসভাবনির্ভর-
প্রবুদ্ধয়া মুগ্ধবিদগ্ধলীলয়া।
ক্ষণাণুবৎ ক্ষিপ্তপরাদিকালয়া
প্রহর্ষয়ন্তং মহিষীং মহাভুজম্ ॥ ৪৪ ॥

যাহা নানা নব নব রস ও ভাবরাশি দ্বারা উজ্জীবিত, যাহা কল্পব্যাপী সুদীর্ঘকালকে নিমেষের অপেক্ষাও অত্যল্প বোধ করায়, সেই মনোহর,

চতুরতাপূর্ণ ক্রীড়া দ্বারা, মহাভুজসম্পন্ন তুমি স্বীয় মহিষীকে আনন্দিতা করিয়া থাক ॥ ৪৪ ॥

অচিন্ত্যদিব্যাদ্ভুতনিত্যযৌবন-
স্বভাবলাবণ্যময়ামৃতোদধিম্।
শ্রিয়ঃ শ্রিয়ং ভক্তজনৈকজীবিতম্
সমর্থমাপৎসখমর্থিকল্পকম্ ॥ ৪৫ ॥

তুমি অচিন্ত্য, দিব্য, অদ্ভুত, এবং নিত্যযৌবনশালী, সৌন্দর্য্যময় সুধা-সমুদ্র, শোভাময়ী শ্রীদেবীরও শোভাসম্পাদক, ভক্তজনের একমাত্র জীবন, সামর্থ্যবান, বিপৎকালের বন্ধু, এবং অর্থীদের কল্পবৃক্ষস্বরূপ ॥ ৪৫ ॥

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতঃ ॥ ৪৬ ॥

নিঃশেষে সমুদয় বাসনাজালকে শান্ত করিয়া, একমাত্র তোমারই নিত্যদাস হইয়া এ জীবনকে সনাথ করতঃ, কবে আমি সর্ব্বদা ত্বদীয় সেবায় রত থাকিয়া তোমার হর্ষসম্পাদন করিতে সমর্থ হইব ? ৪৬ ॥

ধিগশুচিমবিনতং নির্দ্দয়ং মামলজ্জং
পরমপুরুষ যোঽহং যোগিবর্য্যাগ্রগণ্যৈঃ।
বিধিশিবসনকাদ্যৈর্ধ্যাতুমত্যন্তদূরম্
তব পরিজনভাবং কাময়ে কামবৃত্তঃ ॥ ৪৭ ॥

অশুচি, অবিনীত, নির্দ্দয়, নির্লজ্জ আমায় ধিক্, কারণ, হে পুরুষোত্তম, যোগিশ্রেষ্ঠগণের অগ্রগণ্য বিধিশিবসনকাদিও যাহা ধ্যানে আনিতে পারেন না, কামপ্রবৃত্তিপূর্ণ আমি কিনা তোমার সেই দাস্যভাব প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪৭ ॥

অপরাধসহস্রভাজনং
পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।

অগতিং শরণাগতং হরে
কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥ ৪৮ ॥

আমি সহস্র সহস্র অপরাধের অনুষ্ঠাতা, ভীষণ ভবসমুদ্র মধ্যে পতিত, নিরুপায়, এবং শ্রীচরণাশ্রিত, হে হরে, কেবলমাত্র কৃপা করিয়াই আমায় আপনার করিয়া লউন ॥ ৪৮ ॥

অবিবেকঘনান্ধদিঙ্মুখে
বহুধা সন্ততদুঃখবর্ষিণি।
ভগবন্ ভবদুর্দ্দিনে পথঃ-
স্খলিতং মামবলোকয়াচ্যুত ॥ ৪৯ ॥

এই সংসাররূপ প্রবল বর্ষাগমে, অজ্ঞানমেঘে দশদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া নানাপ্রকারের দুঃখবারি নিরন্তর বর্ষণ করতঃ আমায় পথচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছে, হে ভগবন, হে অচ্যুত, আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর ॥ ৪৯ ॥

ন মৃষা পরমার্থমেব মে
শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে ততোদয়-
নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ ॥ ৫০ ॥

হে নাথ, প্রথমতঃ আমার এক বিজ্ঞাপন শ্রবণ করুন, আমি মিথ্যা বলিতেছি না, কেবল মাত্র সত্যই বলিতেছি। যদি তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ না কর, তাহা হইলে এরূপ দয়ার পাত্র আর কোথাও পাইবে না ॥ ৫০ ॥

তদহং ত্বদৃতে ন নাথবান্
মদৃতে ত্বং দয়নীয়বান্ ন চ।
বিধিনির্ম্মিতমেতদন্বয়ম্ ভগবন্
পালয় মাস্ম জীহপঃ ॥ ৫১ ॥

অতএব তোমা ভিন্ন আমার উপযুক্ত প্রভু কেহ হইতে পারিবে না, এবং আমা ভিন্ন তুমিও উপযুক্ত কৃপাপাত্র কখনও পাইতে পারিবে না।

তোমার আমার মধ্যে এই প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ বিধাতারই অভিপ্রেত। সুতরাং হে ভগবন্, ইহা স্বীকার কর, পরিত্যাগ করিও না ॥ ৫১ ॥

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা
গুণতোঽসানি যথা তথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্মযো-
রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ ॥ ৫২ ॥

দেহাদিবিষয়ে আমি যাহা তাহা হই না কেন, গুণবিষয়ে যেরূপ সেরূপ হই না কেন, আমি অদ্যই এই আমার "অহং"কে তোমার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলাম ॥ ৫২ ॥

মম নাথ যদস্তি যোঽস্ম্যহং
সকলং তদ্ধি তবৈব মাধব।
নিয়তং স্বমিতি প্রবুদ্ধধী-
রথবা কিং নু সমর্পয়ামি তে ॥ ৫৩ ॥

হে নাথ, হে মাধব, যাহা "আমি" এবং আমার যাহা কিছু, সকলই তোমার অথবা যদি আমার এরূপ জ্ঞান হয় যে "সকলই সর্ব্বক্ষণ তোমার" তাহা হইলে তোমায় কি সমর্পণ করিব? ৫৩ ॥

অববোধিতবানিমাং যথা
ময়ি নিত্যাং ভবদীয়তাং স্বয়ম্।
কৃপয়ৈবমনন্যভোগ্যতাং
ভগবন্ ভক্তিময়ি প্রযচ্ছ মে ॥ ৫৪ ॥

অয়ি ভগবন্, তুমি যেমন স্বয়ং আমার ভিতর "আমি চিরকাল তোমারই" এইভাব জাগাইয়া দিয়াছ, কৃপা করিয়া তেমনি আমায় সেই ভক্তি দাও, যদ্দ্বারা আমি তোমা ভিন্ন অন্য কিছুই ভোগ করিতে সমর্থ না হই ॥ ৫৪ ॥

তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং
ভবনেষ্বস্ত্বপি কীটজন্ম মে।

ইতরাবসথেষু মাস্মভূৎ অপি
মে জন্ম চতুর্মুখাত্মনা ॥৫৫॥

একমাত্র তোমার দাস্যসুখে যাঁহারা আসক্ত, তাঁহাদের ভবনে আমার কীটজন্ম হউক, তাহাও ভাল, কিন্তু যেন অন্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গৃহে আমি চতুর্মুখ ব্রহ্মা হইয়াও না জন্ম গ্রহণ করি ॥৫৫॥

সকৃত্ত্বদাকারবিলোকনাশয়া
তৃণীকৃতানুত্তমভুক্তিমুক্তিভিঃ।
মহাত্মভির্মামবলোক্য তাং নয়
ক্ষণেঽপি তে যদ্বিরহোঽতিদুঃসহঃ ॥৫৫॥

যে সকল মহাত্মা একবার মাত্র তোমার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার আশায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভোগ ও মোক্ষ তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় আমাকেও তদ্দর্শনযোগ্যতা দাও, কারণ, মুহূর্ত্তকালও তোমার বিরহ আমার অতি দুঃসহ বোধ হইতেছে ॥৫৬॥

ন দেহং ন প্রাণান্ন চ সুখমশেষাভিলষিতং
ন চাত্মানং নান্যৎ কিমপি তব শেষত্ববিভবাৎ।
বহির্ভূতং নাথ ক্ষণমপি সহে যাতু শতধা
বিনাশং তৎ সত্যং মধুমথন বিজ্ঞাপনমিদম্ ॥৫৭॥

তোমার দাসস্বরূপ ঐশ্বর্য্য ভিন্ন, দেহ, প্রাণ, সর্ব্বজনের বাঞ্ছিত সুখ, আত্মা, বা অন্য কিছুই ক্ষণকালের জন্যও ইচ্ছা করি না। ইহারা শত প্রকারে নষ্ট হইয়া যাউক। হে নাথ, হে মধুমথন, ইহা সত্য। এইটি আমি তোমার শ্রীচরণে জানাইতেছি ॥৫৭॥

দুরন্তস্যানাদেরপরিহরনীয়স্য মহতো
নিহীনাচারোঽহং নৃপশুরশুভস্যাস্পদমপি।
দয়াসিন্ধো বন্ধো নিরবধিকবাৎসল্যজলধে
তব স্মারং স্মারং গুণগণমিতীচ্ছামি গতভীঃ ॥৫৮॥

হে দয়াসাগর, হে বন্ধো, হে অনন্তস্নেহসমুদ্র, যদিও আমি দুশ্ছেদ্য,

অনাদি, অনিবার্য্য, মহান্ অমঙ্গলের পাত্র, নিরতিশয় হীনাচার, এবং নর-পশুতুল্য, তথাপি তোমার অশেষ গুণসমূহ বার বার স্মরণ করতঃ, নির্ভয় হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি ॥৫৮॥

অনিচ্ছন্নপ্যেবং যদি পুনরিতীচ্ছন্নিব রজ-
স্তমশ্ছন্নশ্ছদ্মস্তুতিবচনভঙ্গীমরচয়ম্ ।
তথাপীত্থং রূপং বচনমবলম্ব্যাপি কৃপয়া
ত্বমেবৈবংভূতং ধরণিধর মে শিক্ষয় মনঃ ॥৫৯॥

হে ধরণিধর, যদিও রজস্তমঃসমাচ্ছন্ন হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও ইচ্ছার আকার প্রকাশ করতঃ আমি এই মৌখিক স্তব রচনা করিয়াছি, তথাপি কৃপা করিয়া এইরূপ বচনকেও গ্রহণ পূর্ব্বক, আমার এবম্ভূত মনকে শিক্ষা দাও ॥ ৫৯ ॥

পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িততনয়স্ত্বং প্রিয়সুহৃৎ
ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরসি গতিশ্চাসি জগতাম্ ।
ত্বদীয়স্ত্বদ্ভৃত্যস্তবপরিজনস্ত্বদ্গতিরহং
প্রপন্নশ্চৈবং সত্যহমপি তবৈবাস্মি হি ভবঃ ॥৬০॥

তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি প্রিয় তনয়, তুমিই প্রিয় সুহৃৎ, তুমি মিত্র, তুমি জগতের গুরু ও গতি। আমি তোমার ভৃত্য, তোমার পরিজন; তুমি আমার গতি, আমি তোমার শরণাগত; এরূপ অবস্থায় আমি বাস্তবিকই তোমার ভারস্বরূপ ॥ ৬০ ॥

জনিত্বাহং বংশে মহতি জগতি খ্যাতযশসাং
শুচীনাং যুক্তানাং গুণপুরুষতত্ত্বস্থিতিবিদাম্ ।
নিসর্গাদেব তচ্চরণকমলৈকান্তমনসা-
মধোঽধঃ পাপাত্মা শরণদ নিমজ্জামি তমসি ॥৬১॥

যাঁহারা খ্যাতনামা, পবিত্র, ও যুক্ত, যাঁহারা ত্রিগুণাত্মক প্রধান ও পুরুষের যাথার্থ্যজ্ঞ, স্বভাবতঃই যাঁহাদের মন তোমার পাদপদ্মে একান্ত ভক্তিযুক্ত, তাঁহাদের মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, হে আশ্রয়-

দাতঃ, দুষ্টাত্মা আমি অন্ধকার হইতে অধিকতর অন্ধকারে মগ্ন হইতেছি ॥ ৬২ ॥

অমর্য্যাদঃ ক্ষুদ্রশ্চলমতিরসূয়াপ্রসবভূঃ
কৃতঘ্নোদুর্ম্মানী স্মরপরবশো বঞ্চনপরঃ।
নৃশংসঃ পাপিষ্ঠঃ কথমহমিতো দুঃখজলধে-
রপারাদুত্তীর্ণস্তব পরিচরেয়ং চরণয়োঃ ॥৬৩॥

আমি উচ্ছৃঙ্খল, ক্ষুদ্র, চঞ্চল, অসূয়ার জন্মভূমি, কৃতঘ্ন, অভিমানী, কামুক, বঞ্চক, নিষ্ঠুর ও পাপিষ্ঠ। আমি কিরূপে এই দুঃখসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তোমার পাদপদ্মযুগলের সেবা করিব? ৬২ ॥

রঘুবর যদভূস্ত্বং তাদৃশো বায়সস্য
প্রণত ইতি দয়ালুর্যচ্চ চৈদ্যস্য কৃষ্ণ।
প্রতিভবমপরাদ্ধুর্মুগ্ধসাযুজ্যদোঽভূ-
র্বদ কিমপদমাগস্তস্য তেঽস্তি ক্ষমায়াঃ ॥৬৩॥

হে রঘুবর, যখন তাদৃশ মহানিষ্টকারী কাক প্রণত হইয়াছিল বলিয়া, তাহার প্রতি দয়ালু হইয়াছিলে, হে কৃষ্ণ, প্রতি জন্মে তোমার নিকট অপরাধী হইলেও চেদিরাজ শিশুপালকে যখন তুমি আনন্দময় কৈবল্য দান করিয়াছ, তখন বল, এরূপ কি পাপ আছে, যাহা তুমি ক্ষমা করিতে না পার? ৬৩ ॥

নম্বু প্রপন্ন সকৃদেব নাথ
তবাহমস্মীতি চ যাচমানঃ।
তবানুকম্প্যঃ স্মর তৎপ্রতিজ্ঞাং
মদেকবর্জ্জ্যং কিমিদং ব্রতং তে ॥৬৪॥

শরণাগত ব্যক্তি একবার মাত্র "আমি তোমার" বলিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে সে তোমার দয়াপাত্র হইবে, এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর, এবং বল, ইহা কি আমা ভিন্ন অন্য সকলের প্রতি খাটিবে, তুমি এরূপ ব্রত করিয়াছ ॥৬৪॥

অকৃত্রিমত্বচ্চরণারবিন্দ-
প্রেমপ্রকর্ষাবধিমাত্মবন্তম্।
পিতামহং নাথমুনিং বিলোক্য
প্রসীদ মদ্বৃত্তমচিন্তয়িত্বা ॥৬৫॥

তোমার শ্রীচরণারবিন্দে অকৃত্রিম, প্রকৃষ্ট প্রেমের যিনি অবধিস্বরূপ, সেই আত্মবান্ পিতামহ নাথমুনিকে অবলোকন করতঃ, আমার দুশ্চরিত্রের বিষয় কিছু মনে না করিয়া প্রসন্ন হও ॥৬৫॥

ইতি শ্রীযামুনাচার্য্যবিরচিতং স্তোত্ররত্নং সম্পূর্ণম্।

নবম অধ্যায়।

আল্‌ওয়ান্দার।

কিছু দিন পরে বৃদ্ধ আল্‌ওয়ান্দার পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হই-লেন। শিষ্যগণ শয্যার চারি পার্শ্বে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সেই জ্ঞান-ভক্তিময়-বিগ্রহ, মহাসত্ত্ব যামুনমুনি পীড়ায় অভিভূত হইয়াও ভগবদ্দাস্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিরস্ত হইলেন না। শিষ্যগণকে বার বার সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "যেরূপ পুষ্পের সার মধু, গাভীর সার ঘৃত, সেইরূপ ত্রিলোকের সার নারায়ণ। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে চতুর্বর্গ লাভ হয়।" মহাপূর্ণ, তিরুকোটিয়ুরপূর্ণ প্রভৃতি শিষ্যগণ, আল্‌ওয়ান্দারের সমবয়স্ক ন্যাসিচূড়ামণি তিরুবরাঙ্গ পেরুমল্ আরিয়ার্‌কে স্ব স্ব সন্দেহভঞ্জনের জন্য তাঁহাদের হইয়া যামুনমুনিকে দু একটি প্রশ্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে, তিরুবরাঙ্গ তাঁহাদের মুখস্বরূপ হইয়া শয্যাশায়ী মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসিলেন, "শ্রীমন্নারায়ণ, বাক্য মনের অতীত। কিরূপে তাঁহার সেবা করিতে হইবে?" যামুনমুনি উত্তর করিলেন, "ভক্তের সেবা করিলেই ভগবানের সেবা করা হয়। ভক্তের জাতি কুল নাই। তিনি ঈশ্বরের দৃশ্যমান বিগ্রহ। তোমরা সকলে চণ্ডালকুলোদ্ভব তিরুপ্পান্ আলোয়ারের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা করিও, তাহাতেই নারায়ণের সেবা হইবে।" তিনি আরও কহিলেন, "শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ নিষ্ঠাভক্তিসহকারে নিরন্তর নারায়ণ ও তদীয় ভক্তগণের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা করিয়া থাকেন।

দেখ, তিরুপ্‌পান্‌ আলোয়ার্‌ অনন্যমনে শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় জীবন অতি-বাহিত করিয়াছেন; শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের বরদরাজের সেবায় কি নিষ্ঠা। ইহাঁরা সকলে মহাপুরুষ; ইহাঁদের ন্যায় আচরণ করিলে শ্রেয়ঃ হইবে। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'।" পরে তিরুবরাঙ্গের দিকে চাহিয়া কহি-লেন, "রঙ্গনাথভক্ত তিরুপ্পান আলোয়ার আমার একমাত্র আশ্রয়, তিনি আমার ভবপারের কর্ণধার হইবেন।" ইহা শুনিয়া তিরুবরাঙ্গ ব্যথিতহৃদয়ে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি শরীর ত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছেন?" যামুন কহিলেন, "যদিই ঈশ্বরেচ্ছায় এ শরীর আমায় ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে তোমার ন্যায় মহাপুরুষের কোনও ব্যথা পাওয়া উচিত নয়।" ঈশ্বরের ইচ্ছায় যাহা হয়, তাহাই পরম-মঙ্গলজনক," ইহাতে স্থির বিশ্বাস থাকা চাই। অহঙ্কারকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বলিস্বরূপে অর্পণ করিয়া, চিরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া যাও। অহঙ্কারই সকল দুঃখের মূল, নিরহঙ্কারই সকল সুখের মূল। নিরহঙ্কারী পুরুষকে কর্ম্ম কখনও বন্ধন করিতে পারে না। 'আমি তাঁহার দাস' এইভাব মনে দৃঢ়বদ্ধ হইলে অহঙ্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তাহা হইলেই মনুষ্য বুঝিতে পারেন যে, তিনি জন্ম মরণের অধীন নহেন, তিনি শ্রীমন্নারায়ণের নিত্যদাস; তখন তিনি, 'হে প্রভো, আমায় রক্ষা কর', এই বলিয়া আর ভগবৎশ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করেন না। তখনই তিনি নিষ্কাম ভাবে তাঁহার সেবা করিতে পারেন। তখনই তাঁহার ভক্তি অহৈতুকী হয়। তখনই তিনি ঈশ্বরের যথার্থ দাস হয়েন।"

তিরুপ্পান্‌ আলোয়ারের সেবায় তিরুবরাঙ্গের একান্ত নিষ্ঠা জানিয়া, যামুন তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি যাহা করিতেছ, তদ্দ্বারা অচিরেই অহৈতুকী ভক্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।" যখন এইরূপ কথা হইতেছে, তখন মহাপূর্ণ ও তিরুক্কোটিয়ুরপূর্ণ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, আল্‌ওয়ান্দার দেহত্যাগ করিলেই তাঁহারা আত্মহত্যা করিবেন।

সেই সময় অন্য একজন শিষ্য কহিলেন, "আপনার অদর্শনে আমরা কাহার আশ্রয়ে অবস্থান করিব? কে আমাদিগকে এরূপ মধুর ভাষায় আশ্বস্ত করিবেন?" ইহা কহিয়া তিনি অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহাতে যামুন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমরা কেহ উদ্বিগ্ন হইও না। শ্রীরঙ্গনাথ রহিয়াছেন; তিনি তোমাদের আশ্রয় দিয়াছেন, দিতেছেন, এবং দিবেন। সর্ব্বদাই তাঁহাকে দর্শন করিও; মধ্যে মধ্যে তিরুপতিস্থ বালাজী এবং কাঞ্চীপুরস্থ বরদরাজকে দর্শন করিও। শ্রীরঙ্গম্ নারায়ণের ধাম; তিরুপতি নারায়ণের পাদপদ্মপ্রাপক চরমশ্লোক *; এবং কাঞ্চিপুর তারকমন্ত্র।"

তাঁহার অদর্শনে তদীয় দেহকে দগ্ধ বা সমাধিস্থ করা হইবে, তিরুবরাঙ্গ ইহা জিজ্ঞাসিলে তিনি কোন উত্তর দিলেন না, কারণ, তাঁহার মন সেই সময় ভগবৎপাদপদ্মে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অদর্শনে আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

পর দিবস শ্রীরঙ্গনাথ অসংখ্য সেবক সমভিব্যাহারে বায়ুসেবনার্থ মন্দিরবহিঃস্থ চতুষ্পথে বহির্গত হইলে শ্রীরঙ্গম্‌বাসী যাবতীয় নরনারী ভগবদ্দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। চতুষ্পথ জনাকীর্ণ হইয়া গেল। যামুনশিষ্যগণও গুরুর আদেশে মঠ হইতে রঙ্গনাথদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। সেই সময় জনৈক ভগবৎসেবক দেবতাবিষ্ট হইয়া মহাপূর্ণ ও তিরুক্কোটিয়ুরপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ কর। ইহা আমার অভিমত নয়।" ইহা কহিয়া তাঁহাদিগকে তিরুবরাঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে যামুনাচার্য্যের নিকট লইয়া গিয়া সমস্তই নিবেদন করিলে, সেই জ্ঞানগম্ভীর মহাপুরুষ কহিলেন, "আত্মহত্যা মহাপাপ। তোমাদের উপরে ঈশ্বরের সাতিশয় স্নেহ, সুতরাং তিনি স্বয়ং তোমাদের নিষেধ করিলেন। উক্ত সঙ্কল্প একেবারেই ত্যাগ কর।" কিঞ্চিৎকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ

এই, ভগবৎপাদপদ্মে সর্ব্বদাই কুসুমাঞ্জলি অর্পণ, ও গুরূপদিষ্ট মার্গে বিচরণ করিবে, এবং ভক্তসেবা দ্বারা অহঙ্কারকে নাশ করিয়া পরম-পুরুষার্থ লাভ করিতে সচেষ্ট হইবে।" ইহা কহিয়া তিনি তিরুবরাঙ্গের হস্তে সকল শিষ্যমণ্ডলিকে সমর্পণ করিলেন।

আল্‌ওয়ান্দার, সে যাত্রা সুস্থ হইয়া উঠিলেন, ও স্বয়ং এক দিবস শ্রীরঙ্গনাথের উৎসবে যোগ দিলেন। সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীর সহিত ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং পূর্ব্ববৎ শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া সকলকে উন্নত করিতে লাগিলেন। এক দিবস তিনি শাস্ত্রের রহস্যার্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময় কাঞ্চিপুর হইতে দুইটি ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা যামুনমুনির পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্দর্শন করিয়া আল্‌ওয়ান্দার অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং রামানুজের সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। বিপ্রদ্বয় কহিলেন, "রামানুজ এক্ষণে যাদব-প্রকাশের শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন এবং শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের নিদেশানুসারে ভগবদারাধনার্থ প্রতিদিন শালকূপ হইতে ঘট পূর্ণ করিয়া জল আনয়ন করিয়া থাকেন।" ইহা শুনিয়া যামুনের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তখনই আটটি প্রণামশ্লোক রচনা করিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করিলেন, এবং মহাপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি কালবিলম্ব না করিয়া শীঘ্র রামানুজকে এখানে আনয়ন কর। তাহার ভিতর ঈশ্বরত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাঁহাকে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত শ্রেয়ঃ।" ইহা শুনিয়া মহাপূর্ণ তৎক্ষণাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক কাঞ্চিপুরে যাত্রা করিলেন।

আল্‌ওয়ান্দার দুই চারি দিবস পরে পুনরায় পীড়াগ্রস্ত হইলেন। শিষ্যেরা পুনরায় তাঁহার জন্য সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এবার তাঁহার পীড়া কিছু অধিক ক্লেশজনক হইল। সেই পীড়িতাবস্থাতেই

এক দিবস স্নান করিয়া মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথজীউকে দর্শন করিলেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করিয়া মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শিষ্য-মণ্ডলি মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিলে, তিনি তাঁহার গৃহস্থ ভক্তগণকে আনয়ন করিবার জন্য, তাঁহাদের কতিপয়কে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইলে, তিনি যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা সকলে কহিলেন, "যদি ঈশ্বরের অপরাধ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে আপনারও অপরাধ সম্ভবে।" তিনি তাঁহাদের হস্তে তিরুবরাঙ্গ ও অন্যান্য শিষ্য-গণের ভার অর্পণ করিয়া কহিলেন, "প্রতিদিন নিয়মিতরূপে শ্রীশ্রীরঙ্গ-নাথজীউর সেবা দর্শন এবং প্রসাদী পুষ্প গ্রহণ করিও। তাহা হইলে মন-বুদ্ধি নির্ম্মল হইবে এবং অচিরাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার পাইবে। সর্ব্বদা গুরু-ভক্তিপরায়ণ ও অতিথিসেবক হইও।" তাঁহারা সকলে বিদায় হইলেন। আল্ওয়ান্দারের এই অভিনবভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

গৃহস্থভক্তগণ প্রস্থান করিলে, আল্ওয়ান্দার্ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট করিলেন। সেই সময় তাঁহার শিষ্যগণ সুমধুর স্বরে ভগবন্নামমাহাত্ম্য সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন। মৃদু মৃদু বাদ্যধ্বনির সহিত বংশীধ্বনি সেই সঙ্কীর্ত্তনকে অধিকতর সুমধুর করিয়া তুলিয়াছিল এক প্রকার স্বর্গীয় শান্তি ও সুখ সেই সকলের বদনকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। ভগবদ্ভক্তিতে সকলেই আত্মহারা হইয়াছিলেন। ক্রমে আল্ওয়ান্দার মনকে হৃদয় হইতে ভ্রূমধ্যে উত্থাপিত করিলেন। আনন্দাশ্রু নয়নের দুই পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বার দিয়া দেহনির্ম্মোক ত্যাগপূর্ব্বক পরমপদে বিলীন হইয়া গেলেন। সঙ্কীর্ত্তন সহসা থামিয়া গেল। তিরুক্কোটিয়ুর এবং অন্যান্য শিষ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শোকবেগ নিরস্ত হইলে, শিষ্যগণ আল্‌ওয়ান্দারনন্দন ছোটপূর্ণকে সঙ্গে লইয়া অন্তিমকর্ম্ম সম্পাদনের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। মৃতের দেহকে সুশীতল, পবিত্র জলে ধৌত করা হইল। পরে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া সুসজ্জিত খট্টায় স্থাপন পূর্ব্বক মৃতুপদসঞ্চারে কাবেরীতীরবর্ত্তী শ্মশান ক্ষেত্রের দিকে সকলে লইয়া চলিলেন। শ্রীরঙ্গম্‌বাসী যাবতীয় নরনারী শবের অনুগমন করিলেন। শ্মশানক্ষেত্র জনতায় পরিপূর্ণ হইল।

দশম অধ্যায়।

দেহদর্শন।

মহাপূর্ণ গুরুপাদপদ্ম হইতে বিদায় লইয়া কাঞ্চিপুরে যাত্রা করিলেন। ভিক্ষাকাল মাত্র গৃহস্থের গৃহে অপেক্ষা করিয়া সমস্ত দিন গমন করিতে লাগিলেন। রজনীকাল কোনও ভাগ্যবান্ গৃহস্থের অলিন্দে যাপন করিতেন। এইরূপে চারি দিবসে কাঞ্চিপুরে উপনীত হইলেন, এবং শ্রীবরদরাজকে দর্শন করিয়া মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। কাঞ্চিপূর্ণ তাঁহার আগমন কারণ অবগত হইয়া সেই রজনী তাঁহার আশ্রমে তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। মহাপূর্ণ নানাবিধ শিষ্টালাপে তথায় রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে কাঞ্চিপূর্ণের সহিত শালকূপের অভিমুখে গমন করিলেন।

পথিমধ্যে কলসস্কন্ধ রামানুজকে দূর হইতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। কাঞ্চিপূর্ণ কহিলেন, "আমায় এক্ষণে মন্দিরে গমন করিতে হইবে, সুতরাং আমি বিদাই হই। আপনি রামানুজসমীপে গমন করিয়া আপনার মন্তব্য ব্যক্ত করুন।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। মহাপূর্ণ সেই দূরস্থ, পূর্ণকলসস্কন্ধ, পরম মনোহর, দিব্য-দীপ্তিবিশিষ্ট, বিষ্ণুভক্তির অদ্বিতীয় আধার, নরাকার দেবতাকে সন্দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বদন হইতে স্বতঃই ভগবদ্গুণাবলি নিঃসৃত হইল,

বশী বদান্যো গুণবানৃজুঃ শুচিঃ
মৃদুর্দয়ালুর্মধুরঃ স্থিরঃ সমঃ।

কৃতী কৃতজ্ঞস্ত্বমসি স্বভাবতঃ
সমস্তকল্যাণগুণামৃতোদধিঃ ॥

ক্রমে শ্রীমান্ রামানুজ অতি সমীপবর্ত্তী হইলেন। মহাপূর্ণ আনন্দ ভরে ভগবৎপাদপদ্মে এই বলিয়া প্রণাম করিলেন।

নমো নমো বাঙ্‌মনসাতিভূময়ে
নমো নমো বাঙ্‌মনসৈকভূময়ে।
নমো নমোঽনন্তমহাবিভূতয়ে
নমো নমোঽনন্তদয়ৈকসিন্ধবে ॥

তিনি যামুনরচিত আরও কতিপয় শ্লোক] পাঠ করিলেন। গতি স্থির করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় রামানুজ দণ্ডায়মান হইলেন এবং একাগ্রচিত্তে তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে লাগিলেন; পরে অতি বিনীতভাবে, সুমধুর ভাষায় সেই পূজার্হ, কাষায়ধারী, বয়োবৃদ্ধ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সকল অতুলনীয় শ্লোকের রচয়িতা কে? আমি তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি, এবং আপনার ন্যায় মহানুভবকেও বার বার নমস্কার করি। অদ্য আমার সুপ্রভাত, কারণ, আপনার পবিত্র মুখ হইতে এই পবিত্র গাথা শ্রবণ করিয়া আমি আপনাকে পবিত্র বলিয়া মনে করিতেছি।" মহাপূর্ণ কহিলেন, "এই শ্লোকগুলি আমার প্রভু শ্রীমান্ যামুনাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত।" যামুনাচার্য্যের নাম শুনিয়া রামানুজ সাতিশয় আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়, শুনিয়াছি মহর্ষি পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার শরীর কুশলে আছে ত? আপনি তাঁহার পদচ্ছায়া হইতে কতদিবস বঞ্চিত আছেন?" মহাপূর্ণ কহিলেন, "আমি সম্প্রতিই তাঁহার পদপ্রান্ত হইতে আগমন করিতেছি। আমি যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লই, তখন তাঁহার শরীর আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।" তাহাতে রামানুজ কহিলেন, "আপনার এখানে আসিবার কারণ কি? আপনি অদ্য কোথায় ভিক্ষা করিবেন? যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে এ অধমের গৃহে ভিক্ষা করিয়া দাসকে

কৃতার্থ করুন, এই আমার প্রার্থনা। মহাপূর্ণ কহিলেন, "যাঁহার জন্য মহর্ষি যামুনমুনি সর্ব্বদাই চিন্তিত, তাঁহার অপেক্ষা কৃতার্থ ও ভাগ্যবান্ পুরুষ আর কে আছে? হে মহাত্মন্, মদীয় প্রভুর আদেশে আমি তোমারই নিকট আসিয়াছি।" রামানুজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর জীবকে সেই দেবতুল্য মহাপুরুষ স্মরণ করিয়াছেন? আমি কি তাঁহার স্মরণের যোগ্য? কি অভিপ্রায়ে তিনি আমায় স্মরণ করিয়াছেন?" মহাপূর্ণ কহিলেন, "আমার প্রভু তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করেন। সেই জন্যই তিনি আমায় তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার শরীর রোগের আক্রমণে অতি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আপাততঃ কিঞ্চিৎ সুস্থ আছেন। সুতরাং যদি তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কালবিলম্ব না করিয়া তদ্দর্শনার্থ গমন করা উচিত।" এই সুসংবাদে শ্রীমান্ রামানুজের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি মহাপূর্ণকে কহিলেন, "ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি এই জলপূর্ণ কলসটি মন্দিরে রক্ষা করিয়া আসি, পরে উভয়েই শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিব।" এই বলিয়া রামানুজ দ্রুত-পদসঞ্চারে মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। মহাপূর্ণ যামুনাচার্য্যের প্রতি রামানুজের স্বাভাবিক প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং এরূপ শুদ্ধভক্তের সহিত বাক্যালাপ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। তিনি গাহিলেন;—

তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং
ভবনেষ্বস্তপি কীটজন্ম মে।
ইতরাবসথেষু মাস্মভূৎ
অপি মে জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা॥

অনতিবিলম্বে রামানুজ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত। মহাপূর্ণ জিজ্ঞাসিলেন, "গৃহে সমাচার দিবে না? তোমার অবর্ত্তমানে গৃহকর্ম্ম যাহাতে সুশৃঙ্খলে চলে, তদ্বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া

দিয়া আসা কি উচিত নয়?" রামানুজ কহিলেন, "অগ্রে ভগবান্ ও তদ্ভক্তের আজ্ঞাপালন, তৎপরে গৃহকর্ম্ম। আমার মন যামুনমুনিকে দর্শন করিবার জন্য নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া এখনই যাত্রা করিতে অনুমতি করুন।" মহাপূর্ণ ইহা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি রামানুজকে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রীতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইলেন। উভয়েই মহাপুরুষ সন্দর্শনার্থ ব্যগ্র হইয়া দ্রুতপদসঞ্চারে গন্তব্যস্থানের দিকে চলিতে লাগিলেন। দিবাভাগে কোন গৃহস্থের ভবনে ভিক্ষা করিয়া, রজনীযোগে কাহারও অলিন্দে বিশ্রাম করিয়া চারি দিবসে কাবেরীতীরে অবস্থিত শ্রীশিরঃ-পল্লীতে (Trichinopoly) উপনীত হইলেন। কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহারা কাবেরীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন এবং শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীউর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী মঠাভিমুখে যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সম্মুখে মহাজনতা দেখিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতাদৃশ জনতার কারণ কি?" জনৈক ব্যক্তি উত্তর করিল, "মহাশয়, বলিব আর কি? পৃথিবী আজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার হইতে বঞ্চিতা হইয়াছেন। মহাত্মা আল্‌ওয়ান্দার্ পরমপদলাভ করিয়াছেন।" ইহা শ্রবণ করিয়াই রামানুজ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং মহাপূর্ণ উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্ব্বক স্বীয় ললাটে করাঘাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হা প্রভো, দাসকে কি এইরূপে বঞ্চিত করিতে হয়? এই জন্যই কি আমায় কাঞ্চিপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন?" ইহা কহিয়া অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য লাভ করিয়া সংজ্ঞাহীন রামানুজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া জল আনয়নপূর্ব্বক মূর্চ্ছিতের নয়নে ও বদনে অর্পণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "বৎস, কি করিবে? যাহা ভবিতব্য, তাহা হইবেই। সকলই নারায়ণের ইচ্ছা। যে মহাপুরুষের

জন্য আমরা শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, তাঁহারই বাক্যানুসারে সকলই মঙ্গলের জন্য হয়। শ্রীমন্নারায়ণের ইচ্ছার অনুগামী হইতে তিনি আমাদের বরাবর উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার অদর্শনে তাঁহার উপদেশের প্রতি অনাস্থা করা কোনরূপেই উচিত নয়। চল সমাধিগর্ভে অদৃশ্য হইয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পবিত্র বিগ্রহকে শেষদর্শন করিয়া লই।” রামানুজ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যলাভ করিয়া মহাপূর্ণের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা অনতিবিলম্বে শিষ্যসমাবৃত আল্‌ওয়ান্দারের দেহ-মন্দিরের পার্শ্বে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, মহাপুরুষ দীর্ঘনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। মহাপূর্ণ পাদপ্রান্তে পতিত হইয়া স্বীয় নয়নজলে তাহা ধৌত করিতে লাগিলেন। রামানুজ অবাক্ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়েরই শোকাবেগ কথঞ্চিত প্রশমিত হইল। রামানুজ স্থিরনেত্রে সেই পরম পবিত্র, সাত্বতপ্রধানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলেন। চিরনিদ্রিতের বদনে গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, সর্ব্বলাবণ্যহর মৃত্যুর তামসিক ছায়া সেই পবিত্র দেহে পতিত হয় নাই। মৃত্যুর সাধ্য কি যে, সে ভগবদ্ভক্তকে স্পর্শ করে? রামানুজ একদৃষ্টে সেই মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। যেন অন্তরে অন্তরে দুজনে কি কথা কহিতেছেন। সকলে নিস্তব্ধ; তাদৃশ জনতার মধ্যে কাহারও বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। সকলে অবাক্ হইয়া সেই যুগলমূর্ত্তির—সেই জীবিত ও মৃতের সমাগম দেখিতেছেন।

কিয়ৎকাল পরে শ্রীরামানুজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখিতেছি, মহর্ষির দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আছে। জীবদ্দশাতেও কি এরূপ থাকিত?” পার্শ্বস্থ শিষ্যগণ কহিলেন, “না, উঁহার অঙ্গুলি-সকল সাধারণ অঙ্গুলির ন্যায় সহজভাবেই থাকিত। অধুনা এরূপ থাকিবার

কারণ আমরা কিছুই অনুমান করিতে পারিতেছি না।" ইহা শুনিয়া রামানুজ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

"অহং বিষ্ণুমতে স্থিত্বা জনানজ্ঞানমোহিতান্।
পঞ্চমসংস্কারসম্পন্নান্ দ্রাবিড়াম্নায়পারগান্।
প্রপত্তিধর্ম্মনিরতান্ কৃত্বা রক্ষামি সর্ব্বদা॥"

"আমি বিষ্ণুমতে থাকিয়া অজ্ঞানমোহিত জনগণকে পঞ্চসংস্কারযুক্ত, দ্রাবিড়বেদবিশারদ, এবং নারায়ণের শরণাগত করিয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিব।"

ইহা বলিবামাত্র একটি অঙ্গুলি খুলিয়া সরল হইয়া গেল! রামানুজ আবার কহিলেন,—

"সংগৃহ্য নিখিলানর্থান্ তত্ত্বজ্ঞানপরং শুভম্।
শ্রীভাষ্যঞ্চ করিষ্যামি জনরক্ষণহেতুনা॥"

"আমি লোকরক্ষার জন্য সর্ব্বার্থ সংগ্রহ করিয়া মঙ্গলময়, তত্ত্বজ্ঞান-প্রতিপাদক শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করিব।" ইহা বলিবামাত্র আর একটি অঙ্গুলি খুলিয়া সরল হইয়া গেল। রামানুজ আবার কহিলেন,—

"জীবেশ্বরাদীন্ লোকেভ্যঃ কৃপয়া যঃ পরাশরঃ।
সন্দর্শয়ন্ তৎস্বভাবান্ তদুপায়গতীস্তথা।
পুরাণরত্নং সংচক্রে মুনিবর্য্যঃ কৃপানিধিঃ।
তস্য নাম্না মহাপ্রাজ্ঞ বৈষ্ণবস্ত চ কস্যচিৎ।
অভিধানং করিষ্যামি নিষ্ক্রয়ার্থং মুনেরহম্॥

"যে কৃপাময় মুনিবর পরাশর লোকের প্রতি দয়াবশতঃ জীব, ঈশ্বর, জগৎ, তাহাদের স্বভাব, ও তাহাদের উন্নতিপথ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়া পুরাণরত্ন (বিষ্ণুপুরাণ) রচনা করিয়াছেন, তাঁহার ঋণপরিশোধ করিবার জন্য আমি কোন এক মহাপণ্ডিত বৈষ্ণবকে তন্নামে অভিহিত করিব।" ইহা বলিবামাত্র অবশিষ্ট অঙ্গুলিটি খুলিয়া সরল হইয়া গেল! ইহা দেখিয়া সকলে নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং ঐ

যুবকই যে কালে আল্‌ওয়ান্দারের আসন গ্রহণ করিবেন, ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না।

সমাধিগর্ভে দেহকে স্থাপিত করিবার পূর্ব্বেই শ্রীরামানুজ কাঞ্চি-পুরের দিকে যাত্রা করিলেন। আল্‌ওয়ান্দারশিষ্যগণ তাঁহাকে শ্রীরঙ্গনাথ-জীউ দর্শন করিয়া যাইতে বলায়, তিনি অভিমানভরে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন, "যে ভগবান্ আমার অভীষ্ট পূর্ণ করিলেন না, যিনি আমার হৃদয়ের আরাধ্যদেবতাকে চিরদিনের জন্য অপহরণ করিয়া লইলেন, আমি সেই নিষ্ঠুর ভগবান্‌কে দেখিতে চাই না।" ইহা বলিয়া আপনার মনে, কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কাহারও কোনও অনুরোধ রক্ষা না করিয়া রামানুজ স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করি-লেন। সেই দিবস হইতে তাঁহার স্বাভাবিক স্মিতবিকসিত বদন হইতে হাস্যরেখা অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি যথাসময়ে কাঞ্চিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাল্যচপলতা গিয়া এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্কের গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিল। অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে যাপন করিতেন। সহধর্ম্মিণীর সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেন না। তাঁহার সঙ্গ যথাসাধ্য ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেন। কেবল কাঞ্চিপূর্ণের সহবাসে কিছু আনন্দ পাইতেন।

একাদশ অধ্যায়।

দীক্ষা।

এই অনিষ্টপাতের অন্যূন ছয় মাস পূর্ব্বে রামানুজকে আর এক বিষম মর্ম্মবেদনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। পুত্রপ্রাণা পতিপরায়ণা কান্তিমতী পুত্রের মায়া কাটাইয়া পতিপদতলে প্রস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজপত্নী জমাম্বা এক্ষণে গৃহিণী। তিনি পরম রূপবতী ছিলেন। স্বাভাবিক পতিভক্তি থাকিলেও, বাহ্য আচার প্রতিপালনে বা দেহের শৌচ ও সৌষ্ঠব বিধানে তাঁহার অধিকতর ভক্তি ছিল। আপনার স্বার্থে হস্ত না পড়িলে, তিনি সেবা ও শুশ্রূষা দ্বারা পতিকে যথাসাধ্য প্রীত ও সন্তুষ্ট করিতে যত্নবতী হইতেন।

কাঞ্চিপুর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অবধি রামানুজের গৃহকর্ম্মে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়া জমাম্বা অন্তরে তাদৃশ সুখী ছিলেন না। কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। হৃদয়ে রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইলেও, বাহিরে তাহার কোনও আকার প্রকাশ করিতেন না।

রামানুজ অধিকাংশ কালই শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের নিকট থাকিতেন। তাঁহার বদন সর্ব্বদাই মলিন, মনে তাদৃশ সুখ নাই। কাঞ্চিপূর্ণ ইহা দেখিয়া একদা তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "বৎস, মনে কষ্ট পাইও না। শ্রীবরদরাজে ভক্তিমান্ হও। তাঁহার সেবার জন্য যেমন প্রতিদিন জল আনয়ন করিতেছ, সেইরূপ কর। তাঁহার প্রসাদে পরম মঙ্গল হইবে। আল্‌ওয়ান্দারের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, এইজন্যই তিনি শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে নিত্যশান্তি লাভ করিয়াছেন। তুমি তাঁহার সম্মুখে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এক্ষণে তাহা সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হও।" ইহাতে রামানুজ কহিলেন, "আপনি আমায় শিষ্য করুন্। আপনার পদচ্ছায়ায় আমায় বিশ্রাম করিবার অনুমতি দিন।" এই বলিয়া তাঁহার সম্মুখে

সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। কাঞ্চিপূর্ণ তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া কহিলেন, "তুমি এরূপ ব্যস্ত হইও না। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র। শূদ্রের ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদানে অধিকার নাই। ভবিষ্যতে আর আমার সম্মুখে এরূপ প্রণাম করিও না। শ্রীমন্নারায়ণ তোমার জন্য শীঘ্রই গুরু প্রেরণ করিবেন। তজ্জন্য চিন্তিত হইও না।" ইহা কহিয়া কাঞ্চিপূর্ণ মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রামানুজ মনে মনে ভাবিলেন যে, ইনি আমায় হীন-অধিকারী বিবেচনা করিয়া কৃপা করিতেছেন না। যাহা হউক, আমি উঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব। যিনি বরদরাজের সহিত অহরহ বিহার করেন, তাঁহার আবার জাতি কুল কি? তাঁহার কটাক্ষে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে।" ইহা ভাবিয়া তিনি সেই দিবস সায়ংকালে কাঞ্চিপূর্ণের নিকট গমন করিয়া অতি অনুনয় সহকারে পরদিবস তাঁহার আলয়ে মধ্যাহ্নভোজন করিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন ও বলিলেন, "কল্য আমি তোমার ন্যায় পরমভক্তের অন্নগ্রহণ করিয়া রজস্তমোময় আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলিব এবং তাহা হইলে শ্রীমন্নারায়ণ আর কখনও আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারিবেন না। অহো! আমার পরম সৌভাগ্য!"

শ্রীরামানুজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গৃহিণীকে পরদিবস প্রাতঃকালে উত্তম পাক করিতে কহিলেন। তিনি মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া জমাম্বা স্নান সমাপনান্তে পাক আরম্ভ করিলেন। বেলা এক প্রহর না হইতে হইতেই নানাবিধ ব্যঞ্জন সহিত অন্ন রন্ধন করিয়া ফেলিলেন। রামানুজ তাহা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং কাঞ্চিপূর্ণকে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে শ্রীবরদরাজসেবক রামানুজের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অন্যপথ দিয়া তদীয় ভবনে উপনীত হইলেন, এবং জমাম্বাকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা, অদ্য আমায় শীঘ্র শীঘ্র মন্দিরে যাইতে হইবে; যাহা কিছু পাক হইয়াছে, তাহাই সন্তানকে অর্পণ করুন। আমি কালবিলম্ব করিতে পারিতেছি না। আপনার ভর্ত্তা কোথায়?" জমাম্বা ইহা শুনিয়া কহিলেন, মহাত্মন, তিনি আপনার অন্বেষণেই গমন করিয়াছেন, এখনই আসিবেন, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।" কাঞ্চিপূর্ণ কহিলেন, "না মা, আমি একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে পারিব না, আমি স্বীয় উদর ভরণার্থ প্রভুর সেবায় অবহেলা করিতে পারিব না।" জমাম্বা ইহা শুনিয়া, পাছে অভ্যাগত বিমুখ হইয়া যান, সেই ভয়ে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, কাঞ্চিপূর্ণকে আসন ও পানার্থ উদক অর্পণ করিলেন, এবং যাহা রন্ধন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় একে একে পরিবেশন করিয়া নিমন্ত্রিতকে বহুসমাদরে ভোজন করাইলেন। আহার শেষ হইলে কাঞ্চিপূর্ণ স্বয়ং উচ্ছিষ্ট পত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করতঃ স্থানকে গোময়লিপ্ত করিলেন এবং মুখশুদ্ধি গ্রহণপূর্ব্বক জমাম্বাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। গৃহিণী আহার্য্যের অবশিষ্টাংশ কোনও শূদ্রকে দিয়া পাত্রাদি মার্জ্জিত করিয়া লইলেন, এবং পাকগৃহ সংস্কার-পূর্ব্বক স্নান করিয়া আসিয়া ভর্ত্তার জন্য পুনঃ পাক আরম্ভ করিলেন।

রামানুজ প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে, তাঁহার গৃহিণী সদ্যঃস্নাত হইয়া পুনরায় পাককার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, এবং যাহা কিছু পাক করা হইয়াছিল, তাহার লেশমাত্রও অবশিষ্ট নাই। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ কি আসিয়াছিলেন? তুমি পুনরায় পাক করিতেছ কেন? প্রাতঃকাল হইতে যাহা রন্ধন করিয়াছিলে, সে সমুদয় কোথায়?" জমাম্বা উত্তর করিলেন, "মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণ আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি ভগবৎসেবার জন্য শীঘ্র মন্দিরে যাইবেন বলিয়া এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না, সুতরাং আমি তোমার অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহাকে, যাহা পাক করিয়াছিলাম, তৎসমুদায়ই

দিয়াছি। তাঁহার ভোজন সমাপ্তির পর তিনি স্বয়ংই স্থান পরিষ্কার করিলেন, এবং আমিও যে সকল অন্ন ব্যঞ্জন অবশিষ্ট ছিল, তাহা শূদ্র প্রতিবেশিনীকে দিয়াছি এবং তোমার জন্য পুনরায় স্নান করিয়া পাক করিতেছি। শূদ্রের ভুক্তাবশিষ্ট তোমায় কি করিয়া দিই বল?" ইহাতে রামানুজ নিরতিশয় ব্যথা পাইলেন, এবং অতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "অয়ি মুগ্ধে, তোমার কোনও কার্য্যাকার্য্য বিচার নাই। তুমি মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণের প্রতি শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া অতি ক্ষুদ্রচিত্তের কর্ম্ম করিয়াছ। আমার অদৃষ্টে সেই মহাপুরুষের প্রসাদ ঘটিল না। আমি নিতান্তই ভাগ্যহীন।" এই বলিয়া ক্ষোভে মস্তকে করাঘাতপূর্ব্বক গৃহের বাহিরে বৃক্ষমূলে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

এদিকে কাঞ্চিপূর্ণ বরদরাজকে ব্যজন করিতে করিতে কহিলেন, "প্রভো, এ তোমার কি ব্যবহার? আমি তোমার ও তোমার ভক্তের দাস্য করিয়া জীবন অতিবাহিত করিব, তাহা না হইয়া কি না আমায় একটা মহাপুরুষ করিয়া তুলিলে? সাক্ষাৎ রামানুজের অবতার শ্রীমান্ রামানুজ আমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। আমার উচ্ছিষ্ট ভোজনের জন্য লালায়িত হইয়া, অদ্য আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কোথায় আমি তোমার ও তোমার ভক্তগণের নিরন্তর পূজা করিব, তাহা না হইয়া স্বয়ংই পূজ্য হইতে চলিলাম? অনুমতি কর, আমি তিরুপতিতে গিয়া তোমার বালাজী মূর্ত্তির সেবা করি।" বরদ-রাজ আজ্ঞা দিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ তিরুপতিতে গমন করিয়া বালা-জীর সেবায় ছয় মাস কাল অতিবাহিত করিলেন। পরে এক দিবস নারায়ণ তাঁহাকে কহিলেন, "কাঞ্চিপুরে গ্রীষ্মাতিশয্যে আমি অতিশয় কষ্টভোগ করিতেছি। তুমি সেইখানে যাইয়া আমাকে ব্যজন কর।" ইহাতে কাঞ্চিপূর্ণ পুনরায় কাঞ্চিপুরে আগমন করিলেন।

ইতিমধ্যে এক তৈলস্নান দিবসে* আহারাভাবে শীর্ণকলেবর শূদ্রদাস রামানুজের অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতে আসিলে, তাহাকে দেখিয়া তাঁহার করুণার সঞ্চার হইল। তিনি গৃহিণীকে কহিলেন, "যদি গতদিবসের পর্য্যুষিত অন্ন থাকে, তাহা হইলে এই দরিদ্রদাসকে দাও। ইহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন এ তিন চারি দিবস অনাহারে রহিয়াছে।" তাহাতে গৃহিণী উত্তর করিলেন, "পর্য্যুষিত অন্ন কিছুই নাই। এত প্রাতে অন্ন কোথায় পাইব?" ইহা কহিয়া তিনি স্নানার্থ প্রস্থান করিলেন। শ্রীরামানুজ ভার্য্যার বাক্যে সন্দেহ করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন যে, প্রভূত পর্য্যুষিত অন্ন রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তৎসমুদায় দাসকে দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তিপূর্ব্বক তৈলমর্দ্দন করিতে অনুমতি দিলেন।

কাঞ্চিপূর্ণ তিরুপতি হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া রামানুজ তাঁহাকে দর্শনার্থ গমন করিলেন। বহুকালের পর পরমমিত্রকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা উভয়ে উভয়কে দেখিয়া পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন। নানাবিধ বাক্যালাপের পর রামানুজ বরদসেবককে কহিলেন, "মহাত্মন্, কতিপয় সন্দেহ আমার হৃদয়কে নিরন্তর উদ্বেলিত করিতেছে। আপনি বরদরাজকে কহিয়া সেই সকল সন্দেহ দূর করিয়া দিলে, আমি শান্তি লাভ করি। নতুবা বড়ই কষ্ট পাইতেছি। দুঃখের কথা আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকে কহিব?" কাঞ্চিপূর্ণ কহিলেন, "আমি প্রভুকে এবিষয় নিবেদন করিব।"

পর দিবস রামানুজ কাঞ্চিপূর্ণের নিকট গমন করিলে তিনি কহিলেন, "বৎস, তোমার সম্বন্ধে গতরজনীতে শ্রীবরদরাজ এইরূপ কহিয়াছেন,—

"অহমেব পরং ব্রহ্ম জগৎকারণকারণম্।
ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদঃ সিদ্ধ এব মহামতে॥

---

* প্রতি সপ্তাহে আপাদমস্তক তৈলে সিক্ত করিয়া উষ্ণোদকে স্নান দাক্ষিণাত্যবাসীদের চিরন্তন প্রথা। ইহাকেই তৈলস্নান কহে।

মোক্ষোপায়ো ন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম্।
মদ্ভক্তানাং জনানাঞ্চ নান্তিমস্মৃতিরিষ্যতে॥
দেহাবসানে ভক্তানাং দদামি পরমং পদম্।
পূর্ণাচার্য্যং মহাত্মানং সমাশ্রয় গুণাশ্রয়ম্।
ইতি রামানুজার্য্যায় ময়োক্তং বদ সত্বরম্॥"

"(১) আমিই জগৎকারণ প্রকৃতির কারণ, পরব্রহ্ম। (২) হে মহামতে, জীব ও ঈশ্বরে ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। (৩) মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের ভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণই একমাত্র মুক্তির কারণ। (৪) মদীয় ভক্তগণ অন্তিম সময়ে আমার স্মরণ করিতে না পারিলেও, তাঁহাদের মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী। (৫) দেহ ত্যাগ হইলেই আমার ভক্তগণ পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। (৬) সর্ব্বগুণসম্পন্ন, মহাত্মা, মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি এই সকল কহিয়াছি, ইহা শীঘ্র তুমি রামানুজাচার্য্যকে গিয়া বল।"

ইহা শুনিয়া রামানুজ উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িলেন। যে ছয়টি সন্দেহ তাঁহার হৃদয়ে অশান্তির রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে উন্মূলিত হইয়া গেল। এ সমুদয় সন্দেহের কথা তিনি কাঞ্চিপূর্ণকে কিছুই বলেন নাই। উক্ত মহাপুরুষ সত্যই বরদরাজের মুখস্বরূপ। নিষেধ করিলেও তিনি সেই মহাত্মার পদপ্রান্তে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন, এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া, শ্রীরঙ্গমে মহাপূর্ণের নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

এদিকে আল্‌ওয়ান্দারের অদর্শনের পর হইতে, শ্রীরঙ্গমের মঠে সেরূপ সুমধুর ভাবে শাস্ত্রের রহস্যার্থ ব্যাখ্যা করিতে আর কেহই সমর্থ হইতেন না। তিরুবরাঙ্গ মঠের অধ্যক্ষ। তিনি পরম ভাগবত ও বহুশাস্ত্রদর্শী, কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যায় তাঁহার তাদৃশ পটুতা ছিল না। তাঁহার অধিকাংশ সময় ভগবদারাধনাতেই যাইত। তাঁহার পরমদাস্য ভাবে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। কাহাকেও কোন আদেশ করা দূরে

থাকুক, তিনি সর্ব্বদাই অন্যের আদেশপালনে ব্যগ্র। তাঁহার দেবতুল্য-স্বভাব সকলকেই বশীভূত করিয়াছিল। মঠে বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় প্রকারেরই ভক্ত থাকিতেন। বিবাহিতগণের ভার্য্যা মঠের বাহিরে, নগরে বাস করিতেন। মধ্যে মধ্যে ভক্তবন্দনার্থ তথায় আসিতেন। মঠস্থ ভক্তগণ ভগবদারাধনা ও তন্নামসঙ্কীর্ত্তনে দিবস অতি-বাহিত করিতেন। এইরূপে প্রায় এক বৎসর চলিয়া গেল। পরে এক-দিবস তিরুবরাঙ্গ সমুদয় ভক্তগণকে মিলিত করিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ, অদ্য একবৎসর হইল, আমাদের প্রাণস্বরূপ মহাত্মা যামুনমুনি পরমপদে লীন হইয়াছেন। তাঁহার অদর্শনাবধি আমরা সেই সুমধুর ভাষায় ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন, ও শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্মের ব্যাখ্যা শ্রবণে বঞ্চিত রহি-য়াছি। যদিও সেই মহাপুরুষ এই ক্ষুদ্র দাসের উপর তোমাদের পর্য্য-বেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ইহা বহনযোগ্য, তথাপি এক্ষণে বুঝিতেছি, আমার ন্যায় হীনবল ব্যক্তির পক্ষে ইহা সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বহনীয়। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, মহামুনি দেহত্যাগের পূর্ব্বে কাঞ্চিপুরস্থ শ্রীমান্ রামানুজকে দর্শন করিতে চাহিয়া-ছিলেন এবং তজ্জন্য মহাপূর্ণকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমার বিবেচনায় সেই শুদ্ধসত্ত্ব, পণ্ডিতপ্রবর, কাঞ্চিপূর্ণপ্রিয়, যামুনমুনিনির্ব্বা-চিত মহাপুরুষই এই ভার বহন করিবার উপযুক্ত। আমাদের মধ্যে কেহ যাইয়া তাঁহাকে পঞ্চসংস্কারযুক্ত করতঃ দীক্ষা দিয়া এখানে আনয়ন করুন! তিনিই যামুনমুনির মত সমগ্রভারতবর্ষে প্রচার করিবেন। সমাধিস্থলে তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্য এবং মুনিবরের মুষ্টিমোচন এখনও আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।"

সমবেত ভক্তমণ্ডলি ইহা শুনিয়া একবাক্যে তাঁহার মতের অনু-মোদন করিলেন, এবং রামানুজকে দীক্ষা দিয়া শ্রীরঙ্গমে আনয়ন করিবার জন্য মহাপূর্ণকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন; যদি কাঞ্চিপূর্ণের সহবাস ত্যাগ করিতে আপাততঃ তাঁহার অনিচ্ছা দেখ, তাহা হইলে তাঁহাকে

আসিবার জন্য কোনও অনুরোধ করিও না। শ্রীরঙ্গনাথের ইচ্ছায় তাঁহাকে এখানে আসিতেই হইবে, শীঘ্রই হউক, বা কিছু বিলম্বেই হউক। তুমি তাঁহাকে তামিলপ্রবন্ধ অধ্যয়ন করাইয়া তাহাতে বিশেষ পারদর্শী করিও। তজ্জন্য তোমার অন্যূন একবৎসরকাল তথায় থাকিতে হইবে। আমাদের ইচ্ছা যে, তুমি তোমার সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে লইয়া যাও। আমরা যে তোমায় তাঁহাকে এখানে আনয়নের জন্য প্রেরণ করিয়াছি, ইহা যেন তিনি কিছু জানিতে না পারেন। এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া মহাপূর্ণ সস্ত্রীক কাঞ্চিপুরে যাত্রা করিলেন। দিবসদ্বয় গমন করিয়া তাঁহারা মদুরান্তক নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই নগরস্থ শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে এক সুবৃহৎ সরোবর। তাহারই তীরে তিনি সস্ত্রীক বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন যে, যাঁহার জন্য তিনি মঠ ত্যাগ করিয়া কাঞ্চিপুরে গমন করিতেছেন, যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যগ্র হইয়াছিল, সেই রামানুজ স্বয়ংই আসিয়া তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন। অকস্মাৎ প্রিয় ব্যক্তিকে সম্মুখে পাইয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন! পরে রামানুজকে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, আমি তোমায় এখানে দেখিতে পাইব, এরূপ আশাই করি নাই। সকলই শ্রীমন্নারায়ণের কৃপা। তোমার এস্থানে আসিবার কারণ কি?" রামানুজ কহিলেন, সত্যই ইহা নারায়ণের অত্যন্ত কৃপা। আমি আপনারই শ্রীপাদপদ্ম লক্ষ্য করিয়া কাঞ্চিপুর ত্যাগ করিয়াছি। বিধাতা অল্পায়াসেই তাহা মিলাইয়া দিলেন। শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের মুখ দিয়া সাক্ষাৎ বরদরাজ আপনাকেই আমার গুরুরূপে স্থির করিয়াছেন। আপনি অবিলম্বে আমায় দীক্ষা দ্বারা পবিত্র করুন।" মহাপূর্ণ কহিলেন, "চল, আমরা সকলে কাঞ্চিপুরে গিয়া বরদরাজের সম্মুখে এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করি।" ইহাতে রামানুজ কহিলেন, "মহাত্মন্, আমার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে রুচি হইতেছে না।

স্বপন্তম্বাপি ভুঞ্জানং গচ্ছন্তমপি বর্ত্মনি।
যুবানমপি বালম্বা স্ববশে কুরুতে বিধিঃ॥

দেখুন, মৃত্যুর সময়াসময় জ্ঞান নাই। মনুষ্য নিদ্রিতই হউক, ভোজনই করুক, পথেই গমন করুক, যুবকই হউক, বা বালকই হউক, মৃত্যু সকল অবস্থাতেই তাহাকে আপনার বশে আনয়ন করেন। আপনার সহিত, কত আশা করিয়া, যামুনমুনিকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু হায়, দগ্ধ বিধাতা সে আশা আমার পূর্ণ করে নাই। এখনই বা তাহাকে বিশ্বাস কি? সুতরাং আপনি এই মুহূর্ত্তেই আমায় আপনার পদতলের ছায়ায় আশ্রয় দিন।" মহাপূর্ণ এই সুমধুর বৈরাগ্যপূর্ণ উক্তি শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন, এবং শ্রীবিষ্ণুর সম্মুখে বৃহৎ সরোবরতীরস্থ বহুশাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট কুসুমিত, সৌরভসমাকীর্ণ পরমরমণীয় বকুলতরুর মূলে, আহবনীয়াগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে দুইটি আয়সী মুদ্রা স্থাপন করিলেন। তাহাদের মধ্যে একটি চক্রচিহ্নিত ও একটি শঙ্খচিহ্নিত। মুদ্রাদ্বয় উত্তপ্ত হইলে, মহাপূর্ণ শ্রৌত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক চক্রচিহ্নিতের দ্বারা রামানুজের দক্ষিণবাহুমূল এবং শঙ্খ-চিহ্নিতের দ্বারা বামবাহুমূল অঙ্কিত করিলেন, ও পরিশেষে আল্‌ওয়ান্দারের শ্রীচরণধ্যানপূর্ব্বক তাঁহার দক্ষিণ কর্ণে বৈষ্ণব মন্ত্র অর্পণ করিলেন। এইরূপে দীক্ষিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুবন্দনপূর্ব্বক রামানুজ, গুরু এবং গুরুপত্নীর সহিত কাঞ্চীপুরে গমন করিলেন।

শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ, মহাপূর্ণের শুভাগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। ভক্তসম্মিলনে পরম আনন্দের উদয় হইল। রামানুজের অনুরোধে মহাপূর্ণ তাঁহার পত্নী জমাম্বাকেও শঙ্খ ও চক্রদ্বারা অঙ্কিত করিলেন। এইরূপে পতি ও পত্নী উভয়েই দীক্ষিত হইয়া, মহাপূর্ণের ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিলেন। রামানুজ স্বীয় গৃহের অর্দ্ধাংশে মহাপূর্ণের আবাসবাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া

দিলেন। তাঁহার যাবতীয় ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিতে লাগিলেন, এবং প্রতিদিন তাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া তামিল্ প্রবন্ধ পাঠ করিতে থাকিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সন্ন্যাস।

এইরূপে ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিবস মহাপূর্ণ ও রামানুজ উভয়েই গৃহ হইতে কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছেন। গৃহে জমাম্বা স্নান করিয়া রন্ধনের আয়োজন করিতেছেন। সমুদয় আয়োজন করিয়া কলসকক্ষে নিকটবর্ত্তী কূপে জল আনয়ন করিতে গমন করিলেন। ইত্যবসরে মহাপূর্ণকুটুম্বিনীও রন্ধনের জল আনিবার জন্য কলস লইয়া সেই কূপেই গিয়াছিলেন। উভয়েই সমকালে স্ব স্ব কলস কূপে নিক্ষেপ করিলেন এবং পূর্ণ হইলে রজ্জুসহযোগে উত্তোলন করিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে গিয়া মহাপূর্ণজায়ার কলস হইতে দুই চারি বিন্দু জল জমাম্বার কলসে পতিত হইল। তাহাতে জমাম্বা ক্রোধে অধীরা হইয়া রূঢ়বাক্যে গুরুপত্নীকে কহিলেন, "তুমি কি চোখের মাথা খাইয়াছ? দেখ দেখি, তোমার অসাবধানতায় এক কলস জল নষ্ট হইয়া গেল। গুরুপত্নী বলিয়া বুঝি একেবারে স্কন্ধের উপর উঠিতে হয়? তুমি কি জাননা, তোমার পিতার অপেক্ষা আমার পিতা কত শ্রেষ্ঠকুলোদ্ভূত? তোমার স্পৃষ্ট জল কি করিয়া আমি ব্যবহার করি? মূর্খ ভর্ত্তার হস্তে পড়িয়া জাতিকুল সকলই হারাইলাম।" এই দুরুক্তি শুনিয়া মহাপূর্ণকুটুম্বিনী অতি বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় শান্তস্বভাবা এবং সুশীলা। যদিও তাঁহার মনে অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল, তথাপি তিনি তাহা গোপন করিয়া গৃহে চলিয়া আসিলেন, এবং কলস ভূমিতে স্থাপন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহাপূর্ণ গৃহে আসিলেন। তিনি জায়াকে রোদন করিতে দেখিয়া কারণ

জিজ্ঞাসা করতঃ সকলই অবগত হইলেন, এবং কহিলেন, "নারায়ণের আর ইচ্ছা নয় যে, আমরা এখানে অবস্থান করি। তাই তিনি জমাদার মুখ দিয়া তোমায় রূঢ় কথা শুনাইয়াছেন। দুঃখিত হইও না। প্রভু যাহা করেন, সকলই মঙ্গলের জন্য। চল, আমরা কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে গমন করি। অনেক দিবস তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করি নাই। সেই জন্যই তিনি ভ্রূকুক্তি করিয়াছেন।" ইহা কহিয়া সেই ক্রোধহীন মহাপুরুষ পত্নীর সহিত তন্মুহূর্ত্তেই শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন। রামানুজের জন্য অপেক্ষা করিলেন না, কারণ, শ্রীরঙ্গনাথের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তিনি সকলই বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

দীক্ষিত হইবার পর হইতে রামানুজের যাবতীয় মানসিক কষ্ট অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি যজ্ঞ, অঙ্কন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, মন্ত্র এবং দাস্যনাম, এই পঞ্চ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। মহাপূর্ণের প্রসাদে তিনি পরম শান্তিলাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ন্যায় জগতে আর তাঁহার কে হিতকারী আছেন? ইহা তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার গুরুভক্তির তুলনা ছিল না। গুরুর ভুক্তাবশিষ্ট না গ্রহণ করিয়া কখনও ভোজন করিতেন না। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই অগ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। পরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সেই মহাত্মার পদপ্রান্তে উপবেশনপূর্ব্বক তামিল প্রবন্ধমালা অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ছয় মাসের মধ্যে পোইহে রচিত একশত, পূদত্ত রচিত একশত, পে রচিত একশত; পেরিয়া আলোয়ার রচিত ত্রিসপ্তত্যুত্তর চতুঃশত (৪৭৩), অণ্ডাল্ রচিত ত্রিচত্বারিংশদুত্তর শত (১৪৩), কুলশেখর রচিত পঞ্চোত্তর শত (১৪৫), তিরুমড়িশি রচিত ষোড়শোত্তর দ্বিশত (২১৬) তোণ্ডারাড়িপ্পোড়ি রচিত পঞ্চ পঞ্চাশৎ (৫৫), তিরুপ্পান্ রচিত দশ, মধুর কবি রচিত একাদশ, তিরুমঙ্গই রচিত ষষ্ট্যুত্তর ত্রয়োদশ শত (১৩৬০), নম্মাআলোয়ার রচিত

সপ্তবত্যুত্তর দ্বাদশশত (১২৯৬), সমুদয়ে প্রায় চারি সহস্র সুমধুর ভক্তি-রসপরিপ্লুত, সন্তাপনাশক, পরম পবিত্র শ্লোক, মহাপূর্ণের নিকট পাঠ করিলেন। এই সকল শ্লোকমালা তিরুবাই-মুড়ি নামে প্রসিদ্ধ।

অদ্য তিনি তিরুবাই-মুড়ি সমাপ্ত করিয়াছেন। সুতরাং গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য আপণে গিয়া ফল, তাম্বুল, পুষ্প, নববস্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। অদ্য গুরুদম্পতিকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন, এই-রূপ সঙ্কল্প করিয়া গৃহে আসিয়াছেন। কিন্তু গুরুগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, তথায় কেহই নাই। তিনি ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কোনও তত্ত্ব না পাইয়া, সম্মুখস্থ এক প্রতি-বেশীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, মহাপূর্ণ স্ত্রীর সহিত শ্রীরঙ্গমে গমন করিয়াছেন। সহসা এরূপ গমনের কারণ কি, ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া পত্নীর নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলে, তিনি কহিলেন, "অদ্য প্রাতঃকালে কূপে জল আনিতে গিয়া তোমার গুরুপত্নীর সহিত আমার কলহ হইয়াছিল। আমি কোন বিশেষ রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করি নাই। তাহাতেই মহাপুরুষের এত ক্রোধ যে, সস্ত্রীক দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, সাধু হইলে অক্রোধ হয়েন। ইনি এক নূতন প্রকারের সাধু। তোমার সাধুর পদে কোটী কোটী নমস্কার।" তিনি ইহা শুনিয়া আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কহিলেন, "অয়ি পাপিনি, তোর মুখদর্শন করিলেও মহাপাপ হয়।" ইহা কহিয়া ফল, তাম্বুল, বস্ত্র প্রভৃতি যাহা আনিয়াছিলেন, তৎসমুদয় লইয়া শ্রীবরদরাজের অর্চ্চনা করিবার জন্য তদীয় মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

রামানুজ গমন করিবার কিয়ৎকাল পরে একজন শীর্ণকলেবর ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ দ্বারদেশ হইতে গৃহিণীর নিকট কিঞ্চিৎ অন্ন ভিক্ষা করিলেন। জমাম্বা পতির রূঢ়বাক্যে দগ্ধ হইতেছিলেন, তাহার উপর চুল্লির উত্তাপে একে তাঁহার সর্ব্বশরীরকে স্বেদযুক্ত করিয়াছিল, সুতরাং ভিক্ষুকের প্রার্থনা তাঁহার কর্ণে বজ্রধ্বনির ন্যায় প্রতিভাত হইল। তিনি রোষকষায়িত-

লোচনে, তারস্বরে কহিলেন, "যাও, যাও, অন্যত্র গমন কর। এখানে কে তোমায় অন্ন দিবে?" ব্রাহ্মণ দুঃখিত হৃদয়ে মৃদুপদসঞ্চারে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, বরদরাজের মন্দিরের দিকে গমন করিলেন। পথিমধ্যে মন্দির হইতে প্রত্যাগত রামানুজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি ব্রাহ্মণের শীর্ণকলেবর দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপ্র, আপনার অদ্য আহার হয় নাই বোধ হয়।" বিপ্র কহিলেন, "আমি আপনার গৃহেই অতিথি হইতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার ব্রাহ্মণী আমায় অন্ন দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছি।" রামানুজ কহিলেন, "না, আপনাকে ফিরিতে হইবে না। আপনি আমার সহিত অনুগ্রহ করিয়া আপণে আসুন; আপনার হস্তে আমি এক পত্র, হরিদ্রা, ফল, তাম্বুল, এবং একখানি নূতন বস্ত্র দিব। তাহা লইয়া আমার পত্নীকে দিবেন, এবং কহিবেন যে, আপনি তাঁহার পিত্রালয় হইতে আসিয়াছেন। তাহা হইলেই আপনাকে যথেষ্ট সমাদর করাইয়া ভোজন করাইবেন।" ইহা কহিয়া তিনি আপণ হইতে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করতঃ বিপ্রের হস্তে দিলেন এবং স্বীয় শ্বশুরের নাম স্বাক্ষর করিয়া এইরূপে একখানি পত্র লিখিলেন।

"বৎস, আমার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। সেইজন্য তুমি জমাম্বাকে এই লোকের সহিত মদীয় ভবনে প্রেরণ করিও। যদি কার্য্যগৌরব না থাকে, তাহা হইলে তুমিও এখানে আগমন করিলে আমি যারপরনাই প্রীতিলাভ করিব। জমাম্বা না আসিলে আমায় অতিশয় কষ্টে পড়িতে হইবে, কারণ, বহু কুটুম্ব সমাগত হইলে তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ করা তোমার শ্বশ্রূর পক্ষে অতীব দুরূহ হইবে।" ইতি।

পত্রখানি বিপ্রের হস্তে দিয়া তিনি তাঁহাকে স্বীয় পত্নীর নিকট প্রেরণ করিলেন। বিপ্র গিয়া তাঁহাকে সেই সমস্ত দ্রব্য ও পত্র দিয়া কহিলেন, "আপনার পিতা আমায় প্রেরণ করিয়াছেন।" জমাম্বা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, এবং অতি সমাদরে বিপ্রকে স্নানার্থ উদক আনিয়া

দিলেন। ইত্যবসরে রামানুজ গৃহে আসিলেন। অতি বিনীতভাবে পত্রখানি জমাম্বা রামানুজ-হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "পিতা তোমায় এই পত্র দিয়াছেন।" রামানুজ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন, এবং কহিলেন, "আমার কোনও বিশেষ কার্য্য আছে। গমনে অনেক ক্ষতি হইবে। সুতরাং তুমিই আহারাদি করিয়া এই বিপ্রের সহিত পিত্রালয়ে গমন কর। কার্য্য শেষ হইলে আমিও পশ্চাৎ যাইতে চেষ্টা করিব। শ্বশুর শ্বশ্রূর পদে আমার প্রণাম জানাইও।" জমাম্বা স্বীকৃতা হইলেন।

আহারান্তে পতিপদে প্রণাম করিয়া বিপ্রের সহিত রামানুজ-পত্নী পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন, এবং রামানুজও গৃহত্যাগ করিয়া বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে রামানুজ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "পাপানাং আকরাঃ স্ত্রিয়ঃ। বহু কষ্টে পিশাচিনীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি। হে নারায়ণ, দাসকে শ্রীপাদপদ্মে স্থান দান কর।"

কিয়ৎক্ষণ পরে হস্তিগিরিপতির (বরদরাজ) সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং কহিলেন, "হে নাথ, অদ্য হইতে আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার হইলাম। আমায় গ্রহণ কর।" ইহা কহিয়া কাষায় বস্ত্র ও দণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক বরদরাজের শ্রীপাদপদ্মে স্পর্শ করাইয়া, মন্দিরসম্মুখস্থ অনন্ত সরোবর তীরে গমন করিলেন। স্নানান্তে তথায় আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তন্মধ্যে চিত্তৈষণা, দারৈষণা প্রভৃতি যাবতীয় এষণা আহুতি দিলেন। বরদাবিষ্ট শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ তাঁহাকে সেই সময়, "যতিরাজ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এইরূপে সর্ব্ববিধ এষণা দগ্ধ করিয়া কায়মন ও বাক্যকে সর্ব্বদা বশে রাখিবার জন্য ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলেন। সেই অরুণবসনধারী যতিরাজ সেই সময় নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব স্বীকার।

সামান্য ছলনাবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক ভার্য্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, রামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন, ইহা তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গত হয় নাই। তাহা নহে।

আপদর্থং ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি॥

এই চিরন্তন নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া, আত্মরক্ষার্থ তিনি দারত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বলিতে পার যে, বঞ্চনাবাক্যে ভার্য্যাকে মুগ্ধ করিয়া, তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ সমীচীন হয় নাই। মিথ্যাভাষণ সর্ব্ব কালেই যে দোষাবহ, ইহা নীতিবিশারদগণের মত নহে। সূর্য্য স্থির আছেন ও পৃথিবী ঘুরিতেছে, ইহা মূর্খকে বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা। সুতরাং তাঁহারা বলেন,

মূর্খং ছন্দানুবৃত্তেন, যাথাতথ্যেন পণ্ডিতম্।

মূর্খকে তাহার মতে মত দিয়া, এবং পণ্ডিতকে, যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করিয়া বশে আনয়ন করিবে। শ্রীচৈতন্যদেব জননী শচীদেবীকেই গৃহ-ত্যাগের কথা জানাইয়াছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়াকে নহে। শ্রীমৎ শাক্যসিংহ তস্করের ন্যায় গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। প্রেমময়ী ভার্য্যাকে আপনার মনোভাব কিছুই জানিতে দেন নাই। যদিও বিষ্ণুপ্রিয়া ও গোপা উভয়েই পতিভক্তির আদর্শস্থল ছিলেন, পতির সুখেই তাঁহারা আপনাদিগকে সুখী মনে করিতেন, তথাপি তাঁহারা লোকহিতের জন্য

অবতীর্ণ সাধারণের সামগ্রী মহাপুরুষদ্বয়কে কেবল আপনাদেরই করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া স্বার্থরূপ মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত মোহনিবন্ধন, তাঁহাদিগকে যথার্থ তত্ত্ব জানিতে দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ। জমাম্বা তাদৃশী পতিপরায়ণা ছিলেন না, তিনি তিনবার পতির আদেশ প্রতিপালন করেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে যদি শ্রীরামানুজ আপনার মনের যথার্থভাব কহিতেন, তাহা হইলে এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইত। আত্মসুখ মুখ্য এবং পতিসুখ যাঁহার জীবনের গৌণ উদ্দেশ্য, এরূপ স্বার্থ-পরায়ণা দেহাত্মাভিমানিনী রমণীর কেবল ইহাই ইচ্ছা হয় যে, স্বামী হরিসেবা ত্যাগ করিয়া নিরন্তর তাহারই সেবায় নিরত থাকুন। এরূপ স্থলে, হরিসেবা-প্রসঙ্গই উত্থাপন করা বাতুলতা মাত্র। রামানুজ জমা-ম্বার অন্তরে হরিভক্তির বীজ রোপণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই স্বার্থসিকতাময় উষর ক্ষেত্রে অঙ্কুরোদ্গমের আপাততঃ কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি উপরোক্ত কালের প্রতীক্ষায় ছিলেন। অশ্রু-বারিই স্বার্থসিকতা বিধৌত করিবার একমাত্র উপায়, ইহা তিনি সবি-শেষ জানিতেন, সেই জন্যই তাঁহার গৃহত্যাগ করা। ইহাতে, একদিকে যেমন তাঁহার হরিসেবাসমুৎসুক মন, অহরহ তদ্ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে, অপর দিকে তেমনি, জমাম্বার নয়নে অনুতাপাশ্রু প্রবাহিত করিয়া তদীয় হৃদয়ের উষরতা নাশ করিবে। সুতরাং জমাম্বাকে ছলনা করিয়া শ্রীরামানুজের সন্ন্যাসগ্রহণ অন্যায় হয় নাই।

তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে যে, তিনি যে অদ্বৈত সম্প্র-দায়ের অনুবর্ত্তন করেন নাই, ইহা স্পষ্ট; কারণ, বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বীয় গুরু যাদবপ্রকাশের সহিত উক্ত মত লইয়া বিবাদ করিয়াছেন। তিনি শ্রীশঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত তাৎকালিক কোনও সন্ন্যাসীকে গুরুত্বে বরণ করেন নাই। সাক্ষাৎ সনাতন শ্রীমদ্‌বরদরাজই তাঁহার গুরু হইয়াছিলেন এবং

ভগবানে ঐকান্তিকী ও অহেতুকী ভক্তিই তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের কারণ। তিনি অনন্তচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা শ্রীহরির ধ্যানেই নিযুক্ত থাকিতে ভাল বাসিতেন, এই জন্য তাঁহার পক্ষে সাংসারিক বিষয়ে মনোনিবেশ করা দুরূহ হইয়াছিল। অতএব সংসারত্যাগই ঈদৃশ মহানুভবগণের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। ভক্তিরসে তিনি ইতর সমুদয় রস বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তিমার্গের সন্ন্যাসী বলিতে হইবে।

সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পরেই আবালবৃদ্ধবনিতা এই বার্ত্তায় বিস্মিত হইলেন। ভার্য্যা যুবতী ও পরম রূপলাবণ্যসম্পন্না, আপনিও যুবক এবং পরম রূপবান্। এ অবস্থায় সংসারসুখ পরিত্যাগ করা যে ভোগপরায়ণগণ এক প্রকার অসম্ভব বোধ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। এই জন্য অনেকে তাঁহাকে বাতুল বিবেচনা করিলেন। কেহ কেহ বা তাঁহাকে অবতার পুরুষগণের সহিত তুলনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য কতলোক চতুর্দ্দিক হইতে আসিতে লাগিল। তত্রত্য মঠবাসিগণ তাঁহাকে আপনাদের অধ্যক্ষ করিলেন। তাঁহার গুণাতিশয্য ও পাণ্ডিত্য কাহারও অবিদিত ছিল না। সুতরাং দু একজন শিষ্যও তাঁহার পদপ্রান্ত অধিকার করিতে লাগিল। দাশরথি-নামা তাঁহার এক ভাগিনেয়, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তিনি বেদবেদান্তবিশারদ ও হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন। পরে হারিতগোত্র-সম্ভূত কুরনাথ বা কুরেশ নামা কোনও মহানুভব যুবক তাঁহার দ্বিতীয় শিষ্যের স্থান অধিকার করিলেন। ইঁহার স্মৃতিশক্তি অতুলনীয় ছিল, যাহা একবার শ্রবণ করিতেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। এই দুই শিষ্যের সহিত মঠে উপবিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করতঃ শ্রীরামানুজ যখন আগন্তুকগণের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেন, তখন তাঁহার এক অপূর্ব্ব শোভা হইত।

একদা যাদবপ্রকাশের বৃদ্ধা জননী শ্রীবরদরাজকে দর্শন করিতে আসিয়া শিষ্য রামানুজকে মঠে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার রূপে ও

পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, যদি তাঁহার সন্তান এই মহানুভবের শিষ্যত্ব স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই পরম শান্তিলাভ হইবে। যাদবপ্রকাশ রামানুজের প্রতি পশুর ন্যায় আচরণ করিয়া অবধি মনে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার জননী অবগত ছিলেন। নবীন সন্ন্যাসীর দেবতুল্য বিগ্রহ অবলোকন করিয়া বৃদ্ধা তাঁহাকে বরদরাজের দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং স্থির করিলেন যে, যাদবপ্রকাশকে যদি তিনি উক্ত মহানুভবের পদপ্রান্তে আনিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার পরম মঙ্গল হইবে। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সন্তানের নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন এবং সেইরূপ অনুষ্ঠান করিতে বিশেষরূপে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। যাদব স্বীয় শিষ্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে ভাবিয়া মাতৃবাক্য-পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন উক্ত অপ-সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিতে স্বীকৃত হইল না। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে সহসা কাঞ্চিপূর্ণের সহিত পথে সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তি থাকায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আমার মনে একপ্রকার অশান্তির বাতাস উঠিয়াছে। ইহার উপশম হয় কিরূপে, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন। আপনি শ্রীমদ্‌বরদরাজের মুখস্বরূপ, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ।" ইহাতে কাঞ্চি-পূর্ণ কহিলেন, "অদ্য আপনি গৃহে গমন করুন, কল্য প্রভুর নিকট হইতে সমুদয় তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া আপনাকে কহিব।"

পরদিন কাঞ্চিপূর্ণের মুখ হইতে রামানুজের অসাধারণ মহত্ত্ব, এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে নিজ মঙ্গল সাধিত হইবে শুনিয়া, যাদব-প্রকাশ মঠে যাইয়া রামানুজকে দর্শন করিতে ও তাঁহার সহিত শাস্ত্রা-লাপ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভাবিলেন, মূর্খের ন্যায় একবারে কোনও বিষয়ে বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত নহে। গত রজনীতে স্বপ্নে রামানুজের শিষ্য হইতে তিনি কোনও পুরুষ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

অগ্য আবার কাঞ্চিপূর্ণের মুখেও সেই কথা। কিন্তু তিনি স্বপ্নে বা কথায় ভুলিবার লোক ছিলেন না। এই জন্য আহারান্তে মঠে গমন করিলেন। বাস্তবিকই রামানুজের অমানুষী জ্যোতিঃ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। তথাপি যাঁহাকে শিষ্য বলিয়া ধারণা আছে, তাঁহাকে একেবারে গুরুর আসনে কে সহজে বসাইতে চাহেন ?

যাদবপ্রকাশকে সমাগত দেখিয়া শ্রীরামানুজ সবিশেষ অভ্যর্থনাসহ-কারে তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন। তাঁহার এই সমাদরে তিনি নিরতিশয় প্রীত হইলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর যাদব প্রশ্ন করিলেন, "বৎস, আমি তোমার পাণ্ডিত্য এবং বিনয়ে পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও বাহুদ্বয়ে পদ্ম ও চক্র ধারণ করিয়াছ দেখিতেছি এবং তোমার সগুণ ব্রহ্মোপাসনাই সমীচীন বোধ হয়। ভাল, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইতে পার ?" ইহাতে শ্রীরামানুজ কহিলেন, "এই কুরনাথ নিরতিশয় মেধাবী, ইঁহার সমুদয় শাস্ত্র কণ্ঠস্থ। আপনি ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন। ইনি আপনাকে অনায়াসে ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতে পারিবেন।" যাদব কুরনাথের দিকে কটাক্ষ করিলে, তিনি বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, সামবেদের প্রমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ, ভগবান্ বলিতেছেন, বেদানাং 'সামবেদোঽস্মি।' অতএব প্রথমে আপনাকে সামবেদেরই প্রমাণ দিতেছি।

প্রতে বিষ্ণোরব্জচক্রে পবিত্রে জন্মাম্ভোধিং তর্ত্তবে চর্ষণীন্দ্রাঃ।
মূলে বাহ্বোর্দধতেঽন্যে পুরাণলিঙ্গান্যঙ্গে তারকাণ্যর্পয়ন্তি॥

সেই নরশ্রেষ্ঠগণ ভবসাগর পার হইবার জন্য বাহুমূলে বিষ্ণুর পবিত্র পদ্ম ও চক্র চিহ্ন ধারণ করেন। কেহ কেহ সেই সকল পুরাণ চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করেন।

পবিত্রমিত্যগ্নিঃ। অগ্নির্বৈ সহস্রারঃ। সহস্রারো নেমিঃ। নেমিনা তপ্ততনুর্ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নোতি।

ইতি অথর্ব্বণি।

অগ্নি পরম পবিত্র। তিনি সহস্রদল পদ্মের ন্যায় শোভাশালী। পদ্ম চক্রাকার যন্ত্রতুল্য। অগ্নিদগ্ধ সুতরাং লোহিত উক্ত যন্ত্র প্রয়োগে যাঁহার দেহ উত্তপ্ত হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে বাস করিবার অধিকার-প্রাপ্ত হয়েন।

এভির্বয়মুরুক্রমস্য চিহ্নৈঃ রক্ষিতা লোকে সুভগা ভবামঃ।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে গচ্ছন্তি লাঞ্ছিতাঃ॥

পরাশর সংহিতা।

যাঁহারা চক্রাঙ্কিত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন, আমরাও তাঁহাদের ন্যায় এই সকল বিষ্ণুচিহ্ন দ্বারা রক্ষিত হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে সৌভাগ্য লাভ করিব।

উপবীতাদিবদ্ধার্য্যাঃ শঙ্খচক্রাদয়স্তথা।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ॥

ভীষ্মপর্ব্ব।

ব্রাহ্মণগণ বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ উপবীতের ন্যায় শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্ন ধারণ করিবেন।

হরেঃ পদাকৃতিং আত্মনো হিতায় মধ্যেচ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রম্ যো ধারয়তি স পরস্য প্রিয়োভবতি, স পুণ্যবান্ ভবতি, স মুক্তিমান্ ভবতি॥

মহোপনিষদ্।

যে ব্যক্তি আত্মহিতের জন্য হরিপদাকার মধ্যচ্ছিদ্র অর্থাৎ মধ্যস্থলে অবকাশযুক্ত উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি পরমাত্মার প্রিয়, পুণ্যবান্ ও মুক্তিমান্ হয়েন।

হে পণ্ডিতবর! অতঃপর ব্রহ্ম যে সগুণ, শ্রুতি হইতে তাহার প্রমাণ দিতেছি। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ।" "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" শ্বেতাশ্বতরে। তিনি বিবিধ শ্রেষ্ঠ শক্তি সম্পন্ন। তাঁহার জ্ঞান, বল ও কার্য্য স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

"অপহতপাপ্মা বিজয়ো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্য-

কামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। অর্থাৎ তিনি পাপলেশপরিশূন্য, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা, পিপাসা তাঁহাতে নাই। তিনি যাহা কামনা ও সঙ্কল্প করেন, তাহা কখনও মিথ্যা হয় না।

"নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরং। নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং। নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্ব্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধোদেব একো নারায়ণঃ। একো বৈ নারায়ণ আসীৎ। ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নির্ন যমো ন সূর্য্য ইতি।" নারায়ণই পরম ব্রহ্ম ও পরম তত্ত্ব। এ সমুদয় নারায়ণ ভিন্ন আর কিছু নহে। তিনিই নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ, বিকারবিহীন, নামহীন, শুদ্ধ ও সর্ব্বপ্রকাশক। পূর্ব্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন। তখন, ব্রহ্মা, শিব, পৃথিবী, আকাশ, নক্ষত্র, জল, অগ্নি, চন্দ্র, ও সূর্য্য ইহারা কেহই ছিলেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,

"হরিঃ পরায়ণং পরং হরিঃ পরায়ণং পরম্।
পুনঃ পুনর্বদাম্যহং হরিঃ পরায়ণং পরম্॥"

কুরনাথ এইরূপে ভূরি ভূরি প্রমাণ বেদ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে দিতে লাগিলেন। বাহুল্য ভয়ে এখানে সে সমস্ত লিপিবদ্ধ করিলাম না। তাঁহার মুখ হইতে বৃষ্টির ন্যায় অবিরামধারে শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহ বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া যাদব স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি ইতি পূর্ব্বেই তাঁহাদের সৌজন্য ও সৌন্দর্য্যে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার পূর্ব্ব অত্যাচার, মাতৃবাক্য, কাঞ্চিপূর্ণকথিত শ্রীবরদরাজের অভিপ্রায় প্রভৃতি স্মরণ করতঃ তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সহসা রামানুজের পাদমূলে পতিত হইয়া, নিবারিত হইলেও দৃঢ়ভাবে তদীয় চরণধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "হে রামানুজ, তুমি সত্যই রাঘবের অনুজ। আমি অজ্ঞানে অন্ধ হইয়া তোমার তত্ত্ব জানিতে পারি নাই। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। তুমি কর্ণধার হইয়া এই ভীষণ ভবসিন্ধু হইতে আমাকে

উদ্ধার কর। আমি তোমার শরণাগত হইলাম।" গুরুকে তদবস্থ দেখিয়া রামানুজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখনই তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ের যাবতীয় অশান্তি সমূলে নাশ করিয়া ফেলিলেন।

মাতার আদেশ লইয়া, যাদবপ্রকাশ সেই দিবসই পূর্ব্বশিষ্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। তিনি উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, অঙ্কন, দাস্য, নাম গ্রহণ প্রভৃতি পঞ্চ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া অরুণ বসন ধারণ করতঃ অতীব দর্শনীয় হইলেন, এবং "গোবিন্দদাস" এই নামে স্বীয় গুরু কর্ত্তৃক আহূত হইয়া প্রীতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। ভক্তি-মার্গের উপর তাঁহার স্বাভাবিক দ্বেষ সমূলে উৎপাটিত হইল। তাঁহার বিদ্যাভিমান কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি অন্য এক প্রকারের মানুষ হইয়া গেলেন। তাঁহার নীরস নয়নযুগল অনুতাপাশ্রুর বন্যায় অহরহঃ প্লাবিত হইতে লাগিল। গর্ব্বের পরিবর্ত্তে দৈন্য আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল। তিনি পরম বৈষ্ণব হইলেন। রামানুজের এই অমানুষী শক্তি দেখিয়া লোকে তাঁহাকে নিন্দা করা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার যশঃ-সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বগুরুর দৈন্য ও অনু-তাপ দেখিয়া একদা শ্রীরামানুজ তাঁহাকে কহিলেন, "মহানুভব, আপনার মন নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে আপনি বৈষ্ণবগণের ভূয়সী নিন্দা করিয়াছেন, উক্ত অপযশ অপনয়নের জন্য আপনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, প্রকৃত বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি, তদ্বিষয়ে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করুন, তাহা হইলেই আপনার পূর্ণ শান্তি-লাভ হইবে।"

উক্ত বাক্যানুসারে যাদব অল্পদিবসের মধ্যেই "যতিধর্ম্মসমুচ্চয়" নামক এক অতুলনীয় গ্রন্থ রচনাপূর্ব্বক শ্রীগুরুর পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন অশীতি বর্ষেরও অধিক হইয়াছিল।

ইহার কিছু দিবস পরে তিনি মানবলীলা সম্বরণপূর্ব্বক পরমপদ লাভ করিলেন।

শ্রীরামানুজ এক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য হইয়া নিষ্কণ্টকে সুধীগণের মনো-রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রামানুজভ্রাতা গোবিন্দের বৈষ্ণবমত গ্রহণ।

শ্রীমদ্‌যামুনাচার্য্যের অদর্শনের পর শ্রীরঙ্গমস্থিত মঠ প্রকৃত পক্ষে এক প্রকার নেতৃশূন্য হইয়া রহিয়াছিল। যদিও মহাপূর্ণ ও বররঙ্গ সেই অতুলনীয় মহাপুরুষের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন, তথাপি তাঁহারা ও তদীয় অন্যান্য শিষ্যগণ সর্ব্বদাই সেই সর্ব্বশাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ, ঈশ্বরানুরাগময়বিগ্রহ, সৌম্যদর্শন মহানুভবের অভাব স্ব স্ব হৃদয়ে অনুভব করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে উক্ত অভাব-পূরণের এক বলবতী আশা জাগরূক ছিল। গুরুমুখে সকলেই শ্রীমদ্‌রামানুজের ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছিলেন। রামানুজ যে অবতার পুরুষ, ইহা তিনি বার বার স্বীয় শিষ্যদিগকে কহিয়াছিলেন। তাঁহাকে আনয়নের জন্য মহাপূর্ণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই ভক্তাগ্রগণ্য বহু দিবস রামানুজালয়ে বাস করিয়া তাঁহাকে তামিল প্রবন্ধমালায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি সস্ত্রীক শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল, রামানুজকে সমভিব্যাহারে লইয়া আইসেন। কিন্তু সহসা স্থান ত্যাগ করায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ইতিমধ্যে লোকমুখে যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার দেবপ্রতিম শিষ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তখনই তিনি শেষশায়ী শ্রীমদ্‌রঙ্গনাথের পাদমূলে গমনপূর্ব্বক করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, "হে শরণাগতপালক, পরিপূর্ণ, পরব্রহ্ম, তুমি সকলেরই পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া থাক। শ্রীমদ্‌রামানুজকে আপনার পাদমূলে আনয়ন করিয়া আমাদের মহান্ অভাব পূর্ণ কর।"

প্রেমগদ্‌গদচিত্তে এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর তিনি শ্রীমদ্‌ভগবৎকর্ত্তৃক এইরূপে প্রত্যাদিষ্ট হইলেন, "বৎস মহাপূর্ণ, তুমি দেবগানবিশারদ বর-রঙ্গকে কাঞ্চীপুরপতি শ্রীমদ্‌বরদরাজের নিকট পাঠাও। তিনি নিরতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়। বররঙ্গের গানে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলে সে যেন তাঁহার নিকট শ্রীরামানুজকে ভিক্ষা চায়। তদীয় অনুমতি ব্যতিরেকে যতিরাজ * কখনও তাঁহার পাদমূল পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।"

মহাপূর্ণ এইরূপে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া অনতিবিলম্বে বররঙ্গকে কাঞ্চী-পুরে পাঠাইলেন। তথায় গমন করিয়া বররঙ্গ শ্রীমদ্‌বরদরাজকে সঙ্গীত দ্বারা এরূপ সন্তুষ্ট করিলেন যে, গায়কবর শ্রীরামানুজকে ভিক্ষাস্বরূপ চাহিলে, ত্রিলোকপতি প্রিয়ভক্তের বিরহ নিরতিশয় দুঃসহ হইলেও, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। বররঙ্গ যখন রামানুজকে শ্রীরঙ্গনাথের পাদমূলে আনয়ন করিলেন, মঠবাসী বিশুদ্ধস্বভাব বৈষ্ণবগণ ও যাবতীয় নগরবাসীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। শ্রীরঙ্গনাথ শেষশায়ী তাঁহাকে উভয়-বিভূতি-পতি করিলেন, অর্থাৎ সন্তপ্তের সন্তাপ-নিবারণ এবং ভক্ত-প্রতিপালনক্ষমতা তাঁহাকে দান করিলেন। এই বিভূতিদ্বয়যুক্ত হইয়া যতিরাজ শ্রীরামানুজ এক অপূর্ব্ব দিব্য শোভায় শোভান্বিত হইলেন। দলে দলে বৈষ্ণবগণ দেশদেশান্তর হইতে আসিয়া তাঁহার পদযুগল স্পর্শ-করতঃ আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার বদন হইতে শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সকলে তাঁহাকে আদর্শ বৈষ্ণব বলিয়া ধারণা করিলেন।

এই সময় তাঁহার মন পরমাত্মীয় গোবিন্দের জন্য চঞ্চল হইল। যে গোবিন্দ তাঁহাকে প্রাণনাশকর যাদবপ্রকাশের দুরভিসন্ধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, যাঁহার সরলতা, ভগবদ্ভক্তি ও পাণ্ডিত্য সহপাঠিগণ ও স্বীয় গুরুকে মুগ্ধ করিয়াছিল, যাঁহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া

* শ্রীরামানুজাচার্য্য।

ভূতনাথ বাণলিঙ্গাকারে সেবা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই প্রাণের বন্ধুকে আপনার দিব্য সুখের ভাগী করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইল। কিরূপে তাঁহাকে কালহস্তী হইতে আনয়ন করিবেন, ইহাই তিনি ধ্যান করিতে লাগিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে তাঁহার স্মরণ হইল যে, পরম বৈষ্ণব শ্রীশৈলপূর্ণ কালহস্তীর অনতিদূরে শ্রীশৈলে ভগবৎসেবার্থ বাস করিতেছেন। তদ্দ্বারা গোবিন্দকে বৈষ্ণব মতে আনয়ন করিতে পারিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে। এইরূপ সঙ্কল্প করতঃ, তিনি শ্রীশৈলপূর্ণকে এক লিপি প্রেরণ করিলেন। সেই পরম ভাগবত পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া সশিষ্যে তখনই কালহস্তিসমীপবর্ত্তী এক বিপুল সরোবরতীরে অবস্থান করিলেন।

গোবিন্দ প্রতিদিন পুষ্পাবচয়ন ও স্নানার্থ উক্ত সরোবরতীরে আসিতেন। সুতরাং পরদিবস যথারীত্যনুসারে আসিয়া দেখেন যে, এক দিব্যকান্তি শ্বেতশ্মশ্রু বৈষ্ণব কতিপয় শিষ্যের সহিত তথায় শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। তিনি তৎশ্রবণমানসে সমীপবর্ত্তী পাটলি বৃক্ষে পুষ্প-চয়নার্থ আরোহণ করিলেন, এবং যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে উক্ত বৈষ্ণবের উপর বিশেষ ভক্তির সঞ্চার হইল। বৃক্ষ হইতে অব-রোহণ করিয়া স্নানার্থ গমন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীশৈলপূর্ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাত্মন্, কাহার সেবার জন্য কুসুম চয়ন করিলে, জানিতে পারি কি?" শিবপূজার্থে চয়ন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে মতিমান্, যিনি সংসার সর্ব্বদুঃখের মূল জানিয়া যাবতীয় ভোগবাসনাকে ভস্মে পরিণত করিয়া তদ্দ্বারাই আপনাকে ভূষিত করিয়া বিভূতিভূষণ নাম ধারণ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী নারা-য়ণের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্মশানকেই আপনার আবাসভূমি করিয়াছেন, কুসুমাদি ভোগসামগ্রী সমুদয় তাঁহার কিরূপে প্রিয় হইতে পারে? যিনি স্বাভাবিক অনন্ত কল্যাণগুণসমূহের আকর, যাঁহার পরম পবিত্র হৃদয়কমল হইতে এই পবিত্র সর্ব্বকল্যাণকর আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় জীবনিবহের

নিবাসভূমি সংসার জন্মলাভ করিয়াছে, সেই অনাদি বিষ্ণুরই শ্রীপাদপদ্মে ঐ সকল সুন্দর কুসুম শোভা পায়। তুমি বুদ্ধিমান্ হইয়াও শিবসেবার্থ পুষ্পাহরণ করিয়াছ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।" গোবিন্দ ইহাতে উত্তর করিলেন, "মহাত্মন্, আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমার এতদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। ভগবানের সেবাদ্বারা আমরা আপনাদেরই উপকার করি, তদ্দ্বারা তাঁহার কোনও উপকার সংসাধিত হয় না। যিনি সমস্ত জগতের অধিনায়ক, তাঁহাকে আমরা কি দিতে পারি? সমস্তই তাঁহার অধিকৃত। অতএব যিনি ত্রিলোকের মঙ্গল-বিধানার্থ স্বয়ং বিষপান করিয়া চরাচর নিখিল জগৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পরমমঙ্গলনিদান সদাশান্তমূর্ত্তি শঙ্কর নিজ দাসের নিকট হইতে কি দ্রব্য অভিলাষ করিবেন? ভক্তিই তাঁহার একমাত্র আদরের ধন। তিনি অস্মদাদির নিকট হইতে ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই চাহেন না। সচন্দন কুসুমদাম দিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অর্চ্চনা করিলে আমাদের ভগবদ্বিষয়িনী প্রীতি প্রবর্দ্ধিতা হয়, এই জন্যই পূজা প্রভৃতির আবশ্যকতা।" শ্রীশৈলপূর্ণ ইহাতে কহিলেন, "হে মহাত্মন্, তোমার ভক্তি ও নম্রতায় যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করিলাম। তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য। সর্ব্বাধিকারী সর্ব্বস্বামীকে কে কি দান করিতে পারে? দৈত্যরাজ বলির দাতৃত্বাভিমান যিনি বামনরূপে নাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর কিছুই সমর্পণ করা যায় না। এই সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মসমর্পণই পরা পূজা। ইহার বলেই তিনি বামনরূপী ভগবানকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বল দেখি, ভগবানের এ লীলা কেমন? তুমি এই লীলাময় হরির উপাসনা ছাড়িয়া লীলাদ্বেষী শঙ্করের উপাসনা করিলে এই মধুর রস হইতে বঞ্চিত হইবে। এতদ্ভিন্ন তোমার বৈষ্ণব বংশে জন্ম, সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্মই তোমার অনুসরণীয়। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' এই ভগবদুক্তি স্মরণ কর।" ইহাতে গোবিন্দ উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আপনি হরিহর ভেদজ্ঞান করিতেছেন

কেন? ঘণ্টাকর্ণের ন্যায় ভক্তি কখনও প্রশস্ত নহে, শাস্ত্রের এইরূপ অভিপ্রায়।"

প্রতিদিনই প্রাতঃকালে এইরূপ বাদানুবাদ চলিত। কথিত আছে যে, অবশেষে গোবিন্দ শৈবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণ তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষিত হইয়া গোবিন্দ রামানুজ-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহারই নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দাক্ষিণাত্যে শৈব-বৈষ্ণবের নিত্য কলহ। বৈষ্ণব দর্শন বা সম্ভাষণ করিলে শৈব স্নান করিয়া আপনাকে শুদ্ধ জ্ঞান করেন। বৈষ্ণবেরও ঐ রীতি। ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গেলে এরূপ বোধ হয় যে, নৈষ্ঠিকী ভক্তি সাধন করিতে গিয়া অনেকে মতিবৈষম্যবশতঃ এই শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হয়েন। নৈষ্ঠিকী ভক্তি না হইলে ভগবদ্দর্শন হয় না। শ্রীমহাভারতে* উপমন্যুর উপাখ্যান পাঠ করিলে ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

উপমন্যু ঋষিতনয়। একদা স্বীয় অনুজ ও অন্যান্য ঋষিবালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে দুগ্ধবতী ধেনুকে দোহন করিতে দেখিয়া তাঁহার দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন ভোজনে ইচ্ছা জন্মিল। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মাতাকে দুগ্ধান্নের কথা কহিলে সন্তানবাৎসল্যহেতু মাতা দুগ্ধ না থাকিলেও পিষ্টতণ্ডুলসমন্বিত অন্ন দুগ্ধান্ন বলিয়া ভোজনার্থ দিলেন। উপমন্যু তাহা আস্বাদনপূর্ব্বক দুগ্ধের মধুর স্বাদ না পাইয়া কহিলেন, "মা, ইহা ত দুগ্ধান্ন নহে; আমি পূর্ব্বে একবার পিতার সহিত কোনও যজ্ঞস্থলে গিয়া দুগ্ধ পান করিয়াছিলাম। আহা, তাহা কতই মধুর! ইহা ত সেরূপ নহে।" মাতা ইহা শুনিয়া কহিলেন, "বৎস, আমরা তপস্বিনী, কোথায় ক্ষীর পাইব? যদি তোমার দুগ্ধান্ন ভোজনের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ভূতনাথ দেবদেব শঙ্করের শরণাগত হও। তাঁহার প্রসাদে চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়।" তচ্ছ্রবণে উপমন্যু কহিলেন, "সেই শঙ্করের

* অনুশাসনপর্ব্ব, চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

দর্শন কোথায় পাওয়া যাইবে? তাঁহার রূপই বা কি প্রকার?" মাতা কহিলেন, "বৎস, নিবিড় বনে তপস্যা আশ্রয় করিয়াই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। চরাচর বিশ্বই তাঁহার স্বরূপ। তিনি বৃষভবাহন, শ্বেতকায়, প্রসন্নবদন। তাঁহাকে দর্শন করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তিনিই শঙ্কর, কারণ, তিনি স্বপ্রকাশ। সূর্য্য যেরূপ যুগপৎ আপনাকে ও জগৎকে প্রকাশ করেন, তিনিও সেইরূপ আপনাকে ভক্তসমক্ষে প্রকাশ করেন।" ইহা শুনিয়া উপমন্যু তৎক্ষণাৎ মাতার অনুমতি-গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার পাদদ্বয় বন্দনা করিয়া বনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। নির্জ্জন শান্তরসময় প্রসন্নসলিল বনান্তরে উপনীত হইয়া তিনি কঠোর তপস্যায় বহুবৎসর কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার ঐকান্তিকতায় তুষ্ট হইয়া দেবদেব ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্রের রূপে তাঁহার দর্শনপথে উপনীত হইলেন ও তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস, আমি দেবরাজ ইন্দ্র, তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বরদানার্থ আগমন করিয়াছি। যথেপ্সীত বর প্রার্থনা কর।" ইহাতে উপমন্যু সবিনয়ে সসম্ভ্রমে কহিলেন, "হে দেবরাজ, আমি শিবদর্শন-কামনায় তপস্যা করিতেছি। শিব ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট বর প্রার্থনা করি না। আপনাকে নমস্কার, আপনি স্বর্গে প্রতিগমন করুন।

পশুপতিবচনাৎ ভবামি সদ্যঃ কৃমিরথবা তরুরপ্যনেকশাখঃ।
অপশুপতিবরপ্রসাদজা মে ত্রিভুবনরাজ্যবিভূতিরপ্যনিষ্টা॥
অপি কীটপতঙ্গো বা ভবেয়ং শঙ্করাজ্ঞয়া।
ন তু শক্র ত্বয়া দত্তং ত্রৈলোক্যমপি কাময়ে॥

ভূতপতি শঙ্করের আদেশে আমি এখনই কৃমি বা বহুশাখ বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও বরপ্রসাদে ত্রিভুবনের রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য পাইতে ইচ্ছা করি না। শঙ্করাদেশে কীট পতঙ্গ হইতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু হে ইন্দ্র, ত্বদ্দত্ত ত্রৈলোক্যও কামনা করি না!"

ভূতপতি এইরূপে পরীক্ষা করিয়া যখন তাঁহার ঐকান্তিকী নৈষ্ঠিকী ভক্তির বিষয় অবগত হইলেন, তখন তিনি স্বীয় বিশ্বমোহনরূপে তাঁহাকে

দর্শন দিয়া যথেপ্সীত বরদান করিলেন। অধিকন্তু তাঁহাকে অমরত্ব, চির-যৌবনত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি দান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। এই আখ্যা-য়িকাটি দ্বারা একনিষ্ঠ ভক্তির মহীয়সী শক্তি অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়। পুরাণেতিহাস প্রভৃতিতে এরূপ ভূরি ভূরি ঘটনা বর্ণিত আছে। নিরা-কার সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের উপাসনা করিতে গেলে যে ভক্তির আবশ্যক হয়, তাহা জ্ঞানমিশ্রাভক্তি নামে অভিহিত। তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্তা; তাঁহার স্বরূপ জানিবার জন্য যে প্রবল অনুরাগ বা জিজ্ঞাসা হয়, তাহাই জ্ঞানমিশ্রাভক্তি। বেদাদি শাস্ত্র তাঁহা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে এবং তিনি বেদাদি শাস্ত্র দ্বারাই বেদ্য। স্বাধ্যায়, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতির অভ্যাস-পূর্ব্বক উপাসনাপর হইলে কালক্রমে তাঁহার মোহ বিদূরিত হইয়া যায় এবং তিনি ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করেন।

সাকার উপাসকের ভক্তি অন্য প্রকার। ইহা শুদ্ধাভক্তি নামে অভি-হিত। এই শুদ্ধাভক্তি দুই প্রকার,—বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বহুবিধ উপচার দ্বারা পূজা, জপ, হোম, ধ্যানাদি দ্বারা যে ভক্তির বিকাশ হয়, তাহা বৈধী। এই বৈধী ভক্তি ক্রমে গাঢ় অনুরাগ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে রাগানুগা নামে কথিত হয়। এই ভক্তির বিকাশে উপাস্য পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য-ভাব একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়, ভগবান্‌কে পরমাত্মীয় জ্ঞান হয়। ঈদৃশ ভক্ত তাঁহাকে, প্রভুভাবে, পুত্রভাবে, সখাভাবে বা স্বামিভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহাপেক্ষা মহত্তরা ভক্তি আর নাই। ইহার চরমাবস্থা প্রেমা নামে অভিহিত। ভক্তের হৃদয় যখনই প্রেমদ্বারা উদ্ভাসিত হয়, তখনই তিনি আপনার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। যশোদা বাৎসল্য-ভাবের, মারুতি দাস্যভাবের, ব্রজবালকগণ সখ্যভাবের এবং গোপবালাগণ মধুরভাবের আদর্শ। এই প্রেমভক্তিবলে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী

অখণ্ডসচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ বিগ্রহবান্ হইয়া নরাকার ধারণ করতঃ কখনও কখনও বা পুত্ররূপে, কখনও বা প্রভুরূপে, কখনও বা সখারূপে, কখনও বা পতিরূপে ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করেন। ঐকান্তিকতা, অব্যভিচারিতা, প্রগাঢ় নিষ্ঠাই ইহার জীবনীশক্তি। সাধকভক্ত যদি প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়া আপনাকে কৃতকৃত্য করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মনের যাবতীয় বৃত্তিগুলি নিরোধ করিয়া একমাত্র স্বীয় হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরেই তন্ময়তা লাভ করিতে হইবে। তাঁহার ভিন্ন, অন্য কাহারও রূপ যেন উক্ত সাধককে আকর্ষণ না করে। প্রেমভক্তি-লাভের ইহাই একমাত্র পথ।

যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সাধক যদি গাঢ় অনুরাগবিশিষ্ট না হইয়া এই ভক্তিলাভের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত দাক্ষিণাত্যের শৈব বা বৈষ্ণব তুল্য হইতে হইবে। ধাবমান মত্তহস্তীর পদতলে প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃ, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী শিবমন্দিরে আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করা বৈষ্ণবোচিত কর্ম্ম নহে, ইহাই দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক বৈষ্ণবের ধারণা। যে প্রেমভক্তি ভগবৎসাক্ষাৎ-কারের একমাত্র উৎকৃষ্টতম দ্বার, তাহার নামগ্রহণপূর্ব্বক কত লোক যে অজ্ঞানতমঃসমাচ্ছন্ন হিংসাদ্বেষসঙ্কুল উৎপীড়ন, অত্যাচার, নরশোণিত-পাত প্রভৃতি বীভৎস ও ভয়ঙ্কর রৌদ্ররসময় রাক্ষসাচারের অবতারণা করিতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি-বশতঃ মানবসন্তান পিশাচের ন্যায়, হিংস্র পশুর ন্যায় আচরণপূর্ব্বক দুঃখময় সংসারকে আরও দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে।

অজ্ঞান-নিবন্ধন এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা, তৎসম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণের প্রতি অত্যাচার করা ইত্যাদিকে ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া মনে করে। বর্ত্তমান শতাব্দীর মানবগণ আপনাদিগকে প্রাচীন লোকদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নত মনে করেন, কিন্তু ধর্ম্মের নাম করিয়া নরশোণিতে ধরিত্রীবক্ষ কলঙ্কিত করা পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল,

এখনও সেইরূপ আছে। সুতরাং তাঁহাদের যে কি বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, ইহা স্থির করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবপ্রদর্শিত পথের পথিক হইলে মানবসন্তানকে আর হিংস্র পশুর ন্যায় আচরণ করিতে হইবে না। এই মহানুভব, সকল ধর্ম্মকেই ভগবৎপাদমূলে লইয়া যাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মজিজ্ঞাসুমাত্রেরই শ্রীগীতোক্ত "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" এই শ্রীকৃষ্ণবাক্যটি বিশেষ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণোক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি সর্ব্বধর্ম্মই সত্য, তাহা হইলে যে কোন ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহার উত্তরে উক্ত মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একবাক্যে বলেন, একমাত্র স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য; তদ্দ্বারাই গন্তব্য স্থানে যাওয়া যায়।

ইহা সহজে বোধগম্য করাইবার জন্য তিনি কূপখনকের আচরণ দৃষ্টান্তস্বরূপে বলেন। "একজন কূপ খনন করিতেছে। কূপটি প্রায় দশ হস্ত পরিমিত গভীর হইয়াছে, এমন সময়ে অন্য একজন আসিয়া কহিল, "কেন মিথ্যা পরিশ্রম করিতেছ? এখানে শত হস্ত গভীর করিলেও কূপ হইতে জল পাইবে না। আইস, আমি অন্য স্থান দেখাইতেছি। খনক তদীয় বাক্যানুসারে তন্নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমনপূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিল, কিন্তু কূপ বিংশ হস্ত গভীর হইলেও, জলবিন্দু লক্ষিত হইল না। ইত্যবসরে অন্য একজন আসিয়া কহিল, "ভাই, এখানে খনন করিবার কুপরামর্শ কে তোমায় দিল? সমস্ত জীবন ধরিয়া যদি খনন কর, তাহা হইলেও জলবিন্দু-লাভের সম্ভাবনা নাই। আমি তোমায় অন্য এক সুন্দর স্থান দেখাইতেছি আইস। অত্যল্প পরিশ্রম করিলেই সেখানে সফলকাম হইবে।" তদ্‌বাক্যানুসারে সে তৎকথিত স্থানে গমনপূর্ব্বক খনন আরম্ভ করিল। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, যাইতে

লাগিল। কূপ ত্রিংশৎ হস্ত গভীর হইয়াছে, কিন্তু জল কোথায়? হতাশ হইয়া আপনার অদৃষ্টকে বারম্বার ধিক্কারপূর্ব্বক সেই দুর্মন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তি খননকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তাহার পরিশ্রমই সার হইল, কোনও ফল হইল না। এতাবৎ কালে সে প্রায় ষষ্টি হস্ত খনন করিয়াছে; যদি একস্থানে ঐরূপ করিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তাহার পরিশ্রম সফল হইত।"

ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশেরও এই নিয়ম। একটি ধর্ম্ম বা মতকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিলে কালে তদ্দ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। স্বধর্ম্ম আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ, কারণ, তাহা প্রকৃতিগত বলিয়া তদ্দ্বারা সহজে স্বীয় উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া পরধর্ম্মে দোষদর্শন করা মহা ক্ষুদ্রচিত্তের লক্ষণ। হীনবুদ্ধিগণ অহঙ্কারসমাচ্ছন্ন হইয়া মহামোহবশতঃ স্ব স্ব সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়সমূহে কোনও উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারে না। এই সঙ্কীর্ণমনা নরপশুগণই জগতের যাবতীয় উৎপাতের কারণ। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করিবেন? তদুত্তরে উক্ত মহাত্মা বলেন, শ্বশুরগৃহে থাকিয়া বধূ যেরূপ স্বীয় শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর প্রভৃতিকে ভক্তি, মান্য ও শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু স্বীয় পতির সহিতই অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধা থাকেন, সেইরূপ প্রকৃত ধার্ম্মিক অন্যান্য ধর্ম্মসমুদয়কে ভক্তি, মান্য ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বধর্ম্মের সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ আর কোনও ধর্ম্মের সহিত হইতে পারে না। এরূপ করিলেই তাঁহার শুদ্ধাভক্তি লাভ হইবে ও তদ্দ্বারা তিনি ভগবৎ সাক্ষাৎকার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিবেন।

এই অব্যভিচারিণী নৈষ্ঠিকী ভক্তি স্বধর্ম্মপ্রতিপালন দ্বারা গোবিন্দের হৃদয়ে বিকসিত করাইবার জন্যই শ্রীরামানুজ শ্রীশৈলপূর্ণ দ্বারা তাঁহাকে স্বীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করাইয়াছিলেন। অতএব রামানুজ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির বশবর্ত্তী হইয়া যে উক্ত কর্ম্ম করেন নাই, ইহা স্পষ্ট। গোবিন্দকে

স্বপার্শ্বে পাইয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি অচির-কাল মধ্যেই স্বীয় বন্ধুকে শান্তির অমৃতময় সাগরে নিমজ্জিত করিলেন। প্রেমভক্তিপরিশুদ্ধ গোবিন্দহৃদয়ে অনতিবিলম্বেই সর্ব্বলোকললামভূত শ্রীমন্নারায়ণের দিব্য রূপ উদিত হইল। তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া বিশুদ্ধানন্দের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইলেন।

শ্রীরঙ্গমস্থ মঠ স্বর্গদ্বারস্বরূপ হইয়া এইরূপে যে কত শত সন্তপ্ত-হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চনপূর্ব্বক দেবদুর্লভ আনন্দের তরঙ্গে তাহাদিগকে ভাসা-ইয়াছিল, তাহা গণনা করা যায় না। শ্রীরামানুজের জীবহিতচিকীর্ষা কিরূপ বলবতী ছিল, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনা পাঠ করিলে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

গোষ্ঠিপূর্ণ।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক রামানুজ মহাপূর্ণকে আপনার গুরুরূপে পাইয়া শ্রীযামুনাচার্য্য-জনিত শোক বিস্মৃত হইলেন। তিনি আদর্শ শিষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়া শিষ্যকর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শরীরং বসু বিজ্ঞানং বাসঃ কর্ম্মগুণান্ অসূন্।
গুর্ব্বর্থং ধারয়েদ্ যস্তু স শিষ্যো নেতরঃ স্মৃতঃ॥

যিনি শরীর, ধন, জ্ঞান, বসন, কর্ম্ম, গুণ ও প্রাণ স্বীয় গুরুর জন্যই ধারণ করেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য, অন্যে নহে। রামানুজ এইরূপ শিষ্যই ছিলেন। মহাপূর্ণের নিকট ন্যাসতত্ত্ব, গীতার্থসংগ্রহ, সিদ্ধিত্রয়, ব্যাসসূত্র, পঞ্চরাত্রাগম প্রভৃতি অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভায় মহাপূর্ণ মোহিত হইয়া স্বীয় সন্তান পুণ্ডরীককে তাঁহার শিষ্য করিয়া দিলেন; এবং তাঁহাকে কহিলেন, বৎস, এখান হইতে কিছুদূরে তিরু-কোট্টির বা গোষ্ঠিপুর নামে এক বর্দ্ধিষ্ণু নগর আছে। তথায় গোষ্ঠিপূর্ণ নামে এক পরম ধার্ম্মিক পণ্ডিত বাস করেন। তাঁহার ন্যায় পরম বৈষ্ণব আর এ অঞ্চলে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি তুমি অর্থসহিত বৈষ্ণবমন্ত্র অবগত হইতে চাও, তাহা হইলে তিনি ভিন্ন আর কেহ তোমায় তাহা শিক্ষা দিতে পারিবেন না। অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া যাহাতে অচিরে মন্ত্রলাভ করিতে পার, তাহার জন্য যত্নশীল হও। ইহা শুনিয়া শ্রীরামানুজ তৎক্ষণাৎ গোষ্ঠিপুরে গমন করিলেন, এবং গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দন করতঃ স্বীয়

অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি কহিলেন, "অন্য এক দিন আসিও, দেখা যাইবে।" ইহাতে রামানুজ ক্ষুণ্ণ হইয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। ইহার দুই একদিন পরে শ্রীরঙ্গমে মহান্ উৎসব উপলক্ষে গোষ্ঠিপূর্ণ ভগবদর্চ্চনার্থ তথায় উপনীত হইলেন। কথিত আছে যে, কোনও রঙ্গনাথের সেবক ভগবদাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি রামানুজকে সরহস্য মন্ত্র উপদেশ দিও। কারণ, তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ আধার আর কুত্রাপি পাইবে না।" ইহাতে গোষ্ঠিপূর্ণ উত্তর করিলেন, "হে প্রভো, আপনিই নিয়ম করিয়াছেন যে,

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে দেয়ং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥

অগ্রে কিঞ্চিৎ কাল তপস্যাদি না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। অশুদ্ধ চিত্তের মন্ত্রধারণক্ষমতা কিরূপে সম্ভবে?" ইহাতে এই উত্তর হইল, "পূর্ণ, তুমি ইঁহার পবিত্রতার বিষয় অবগত নহ, তাই এরূপ বলিতেছ। ইনি সর্ব্বজনপাবন, ইহা পরে জানিতে পারিবে।"

শ্রীরামানুজ ইহার পর পুনরায় গোষ্ঠিপূর্ণের পদমূলে উপনীত হইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। এইরূপে তিনি অষ্টাদশ বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। ভাবিলেন, "আমার ভিতর নিশ্চয়ই কোন মালিন্য আছে, এই জন্যই দেশিকেন্দ্র কৃপা করিতেছেন না।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কতিপয় লোক আসিয়া এই বার্ত্তা গোষ্ঠিপূর্ণকে জানাইলে তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি রামানুজকে লোকদ্বারা আনাইয়া তাঁহাকে সরহস্য মন্ত্ররাজ দান করিলেন, এবং কহিলেন "এক শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন ইহার মাহাত্ম্য আর কেহ অবগত নহে। আমি তোমায় মহান্ আধার বলিয়া জানি, সেই জন্যই ইহা তোমায় দান করিলাম। কলিকালে ইহার অধিকারী আর দ্বিতীয় কাহাকেও দেখিতে পাই না। যে কেহ ইহা শ্রবণ করিবে, সে নিশ্চয়ই দেহান্তে মুক্তিলাভপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে

গমন করিবে। সুতরাং ইহা আর কাহাকেও দিও না।” শ্রীরামানুজ শ্রীগুরুবাক্য শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র বাসনা পূর্ণ হইল। মন্ত্রশক্তিতে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। তাঁহার বদনসুধাকর একপ্রকার অলৌকিক কান্তি ধারণ করিল। পরম নির্ব্বৃতিলাভপূর্ব্বক তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন ও স্বীয় গুরুদেবের চরণে বার বার সাষ্টাঙ্গপ্রণামপূর্ব্বক আপনাকে পরম ভাগ্য-বান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

শ্রীগুরুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া তিনি শ্রীরঙ্গমের দিকে যাইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল। তিনি গোষ্ঠি-পুরস্থ শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের মহোচ্চ দ্বার লক্ষ্য করিয়া, তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; এবং পথিমধ্যে যাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহাকে এই বলিয়া আমন্ত্রণ করিলেন, “মন্দিরসমীপে আইস, আমি তোমায় এক অমূল্য রত্ন দান করিব।” তাঁহার উল্লসিত মুখশ্রী, অমানুষীভাব, সারল্য-ময় বচনবিন্যাস, ব্রহ্মণ্যতেজোময়ী দিব্য কান্তি দর্শনপূর্ব্বক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার অনুগামী হইলেন। ক্রমে সমস্ত নগরে এই জনরব উঠিল যে, এক মহাপুরুষ স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া মন্দিরসমীপে অবস্থান করিতেছেন এবং যে যাহা চাহিতেছে, তাহাকে তাহাই দিতেছেন। এই জনরবে আকৃষ্ট হইয়া যিনি যেরূপ অবস্থাতে ছিলেন, তিনি সেই অবস্থাতেই মন্দিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এক দণ্ডের মধ্যে নগরস্থ ও নগরপার্শ্বস্থ যাবতীয় নরনারী উপস্থিত। সেই মহতী জনতা সন্দর্শনে রামানুজের হৃদয়ে অসীম প্রেমসিন্ধু আনন্দবাত্যা-বিতাড়িত হইয়া তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল; তিনি সমাগত শিষ্যদ্বয়, দাশরথি ও কুরেশকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকেও উক্ত আনন্দের অংশী করিলেন। পরে গোপুর বা মন্দিরদ্বারে আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে কহিলেন, “প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তম ভাই ভগিনীগণ, তোমরা যদি

এই মুহূর্ত্তে সংসারের যাবতীয় জালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে চিরকালের জন্য মুক্তি লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাদের জন্য আমি যে মন্ত্ররত্ন সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, তাহা আমার সহিত বারত্রয় উচ্চারণপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হও।" ইহাতে সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "বলুন, কৃতার্থ করুন, আমরা প্রস্তুত।" তখন, যামুনমুনির হৃদ্গতভাবের একমাত্র মর্ম্মজ্ঞ, উভয়বিভূতিপতি, সর্ব্বসন্তাপহারী, সর্ব্বজনপ্রিয়, বাৎসল্যপয়োনিধি, জীবদুঃখাসহিষ্ণু, হতাশ-তমসাচ্ছন্নের ভাস্করস্বরূপ, লক্ষ্মণাবতার শ্রীরামানুজ স্বীয় আনন্দময় হৃদয়ের গম্ভীরতম প্রদেশ হইতে বজ্রনির্ঘোষে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মহামন্ত্রের অবতারণা করিলেন। নিরতিশয় ক্ষুধাতুর যদ্রূপ আগ্রহের সহিত অন্নরস গ্রহণ করে, সেই মহতী জনতা তদ্রূপ আগ্রহের সহিত সেই সর্ব্বসুখনিধান মহামন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক কোটি বজ্রনির্ঘোষে এককালে তাহা উচ্চারণ করিল। শ্রীরামানুজের সহিত এইরূপ আর দুইবার বলিয়া সকলে স্থির হইল। অহো! মন্ত্রের কি প্রভাব! তৎকালে অবনী যেন বৈকুণ্ঠের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। আবালবৃদ্ধবনিতার আনন্দোদ্ভাসিত মুখমণ্ডল দ্বারা এরূপ বোধ হইতেছিল, যেন দুঃখ-মালিন্য চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। যাঁহারা অর্থাগম, বা অন্য কোন সাংসারিক বাসনার পরিপূর্ত্তি-প্রত্যাশায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কাচখণ্ডসংগ্রহেচ্ছুর সহসা হীরকখণ্ডলাভজনিত মহানন্দের ন্যায় নিত্যানন্দ লাভ করিয়া অর্থ বা সংসারের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন। দিব্যানন্দে নিমগ্ন হইয়া সকলে দেবতুল্য হইয়াছিলেন। এইজন্য পৃথিবীও সেই সময় স্বর্গতুল্য হইয়াছিল। রামানুজ-শ্রীচরণোদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করতঃ জনতা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন শিষ্যদের সমভিব্যাহারে গোপুর হইতে অবরোহণপূর্ব্বক শ্রীরামানুজ গোষ্ঠিপূর্ণের শ্রীপাদপদ্ম পূজামানসে তদ্গৃহোদ্দেশে গমন করিলেন।

ইতিমধ্যে অন্যান্য শিষ্যের মুখে গোষ্ঠিপূর্ণ রামানুজবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি রুষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং শিষ্যদ্বয়ের সহিত যতিরাজ যখন তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, তিনি ক্রোধবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তারস্বরে কহিলেন, "দূর হও নরাধম, মহারত্ন তোমার ন্যায় নর-পশুকে দিয়া আমি মহাপাপ করিয়াছি, আবার কেন তোমার মুখদর্শনজনিত মহাপাপে আমায় লিপ্ত করিতে আসিয়াছ? তোমার ন্যায় পিশাচের নরকেও স্থান হওয়া দুষ্কর।" রামানুজ ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া অতিবিনীতভাবে কহিলেন, "মহাত্মন্, নরকবাসের জন্য প্রস্তুত হইয়াই আমি আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি। আপনার বাক্যানুসারে যে কেহ উক্তমন্ত্র শ্রবণ করিবে, তাহার পরমাগতি লাভ হইবে। উক্ত বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমি নগরের যাবতীয় নরনারীকে মোক্ষপথের পথিক করিয়াছি। দেহান্তে তাঁহারা সকলেই পরমপদ লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে। যদি আমার ন্যায় একজন তুচ্ছলোক নরকে গমন করে ও তৎপরিবর্ত্তে সহস্র সহস্র নরনারী বৈকুণ্ঠ-গমনের অধিকার পাইয়া কৃতকৃত্য হয়, তাহা হইলে এরূপ নরকগমন আমার প্রার্থনীয়। আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি, সুতরাং আমার নরক হউক; এবং আপনার বাক্যানুসারেই সহস্র সহস্র পাপী তাপীর পরমাগতি লাভ হউক। ইহাপেক্ষা ক্ষেমকর ও লাভজনক আর কি আছে?"

দুর্দ্দিনসারথি কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাজি তড়িৎরূপ মুখভঙ্গিমা দ্বারা ভয়োদ্দীপক বদন বিস্ফারিত করিয়া গর্জ্জন করিতে থাকিলে আবালবৃদ্ধবনিতা যেরূপ ত্রস্ত হইয়া উঠে, এবং পরক্ষণেই বিপরীত বায়ু সবেগে প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করতঃ প্রকৃতির মুখ নির্ম্মল করিলে যেরূপ ত্রাস দূর হইয়া হর্ষের সঞ্চার করে, সেইরূপ গোষ্ঠিপূর্ণের ক্রোধম্লান ভ্রূকুটিভীষণ কঠোরবাক্যবিকীর্ণকারী বদন অবলোকন করিয়া সকলে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু শ্রীরামানুজের তীক্ষ্ণযুক্তিসমন্বিত প্রেমগর্ভ

বিনয়পূর্ণ রুচির বাগ্‌বিন্যাস তদীয় গুরুর বদন ক্রোধলেশপরিশূন্য ও নির্ম্মল করিল, সকলের হৃদয় হইতে ত্রাস দূর হইল। আপনার সঙ্কীর্ণতা ও রামানুজের পরমোদারতা উপলব্ধি করিয়া গোষ্ঠিপূর্ণ যখন তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত আলিঙ্গন করিলেন, তখন এই অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনে সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, আনন্দাতিরেকে কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। ভুজবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া যুক্তকরে গোষ্ঠিপুরপতি রামানুজকে কহিলেন, হে মহানুভব, অদ্য হইতে তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শিষ্য। যাঁহার এরূপ বিশাল হৃদয়, তিনি লোকপিতা বিষ্ণুর অংশসম্ভূত, তাহাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। আমি সামান্য জীব। তোমার মাহাত্ম্য কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব? আমার অপরাধ ক্ষমা কর। লজ্জাবনত মস্তকে গুরুর পাদদ্বয় গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীরামানুজ কহিলেন, "হে মহাত্মন্, আপনি আমার নিত্যগুরু। আপনার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়াই মন্ত্রের এতাদৃশ মাহাত্ম্য হইয়াছে। আপনার অসীম প্রভার এক ক্ষুদ্রাংশমাত্র উক্তমন্ত্রে সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার সর্ব্বলোকপাবনকারী শক্তির উদয় হইয়াছে, যাহার বলে অদ্য শত শত নরনারীর দুঃখসন্তাপরাশি দগ্ধ হইয়া গেল, যাহার বলে আমি গুরুবাক্য-লঙ্ঘনরূপ মহাপাতক করিলেও, আপনার দেবদুর্লভ আলিঙ্গন লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য কৃতার্থ হইলাম। সন্তান বলিয়া, দাস বলিয়া, চিরকাল শ্রীচরণে স্থান দিবেন, ইহাই আমার ঐকান্তিকী প্রার্থনা।"

শ্রীরামানুজের মাধুর্য্য ও বিনয়ে পরমপ্রীত হইয়া গোষ্ঠিপূর্ণ স্বীয় তনয় সৌম্যনারায়ণকে তাঁহার শিষ্যরূপে অর্পণ করিলেন। গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরামানুজ শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহাকে সকলেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মণাবতার বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

শিষ্যগণকে শিক্ষাপ্রদান এবং গুরুগণের নিকট স্বয়ং শিক্ষাগ্রহণ।

শ্রীরঙ্গমস্থ স্বীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যতিপুঙ্গব রামানুজ কিয়দ্দিবস অবস্থান করিলেন। তৎকালে তদীয় শিষ্য কুরেশ তাঁহার নিকট হইতে চরম শ্লোকের * রহস্যার্থ জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় তিনি কহিলেন, "কুরেশ, মদীয় গুরু শ্রীগোষ্ঠিপূর্ণ আমায় আদেশ করিয়াছেন যে, যিনি একবৎসর কাল অভিমানলেশপরিশূন্য হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও নিরতিশয় দাস্য অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহাকেই শ্লোকার্থ দান করিবে; আর কাহাকেও নহে। সুতরাং, তুমি এক বৎসর কাল উক্ত প্রকারে যাপন কর, তৎপরে আমি তোমায় শ্লোকার্থ দান করিব।" কুরেশ কহিলেন, "হে মহানুভব, জীবন অত্যন্ত অস্থির। কিরূপে জানিব যে, আমায় এখনও এক বৎসর কাল প্রাণধারণ করিতে হইবে? অতএব যাহাতে শীঘ্র আমি মন্ত্রার্থে অধিকারী হই, সেইরূপ বিধান করুন।" যতিরাজ তৎশ্রবণে কহিলেন, "শাস্ত্রে আছে, যিনি এক মাস অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন, তাঁহার বর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ফল হয়। সুতরাং তুমি এক মাস ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন অতিবাহিত কর, কারণ, ভিক্ষান্ন-গ্রহণ ও অনশন দুইই সমান।" কুরেশ তদ্রূপ আচরণ করিয়া মাসান্তে শ্লোকার্থ লাভ করিলেন।

---

* গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের চরম উপদেশ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

তাঁহার দ্বিতীয় শিষ্য দাশরথিও চরমশ্লোকের রহস্য জানিবার জন্য আবেদন করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস, তুমি আমার আত্মীয় এবং সদ্ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব, সুতরাং তুমি গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট রহস্যার্থ জানিয়া লও, ইহাই আমার ইচ্ছা। আত্মীয় বলিয়া তোমার বহুদোষ থাকিলেও আমি দেখিতে পাইব না। সেই জন্য যাহা কহিলাম, তাহা কর।" দাশরথি মহাপণ্ডিত ছিলেন, এবং বোধ হয় তাঁহার তজ্জন্য কিছু অভিমানও ছিল, সেই হেতুই যতিরাজ তাঁহাকে গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট শ্লোকার্থ জানিতে আদেশ করিলেন।

দাশরথি রামানুজের নিদেশানুসারে গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট গমন করিলেন, কিন্তু ছয় মাস কাল ক্রমাগত গতায়াত করিলেও তিনি তাঁহাকে কৃপা করিলেন না। পরে একদিন অনুগ্রহ করিয়া কহিলেন, "দাশরথে, তুমি আত্মীয় এবং পরম পণ্ডিত, ইহা আমি জানি, কিন্তু ইহা স্থির জানিও, বিদ্যা, ধন ও সৎকুলে জন্মলাভ করিলে ক্ষুদ্রচিত্তেরই মদান্ধতা আইসে, সজ্জনের উক্ত বিষয়গুলি দমের কারণ হইয়া, দোষের পরিবর্ত্তে পরম সদ্গুণের কারণ হয়। ইহা সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তুমি নিজ গুরুর পাদমূলে আশ্রয় গ্রহণ কর। তিনিই তোমায় শ্লোকার্থ দান করিবেন।" এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া দাশরথি অনতিবিলম্বে শ্রীরামানুজ-সন্নিধানে গমন করিয়া সকলই জ্ঞাপন করিলেন। সেই সময় অত্তুলানাম্নী মহাপূর্ণের কন্যা তথায় উপস্থিত হইয়া যতিরাজকে এইরূপ নিবেদন করিলেন, "ভ্রাতঃ, পিতা আমায় তোমার নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহার কারণ সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি অদ্যই শ্বশ্রূগৃহ হইতে আসিয়াছি। তথায় প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে আমায় রন্ধনার্থ সুদূরবর্ত্তী এক হ্রদ হইতে জল আনয়ন করিতে হয়। পথ দুর্গম ও জন-শূন্য সুতরাং ভয় ও শারীরিক ক্লেশে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। একথা আমি গতকল্য শ্বশ্রূকে নিবেদন করায়, সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি কহিলেন, 'বাপের বাড়ী

হইতে পাচক আনিতে পার নাই? আমার এমন সংস্থান নাই যে, তোমার জন্য এক চাকর রাখিয়া দি আর তুমি পায়ের উপর পা দিয়া থাক।' ইহাতে মন বড়ই ক্ষুব্ধ হইল এবং আমি কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট চলিয়া আসিলাম ও সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলাম। তিনি কহিলেন, "বৎসে, তোমার ধর্ম্মভ্রাতা রামানুজের নিকট গমন কর। তিনি এই বিষয়ে যাহা উচিত হয়, তাহাই করিবেন।" তদনুসারে আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। এখন কি কর্ত্তব্য হয় বল।"

শ্রীরামানুজ ইহা শুনিয়া অত্তুলাকে কহিলেন, "ভগিনি, তুমি দুঃখ করিও না। আমার নিকট একটি ব্রাহ্মণ আছেন, আমি তোমার সহিত তাঁহাকে প্রেরণ করিতেছি। তিনি হ্রদ হইতে জল আনয়ন ও সমস্ত পাককার্য্য সম্পন্ন করিবেন।" এই বলিয়া তিনি দাশরথির দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। গুরুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া তিনি সাগ্রহে অত্তুলার অনুবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহার শ্বশ্রূগৃহে গমন করতঃ অতি যত্নসহকারে ও ভক্তির সহিত পাচকের কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এইরূপে ছয় মাস অতিবাহিত হইল। একদা কোনও বৈষ্ণব, শাস্ত্রের একটি শ্লোক লইয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের নিকট ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাঁহারা অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেছিলেন। দাশরথিও তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি শ্লোকার্থ শুনিয়া বুঝিলেন যে, ব্যাখ্যাকর্ত্তা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা শুনিতেছেন, উক্ত ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করিলে তাঁহাদের অমঙ্গল সম্ভাবনা। অতএব তিনি অর্থের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ইহাতে ব্যাখ্যাতা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "মূঢ়, ক্ষান্ত হও, কোথায় শৃগাল আর কোথায় স্বর্গ! কোথায় পাচক আর কোথায়ই বা শাস্ত্র! শাস্ত্রে তোমার অধিকার কি? পাকশালায় গিয়া স্বীয় সামর্থ্য প্রকাশ কর।" মহাত্মা দাশরথি ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুণ্ণ না হইয়া ধীরভাবে আপনি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যা

এরূপ ব্যাকরণসম্মত ও সুচারু বর্ণবিন্যাস দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল যে, সকলে তচ্ছ্রবণে মোহিত হইয়া গেলেন এবং ব্যাখ্যাতা স্বয়ং আসিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ-পূর্ব্বক ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন ও কৌতূহল-বশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ন্যায় সুধীবরের এরূপ দাসবৃত্তি কেন?" তিনি তাহাতে কহিলেন, শ্রীগুরুর আদেশ পালনার্থ তিনি পাচক হইয়াছেন। যখন তাঁহারা জানিলেন যে, তিনি যতিরাজ শ্রীরামানুজের দাশরথিনামা পরম পণ্ডিত শিষ্য, তখন তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইলেন ও যতিরাজকে কহিলেন, "হে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মন্, আপনার উপযুক্ত শিষ্য মহানুভব দাশরথিকে আর পাককার্য্যে নিযুক্ত রাখা উচিত নহে। তাঁহার অভিমানের লেশমাত্রও নাই। তিনি সাক্ষাৎ পরমহংসস্বরূপ। অতএব আপনি আদেশ করুন, যেন আমরা তাঁহাকে বহুসম্মানসহকারে আপনার শ্রীপাদমূলে আনয়ন করিতে পারি।" যতিরাজ তাঁহাদের কথা শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং তাঁহাদের সহিত গমন করিয়া দাশরথিকে সস্নেহে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে তাঁহাকে শ্রীরঙ্গমে আনয়ন করিয়া চরম-শ্লোকার্থ প্রদানপূর্ব্বক চরিতার্থ করিলেন। দাশরথি বৈষ্ণবসেবা দ্বারা কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি বৈষ্ণবদাস নামে বিখ্যাত।

ইহার পর শ্রীরামানুজ মহাপূর্ণের আদেশক্রমে শ্রীবররঙ্গের নিকট হইতে তামিল প্রবন্ধ পুনরায় পাঠ করিলেন। গোষ্ঠিপূর্ণ, মালাধরনামা যামুনমুনির কোন শিষ্যকে লইয়া, এই ঘটনার পর রামানুজ-সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস, ইনি মহাপণ্ডিত, অস্মদাদির গুরু যামুন-মুনির শিষ্য। ইনি "শঠারি সূক্ত" বা শঠারিরচিত "সহস্রগীতি" নামক প্রবন্ধের অর্থ সবিশেষ অবগত আছেন। ইঁহার নিকট হইতে তৎসমস্ত অধ্যয়ন করিয়া কৃতকৃত্য হও। গুরুবাক্যানুসারে শ্রীমান্ যতিরাজ তদ্রূপ করিলেন। একদা তিনি মালাধরের ব্যাখ্যা সমীচীন বোধ না করিয়া আপনি নূতন রূপে ব্যাখ্যা করায় উক্ত পণ্ডিতবর শিষ্যের

এইরূপ আচরণকে ধৃষ্টতা মনে করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। গোষ্ঠিপূর্ণ লোকপরম্পরাক্রমে ইহা শুনিয়া মালাধরের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমগ্র সহস্রগীতির সম্যক্ অর্থ রামানুজ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন ত?" ইহাতে মালাধর যেরূপ ঘটিয়াছে, নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে গোষ্ঠিপূর্ণ কহিলেন, "ভ্রাতঃ, তুমি উঁহাকে সামান্য মানব মনে করিও না। শ্রীযামুনমুনির হৃদ্গতভাব উঁনি যেমত অবগত আছেন, তদ্রূপ তুমি বা আমি কেহই অবগত নহি। সাক্ষাৎ রামানুজ লক্ষ্মণই রামানুজ নাম গ্রহণ করিয়া জীবহিত-চিকীর্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব উনি যেরূপ অর্থ করেন, তাহা তুমি যামুনমুনির মুখে না শুনিলেও, সাক্ষাৎ তন্মুখবিনিঃসৃত রহস্যার্থের ন্যায় গ্রহণ করিও।" গোষ্ঠিপূর্ণের বাক্যানুসারে মালাধর পুনরায় শ্রীরামানুজ-সন্নিধানে গিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যতিরাজ এক দিবস পুনরায় কোন শ্লোকের অন্যার্থ করায় মালাধর তাঁহাতে বিরক্ত না হইয়া মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করতঃ পরম বিস্মিত হইলেন। শ্লোকের ভিতর যে এরূপ গভীর অর্থ আছে, তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি পরমানন্দে শ্রীরামানুজকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন ও স্বীয় পুত্র সুন্দরবাহুকে তাঁহার শিষ্য করিয়া দিলেন। এইরূপে যতিরাজ মালাধরের নিকট হইতে সহস্রগীতি শিক্ষা করিয়া, শ্রীবররঙ্গের নিকট ধর্ম্মরহস্য উপদিষ্ট হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দেবগানবিশারদ বররঙ্গ যখন শ্রীরঙ্গনাথ-স্বামীর সম্মুখে গান ও নৃত্য করিয়া ক্লান্ত হইতেন, শ্রীরামানুজ সেই সময় তাঁহার পাদসম্বাহনাদি করিয়া ক্লেশ অপনোদন এবং হরিদ্রাচূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লেপনপূর্ব্বক তদীয় শরীরবেদনা দূর করিতেন। প্রতি রজনীতে তাঁহার জন্য স্বহস্তে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আহারার্থ প্রদান করিতেন।

এইরূপে ছয় মাস অতীত হইলে শ্রীবররঙ্গ তাঁহার উপর কৃপাদৃষ্টিপাত

করিলেন। পাদসম্বাহনকালে যতিরাজকে তিনি কহিলেন, "বৎস, তুমি আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণমানসে যে আমার সেবা করিতেছ, ইহা আমি জানি। অদ্য আমি তোমার প্রতি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আইস, তোমায় আমি আমার হৃদ্গতভাব নিবেদন করি।" এই বলিয়া তিনি কহিলেন, "বৎস, যাহা কহিতেছি, ইহাই চরম পুরুষার্থ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব পরং ধনম্। গুরুরেব পরঃকাম্যো গুরুরেব পরায়ণম্॥ গুরুরেব পরাবিদ্যা গুরুরেব পরাগতিঃ। যস্মাৎ তদুপদেষ্টাসৌ তস্মাদ্গুরু-তরো গুরুঃ। উপায়শ্চাপ্যুপেয়শ্চ গুরুরেবেতি ভাবয়॥ অর্থাৎ গুরুই পরমব্রহ্ম, গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠধন, গুরুই সর্ব্ববিধ কাম্য বস্তুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুরুই পরম আশ্রয়, গুরুই ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ, গুরুই শ্রেষ্ঠা গতি। তিনিই সংসারসাগরে তোমার কর্ণধারস্বরূপ বলিয়া তদপেক্ষা গুরুতর আর কেহই নাই। ভগবান্ লাভের উপায়ও তিনি, এবং স্বয়ং ভগবান্ও তিনি।" এই রহস্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরামানুজ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। তাঁহার মনের সমুদয় অভাব দূর হইয়া গেল। তিনি অবাপ্তসমস্তকাম হইয়া যারপরনাই দর্শনীয় ও পরমানন্দময় হইলেন। "গদ্যত্রয়" নামক মহাগ্রন্থে তিনি নিজ হৃদয়ের সেই বিপুল আনন্দ কথঞ্চিৎ প্রকটিত করিলেন। তাঁহাকে সকলে সেই সময় হইতে সাক্ষাৎ শ্রীরঙ্গনাথস্বামী বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

শ্রীবররঙ্গ নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার এক প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, নাম শোট্টনম্বি। তিনি তাঁহাকে শ্রীরামানুজের শিষ্য করিয়া দিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠিপূর্ণ, মালাধর ও বররঙ্গ এই পঞ্চ মহানুভব শ্রীযামুনমুনির অতি অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। যতিরাজ ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া শ্রীযামুনাচার্য্যের দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। কারণ, উক্ত মুনিবর আপনার পঞ্চশিষ্যে পঞ্চখণ্ডরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে শ্রীরামানুজবিগ্রহে সেই পঞ্চখণ্ড একীভূত হওয়ায় মুনিবর তথায় পূর্ণাকারে বিরাজ করিতে

লাগিলেন। যতিরাজের বিভূতির আতিশয্যই তাহার একমাত্র প্রমাণ। শ্রীভগবানের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার শক্তি তাঁহার বিশেষরূপে ছিল এবং সংসারদাবসন্তপ্তগণকে শ্রীভগবৎপাদমূলে লইয়া গিয়া তাহাদের যাবতীয় দুঃখাপনোদনের শক্তিও তাঁহার তদনুরূপই ছিল, এইজন্য তাঁহাকে সকলে উভয়-বিভূতিপতি কহিত। তাঁহার প্রীতিসমুদ্ভাসিত বদনকমল দর্শন করিলে চিরসন্তপ্তেরও সন্তাপ দূরে পলায়ন করিত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর প্রধানার্চ্চক।

দাক্ষিণাত্যে মুসলমান অত্যাচার অপেক্ষাকৃত অল্পমাত্রায় হওয়াতে আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা এখানে মন্দিরসংখ্যা অত্যধিক। এখানকার তুলনায় প্রাচীনঋষিসেবিত, সিন্ধুজাহ্নবীপূত, হিমাচলোপাধান বিস্তীর্ণ ভূভাগ দেবালয়শূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যদিও মনুষ্যবুদ্ধিপ্রসূত শিল্পের মহিমায় এদেশ আপনাকে মহিমান্বিত মনে করে, তথাপি এই বিচিত্র বিশ্বসংসার যে আদি-শিল্পীর রচনা, সেই অতুলনীয় অদ্বিতীয়-ব্রহ্মাণ্ড-পতি-বিরচিত, সাধুতপস্বিনিসেবিত, সর্ব্বসৌন্দর্য্যগাম্ভীর্য্যময় সত্ত্ব-গুণপ্রধান উত্তুঙ্গশিখরবান্ তুহিনাচল আর্য্যভূমির গৌরবস্বরূপ হওয়ায় তাহার সহিত তুলনায় দাক্ষিণাত্যের গৌরবচ্ছটা সূর্য্যচ্ছটার সম্মুখে জ্যোৎস্নার ন্যায় পরিম্লান হইয়া যায়। মনুষ্যশিল্প কখনও নির্দ্দোষ হইতে পারে না, এবং তাহা কেবল প্রাকৃতিক রচনার অনুকরণ মাত্র; কিন্তু স্বয়ং প্রকৃতিদেবীই যেন হিমালয়রূপ বিপুলমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে চিরকাল ধরিয়া আপনার ইষ্টদেবতার উপাসনা করিতেছেন। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে এবং একের তুলনায় অন্যটি যে একবারে নগণ্য হইয়া যায়, ইহা স্পষ্ট। অতএব সুবৃহৎ দেবালয়পুঞ্জ-পরিমণ্ডিত হইলেও সৌন্দর্য্যবিষয়ে দাক্ষিণাত্যকে আর্য্যাবর্ত্তের পদতলে চিরকালই পড়িয়া থাকিতে হইবে।

কিন্তু সে যাহা হউক, যদি প্রাচীন হিন্দুগণের শিল্পকৌশল দেখিতে চাও, তাহা হইলে সীতাবিরহবিধুর রামের অশ্রুবারিপূতা রামকটক-

অর্চ্চকপত্নী তাঁহাকে অতি সমাদরে পাদপ্রক্ষালনার্থ জল দিলেন ও স্বয়ং বস্ত্রদ্বারা তাঁহার পাদমার্জ্জনাপূর্ব্বক বসিবার আসন প্রদান করিলেন। যদিও পাপীয়সীর হৃদয় বজ্রসারময়, যদিও সে অনেকবার স্বহস্তে অনেককে বিষ-প্রয়োগ করিয়াছে, তথাপি শ্রীরামানুজের সারল্যময় বদন ও দেব-তুল্য কান্তি দেখিয়া তাহার হৃদয়ে অপত্যস্নেহের সঞ্চার হইয়া ক্রমে তাহা এত বলবান্ হইয়া উঠিল যে, সে যখন বিষমিশ্রিত অন্ন লইয়া রামানুজের পাত্রে স্থাপন করিবে, তখন আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিয়া ফেলিল এবং কহিল, "বৎস, যদি প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, অন্যত্র গিয়া ভিক্ষা কর। এ অন্ন গ্রহণ করিলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে।" শ্রীরামানুজ তচ্ছ্রবণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ক্ষণকাল থাকিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, "আমি কি এমন অনিষ্ট করিয়াছি, যাহাতে প্রধানার্চ্চক আমার প্রতি এইরূপ ভয়ঙ্কর আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন?" তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অন্যমনস্কের ন্যায় তথা হইতে উঠিলেন এবং শূন্যমনাঃ হইয়া কাবেরীর দিকে আপনি চলিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। কাবেরীতীরস্থ বালুকা আতপতাপে অগ্নিবৎ উষ্ণ হইয়াছে। তিনি অনতিদূরে গোষ্ঠিপূর্ণকে সন্দর্শনপূর্ব্বক সেই উষ্ণ সিকতাময় প্রদেশে পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তিনি সেই অবস্থায় অনেকক্ষণ রহিলেন। পরে গোষ্ঠিপূর্ণ তাঁহাকে স্বয়ং উঠাইয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আদ্যোপান্ত সমস্তই নিবেদন করিয়া কহিলেন, "হে গুরো, আমি প্রধানার্চ্চকের মনের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া রোদন করিতেছি। এ ভীষণ মহাপাতক হইতে তাহার কিসে নিষ্কৃতি হইবে, তাহা বলুন।" গোষ্ঠিপূর্ণ ইহা শুনিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমার ন্যায় মহানুভব যখন সেই দুরাত্মার উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তখন আর তাহার কোনও ভয় নাই। অচিরাৎ সে পাপমার্গ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যমার্গের পথিক হইবে।" গুরু-শিষ্য পরস্পরের নিকট হইতে

বিদায় হইলেন। শ্রীরামানুজ মঠে গমন করিয়া দেখিলেন যে, একটি ব্রাহ্মণ নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া তাঁহার জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি কিঞ্চিৎ গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যগণকে তৎ সমুদয় বণ্টন করিয়া দিলেন এবং কাহাকেও উক্ত দিবসের ঘটনা জ্ঞাপন না করিয়া নিরন্তর অর্চ্চকের শুভচিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে অর্চ্চক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যখন শুনিলেন যে, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গী অকৃতকার্য্যা হইয়াছেন, তখন তাঁহার আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতঃ কোমল বলিয়া তিনি জায়াকে ক্ষমা করিলেন এবং তখনই আর এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীরামানুজ প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর শ্রীরঙ্গনাথস্বামী সন্দর্শনার্থ মন্দিরে গমন করেন। সেই দিবসও গমন করিলেন। অর্চ্চক তাঁহাকে স্নানজল পানার্থ দান করিলেন। তিনি পান করিলেন ও বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা বিষমিশ্রিত। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অতি উপাদেয় ও পবিত্র পীযূষ পানে যেরূপ হর্ষের উদয় হয়, সেইরূপ হর্ষ প্রকাশ করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ-স্বামীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে কৃপানিধে, দাসের প্রতি আপনার এত স্নেহ! এই দেবদুর্লভ পীযূষ অদ্য আমি কি পুণ্যে লাভ করিলাম, বলিতে পারি না। ধন্য তোমার অনুগ্রহ।" এই বলিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া টলিতে টলিতে শ্রীমন্দির হইতে বহির্গমন করি-লেন। অর্চ্চক ভাবিলেন, বিষ ধরিয়াছে, এই জন্যই পদস্খলন হইতেছে। তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। ভাবিলেন, পরদিন প্রাতঃ-কালেই রামানুজের চিতাধূম আকাশপথ অবলম্বন করিবে। তিনি ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কারণ, তিনি যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা দশজন বলিষ্ঠ মনুষ্যকে একপ্রহরের মধ্যে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারে।

পর দিবস শ্রীরামানুজের চিতাধূম আকাশে না উঠিয়া বরং শত শত

কণ্ঠ হইতে এককালে "ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং মূঢ়মতে" এই আনন্দ-সঙ্কীর্ত্তন গগন ভেদ করিয়া অর্চ্চকের হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। গৃহের বাহিরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, শ্রীরঙ্গমস্থ যাবতীয় নরনারী যতিরাজ শ্রীরামানুজকে নানাবিধ পুষ্পালঙ্কারে অলঙ্কৃত-পূর্ব্বক মধ্যবর্ত্তী করিয়া, উক্ত নূতন গাথা গানপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে। যতিরাজের লোচনযুগল আনন্দধারাপরিপ্লুত। বাহ্য দৃষ্টি কিছুই নাই। মন প্রাণ সমুদয়ই ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পিত। তাঁহার সেই দেবতুল্য কান্তি, অমানুষী জ্যোতিঃ, ও প্রেমময় বিগ্রহ অবলোকন করিয়া সেই রাক্ষসের হৃদয়েও সত্ত্বগুণের সঞ্চার হইল। তিনি আপনার বিষপ্রয়োগ-রূপ ভয়ঙ্কর নৃশংসতার বিষয় চিন্তা করিয়া, শ্রীরামানুজকে অমরণধর্ম্ম দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি জনতার মধ্যে বেগে ধাবমান হইয়া শ্রীরামানুজের পদতলে গিয়া পতিত হইলেন। সহসা এই ব্যাপারে সঙ্কীর্ত্তন থামিয়া গেল। সকলেরই চক্ষু প্রধানার্চ্চকের উপর পতিত হইল। তখন অনুতাপবশতঃ রোদন করিতে করিতে অর্চ্চক কহিলেন, "হে যতিরাজ, আপনি মানব নহেন, সাক্ষাৎ বিষ্ণু; কলেবর ধারণ করিয়া আমার ন্যায় দুরাত্মগণের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। তবে আর বিলম্ব কেন প্রভো! শীঘ্র আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করুন। উঃ! আমি কি মহাপাতকী! কত লোককে বিষপ্রয়োগে নাশ করিয়াছি। তোমাকেও বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম; কিন্তু জানিতাম না যে, তুমি মৃত্যুরও মৃত্যু-স্বরূপ। প্রতি প্রলয়কালে কত যমের নাশ করিয়াছ, আবার প্রতি প্রলয়াবসানে কত যমের সৃষ্টি করিয়াছ, তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে? আমি অতি নরাধম। তোমার পাদস্পর্শ করিবার যোগ্য নহি। আমাকে সমুচিত শাস্তি দিয়া আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন। অতি অন্ধতমোময় নরকে নানাবিধ যন্ত্রণার মধ্যে আমায় নিক্ষেপ করুন। দুঃসহ যন্ত্রণানলে হয়ত এই অসীম মহাপাতক কাল-

ক্রমে লঘু হইয়া যাইতে পারে। অয়ি দীনশরণ, আর বিলম্ব কেন? আমায় শীঘ্র হস্তিপদতলে বা জ্বলন্ত অঙ্গারে স্থাপন করুন। আর আমার মুহূর্ত্তমাত্রও জীবন-ধারণের সাধ নাই। নরক, নরক, নরক, তুমি কোথায়? এস, এস; শীঘ্র এই মহাপাতকীকে গ্রাস কর।” এই বলিয়া সবেগে ভূমির উপর মস্তকাঘাত করিতে করিতে সেই স্থানকে রুধিরসিক্ত করিয়া ফেলিলেন। পার্শ্বস্থ জনগণ নিরতিশয় যত্ন সহকারে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ নিরস্ত করিলেন। কিন্তু তিনি উত্তরোত্তর আরও অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি হৃদয়ে করাঘাত করিয়া তাহা রক্তাক্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ শোণিতরঞ্জিত হইল। অশ্রুবারি শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া শোণিতবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। শ্রীরামানুজ ইতিমধ্যে বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে শান্ত করিলেন। তিনি কহিলেন, “ভ্রাতঃ, আর হিংসাদ্বেষপরায়ণ হইয়া নৃশংসের ন্যায় আচরণ করিও না। শ্রীরঙ্গনাথস্বামী তোমার পূর্ব্বকৃত সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিলেন।” অর্চ্চক কহিলেন, “কি! আমার ন্যায় মহাপাতকীর প্রতিও তোমার এত দয়া! অথবা যখন তোমার বিগ্রহই দয়াগঠিত, যখন তুমি পাপীয়সী পুতনার বিষদিগ্ধ স্তন পান করিয়া তাহাকে স্বীয় জননীর সহিত এক লোকে বাস করিবার অধিকার দিয়াছ, তখন এই নৃশংস নরাধমের প্রতিও তোমার দয়া হওয়া অসম্ভব নয়। আহা! এমন দয়ালু পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার শরণ লইব? হে দীনশরণ, তোমার এ কীর্ত্তি চিরকাল লোকে ঘোষণা করিবে।” যতিরাজ স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। তদীয় শ্রীকরস্পর্শে অর্চ্চকের সমস্ত সন্তাপ দূর হইয়া গেল, নৃশংস পিশাচ দেবত্বলাভ করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

যজ্ঞমূর্ত্তি।

যজ্ঞমূর্ত্তিনামা কোনও দাক্ষিণাত্যবাসী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যটনপূর্ব্বক তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলিকে জয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি ভাগীরথীতীরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব যখন শুনিলেন যে, শ্রীরামানুজাচার্য্য-নামক কোনও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রচার করিতেছেন, তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইলেন। একরাশি পুস্তকপরিপূর্ণ একটি শকটও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল, কারণ, তিনি পুস্তকগুলি না লইয়া কখন কোথাও যাইতেন না। যতিরাজের সম্মুখীন হইয়া তিনি তর্ক ভিক্ষা করিলেন। তাহাতে শান্তমূর্ত্তি, স্মিতবিকসিতানন শ্রীরামানুজ কহিলেন, "মহাত্মন্, তর্কের আবশ্যকতা কি, আমি আপনার নিকট পরাস্ত হইলাম। আপনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত; আপনার সর্ব্বত্রই জয়।" ইহাতে যজ্ঞমূর্ত্তি কহিলেন, "যদি আপনি পরাস্ত বলিয়া আপনাকে স্বীকার করিলেন, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, আপনি ভ্রান্ত বৈষ্ণবমত পরিত্যাগপূর্ব্বক অভ্রান্ত মায়াবাদ গ্রহণ করিলেন?" যতিরাজ কহিলেন, "মায়াবাদীরাই ত ভ্রান্তি ভ্রান্তি করিয়া উন্মত্ত। তাঁহাদের মতে তর্কযুক্তি প্রভৃতি সকলই মায়া। অতএব মায়াবাদ কিরূপে অভ্রান্ত হইতে পারে?" ইহাতে যজ্ঞমূর্ত্তি কহিলেন, "দেশ-কাল-নিমিত্তের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তৎসকলই মায়াময়, এই জন্যই মায়াবাদী বলেন, এ তিনটি ত্যাগ না করিলে কখনও অভ্রান্ত সত্যে উপনীত হওয়া যাইবে না।

আমরা যাহাকে ভ্রম বলি, আপনারা তাহাকেই সত্য বলেন। সুতরাং আপনারা ভ্রান্ত না হইয়া আমরা কিরূপে ভ্রান্ত হইব ?”

বাদানুবাদ এইরূপে আরম্ভ হইয়া সপ্তদশ দিবস ধরিয়া চলিতে লাগিল। শেষ দিন শ্রীরামানুজের যুক্তিগুলি যজ্ঞমূর্ত্তি খণ্ডন করিয়া ফেলিল। যতিরাজ তাহাতে কিছু বিমর্ষ হইয়া স্বমঠে গমন করিলেন ও মঠস্থ দেববিগ্রহ শ্রীদেবরাজের সম্মুখে এই বলিয়া যুক্তকরে আবেদন করিলেন ; “হে নাথ, যে বৈষ্ণবশাস্ত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহানুভবগণ অবলম্বন করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মমকরন্দপানের অধিকারী হইয়াছেন, কালক্রমে সেই মহান্ শাস্ত্র মায়াবাদরূপ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মায়াবাদিগণ কূটযুক্তি দ্বারা আপনাদিগকে ও মোহান্ধ জীবগণকে মোহিত করিতেছে। তাহাদের তর্কজাল এরূপ ভ্রান্তি আনয়ন করে যে, সাত্ত্বিক মহাত্মগণও সময়ে সময়ে চমৎকৃত হইয়া উঠেন। হে আনন্দধামন্, আর কতকাল নিজ সন্তানগণকে আপনার শ্রীপাদচ্ছায়া হইতে দূরে রাখিবেন ?” এই বলিয়া জীবদুঃখকাতর যতিরাজ অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই বিবুধাগ্রণী রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে দেবরাজকে সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার নিকট এই আশ্বাসবাণী শুনিলেন, “যতিরাজ, উদ্বিগ্ন হইও না। ভক্তিযোগের প্রকৃত মাহাত্ম্য তোমার ভিতর দিয়াই শীঘ্র জগতে ঘোষিত হইবে।”

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। এই অমৃতনিঃস্যন্দিনী সরস্বতী তাঁহার হৃদয়ের যাবতীয় গ্লানি দূর করিয়া, তদীয় মুখমণ্ডল এক প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দ্বারা মণ্ডিত করিল। তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যজ্ঞমূর্ত্তির মঠে উপনীত হইলেন। তাঁহার অমানুষী রূপবিকাশ দেখিয়া মায়াবাদী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন, “গতকল্য গমনসময়ে শ্রীরামানুজ মলিনমুখে স্বমঠে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্য দেখিতেছি, সাক্ষাৎ স্বর্গীয় দেবতার ন্যায় ইনি এখানে উপনীত। নিশ্চয়ই ইনি দৈববল আশ্রয় করিয়া আসিয়া-

ছেন। ইঁহার সহিত তর্ক করা বিফল। এরূপ মহাপুরুষের শরণাগত হওয়াই শ্রেয়ঃ, কারণ, বৃথা শুষ্ক তর্ক করিয়া সমস্ত জীবনটা কাটাইলাম। অহঙ্কারকে এইরূপে পরিপুষ্ট করিয়া চিত্তের গ্লানিই বর্দ্ধন করিলাম। যখন চিত্তশুদ্ধিই হইল না, তখন ব্রহ্মজ্ঞান ত সুদূরাবস্থিত। কিন্তু এই মহাপুরুষের স্বভাব কি নির্ম্মল! ক্রোধ, অহঙ্কার, অভিমান ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বদন সর্ব্বদাই এক অনির্ব্বচনীয় দিব্য কান্তিতে উদ্ভাসিত। এত কর্কশ কথা প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু এতদিনের মধ্যে ইঁহাকে কখনও রুষ্ট হইতে দেখি নাই। কিন্তু ক্রোধে ও অভিমানে আমি যে ইতিমধ্যে কতবার দগ্ধ হইয়াছি, তাহা গণনা করিতে পারি না। ধিক্ আমাকে! এরূপ মলিন হৃদয় লইয়া এরূপ দেবতুল্য পবিত্রহৃদয় মহাপুরুষের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করা বাতুলতা-মাত্র। ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, আমি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, অহঙ্কারকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া পবিত্রতারূপ অমৃত আস্বাদনে যত্নবান্ হইব।”

এইরূপ স্থির করিয়া সুকৃতী যজ্ঞমূর্ত্তি যতিরাজের পাদগ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। যতিপতি তাহাতে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, “যজ্ঞমূর্ত্তে, আপনি মহাপণ্ডিত হইয়া এ কিরূপ আচরণ করিতেছেন? অদ্য তর্কের অবতারণা করিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন?” ইহাতে বিনয়নম্র পণ্ডিতবর উত্তর করিলেন, “মহানুভব, যে তার্কিক এতদিন ধরিয়া আপনাকে বিধিমতে শ্লেষোক্তিসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল, আমার পূর্ব্ব সুকৃতফলে সে এক্ষণে আমার হৃদয়-রাজ্য হইতে প্রস্থান করিয়াছে; সুতরাং কে আর আপনার ন্যায় মহানুভবের সহিত বৃথা তর্ক করিবে? অধুনা সম্মুখে আপনার চিরদাস দণ্ডায়মান আছে, তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন। আমি আপনার শিষ্য, আপনার পবিত্র উপদেশ দ্বারা আমার চির অন্ধকারাচ্ছন্ন মনকে পবিত্রতার আলোকে আলোকিত করুন। ‘নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।’ বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানকে প্রশ্রয় দিয়া আমি

অহঙ্কারকেই বলবান্ করিয়াছি। হায়! আমার ন্যায় মূর্খ আর কে আছে? আপনি এ অকিঞ্চন দাসকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ করুন। শ্রীরামানুজ যজ্ঞমূর্ত্তির সহসা এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন না, কারণ, তিনি নিজ ইষ্টদেব শ্রীবরদরাজের স্বপ্নকথিত বাক্যগুলি স্মরণ করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহারই কৃপায় সম্মুখস্থ দাম্ভিক পণ্ডিত বিনয়ভূষণে বিভূষিত হইয়া এক মনোহর দেবতুল্য কান্তিলাভ করিয়াছেন।

তিনি মৃদুমধুরস্বরে কহিলেন, "ধন্য শ্রীদেবরাজ! তাঁহার কৃপা পাষাণকেও দ্রব করিল! যজ্ঞমূর্ত্তে, অন্যান্য অভিমান ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করা মনুষ্যশক্তির আয়ত্তাধীন নহে। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্', কিন্তু সেই বিদ্যা যদি অবিদ্যারূপে দম্ভ ও মদের প্রসূতি হয়, তাহা হইলে আর কাহার সাহায্যে মদান্বিত দাম্ভিক হৃদয়ে বিনয়ের প্রবেশলাভ হইতে পারে? একমাত্র শ্রীভগবৎকৃপায় এই অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভবপর করিতে পারে। তুমি সেই কৃপাবলেই অদ্য, মানবের পরম শত্রু যে অহঙ্কার, তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছ। অসীম তোমার সৌভাগ্য!" যজ্ঞমূর্ত্তি কহিলেন, "যখন আপনার ন্যায় মহানুভবের সন্দর্শন লাভ করিয়াছি, তখন বাস্তবিকই আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। এখন আমায় কি করিতে হইবে আদেশ করুন। আমি আপনার মূর্খ সন্তান।" যতিরাজ কহিলেন, "বৎস,

'হীনো যজ্ঞোপবীতেন যদি স্যাৎ জ্ঞানভিক্ষুকঃ।
তস্য ক্রিয়াঃ নিস্ফলাঃ স্যুঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥
গায়ত্রীসহিতানেব প্রাজাপত্যান্ ষড়াচরেৎ।
পুনঃসংস্কারমাহৃত্য ধার্য্যং যজ্ঞোপবীতকম্॥
উপবীতং ত্রিদণ্ডঞ্চ পাত্রং জলপবিত্রকম্।
কৌপীনং কটিসূত্রঞ্চ ন ত্যাজ্যং যাবদায়ুষম্॥'

এই বচনানুসারে তোমার যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রথম কর্ত্তব্য।" যজ্ঞমূর্ত্তি

তাহাতে তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। তিনি যথাবিধানে উপবীত ধারণ করিলেন। পরে যতিরাজ তাঁহাকে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করাইয়া শঙ্খচক্রাঙ্কিত করিলেন, এবং দেবরাজের কৃপায় তাঁহার চৈতন্য লাভ হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে দেবরাজ মুনি এই আখ্যা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস, এক্ষণে তোমার অতুল পাণ্ডিত্য অভিমানমেঘমুক্ত হইয়া পরম শোভার আস্পদ হইয়াছে। তুমি সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া লোকের হিতসাধনে আপনাকে নিযুক্ত কর।" যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীগুরুবাক্যানুসারে তামিল ভাষায় "জ্ঞানসার" ও "প্রমেয়সার" নামক দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইলেন। শ্রীরামানুজ তাঁহার নিবাসের জন্য এক বৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে চারিজন মেধাবী শান্ত দান্ত বৈরাগ্যবান্ যুবক শ্রীরামানুজের নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য আগমন করিল। যতিরাজ তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা দেবরাজ মুনির নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শিষ্যত্ব গ্রহণ কর। তাঁহার ন্যায় মহাপণ্ডিত পৃথিবীতে অতি বিরল। শুদ্ধ পাণ্ডিত্যই তাঁহার ভূষণ নহে, তাঁহার ন্যায় ভগবদ্ভক্তিপরায়ণও অতি দুর্ল্ভ।'' তদ্বাক্যানুসারে উক্ত চারিটি যুবক দেবরাজ মুনির শিষ্য হইলেন। শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করা দূরে থাকুক, ভাবিলেন, "এ আবার কি এক উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল! কোথায় বহুকষ্টে অভিমানের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি, তদুপরি আবার 'আমি গুরু' ইত্যাকার অভিমান আমায় মোহিত করিতে প্রবৃত্ত হইল।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্বীয় গুরুর পাদমূলে উপনীত হইলেন এবং অতি দীনভাবে কহিলেন, "প্রভো, আমি আপনার সন্তান। তবে আমার প্রতি আপনার কেন এরূপ নিষ্ঠুরতা?" যতিরাজ কহিলেন, "কেন বৎস, কি হইয়াছে?" দেবরাজ মুনি কহিলেন, "পিতঃ, আপনার কৃপায় অভিমানরূপ রাক্ষসের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। আবার কেন এ অকর্ম্মশীল

দুরাচারকে সেই অভিমানকবলে নিক্ষেপ করিতেছেন? আমায় গুরু হইতে আদেশ করিবেন না। জলে পদ্মপত্রের ন্যায় আমার নির্লেপভাব এখনও আইসে নাই। আপনি আমায় নিজ দাস করিয়া আপনারই নিকট স্থান দিন। আমার নূতন মঠের আবশ্যক নাই।" শ্রীরামানুজ তাঁহার এই বাক্যে পরম-প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, আমি তোমায় পরীক্ষা করিবার জন্যই এরূপ করিয়াছি। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। হে বৈষ্ণবশিরোমণে, তোমার শুদ্ধা ভক্তি-লাভ হইয়াছে। তুমি আমার নিকটেই থাক ও মঠস্থ দেববিগ্রহ শ্রীদেব-রাজের সেবা করিয়া সমগ্র জীবন অতিবাহিত কর।" এই আদেশলাভ করিয়া দেবরাজ মুনি আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন এবং শ্রীমদ্দেব-রাজের সেবা ও শ্রীরামানুজের কৈঙ্কর্য্য করিয়া অবশিষ্ট জীবনের অমূল্যতা সম্পাদনপূর্ব্বক সকলেরই অনুকরণীয় হইলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

যজ্ঞেশ ও কার্পাসারাম।

অতঃপর শ্রীরামানুজ নম্মা-আলোয়ার্ বা শঠারি-বিরচিত সহস্রগীতি-নামক তামিল প্রবন্ধমালা নিজ শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বে ইহা মহাপূর্ণ ও মালাধরের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় অমানুষী প্রতিভাবলে তিনি বহুবিধ নূতন রহস্যার্থের অবতারণা করিয়া নিজ শিষ্যগণকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। উক্ত প্রবন্ধের একস্থলে শ্রীশৈল বা তিরুপতি-নামক স্থানের মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত আছে—"এই শ্রীশৈল পার্থিব বৈকুণ্ঠস্বরূপ। যিনি এখানে আজীবন বাস করেন, তিনি প্রকৃত বৈকুণ্ঠেই বাস করিয়া থাকেন এবং অন্তেও বৈকুণ্ঠগমন করিয়া শ্রীমন্নারায়ণের পাদচ্ছায়া আশ্রয় করেন।" পাঠ শেষ হইলে তিনি শিষ্যবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে,উক্ত শ্রীশৈলে গমনপূর্ব্বক তথায় আজীবন বাস করিতে সমর্থ?" তাহাতে শ্রীঅনন্তাচার্য্য নামক এক শান্ত শিষ্য কহিলেন, "প্রভো, যদি আদেশ করেন, তবে উক্ত গিরিবরে যাবজ্জীবন বাস করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করি।" শ্রীরামানুজ ইহাতে নিরতিশয় হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, "ধন্য বৎস, তোমার ন্যায় কুলপাবন পুত্র যে বংশে জন্মিয়াছে, তাহার ভাগ্যের সীমা নাই। তুমি তোমার উর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ হইলে। তোমার ন্যায় শিষ্য পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।" শ্রীমদনন্তাচার্য্য শ্রীগুরু-পাদ-বন্দনাপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীশৈলে প্রস্থান করিলেন।

যতিরাজ ইহার পর শিষ্যগণের সহিত বারত্রয় সমগ্র সহস্রগীতি অধ্যয়ন করিলেন। পাঠ পরিসমাপ্ত হইলে তিনিও শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া শ্রীশৈলোদ্দেশে গমন করিলেন। হরিনামসঙ্কীর্ত্তনই তাঁহাদের পাথেয়-স্বরূপ হইল। তাঁহারা প্রথম দিবস দেহলীনগরে আসিয়া বিশ্রাম

করিলেন। পর দিবস অষ্টসহস্র-নামক গ্রামের দিকে চলিলেন। উক্ত গ্রামে যজ্ঞেশ ও বরদাচার্য্য নামক তাঁহার দুই ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন, তন্মধ্যে প্রথমটি অতি ধনাঢ্য। তিনি ঐ শ্রীমান্ ব্যক্তির গৃহেই আতিথ্য-গ্রহণমানসে আপনার সমভিব্যাহারী দুইজন শিষ্যকে তাঁহাদের আগমন-সংবাদ দিবার জন্য অগ্রে প্রেরণ করিলেন। শিষ্যদ্বয় দ্রুতপদসঞ্চারে আসিয়া এই শুভ সংবাদ যজ্ঞেশকে নিবেদন করিলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ পরিবারবর্গকে যতিরাজের অভ্যর্থনোচিত যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, ও সমাগত শ্রান্ত পথিকদ্বয়ের পরিচর্য্যা করিতে একেবারে বিস্মৃত হইলেন। তাঁহারা গৃহস্বামীর এইরূপ ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া শ্রীরামানুজ-সন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্তই নিবেদন করিলেন।

যতিরাজ তাহাতে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া বরদাচার্য্য নামক অন্য শিষ্যের আতিথ্য স্বীকার করিতে মনস্থ করিলেন। এই দ্বিতীয় শিষ্যটি বিদুরের ন্যায় দরিদ্র ও পবিত্র-স্বভাব। প্রতিদিন প্রাতঃকালে তিনি অক্ষয়পাত্র (ভিক্ষাপাত্র) হস্তে লইয়া ভিক্ষাটনপূর্ব্বক বেলা দ্বিপ্রহরের পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; ভিক্ষালব্ধ বস্তুদ্বারা নারায়ণের সেবা করিয়া সতী সাধ্বী পরমলাবণ্যময়ী লক্ষ্মী-নাম্নী সহধর্ম্মিনীর সহিত পরম সন্তোষে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার গৃহের পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কার্পাসবৃক্ষ থাকায় লোকে তাঁহাকে পরিহাসপূর্ব্বক কার্পাসারাম কহিত। যখন সশিষ্য শ্রীরামানুজ কার্পাসা-রামের গৃহে অতিথিরূপে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় লক্ষ্মীদেবীর পতি ভিক্ষাটনার্থ গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। গৃহে কোনও পুরুষকে না দেখিয়া যতিরাজ অন্তঃপুরের দিকে গমনপূর্ব্বক আপনার আগমন-সংবাদ গৃহস্বামিনীকে উদ্দেশ করিয়া নিবেদন করিলেন। লক্ষ্মীদেবী তৎকালে স্নান করিয়া চীরখণ্ডধারণপূর্ব্বক বস্ত্র আতপতাপে বিস্তৃত করিয়া দিয়া-

ছিলেন, এজন্য স্বীয় গুরুর সম্মুখীন হইতে না পারিয়া করতালিধ্বনি দ্বারা ইঙ্গিতপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। যতিরাজ তৎক্ষণাৎ বহির্দ্দেশ হইতে আপনার উত্তরীয় গৃহাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মীদেবী তদ্দ্বারা গাত্রাচ্ছাদনপূর্ব্বক গুরুসম্মুখে বহির্গতা হইলেন ও আনন্দে উন্মত্তা হইয়া বারবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "মহাত্মন্, আমার স্বামী ভিক্ষাটনার্থ গিয়াছেন। আপনারা সুখে উপবেশন করুন। এই পাদপ্রক্ষালনার্থ জল গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন। সম্মুখে পুষ্করিণী আছে, তথায় স্নান করিয়া শ্রান্তিদূর করুন। আমি শীঘ্রই শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গৃহে তণ্ডুলকণামাত্রও নাই। তিনি কি করিবেন, কিরূপে সেবা দ্বারা শ্রীগুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন, এই বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

অতি সমীপে এক ধনাঢ্য বণিকের নিবাস। উক্ত শ্রেষ্ঠিনন্দন লক্ষ্মী-দেবীর পরম-মোহন রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়া গিয়াছিল। সে মদনাতুর হইয়া কতবার দূতী দ্বারা তাঁহাকে অর্থাদির প্রলোভন দেখাইয়াছে, কিন্তু কোনরূপেই তাহার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয় নাই। লক্ষ্মীদেবী ভাবিলেন, "অস্থিমাংস-মলমূত্রময় দেহপিণ্ডের বিনিময়ে অদ্য শ্রীগুরুর সেবা করিয়া কৃতার্থ হইনা কেন? কলিয় নামক এক পরম ভক্ত চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় ইষ্টদেবতার সেবা করিয়াছিল। ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া কহিয়াছিলেন, 'মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি পুণ্যায় কল্পতে। মামনাদৃত্য তু কৃতং পুণ্যং পাপায় কল্পতে'। অতএব এই-ক্ষণেই আমি শ্রেষ্ঠীর নিকট গমন করিয়া, 'তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিব,' এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইয়া যাবতীয় অতিথিসৎকারোপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনি।" এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অপর দ্বার দিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বণিকের সপ্তদ্বারসমন্বিত সুবৃহৎ অট্টালিকায় প্রবেশপূর্ব্বক একে একে দ্বার কয়টি অতিক্রম করতঃ তাহার নিভৃত

প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। তিনি তাহাকে দর্শন করিয়া আপনার মনোভাব এইরূপে ব্যক্ত করিলেন, "হে শ্রেষ্ঠিন্, অদ্য রজনীতে আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। আমার গুরু শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া অদ্য অতিথিরূপে শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহার সেবোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য আহরণ করিয়া এখনই পাঠাও। তাহা হইলেই তুমি সফলকাম হইবে।" বণিক্ ইহা শুনিয়া পরম বিস্মিত হইল। যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সে কতকাল ধরিয়া কত প্রলোভন দেখাইয়াছে, কত দূতী প্রেরণ করিয়াছে, ও পরিশেষে হতাশ হইয়া তদীয় সম্ভোগবাসনা একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছে, তিনি কি না স্বয়ং অদ্য উপযাচিকা হইয়া তাহার নিকট আসিয়াছেন! তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে তখনই নানাবিধ উত্তম উত্তম দ্রব্য ভারে ভারে যুবতীর পশ্চাৎ প্রেরণ করিল।

লক্ষ্মীদেবী তৎসমুদয় লইয়া বিষ্ণুর নৈবেদ্য রন্ধন করিতে লাগিলেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সশিষ্য গুরুদেবকে ভোজনার্থ আমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা অতি তৃপ্তির সহিত সেই সমুদয় ভোজন করিয়া তাঁহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অতঃপর তাঁহার পতি ভিক্ষাবৃত্তি সমাপনপূর্ব্বক গৃহে আগমন করিলেন ও সশিষ্য স্বীয় গুরুবরকে সন্দর্শন ও বন্দন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পত্নী তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদরের সহিত অমৃতোপম নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা সুতৃপ্ত করিয়াছেন, তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি কপর্দ্দকশূন্য দরিদ্র। তাঁহার সহধর্ম্মিণী কোথা হইতে উক্ত সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন, তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক জায়াকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ্মীদেবী আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিয়া যুক্তকরে অবনতমুখী হইয়া পতিসম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বরদাচার্য্য ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, হর্ষাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া "ধন্যোঽহং, কৃতকৃত্যোঽহম্," বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি জায়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অয়ি সাধ্বি, তুমি অদ্য তোমার সতীত্বের যথার্থ পরিচয় দিয়াছ। গুরুরূপী নারায়ণই একমাত্র পুরুষ এবং তিনিই যাবতীয় প্রকৃতিকুলের পতি। অস্থিমাংসময় দেহের বিনিময়ে তুমি যে অদ্য সেই পরমপুরুষের সেবা করিতে সমর্থা হইয়াছ, ইহাপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? অহো, আমি কি ভাগ্যবান্! কে বলে আমি দরিদ্র? তোমার ন্যায় পরম ভক্তিমতী রমণী যাহার সহধর্ম্মিণী, তাহার কি সৌভাগ্য!" এই বলিয়া রমণীর হস্তধারণপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার পাদগ্রহণপূর্ব্বক অনেকক্ষণ ধরিয়া দণ্ডবৎ পতিত রহিলেন। পরে দরিদ্র বরদাচার্য্য যতিরাজকে নিজ পত্নীর আচরণ নিবেদন করিলে, শিষ্যগণের সহিত তিনি চমৎকৃত হইলেন।

গুরুর আদেশানুসারে দম্পতি প্রসাদগ্রহণপূর্ব্বক, কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলেন, পরে অবশিষ্ট সমস্ত প্রসাদ লইয়া উভয়ে বণিক্‌গৃহে গমন করিলেন। বরদাচার্য্য বহির্দ্দেশে রহিলেন, লক্ষ্মীদেবী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তৎসমুদয় বণিক্‌কে গ্রহণ করিতে অনুনয় করিলেন। সে পরম আগ্রহের সহিত উক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিল। অহো, সেই বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের কি মাহাত্ম্য! ভোজন সমাপ্ত হইলে বণিক্ অন্য এক প্রকারের লোক হইল। তাহার পূর্ব্ব কামপ্রবৃত্তি কোথায় প্রস্থান করিল! লক্ষ্মীদেবীকে কামভাবে দেখা দূরে থাকুক, তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া সে রোদন করিতে করিতে কহিল, "আমি কি ঘোর মহাপাতক করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। নিষাদ যেরূপ দময়ন্তীকে স্পর্শ করিতে গিয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছিল, আমার অদৃষ্টে তাহাই ছিল, কিন্তু তোমার অপার করুণায় আমি এ যাত্রা জীবন লাভ করিলাম। মাতঃ, আমার অপরাধ-রাশি ক্ষমা কর এবং এই নরপশুর যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীণ

শুদ্ধি হইয়া নরত্ব সম্পাদিত হয়, সেইরূপ বিধান কর। তোমার অভীষ্ট-দেবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করাইয়া আমায় কৃতার্থ কর।” সতী বণিকের এই বাক্যে যুগপৎ চমৎকৃত ও প্রীত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ের যাবতীয় আবেগ দূর হইয়া গেল, সতীত্ব অক্ষুন্ন রহিল ভাবিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি শ্রীগুরুর মহিমা সন্দর্শন করিয়া ভক্তিসাগরে নিমজ্জিতা হইলেন। পতির সহিত মিলিতা হইয়া সমস্ত কহিলে সেই দরিদ্র বিশুদ্ধহৃদয় ব্রাহ্মণ পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন। তাহারা উভয়ে বণিক্‌কে সঙ্গে লইয়া শ্রীগুরুপাদমূলে উপনীত হইলেন এবং সকলে কায়-মনোবাক্যে তাঁহার শরণাগত হইয়া শ্রীপাদসম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

শিষ্যগণ এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার শ্রবণ ও দর্শন করিয়া যার-পর-নাই চমৎকৃত হইলেন এবং যতিরাজের অসীম শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি আরও ভক্তিমান হইয়া উঠিলেন। শ্রীরামানুজ স্বীয় পবিত্র কর দ্বারা দম্পতি ও বণিক্‌কে স্পর্শ করিয়া তাঁহাদের যাবতীয় দুঃখ বিনাশ করিলেন। বণিক্ পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি তাহাকে দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিলেন। তিনি বণিক্‌প্রদত্ত প্রভূত অর্থ দ্বারা দরিদ্র দম্পতির দারিদ্র্যদোষ বিনাশ ও তাঁহাদিগকে সর্ব্বরূপে সুখী ও নিশ্চিন্ত করিবার মানসে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে তাঁহাদিগকে অনুনয় করিলেন। ইহাতে দরিদ্র, শীলবান্ ব্রাহ্মণ গললগ্নীকৃতবাস হইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, “প্রভো, আপনার আশীর্ব্বাদে আমাদের কোনও অভাব নাই। ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা যাহা কিছু পাই, তাহাতেই আমাদের সমস্ত সঙ্কুলান হয়। অর্থ যাবতীয় অনর্থের মূল। ইহাতে ইন্দ্রিয়লৌল্য বৃদ্ধি করিয়া ভগবৎপাদপদ্ম হইতে চিত্তকে দূরে নিক্ষেপ করে। এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে এ অধম দাসকে অনুরোধ করিবেন না।” এতচ্ছ্রবণে যতিরাজ অতীব প্রীত হইয়া সেই নির্ম্মলস্বভাব পরম ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “অদ্য আমি

তোমার ন্যায় নিস্পৃহ, শান্তরসময় মহাত্মাকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইলাম। তোমাদের পরমা ভক্তি ও নিস্পৃহতা সকলেরই অনুকরণীয়।"

যখন তত্রত্য সকলে এই স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, সেই সময় যতিরাজের ধনাঢ্য শিষ্য যজ্ঞেশ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বগৃহে গুরুর জন্য ব্যাকুলচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন, পরে যখন লোকমুখে শুনিলেন যে, তিনি দরিদ্র কার্পাসারামের সেবা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে গুরুদেব আমার সেবা গ্রহণ করিলেন না? নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি হইয়া থাকিবে; নতুবা জীবহিতচিকীর্ষাই যাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তিনি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে কৃতার্থ করিলেন?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি কৃতাপরাধের ন্যায় ভয়ে ভয়ে গললগ্নীকৃতবাস হইয়া শ্রীরামানুজান্তিকে উপনীত হইলেন ও তাঁহার পাদগ্রহণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যতিরাজ তাঁহাকে সাদরে উত্থাপিত করিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি নাই, তজ্জন্য ক্ষুব্ধ হইয়াছ। তাহার কারণ বৈষ্ণবাপরাধ। বৈষ্ণবসেবার ন্যায় পরম ধর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই। তুমি সেই সেবার অনাদর করিয়া অতি দোষযুক্ত হইয়াছ। পথশ্রান্ত পিপাসার্ত্ত মদীয় শিষ্যদ্বয়ের প্রমুখাৎ আমাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তুমি তাহাদিগকে পাদধৌত করিবার জন্য জল দেওয়া দূরে থাকুক, একবার উপবেশন-পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করিতেও বল নাই। ইহাতে তোমার অতিশয় নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইয়াছে। এই জন্যই তোমার সেবাগ্রহণে আমার রুচি হইল না। এই কপর্দ্দকশূন্য অকিঞ্চন ব্রাহ্মণ আমায় আজ কি অমৃতই ভোজন করাইয়াছে! তাহা কি তোমার ন্যায় ধনগর্ব্বিতের আতিথ্য গ্রহণ করিলে পাইতাম?" যজ্ঞেশ ইহা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে কহিলেন, "হে গুরো, ধনমদান্ধতার

জন্য আমার এরূপ নৃশংসের ন্যায় আচরণ ঘটে নাই, কিন্তু আপনার আগমন-জন্য উল্লাসই ইহার কারণ। আমি বড়ই দুর্ভাগ্য, কারণ, আপনার সেবায় বঞ্চিত হইলাম।" এই বলিয়া যজ্ঞেশ আপনাকে শত শত ধিক্কার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামানুজ, শ্রীশৈল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই অনুতাপতপ্ত সরলহৃদয় ভক্তকে সান্ত্বনা করিলেন।

বিংশ অধ্যায়।

শ্রীশৈলদর্শন ও গোবিন্দ-সমাগম।

পরদিন প্রাতঃকালে সশিষ্য শ্রীরামানুজ অষ্টসহস্র গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কাঞ্চিপুরের দিকে যাত্রা করিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তথায় উপনীত হইয়া শ্রীবরদরাজস্বামীর সন্দর্শন লাভ করতঃ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। পরে মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণের সহিত মিলিত হইয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন। তথায় তাঁহারা ত্রিরাত্র বাস করিয়া কাপিল তীর্থে গমন করিলেন। সেখানে স্নানাদি করিয়া সেই দিবসই শ্রীশৈলের পাদ-দেশে উপনীত হইলেন। শৈল-সন্দর্শনে তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বহুক্ষণ একদৃষ্টে সেই ভূবৈকুণ্ঠের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ভাবিলেন, "এই সেই মহাস্থল, যেখানে শ্রীহরি স্বয়ং লক্ষ্মীর সহিত বিরাজ করিতেছেন। অহো! এইজন্যই ইহার এরূপ দিব্য শোভা। পৃথিবীর যাবতীয় পুণ্যপুঞ্জ এই শৈলাকারে অবস্থিত। সেই মহাপুণ্যরাশির উপরই লক্ষ্মীসনাথ নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। আমি এই কলুষবহুল দেহ লইয়া এই পবিত্র শৈলোপরি আরোহণপূর্ব্বক ইহাকে কলুষিত করিব না। এই স্থান হইতে ইহাকে প্রতিদিন দর্শন করিয়া আমার অশুচি দেহমনকে পবিত্র করতঃ কৃতার্থ হইব" এইরূপ স্থির করিয়া তিনি শ্রীশৈলের পাদদেশেই বাস করিতে লাগিলেন। তদ্দেশস্থ বিট্‌টল-দেব নামক রাজা শ্রীরামানুজের আগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া অমাত্যগণের সহিত তাঁহার পাদমূলে উপনীত হইলেন। তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব-লাভের

জন্য সকাতরে নিবেদন করিলে, করুণ-হৃদয় যতিরাজ সংস্কারদ্বারা তাঁহার শুদ্ধিবিধান করিয়া আপনার শিষ্যরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। বিট্‌টল-দেব গুরুদক্ষিণাস্বরূপ ইলমণ্ডীয় নামক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ শ্রীরামানুজকে দান করিলেন। যতিরাজ উক্ত প্রদেশটি দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন।

এ দিকে শ্রীশৈলস্থ সাধু-তপস্বিগণ যতিরাজের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য লালায়িত হইলেন। তাঁহারা যখন শুনিলেন, শ্রীরামানুজ পাদস্পর্শভয়ে তদুপরি আরোহণ করিবেন না, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন সকলে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন এবং অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "হে মহাত্মন্, আপনার ন্যায় মহাত্মাগণ যদি পাদস্পর্শভয়ে শৈলোপরি আরোহণ না করেন, তাহা হইলে সাধারণ লোকেরাও তদ্রূপ আচরণ করিবে। তাহারা কহিবে, 'যখন পবিত্র-স্বভাব মহাত্মা রামানুজ পাদস্পর্শভয়ে শৈলারোহণ করেন নাই, তখন আমাদের কথা কি? আমরা ত স্বভাবতঃই মলিন।' এইরূপে হয়ত অর্চ্চকগণও ভগবৎসমীপে গমন করিবেন না। অতএব আপনি কালবিলম্ব না করিয়া আরোহণে মনোযোগী হউন। অপরঞ্চ, আপনার ন্যায় মহাত্মাগণের হৃদয়ই শ্রীহরির প্রকৃত মন্দির। তথায় ভক্তিরূপ পরমামৃতের দ্বারা তাঁহার নিরন্তর সেবা হইতেছে। ভক্তিই শ্রীহরির একমাত্র প্রিয় পদার্থ। যাঁহার হৃদয়ে সেই ভক্তি আছে, নারায়ণ তথায় নিত্যই বিরাজ করিতেছেন। এইজন্য যুধিষ্ঠির বিদুরকে কহিতেছেন,—

'ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ম্প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥'

আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষগণ তীর্থস্থলে আগমন করেন বলিয়াই তীর্থ-সমূহের তীর্থত্ব নিষ্পন্ন হয়।" সেই মহাত্মাগণের বিনয়গর্ভ-বচনসমূহকে

আদেশবাক্যের ন্যায় গ্রহণপূর্ব্বক সশিষ্য রামানুজ শৈলারোহণে প্রবৃত্ত হইলেন।

তুঙ্গদেশে আরোহণ করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তৎকালে গিরিশিখর হইতে ভগবানের প্রসাদ ও শ্রীপাদতীর্থ (শ্রীচরণামৃত) হস্তে লইয়া বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানগম্ভীর পরম-ভক্তিমান্ শ্রীশৈলপূর্ণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও প্রসাদ এবং তীর্থ যতিরাজের হস্তে অর্পণ করিয়া তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। সেই ঋষিতুল্য মহাপুরুষ তাঁহার জন্য প্রসাদ বহন করিয়া আনিয়াছেন দেখিয়া যতিরাজ কহিলেন, "হে মহাত্মন্, আপনি এরূপ বিসদৃশ কর্ম্ম কেন করিলেন? অধম দাসের জন্য আপনার ন্যায় গুরুগণের এরূপ ক্লেশ স্বীকার করা বড়ই অনুচিত হইয়াছে। সামান্য একটা বালককে বলিলে সে বহন করিয়া আনিত।" শ্রীশৈলপূর্ণ তচ্ছ্রবণে কহিলেন, "যতিপতে, আমিও তাহাই স্থির করিয়া একটি সামান্য বালকের অন্বেষণ করিতেছিলাম, কিন্তু আমাপেক্ষা হীনমতি বালক কাহাকেও না পাওয়ায় আমাকেই বহনভার সহ্য করিতে হইয়াছে।" শ্রীশৈলপূর্ণের এরূপ দীনতা দ্বারা রামানুজ যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "অদ্য আমার জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইল। আপনার নিকট হইতে দীনভাব শিক্ষা করিয়া কৃতকৃত্য হইলাম।"

তিনি ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে পূর্ণপ্রজ্ঞ পূর্ণের পাদগ্রহণ করতঃ শিষ্যগণের সহিত প্রসাদগ্রহণপূর্ব্বক সমুদয় শ্রান্তি নিবারণ করিলেন এবং কিয়ৎকাল আরোহণের পর শ্রীপতি বেঙ্কটনাথের মন্দির-সম্মুখে উপনীত হইলেন। শৈলবাসী শিষ্য অনন্তাচার্য্য আসিয়া তাঁহার পাদগ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পরে মন্দির প্রদক্ষিণপূর্ব্বক শ্রীবেঙ্কটনাথের সম্মুখে উপনীত হইয়া প্রেমভরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল। এরূপ অবস্থায় বহুক্ষণ থাকিয়া তিনি ক্রমে

বাহ্যদশায় ফিরিয়া আসিলেন। অর্চ্চকগণ পরম ভক্তি-সহকারে তাঁহাকে শ্রীপাদতীর্থ ও প্রসাদ অর্পণ করিলেন। তিনি শিষ্যগণের সহিত তৎ-সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিলেন। ভগবদ্দর্শনের পর তত্রত্য অন্যান্য দেবদেবীবিগ্রহদর্শন করতঃ শ্রীরামানুজ সর্ব্বতীর্থময় পুণ্যোদক সরোবরে সশিষ্যে স্নানসমাপনপূর্ব্বক পরম সুখী হইলেন। তিনি তথায় ত্রিরাত্র বাস করিয়া অবরোহণ করিলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীশৈলপূর্ণের পরম অনুগত শিষ্য, স্বীয় মাতৃস্বস্রেয় গোবিন্দ তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বপ্রাণরক্ষাকর্ত্তা, বাল্যবন্ধুকে দর্শন করিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করতঃ পরম হৃষ্ট হইলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীশৈলপূর্ণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্মে পুনর্দীক্ষিত হইয়া গোবিন্দ শ্রীরামানুজের নিকট গমন করেন। তিনি তাঁহার সহিত তথায় কয়েক দিবস থাকিয়া স্বীয় গুরু শ্রীশৈলপূর্ণের জন্য এতদূর কাতর হইয়াছিলেন যে, যতিরাজ তাঁহাকে তাঁহার গুরুর সন্নিধানে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তদবধি গোবিন্দ শ্রীশৈলপূর্ণের নিকটেই আছেন। গুরুসেবায় তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ যে, তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন বিষয়ে স্পৃহামাত্র ছিল না। তাঁহার স্বভাব পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায়।

গিরিশিখর হইতে অবরোহণ করিয়া শ্রীরামানুজ শ্রীশৈলপূর্ণের অনুরোধে তাঁহার আলয়ে এক বৎসরকাল বাস করিলেন। মহাত্মা পূর্ণ প্রতিদিন তাঁহাকে শ্রীরামায়ণ পাঠ করাইতেন। তাঁহার সুললিত ও গভীর ব্যাখ্যা শ্রবণে যতিরাজের তদ্বিষয়িণী জিজ্ঞাসা বলবতী হইল। তিনি এক বৎসরকাল তথায় বাস করিয়া সমগ্র রামায়ণ উক্ত মহাপুরুষের নিকট অধ্যয়ন করতঃ আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করিলেন। তথায় বাসকালে তিনি গোবিন্দের রীতি নীতি দর্শন করিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন। একদা তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার বাল্যবন্ধু স্বীয় গুরুর জন্য শয্যা রচনা করিয়া তদুপরি স্বয়ং শয়ন করিলেন।

ইহাতে যতিরাজ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট উক্ত ব্যাপার নিবেদন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ গোবিন্দকে নিকটে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার শয্যায় শয়ন করিয়াছ। জান, গুরুতল্পে শয়ন করিলে কি হয়?" গোবিন্দ স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "গুরুতল্পশায়ীর অনন্তকাল নরকবাস হয়।" পূর্ণ কহিলেন, "ইহা জানিয়াও কেন এরূপ আচরণ করিলে?" গোবিন্দ উত্তর করিলেন, "আমি নরকবাস ইচ্ছা করিয়াই ভবদীয় শয্যায় শয়ন করি। শয্যা সুখস্পর্শ হইল কি না, তাহাতে শয়ন করিলে আপনার সহজে নিদ্রাকর্ষণ হইবে কি না, ইহাই পরীক্ষা করিবার জন্য আমি অন্তে নরকগমন স্বীকার করিয়াও প্রতিদিন শয্যা-রচনার পর তদুপরি একবার শয়ন করিয়া থাকি। আমার নিরয়বাস দ্বারা যদি আপনার কিঞ্চিৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যলাভ হয়, তাহা আমি স্বর্গবাসাপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করি।" সমীপবর্ত্তী যতিরাজ ইহা শুনিয়া গোবিন্দের গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা পর্য্যালোচনা করতঃ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি অজ্ঞান-বশতঃ মাতৃস্বস্রেয়ের সম্বন্ধে অন্যায় ভাব পোষণ করার জন্য স্বয়ং লজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

আর এক সময় দূরে শ্রীরামানুজ দেখিলেন যে, গোবিন্দ একটা সর্পের মুখের ভিতর অঙ্গুলি প্রবেশিত করিয়া তাহা সবেগে টানিয়া লইলেন, এবং সর্পটি যন্ত্রণায় যেন মৃতকল্প হইয়া রহিল। এইরূপ আচরণ-পূর্ব্বক গোবিন্দ স্নান করিয়া যতিরাজের নিকট আসিলে, তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি এ কি কর্ম্ম করিলে? একটা বিষাক্ত সর্পের মুখে অঙ্গুলি দেওয়া কি উন্মত্তের কর্ম্ম নয়? ভাগ্যবলেই তোমার শোণিতে বিষ সংক্রামিত হয় নাই। বালকের ন্যায় এরূপ আচরণ করিয়া তুমি আপনাকেও বিপদে ফেলিয়াছিলে এবং ঐ নিরপরাধ জীবটিও এক্ষণে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছে। তোমার ন্যায় সদাশয় পুরুষের কোন জীবকেই কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।" ইহাতে গোবিন্দ কহিলেন,

"ভ্রাতঃ! কোন একটি কণ্টকান্বিত দ্রব্য ভোজন করিতে গিয়া সর্পটির গলে কণ্টক বিদ্ধ হওয়ায় উহা যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছিল, তজ্জন্যই উহার মুখ মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া আমি সেই কণ্টকটি উদ্ধার করিয়াছি। উহার আর পূর্ব্ব যন্ত্রণা নাই। কেবল ক্লান্তি বশতঃ নির্জীবের ন্যায় আছে। কিয়ৎকাল পরেই সুস্থ হইবে, তজ্জন্য চিন্তিত হইও না।" রামানুজ এতচ্ছ্রবণে গোবিন্দের জীবহিত-চিকীর্ষার পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এই ঘটনায় গোবিন্দের প্রতি তাঁহার প্রেম প্রগাঢ়তর হইল।

বৎসরান্তে সমগ্র রামায়ণ পাঠ শেষ হইলে তিনি যথোচিত গুরুদক্ষিণা দিয়া শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট বিদায় লইতে চাহিলে উক্ত মহানুভব কহিলেন, "বৎস রামানুজ, তোমার যদি কোনও অভিলাষ থাকে, আমায় বল। আমি তাহা সাধ্যাতীত না হইলে এখনই পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিব।" ইহাতে যতিরাজ কহিলেন, "হে মহাত্মন্, আপনার দেবতুল্য শিষ্য গোবিন্দকে আমায় অর্পণ করুন। ইহাই আমার প্রার্থনীয়।" এতচ্ছ্রবণে পূর্ণ নিজ প্রিয়তম শিষ্যকে তৎক্ষণাৎ শ্রীরামানুজের করে সমর্পণ করিলেন। গোবিন্দকে পুনর্লাভ করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া শিষ্যগণের সহিত ঘটিকাচলে (শোলিঙ্গায়) গমন করিলেন, তথায় নৃসিংহদেবকে সন্দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। তথা হইতে পক্ষিতীর্থে (তিরুক্কিড়িকুণ্ড্রম্) গমন করিয়া দেবদর্শন ও স্নানদানাদি করিয়া, কাঞ্চিপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীবরদরাজস্বামী সন্দর্শন করিয়া যতিরাজ কাঞ্চিপূর্ণের সহিত মিলিত হইলেন ও তাঁহাকে গোবিন্দের গুরুভক্তি এবং জীবহিত-পরায়ণতা নিবেদন করিয়া কহিলেন, "হে মহাত্মন্, আপনি আমার মাতৃস্বস্রেয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া উহাকে আরও গুরুভক্তিপরায়ণ ও জীবহিতব্রত করুন।" কাঞ্চিপূর্ণ স্মিতবিকসিত বদনে কহিলেন, "তোমার ইচ্ছা সর্ব্বদাই ফলবতী; তুমি যাহার হিতবাসনা কর, তাহার কখনও কোন অহিত থাকিতে পারে না।"

সমীপস্থ গোবিন্দের মুখে মালিন্য ও বৈবর্ণ্য নিরীক্ষণ করিয়া কাঞ্চি-পূর্ণ কহিলেন, "যতিরাজ, গুরুসেবার অভাবে গোবিন্দের মুখশশী মলিন হইয়া গিয়াছে। তুমি ইহাকে শ্রীশৈলপূর্ণ-সমীপে প্রেরণ কর।" তচ্ছ্রবণে শ্রীরামানুজ গোবিন্দকে তৎক্ষণাৎ গুরুসন্নিধানে যাইতে আদেশ করিলেন। গোবিন্দ সরল পথ আশ্রয় করিয়া অনতিবিলম্বে শ্রীশৈল-পাদবর্ত্তী স্বীয় গুরুগৃহে আগমন করিলেন। পূর্ণ তাঁহার প্রত্যাগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একবারমাত্র তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইল, সকলে ভোজন সমাপন করিলেন। পূর্ণ গোবিন্দকে ভোজনার্থ আহ্বান করিলেন না! বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। গোবিন্দ অনাহারে বহির্দ্বারে বসিয়া আছেন। কোমলপ্রাণা পূর্ণসহধর্ম্মিনী ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভর্ত্তাকে কহিলেন, "গোবিন্দের সহিত বাক্যালাপ করুন বা নাই করুন, বৎসকে ভোজন করিতে আদেশ করুন।" ইহাতে তদীয় ভর্ত্তা কহিলেন, "যে অশ্ব বিক্রীত হইয়াছে, তাহাকে তৃণোদক দিতে আমি আর কর্ত্তব্যবদ্ধ নহি। নূতন স্বামী কর্ত্তৃকই তাহার এক্ষণে প্রতিপালিত হওয়া উচিত।" গোবিন্দ ইহা শুনিয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অনাহারে কাঞ্চিপুরে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীরামানুজের পাদগ্রহণ করিয়া কহিলেন, "যতিরাজ, আপনি আর আমায় ভ্রাতা সম্বোধন করিবেন না, পূর্ব্ব স্বামীর প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, আপনিই আমার বর্ত্তমান স্বামী। কি করিতে হইবে আদেশ করুন।" সমস্ত দিন অনাহারে ও পথশ্রমে গোবিন্দকে নিতান্ত ক্লান্ত ও মলিন দেখিয়া শ্রীরামানুজ তখনই তদীয় স্নান ভোজনাদি সম্পাদন দ্বারা শ্রান্তি দূর করিলেন। তদবধি গোবিন্দ যেরূপ ভক্তির সহিত শ্রীশৈলপূর্ণের সেবা করিতেন, তদ্রূপ মনোযোগ ও প্রগাঢ় ভক্তির সহিত বর্ত্তমান গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন।

কাঞ্চিপুরে ত্রিরাত্র বাস করিয়া তাঁহারা সকলে অষ্টসহস্র গ্রামে উপনীত হইয়া যজ্ঞেশের সেবা গ্রহণ করিলেন, তথায় একরাত্রি বাস করিয়া

গোবিন্দ ও অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত শ্রীরামানুজ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথস্বামী ও স্বীয় গুরুগণকে সন্দর্শন করিয়া স্বমঠে প্রবেশ করিলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

গোবিন্দের সন্ন্যাস।

স্বীয় মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণের আচরণে গোবিন্দ কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ হয়েন নাই। বরং তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীরামানুজের হস্তে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করাই উক্ত মহাত্মার ঈদৃশ আচরণের উদ্দেশ্য। তিনি তদবধি কায়মনোবাক্যে যতিরাজের সেবায় নিরত হইলেন। দুই এক দিবসের মধ্যেই তিনি নূতন প্রভুর যাবতীয় প্রয়োজন বুঝিয়া লই-লেন। এই ভাবজ্ঞতা নিবন্ধন তিনি বলিবার পূর্ব্বেই সকল কর্ম্ম এরূপ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিয়া রাখিতেন যে, তাহা দেখিয়া যতিরাজের অন্যান্য শিষ্যগণ চমৎকৃত হইয়া যাইতেন। একদা তাঁহারা সকলে সেবা-পটুতার জন্য তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ তচ্ছ্রবণে কহিলেন, "হাঁ, আমার গুণসমূহ এরূপ স্তবের যোগ্যই।" ইহাতে প্রশংসাকারীগণ তাঁহাকে অহঙ্কৃত মনে করিয়া তদ্বিষয় শ্রীরামানুজকে জ্ঞাপন করায়, তিনি গোবিন্দকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমার সদ্গুণ দর্শনে ইহারা প্রশংসা করিতে-ছেন, তাহাতে কি তোমার অহঙ্কার প্রকাশ করা উচিত?" গোবিন্দ কহিলেন, "মহাত্মন্, চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া এই মোহান্ধ জীব মানবজন্ম লাভ করিয়াছে এবং তাহাতেও বহু জন্মের পর এই বর্ত্তমান জন্ম আশ্রয় করতঃ মোহান্ধতাবশতঃ বিপথ আশ্রয় করিয়া পতনোন্মুখ হইয়াছিল। আপনার করুণাতিরেকই আমার উদ্ধারের কারণ। আমার ভিতর যাহা কিছু সদ্ভাব আছে, তাহা আপনারই,

কারণ, আমি স্বভাবতঃই জড়মতি ও হীনপ্রবৃত্তি। অতএব মদীয় সদ্গুণের প্রশংসা দ্বারা আপনারই প্রশংসা হইল; এই হেতুই আমি ওরূপ বলিয়াছি।" ইহা শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন।

আর এক দিবস গোবিন্দ প্রাতঃকৃত্য সমাপন না করিয়া উষাকাল হইতে মুগ্ধের ন্যায় কোন বারাঙ্গনার বহির্দ্বারে উপবিষ্ট ছিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সতীর্থগণ যতিরাজকে তদীয় এই বিসদৃশ আচরণ নিবেদন করিলেন। তিনি গোবিন্দকে নিকটে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাতঃ-কর্ত্তব্য সমাপন না করিয়া বেশ্যাদ্বারে কেন উপবিষ্ট ছিলে?" তিনি ইহাতে উত্তর করিলেন, "উক্ত অঙ্গনা অতি মধুর স্বরে রামায়ণ-কথা গান করিতেছিল, পারায়ণ-মানসে আমি তাহা শেষ পর্য্যন্ত শুনিতেছিলাম। এইজন্য এখনও প্রাতঃকৃত্য করা হয় নাই।" ইহা শুনিয়া সকলে তাঁহার সরলভাব ও স্বাভাবিকী ভক্তিতে মুগ্ধ হইলেন।

শ্রীশৈলপূর্ণভগিনী গোবিন্দজননী ইতিমধ্যে একদা শ্রীরামানুজ-সন্নিধানে আসিয়া কহিলেন, "বৎস, গোবিন্দ-পত্নী ঋতুমতী হইয়াছে, অতএব তাহাকে সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মরক্ষা করিতে আদেশ কর। কারণ, আমার কথায় সে যাইবে না। তাহাকে আমি ইতিপূর্ব্বে এতদ্বিষয় জ্ঞাপন করিলে সে কহিয়াছিল, 'যতিরাজের সেবার পর যখন আমি একান্তে বসিবার অবসর পাইব, তখন আমার ভার্য্যাকে লইয়া আসিও।' কিন্তু বৎস, আমি অদ্যাবধি তাহার অবসরকাল অন্বেষণ করিয়া পাইলাম না। সে কোন না কোন কার্য্যে ব্যস্ত আছে।" শ্রীরামানুজ এতচ্ছ্রবণে গোবিন্দকে সমীপে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি অদ্য তমোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিও।" গোবিন্দ গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। সে রজনী তিনি পত্নীপার্শ্বে গিয়া শয়ন করিলেন ও নানাবিধ সৎকথালাপদ্বারা তাহা অতিবাহিত করিলেন। বধূমুখে রাত্রির বার্ত্তা শুনিয়া গোবিন্দজননী দ্যুতিমতী তৎসমুদয় রামানুজ-সন্নিধানে গিয়া নিবেদন করিলেন। ইহাতে যতিরাজ

গোবিন্দকে নিভৃতে আনয়নপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি তোমার সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মরক্ষার্থ তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে কহিয়াছিলাম। তুমি কিন্তু তদ্রূপ আচরণ কর নাই, ইহার কারণ কি?" গোবিন্দ কহিলেন, "মহাত্মন্, তমোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত শয়ন করিতে আপনি আদেশ করিয়াছেন। আমি তদনুসারেই কার্য্য করিয়াছি। কারণ, তমঃ পরিত্যাগ করিলেই হৃদ্দেশবর্ত্তী অন্তর্যামী পুরুষের প্রকাশ হয়। সেই প্রকাশের সম্মুখে তমঃ-প্রসূত কামাদির অবস্থান-সম্ভাবনা কোথায়?"

শ্রীরামানুজ এতচ্ছ্রবণে নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন, ও কিয়ৎকাল তূষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ, তোমার মনের অবস্থা যদি এইরূপ, তাহা হইলে তোমার অচিরাৎ সন্ন্যাস লওয়া কর্ত্তব্য, কারণ, আশ্রমে থাকিলে আশ্রমীর ন্যায় আচরণ করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রের নিয়ম। অতএব তুমি যদি ইন্দ্রিয়সমূহের উপর আধিপত্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণই বিধেয়।" গোবিন্দ ইহাতে পরম হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমি এখনই প্রস্তুত।" যতিরাজ কালবিলম্ব না করিয়া গোবিন্দজননী দ্যুতিমতীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক, তাঁহাকে "তাপঃ পুণ্ড্রস্তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ" এই পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করিলেন ও পরে দণ্ডকমণ্ডলু দানপূর্ব্বক পরমহংস-পদে উন্নীত করিলেন। নবীন সন্ন্যাসীর দিব্যকান্তি, বিজ্ঞানোদ্ভাসিত বদন, প্রেমাশ্রুপরিপ্লুত পদ্মপলাশসদৃশ নয়ন, শুদ্ধজ্ঞানভক্তিময় বিগ্রহ অবলোকন করিয়া যতিরাজ তাঁহাকে "মন্নাথ" এই আখ্যা প্রদান করিলেন। শ্রীরামানুজই এই নামে তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইতেন। তিনি নিরতিশয় প্রীতিবশতঃ স্বীয় নাম গোবিন্দকে অর্পণ করিলেন, কিন্তু অভিমানলেশ-পরিশূন্য, সত্ত্বমূর্ত্তি, প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় কান্তিমান্, শিশিরবিন্দুর ন্যায় নির্ম্মল, প্রফুল্ল কুসুমের ন্যায় মনোহর ঈশ্বরানুরাগরঞ্জিতহৃদয়, সনকাদির ন্যায় বালকস্বভাব, প্রেমিক সন্ন্যাসী

গোবিন্দ শুদ্ধদাস্য-ভক্তির আদর্শস্বরূপ ছিলেন, তিনি কিরূপে দাস্য পরিত্যাগ করিয়া সোঽহংভাব আশ্রয় করিবেন? তিনি কোনমতেই নিজ প্রভুর নামে অভিহিত হইতে অঙ্গীকার না করায় শ্রীরামানুজ "মন্নাথ" এই পদটিকে তামিলে ভাষান্তরিত করিয়া "এম পেরুমানার" এই পদ নিষ্পন্ন করিলেন এবং পূর্ব্বাংশ ও শেষাংশ একত্র করিয়া "এম্—আর্" বা "এমার" পদ সিদ্ধ করিলেন এবং তাহাই গোবিন্দের নাম হইল। শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে যে "এমার মঠ" নামক এক সুপ্রসিদ্ধ মঠ আছে, তাহা শ্রীরামানুজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং তিনিই গোবিন্দের নামানুসারে উহার নামকরণ করিয়াছেন।

এই সময়ে শ্রীরামানুজের শ্রীরঙ্গমস্থ মঠে সর্ব্বশুদ্ধ চতুঃসপ্ততিসংখ্যক শিষ্য অবস্থান করিতেছিলেন, ইঁহারা সকলে কৃতবিদ্য, পরম ত্যাগী, ও পরম ভক্তিমান্। সমগ্র বেদ ও দ্রাবিড় প্রবন্ধমালা ইঁহাদের কণ্ঠস্থ। ইঁহারা সিংহাসনাধিপতি বা পীঠাধিপতি নামে অভিহিত। ইঁহাদিগেরই অনুকরণে, বোধ হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যগণকে "গোস্বামী" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে দাশরথি, কুরেশ, সুন্দরবাহু, শোট্টনম্বি, সৌম্যনারায়ণ, যজ্ঞমূর্ত্তি, গোবিন্দ প্রভৃতি ইঁহাদের প্রধান প্রধান কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীরামানুজ ভক্তিতত্ত্ব-ব্যাখ্যা শাস্ত্রালাপ প্রভৃতি দ্বারা পরম আনন্দে স্বীয় মঠে কিয়ৎকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

শ্রীভাষ্যরচনা।

এক দিবস শিষ্যবর্গের নিকট শ্রীযামুনাচার্য্যের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে যতিরাজ নিজ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিলেন। যখন কাবেরীতীরস্থ চিতাপার্শ্বে উক্ত মহাত্মার দেহ শায়িত ছিল, সেই সময় রামানুজ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ। তিনি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া তৎসম্মুখে তিনটি প্রতিজ্ঞা করিলে উক্ত অঙ্গুলিত্রয় মুষ্টিবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তিনি তাঁহার উক্ত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া শিষ্যবর্গকে কহিলেন, "আমি শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করিব বলিয়া যামুন মুনির নিকট প্রতিশ্রুত আছি, কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কিছুই করা হয় নাই। উক্ত গ্রন্থ লিখিতে হইলে বোধায়ন বৃত্তির সাহায্য লইতে হইবে। মহর্ষি বোধায়ন প্রণীত বৃত্তি এ দেশে পাওয়া দুষ্কর। আমি বহু অন্বেষণ করিয়াও কৃতকার্য্য হই নাই। শুনিয়াছি উহা কাশ্মীর দেশান্তর্গত সারদা পীঠে বহুযত্নে রক্ষিত আছে। কুরেশের সহিত আমি অদ্যই তথায় যাত্রা করিব। হে ভগবদ্ভক্তগণ, তোমরা শ্রীবিষ্ণুসমীপে প্রার্থনা কর, যেন আমরা কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি।"

এইরূপে শিষ্যগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীরামানুজ কুরেশের সহিত যাত্রা করিয়া মাসত্রয়ের পর সারদাপীঠে উপনীত হইলেন। তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও অনেক শাস্ত্রালাপ হইল। পণ্ডিতগণ তাঁহার শাস্ত্রকুশলতা, বাগ্মিতা ও জ্ঞানগম্ভীরতা অবলোকন

করিয়া পরম বিস্মিত হইলেন ও তাঁহাকে দুর্ল্লভ অতিথিজ্ঞানে পরম সমাদরে সৎকৃত করিলেন। শ্রীরামানুজ বোধায়নবৃত্তির কথা উল্লেখ করিলে অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ ভাবিলেন, ইঁহাকে এই পুস্তক দেখিতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ, ইঁহার সিদ্ধান্ত মহর্ষি বোধায়নের অনুমোদিত। যদ্যপি এই মহাপুরুষ উক্ত পুস্তক দর্শন করেন, তাহা হইলে আপনার মতকে দৃঢ়তর করিয়া অদ্বৈতবাদের মহা প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ হইয়া উঠিবেন। এই স্থির করিয়া তাঁহারা কহিলেন, "মহাত্মন্, উক্ত পুস্তক আমাদের এখানে ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" তাহা শুনিয়া যতিরাজ নিরতিশয় ক্ষুণ্ণমনা হইলেন। ভাবিলেন, তাঁহার সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইল। কথিত আছে, যখন তিনি এইরূপে কাতর হইয়া শয়ন করিয়া আছেন, সেই সময় সারদাদেবী স্বয়ং উক্ত পুস্তক হস্তে লইয়া যতিরাজকে অর্পণ করিলেন ও কহিলেন, "বৎস, তুমি পুস্তক লইয়া অবিলম্বে স্বদেশে প্রতিগমন কর। কারণ, ইহারা এ ব্যাপার জানিতে পারিলে, তোমার পুস্তক লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইবে।" ইহা কহিয়া তিনি অন্তর্হিতা হইলেন। শ্রীরামানুজ বীণাপাণির দুর্ল্লভ দর্শন, অনুগ্রহ ও আদেশ লাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে সারদাপীঠস্থ বুধমণ্ডলী গ্রন্থাগার-সংস্কারমানসে যাবতীয় পুস্তক ক্রমে ক্রমে বাহির করিয়া, তাহারা কীটদষ্ট হইতেছে কি না তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক তাহাদের সংস্কার সাধন করিতে লাগিলেন। এইরূপে গ্রন্থ অন্বেষণ করিতে গিয়া তাঁহারা বোধায়নবৃত্তি দেখিতে না পাওয়ায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং কিয়ৎকাল পরে স্থির করিলেন যে, দাক্ষিণাত্যবাসী পণ্ডিতদ্বয় নিশ্চয়ই উহা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় বলবান্ পুরুষ তৎক্ষণাৎ উঁহাদের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং দিবানিশি

গমনপূর্ব্বক এক মাস পরে কুরেশসনাথ রামানুজের দর্শন পাইলেন। যখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, বোধায়নবৃত্তি উঁহাদের নিকট আছে, তখন দ্বিরুক্তি না করিয়া উক্ত ক্ষুদ্রচিত্ত, পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খগণ বলপূর্ব্বক পুস্তকটি লইয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে শ্রীরামানুজের বিষাদের আর সীমা রহিল না। গুরুর এই অবস্থা দেখিয়া কুরেশ কহিলেন, "অয়ি আশ্রিতবৎসল, আপনি বিষণ্ন হইবেন না। কাশ্মীর হইতে যাত্রা করিয়া অবধি আমি প্রতি রজনীতে আপনাকে সুনিদ্রিত দেখিয়া বৃত্তিটি পাঠ করিতাম, এরূপ করায় সমগ্র পুস্তকটি আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। আমি এখনই ইহা লিখিয়া ফেলিতেছি। পাঁচ ছয় দিবসে লিখিয়া শেষ করিয়া ফেলিব।" শ্রীরামানুজ এতচ্ছ্রবণে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। তিনি কুরেশকে প্রেমভরে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি চিরজীবী হও। আজ আমার নষ্ট রত্ন উদ্ধার করিয়া তুমি আমায় চিরঋণে বদ্ধ করিলে।" পুস্তক লেখা শেষ হইলে তাঁহারা অবিলম্বে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। যতিরাজ শিষ্যবর্গকে পথের বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন, হে ভাগবতোত্তমগণ, তোমাদের ভক্তিবলে ও কুরেশের অসাধারণ মেধাশক্তির প্রভাবে বোধায়নবৃত্তি সংগৃহীত হইল। যে সকল কুদৃষ্টিগণ 'তত্ত্বমসি,' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি বাক্যসমূহের অর্থজ্ঞানকেই নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করেন, কিম্বা যে সকল জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদিগণ উক্ত অর্থজ্ঞানের সহিত যজ্ঞদান তপঃকর্ম্মের অত্যাবশ্যকতা স্বীকার করেন, আমি অদ্য সেই সকল অদূরদর্শিগণের মত খণ্ডন করিয়া ধ্যান, উপাসনা ও ভক্তি দ্বারা মোক্ষলাভই যে বেদবেদান্তের অভিপ্রায়, ইহা প্রতিপাদনপূর্ব্বক শ্রীভাষ্য রচনা করিতে আরম্ভ করিব। যাহাতে এই কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়, তোমরা শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে তাহাই প্রার্থনা কর। বৎস কুরেশ, তুমি আমার লেখক হও। কিন্তু যখন কোনও ভাষ্যবিষয়িনী যুক্তি তোমার সমীচীন বোধ হইবে না, তখন লিখন বন্ধ রাখিয়া তূষ্ণী-

ভাবে অবস্থান করিও। এইরূপে আমি উক্ত যুক্তিটিকে পুনঃ পর্য্যালোচনা করিবার অবকাশ পাইব, এবং তাহা যদি ভ্রমাত্মিকা বলিয়া বোধ করি, তখনই পরিবর্ত্তন করিয়া দিব।"

এইরূপে শ্রীভাষ্য রচনা আরম্ভ হইল। সমগ্র ভাষ্য লিখন কালে কূরেশকে কেবল একবারমাত্র লিখন বন্ধ করিতে হইয়াছিল। একদা জীবের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া যতিভূপতি কহিলেন, "জীব স্বরূপতঃ নিত্য ও জ্ঞাতা।" এতচ্ছ্রবণে কূরেশের লেখনী স্থির হইল। যদিও গুরু তাঁহাকে লিখিতে বার বার আদেশ করিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার অনুমতি প্রতিপালন করিলেন না। ইহাতে রামানুজ কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কূরেশ, যদি তুমি এরূপ আচরণ কর, তাহা হইলে শ্রীভাষ্য তুমিই লেখ।" কিন্তু এরূপ কহিয়া পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, "জীব যদি স্বরূপতঃ নিত্য ও জ্ঞাতা হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বতন্ত্র ও দেহাভিমানবিশিষ্ট বলিতে হানি কি? কিন্তু যখন শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' তখন জীব পরতন্ত্র ভিন্ন কখনও স্বতন্ত্র নহেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের অধীন বলিয়া, ঈশ্বরকে অংশী বা শেষী ও তাঁহাকে অংশ বা শেষ বলাই বিধেয়।" এইরূপ স্থির করিয়া তিনি জীবস্বরূপকে বিষ্ণুশেষত্বসংযুক্ত ও জ্ঞাতৃত্ববিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপাদন করিলে কূরেশ পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে শ্রীভাষ্যরচনা পরিসমাপ্ত হইল।

এই মহৎ কর্ম্ম সমাপন করিয়া যতিরাজ 'বেদান্তদীপন,' 'বেদান্তসার,' 'বেদার্থসংগ্রহ,' ও 'গীতাভাষ্যম্.' নামক চারিখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করিয়া তিনি যামুনমুনির দ্বিতীয় অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। দ্রাবিড় প্রবন্ধমালা স্বীয় শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইয়া, তৎসমুদয়কে 'দ্রাবিড় বেদ' এই আখ্যা প্রদান করিয়া ও বেদের সহিত সমান আসনে সমাসীন করাইয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে উক্ত মহাত্মার প্রথম অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি স্বীয় মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

দিগ্বিজয়।

শ্রীভাষ্য প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া যতিরাজ চতুঃসপ্ততি সিংহাসনাধিপতি ও অন্যান্য অসংখ্য শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ চোলমণ্ডলে গমনপূর্ব্বক, তত্রত্য রাজধানী কাঞ্চিপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীবরদরাজের আজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক কুম্ভকোনম্ যাত্রা করিলেন। তত্রত্য বুধমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্র বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয়মতে আনয়ন করতঃ রামানুজ পাণ্ড্য দেশের রাজধানী মথুরানগরীতে উপনীত হইলেন। এই নগর দ্রাবিড় কবিগণের দুর্গস্বরূপ। দ্রাবিড় প্রবন্ধমালা ব্যাখ্যা করিয়া, তিনি সেই বুধগণকে স্বমতে আনয়ন করিলেন। তথা হইতে শঠরিপুর জন্মভূমি কুরুকাপুরী দর্শনার্থ গমন করিলেন। তিনি তত্রত্য দেবালয়ে গমনপূর্ব্বক শ্রীশঠারিবিগ্রহ দর্শনপূর্ব্বক আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং সেই সাত্বতপ্রধানের স্তব করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন। তথায় কয়েকদিবস থাকিয়া তিনি কুরঙ্গনগরীতে গমন করিলেন। তন্নগরীস্থ শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ সন্দর্শন করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কথিত আছে, শ্রীরামানুজের অতুলনীয় লোকসংগ্রহ ও লোকরক্ষণক্ষমতা সন্দর্শন করিয়া শ্রীবিষ্ণু নিরতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং সেই লীলাময় হরি লীলাপরতন্ত্র হইয়া যতিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ ও গুরুদত্ত 'বৈষ্ণবনম্বি' এই নাম স্বীকারপূর্ব্বক আপনাকে কৃতকৃত্যের ন্যায় মনে করিয়াছিলেন।

তথা হইতে তিনি কেরল বা মালাবার দেশে গমন করিলেন ও তত্রত্য রাজধানী তিরু-অনন্তপুরম্ বা ট্রিভ্যাণ্ড্রম্ যাইয়া অনন্তশয়ন পদ্মনাভ স্বামীকে সন্দর্শন করিয়া ভক্তি-পরিপ্লুত হইয়াছিলেন। এখান হইতে তিনি উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি ক্রমে দ্বারাবতী, মথুরা, বৃন্দাবন, শালগ্রাম, সাকেত, বদরিকাশ্রম, নৈমিষ, পুষ্কর প্রভৃতি সন্দর্শন-পূর্ব্বক কাশ্মীরস্থ সারদা পীঠে উপনীত হইলেন। কথিত আছে, সারদা দেবী তাঁহার নিকট "কপ্যাসং পুণ্ডরীকাক্ষং" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ-পূর্ব্বক নিরতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে "ভাষ্যকার" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা রামানুজের সহিত বিবাদ করিতে ছাড়েন নাই। এমন কি, তাঁহার প্রাণনাশ করিবার অভিলাষে অভিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু 'উল্টা সমঝ্লি রাম' হইয়া গেল। তদ্দারা অভিচারকর্ত্তারাই প্রাণ হারাইতে বসিলেন। তাহাতে কাশ্মীরভূপতি শ্রীরামানুজের পাদমূলে গমনপূর্ব্বক কৃপাভিক্ষা করিলে তিনি সকলকে সুস্থ করিলেন। রাজা ও পণ্ডিতগণ অচিরাৎ তাঁহার শিষ্য হইলেন। এখানে শ্রীরামানুজ ভগবানের হয়গ্রীব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। সারদা-দেবী কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যতিরাজ অতঃপর ৺কাশীধামে গমন করিলেন। তথায় কিছুকাল বাস করিয়া ও অনেক দার্শনিক পণ্ডিতকে স্বীয়মতে আনয়ন করিয়া তিনি অবশেষে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কতিপয় দিবস পরে শ্রীপুরুষোত্তমে উপনীত হইয়া কিয়ৎকাল তথায় বিশ্রাম করিলেন। আপনার মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি তথায় এক মঠ প্রস্তুত করাইয়া স্বীয় শিষ্য গোবিন্দের নামানুসারে তাহাকে 'এমার্ মঠ' এই নামে অভিহিত করিলেন। তত্রত্য পণ্ডিতেরা তাঁহার সহিত বাদে পরাস্ত হইবার ভয়ে, তিনি চাহিলেও তাঁহার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইলেন না। শ্রীরামানুজ তদ্দৃষ্টে তথায় স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিবার

জন্ম বড়ই আগ্রহবান্ হইলেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চকগণকে পাঞ্চরাত্রাগমানুসারে শ্রীপুরুষোত্তমের সেবা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা স্মার্ত্তমত পরিত্যাগ করিয়া উক্ত নূতন মত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় তিনি রাজার নিকট বিচার আকাঙ্ক্ষা করিলেন। ইহাতে অর্চ্চকগণ ভীত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমের শরণাগত হইলেন। কথিত আছে, সেই রজনীতে নিদ্রাবস্থায় রামানুজ শত যোজন দূরস্থ কূর্ম্মক্ষেত্রে জগন্নাথ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।

জাগ্রত হইয়া দেখেন, তিনি ভিন্ন দেশে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য শিষ্যগণের মধ্যে কেহই তাঁহার নিকট নাই। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, তিনি কূর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছেন! ইহা দেবতার মায়া স্থির করিয়া তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক শ্রীকূর্ম্মদেবের মন্দিরে গমন করিলেন ও গললগ্নীকৃতবাস হইয়া পরম ভক্তিসহকারে সেই অবতার মূর্ত্তির পূজা করিলেন; ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া, অর্চ্চকগণদ্বারা তাঁহাকে স্বীয় শিষ্যগণের অপেক্ষায় কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। রামানুজ স্বীকৃত হইলেন। কয়েক দিবস পরে তিনি শিষ্যগণের সহিত পুনঃ সম্মিলিত হইয়া সিংহাচলে গমন করিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া গারুড়পর্ব্বতস্থিত অহোবল মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া ঈশালিঙ্গাঙ্গে আগমনপূর্ব্বক শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করিলেন। তথা হইতে ক্রমে বেঙ্কটাচল বা তিরুপতিতে উপনীত হইলেন। সেই সময় তত্রত্য বিগ্রহ লইয়া শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। শ্রীরামানুজ অমানুষী শক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন, উহা শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারেন না, ইহাতে বৈষ্ণব ও শৈব উভয় সম্প্রদায়ই সন্তুষ্ট হইল। তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া সশিষ্য রামানুজ কাঞ্চিপুরে পুনরাগমনপূর্ব্বক শ্রীবরদরাজকে দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিলেন। তথা হইতে মদুরান্তক দর্শন করতঃ নাথমুনির জন্মভূমি

বীরনারায়ণপুরে আগমন করিলেন। তিনি সেই মহামুনির মহৎ যোগাভ্যাস স্থলকে নমস্কার করিয়া, পরিশেষে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীরঙ্গনাথস্বামীকে সন্দর্শন-পূর্ব্বক আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ ও কৃতকৃত্য মনে করিয়া পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

কুরেশ।

উত্তমপূর্ণ নামক শ্রীরঙ্গনাথের জনৈক অর্চ্চক লক্ষ্মীকাব্য নামে এক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে কুরেশের জীবনী যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, তাহা লিখিত হইতেছে। কুরেশ একজন বাৎস্যগোত্র-সম্ভূত ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাঞ্চিপুরের একক্রোশ পশ্চিমে কুর-অগ্রহার-নামক স্থানে তাঁহার বাস ছিল। তিনি উক্ত স্থানের ভূস্বামী ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কুরনাথ বা কুরেশ হইয়াছে; তিনি অণ্ডাল-নাম্নী এক উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীর পাণিগ্রহণ করিয়া, আপনার বিপুল ঐশ্বর্য্য দীন নিঃসহায় লোকদিগের সেবায় ব্যয় করিতেন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীরামানুজকে তিনি প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন। যতিরাজ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর, স্ত্রীর সহিত তিনি তাঁহার শিষ্য হইলেন, এবং প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের অবধি ছিল না। স্মৃতি-শক্তির পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। যাহা একবার শ্রবণ বা পাঠ করিতেন, তাহা তাঁহার মনে চিরকাল রহিয়া যাইত। ইঁহারই দ্বারা শ্রীরামানুজ মহাপণ্ডিত যাদবপ্রকাশকে বাদে পরাভূত করিয়াছিলেন।

ইঁহার সুবিশাল অট্টালিকা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কেবল "নীয়তাং, দীয়তাং, ভুজ্যতাং" এই শব্দে শব্দায়মান হইত। তৎপরে তাঁহার লৌহ-ময় কবাটবিশিষ্ট বিশাল দ্বার উষাকালে পুনরুদ্ঘাটিত হইবার জন্য রুদ্ধ হইত। রামানুজ কাঞ্চিপুর ত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গমে যাইলে পর, তাঁহার আর ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধ কোনরূপেই রুচিকর হইল না।

কথিত আছে, শ্রীবরদরাজপত্নী জগন্মাতা লক্ষ্মী একদা কোনও গভীর

রজনীতে কুরেশের দ্বাররোধধ্বনি শ্রবণ করিয়া, উক্ত ধ্বনির কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে, কাঞ্চিপূর্ণ তাঁহাকে কুরাগ্রহার-পতির দরিদ্রপোষণ প্রভৃতির বিষয় সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, "মাতঃ, প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত দীন, অন্ধ, খঞ্জ, প্রভৃতির সেবা চলিতেছিল। সর্ব্বকর্ম্ম সমাধা করিয়া পরিচারকেরা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার মানসে বিশাল ধর্ম্মশালার দ্বার রোধ করিয়াছিল। সেই লৌহময় কবাটবিশিষ্ট সুবৃহৎ দ্বার রুদ্ধ হইবার সময় প্রতি রজনীতেই এইরূপ শব্দ করিয়া থাকে।" লক্ষ্মীদেবী ইহাতে চমৎকৃত হইয়া কুরেশকে দেখিবার জন্য কাঞ্চিপূর্ণকে কহিলেন "বৎস, উক্ত মহাত্মাকে আমার নিকট কল্য প্রভাতে আনয়ন করিও, আমি তাঁহাকে দর্শন করিব।" কাঞ্চিপূর্ণ উষাকালে কুরেশকে দর্শন করিয়া জগন্মাতার মন্তব্য ব্যক্ত করিলে, তিনি কহিলেন, "হে মহাত্মন্, ক্বাহং কৃতঘ্নো দুর্ম্মনাঃ পাপিষ্ঠঃ পরবঞ্চকঃ। ক্বাসৌ লক্ষ্মী জগন্মাতা ব্রহ্মরুদ্রাদি বন্দিতা॥ আমার ন্যায় কৃতঘ্ন, দুর্ম্মনাঃ, পাপিষ্ঠ, পরবঞ্চকই বা কোথায়, আর ব্রহ্মরুদ্রাদিবন্দিতা, জগন্মাতা লক্ষ্মীই বা কোথায়। মহাপাতকজন্য মহাব্যাধিগ্রস্ত চণ্ডালের দেবালয়-প্রবেশের অধিকার কোথায়? আমি তদপেক্ষা নরাধম। বিষয়বিষ্ঠা আমার হৃদয়-মনকে একবারে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। আমি জানিনা, ইহজীবনে আমি লক্ষ্মী-দর্শনের অধিকার প্রাপ্ত হইব কি না।" ইহা কহিয়া কুরেশ অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে অঙ্গ হইতে যাবতীয় বহুমূল্য আভরণ উন্মুক্ত করিয়া ফেলিয়া দিলেন, এবং পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে চীরবসন ধারণ করিয়া স্বীয় প্রাসাদ হইতে কাঞ্চিপূর্ণকে এই বলিয়া বহির্গত হইলেন, "মহাশয়, জগন্মাতার আদেশ আমি লঙ্ঘন করিতে পারি না! আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইতে চলিলাম। বিষয়বিষ্ঠাক্লিন্ন দেহমন শ্রীগুরুপাদরজোরূপ অমৃতসরোবরে স্নান না করিলে কখনও শুদ্ধ হইবে না। অতএব আমি স্নানার্থ চলিলাম। জানি না আমি কতদিনে এ ক্লেদ হইতে মুক্ত হইব। আপনার ন্যায় মহানুভবের আশী-

র্ব্বাদ থাকিলে হয়ত ইহজীবনেই জগন্মাতার চরণ দর্শনে অধিকার পাইব।" কূরেশ শ্রীরঙ্গমের দিকে চলিতে লাগিলেন।

ভর্ত্তার ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া তদীয় সহধর্ম্মিণী অণ্ডালও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। স্বামী তৃষ্ণাতুর হইলে তাঁহাকে জলপান করাইবার জন্য, তিনি তাঁহার সহিত কেবল একটী স্বর্ণপাত্র লইলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া তাঁহারা বনপথ আশ্রয় করিলেন। নিবিড় বনে অণ্ডালের মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইলে, তিনি ভর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, এখানে ত কোন ভয় নাই ?" ইহাতে কূরেশ উত্তর করিলেন, "ধনবান্‌দিগেরই ভয় হইয়া থাকে। তোমার সহিত কোন অর্থাদি যদি না থাকে, তাহা হইলে কোনও ভয় নাই; চলিয়া আইস।" এতচ্ছ্রবণে অণ্ডাল তখনই স্বর্ণপাত্রটি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা পরদিবস শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। দম্পতির আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামানুজ পরম স্নেহের সহিত তাঁহাদিগকে স্বীয় মঠে লইয়া আসিলেন। স্নান ভোজনাদি দ্বারা অধ্বশ্রম দূর হইলে, যতিরাজ তাঁহাদিগের বাসের জন্য একটি ভিন্ন বাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

কূরেশ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীগুরূপদিষ্ট মন্ত্ররত্ন স্মরণ, ভগবন্নাম কীর্ত্তন, সচ্ছাস্ত্রালোচনা, গুরুপাদপদ্ম দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ সদুপায়ে কালক্ষেপ করতঃ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। অণ্ডাল তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তদীয় ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণপূর্ব্বক পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের বিষয় একবারও মনে হইল না। কূরেশের সুখেই তিনি আপনাকে সুখী মনে করিলেন। একদিন বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অবিরত মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় কূরেশ ভিক্ষাটন করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং সমস্ত দিন সস্ত্রীক অনাহারে কাটাইয়া দিলেন। ক্ষুধার বিষয় তাঁহার একবার মনেও হইল না। কিন্তু পতিশুশ্রূষৈক-পরায়ণা অণ্ডাল ভর্ত্তার উপবাস দেখিয়া মনে মনে শ্রীরঙ্গনাথস্বামীকে

তাহা জানাইলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরেই অনেক অর্চ্চক নানাবিধ বহুমূল্য প্রসাদ আনিয়া কুরেশকে অর্পণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কুরেশ ইহাতে বিস্মিত হইয়া আয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি শ্রীরঙ্গনাথ-স্বামীর নিকট মনে মনে কিছু প্রার্থনা করিয়াছিলে? নতুবা যে ভোগ আমরা কাকবিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তিনি পুনরায় কেন সেই ভোগ দ্বারা আমাদের অঙ্ক করিতে যত্নবান্ হইবেন?" সাশ্রুনয়নে অণ্ডাল আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিলে, কুরেশ কহিলেন, "যাহা করিয়াছ, তাহার আর উপায় নাই। কিন্তু এরূপ যেন আর কখনও করিও না।" এই বলিয়া তিনি মহাপ্রসাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সহ-ধর্ম্মিণীকে তৎসমুদায় গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং বার বার শঠারিসূক্ত আবৃত্তি করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন।

কথিত আছে, উক্ত প্রসাদ গ্রহণের দশমাস পরে অণ্ডাল (৯৮৩ শকাব্দায় শুভকৃৎ নামক বর্ষে বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুরাধা নক্ষত্রে) একেবারে দুইটি পুত্র প্রসব করিলেন। রামানুজ এতচ্ছ্রবণে যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ গোবিন্দকে নবপ্রসূত শিশুদ্বয়ের জাতকর্ম্ম করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দ জাতকর্ম্ম সমাপন করিয়া তাহাদের কর্ণে "শ্রীমন্নারায়ণচরণৌ শরণং প্রপদ্যে। শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ।" এই মন্ত্রদ্বয় কহিয়া তাহাদের নবজাত দেহমনের শুদ্ধিবিধান করিলেন। যতিরাজ স্নেহ-পরবশ হইয়া শিশুদ্বয়কে রক্ষোভূতপিশাচগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, তাহাদের উভয়কেই শ্রীবিষ্ণুর পঞ্চাস্ত্র (পাঞ্চজন্য, সুদর্শন, কৌমোদকী, নন্দক, শার্ঙ্গ) স্বর্ণে নির্ম্মিত করাইয়া, ধারণ করিবার জন্য দান করিলেন। এইরূপে রক্ষিত শিশুদ্বয় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ছয় মাস উত্তীর্ণ হইলে, তাহাদের নামকরণ হইল। যতিরাজ জ্যেষ্ঠের নাম পরাশর ও কনিষ্ঠের নাম ব্যাস রাখিলেন। তৎকালে গোবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বালগোবিন্দের পুত্রেরও নামকরণ কাল উপস্থিত। শ্রীরামানুজ তাহার নাম পরাঙ্কুশ

পূর্ণ রাখিলেন। এইরূপে যতিরাজ তাঁহার তৃতীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন।

বাল্যকাল হইতেই পরাশর আপনার অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি যখন চারি বৎসরের সেই সময় সর্ব্বজ্ঞ ভট্ট নামক একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে দামামা বাজাইয়া আপনার কীর্ত্তি প্রকট করিতে করিতে রাজপথ দিয়া মহাসমারোহে গমন করিতেছিলেন। ঐ পথে অন্যান্য বালকগণের সহিত পরাশর তৎকালে ধূলা খেলা করিতেছিলেন। তিনি দামামা-বাদকের মুখে শুনিলেন, "জগদ্বিখ্যাত সর্ব্বজ্ঞ ভট্ট সশিষ্য গমন করিতেছেন, যে কেহ তাঁহার সহিত বাদ করিতে, বা তাঁহার শিষ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অনতিবিলম্বে তাঁহার শ্রীপাদমূলে আগমন করুন।" এতচ্ছ্রবণে বালক হাসিতে হাসিতে এক অঞ্জলি ধূলি লইয়া সর্ব্বজ্ঞের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও জিজ্ঞাসিলেন, "বলুন দেখি, আমার হাতে কতগুলি ধূলি আছে? আপনি যখন সর্ব্বজ্ঞ, তখন আপনার সকলই জানা সম্ভবে।" পণ্ডিত সহসা ধূলিধূসরকায় বালকের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং আপনার সর্ব্বজ্ঞত্বাভিমানকে ধিক্কার করিয়া বালককে ক্রোড়ে করতঃ তাহার মুখচুম্বনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস, তুমি আমার গুরু। তোমার প্রশ্নে আমার চৈতন্যলাভ হইল।"

শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর প্রসাদ ভোজনে ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্ম হইয়াছে, এইজন্য পরাশর ও ব্যাসকে তাঁহারই পুত্র বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিতেন। উপনয়নের পর উপনিষদ্ পাঠকালে গোবিন্দ যখন তাঁহাদিগকে ভগবানের "অণোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" গুণদ্বয় সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছিলেন, সেই সময় বালক পরাশর জিজ্ঞাসা করিল, "একজনের এই দুইটি বিপরীত গুণ কিরূপে সম্ভবে?" গোবিন্দ ইহার সদুত্তর সহসা দিতে না পারিয়া চমৎকৃত হইলেন। যতিরাজের ইচ্ছানুসারে পরাশর, উপনীত হইবার কিয়দ্দিবস পরেই মহাপূর্ণের কোনও দায়াদের কন্যার সহিত বিবাহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ধনুর্দাস।

অদ্য শ্রীরঙ্গমে গরুড় মহোৎসব। নানাস্থান হইতে শত শত নরনারী ভগবদ্দর্শনমানসে তথায় উপনীত হইয়াছেন। সকলে সুবিশাল মন্দির-দ্বারে গরুড়স্কন্ধসমাসীন শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ভেরি ও কাহলের তুমুলধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে শেষশায়ী নারায়ণের জয় ঘোষণা করিতেছে। সকলে উদগ্রীব হইয়া মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বিশাল প্রাঙ্গণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছে। এমন সময় শ্রেণীবদ্ধ শত শত ব্রাহ্মণকণ্ঠ হইতে পরম পবিত্র দ্রাবিড় বেদধ্বনির আবির্ভাব হইল। তচ্ছ্রবণে সমুদয় কোলাহল সর্ব্বতোভাবে স্থির হইয়া গেল। বেদপাঠিগণ অভ্যন্তর প্রাঙ্গণ হইতে ক্রমে মন্দির-দ্বারের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বংশখণ্ডদ্বয়ের অগ্রভাগে বিন্যস্ত শঙ্খচক্রতিলকাঙ্কিত এক লোহিত পট তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে নীয়মান হইতে থাকিল। সেই গোমুখবিমুক্ত জাহ্নবীধ্বনির ন্যায় পরম পাবন বেদধ্বনি সমবেত যাবতীয় নরনারীর সর্ব্বসন্তাপ হরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে শ্রুতি-মন্দাকিনীস্নাত করতঃ দেবতুল্য করিয়া তুলিল। পৃথিবী তৎকালে স্বর্গের ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী হইলেন।

মন্দির-দ্বার অতিক্রম করিয়া, দ্রাবিড় বেদপাঠিগণ রাজপথে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের পশ্চাৎ বিপুল-কলেবর কতিপয় হস্তী বৃহদূৰ্দ্ধ পুণ্ড্রাঙ্কিত ও নানা সাজে সজ্জিত হইয়া দীর্ঘস্থূল কররাজি আন্দোলন করিতে করিতে মন্থরগমনে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারাও রাজপথ অধিকার করিলে

তৎপশ্চাৎ কতিপয় দীর্ঘ বিষাণ, স্থূল ককুৎ, পীবরতনু, কাহলযুগ্ম শোভিপৃষ্ঠ, সুসজ্জিত বৃষভ, রক্ষক পরিচালিত হইয়া মৃদুগমনে ক্রমে রাজমার্গ আশ্রয় করিল। তৎপশ্চাৎ সাদিপরিচালিত কতিপয় সুসমলঙ্কৃত-দেহ অশ্ব, বাদ্যকর বিতাড়িত ঢক্কাযুগ্ম পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া ক্রমে দ্বার অতিক্রম করিল। তাহাদের পশ্চাৎ অসংখ্য হরিনামসংকীর্ত্তনপরায়ণ ভক্তমণ্ডলী নানাবিধ যন্ত্র সহায়ে মধুরস্বরে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে করিতে রাজমার্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা রাজমার্গে প্রবেশ করিলে, তৎপশ্চাৎ গরুড়স্কন্ধসমাসীন দেবদাসীগণ সংস্তুত লক্ষ্মীসনাথ, অর্চ্চকগণপরিবেষ্টিত শ্রীমন্নারায়ণ শত শত ভক্তিমান্ বাহক কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া যখন জনতার নয়ন-পথে পতিত হইলেন, তখন আনন্দোৎফুল্ল নরনারীগণ যুগপৎ করতাল ধ্বনি ও জয় শব্দে দিগ্‌দিগন্ত নিনাদিত করিয়া তুলিল। দ্বার সম্মুখস্থ মণ্ডপে শ্রীভগবান্ কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে শ্রেণীবদ্ধ বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ উচ্চ গম্ভীর স্বরে ঋষিপ্রসূত সংস্কৃত বেদপাঠ করিতে করিতে ধীরপদে আগমন করিতে লাগিলেন। নারায়ণ মণ্ডপে উপবিষ্ট হইলে সকলেই গতি স্থির করিলেন। শত শত ভক্ত তৎকালে নানাবিধ পূজোপহার লইয়া ভগবানের পূজা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ নারিকেলফলসমূহ ভগ্ন করতঃ তৎসমুদয়কে নারায়ণ-দৃষ্টিপূত করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ কদলকগুচ্ছ তদীয় উদ্দেশে নিবেদন করিতে থাকিলেন, কেহ কেহ বা কর্পূর প্রজ্বলিত করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীহরির আরাত্রিক বিধান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, শ্রীভগবান্ মণ্ডপ ত্যাগ করিলেন; এবং শঙ্খচক্রতিলকাঙ্কিত লোহিত পট হইতে আরম্ভ করিয়া সাম ও যজুর্ব্বেদ পাঠিগণ পর্য্যন্ত সমুদয় জনতা এক মহাস্রোতের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজপথে তিলমাত্র স্থানও জনশূন্য রহিল না। সকলেরই দৃষ্টি গরুড়স্কন্ধাধিরূঢ় লক্ষ্মীসনাথ নারায়ণের উপর।

স্বীয় দলবল সহিত ব্রহ্মাণ্ডপতি রাজমার্গে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে বীথি-পার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকাসমূহের অলিন্দ হইতে পুরনারীগণ কুসুম-কর্পূর-ফল-তাম্বূলময় নৈবেদ্য ভগবদুদ্দেশে সমর্পণ করিবার জন্য অর্চ্চকদিগের হস্তে দিতে থাকিলেন, এবং তাঁহারাও যথাবিধি তৎসমুদয়কে নিবেদন করিয়া ভক্তিমতী পুরস্ত্রীকুলকে প্রসাদ প্রত্যর্পণপূর্ব্বক ভগবৎপাদুকাচিহ্নিত মুকুট (শঠকোপ) তাঁহাদের অবনত শিরোদেশে স্পর্শ করাইতে লাগিলেন। সেই বিপুল জনতার মধ্যে এমন কেহই ছিলেন না, যিনি যুক্ত করে ভক্তিপরিপ্লুত হৃদয়ে ভগবৎপাদপদ্মে ন্যস্তদৃষ্টি হইয়া না ছিলেন। তৎকালের এমনই এক ভক্ত্যুদ্দীপক প্রভাব প্রকটিত হইল যে, অভক্তও কালগুণে পরম ভক্তিমান্ হইলেন। এই ভাবটি জনতার সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইল, কেবলমাত্র একস্থলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখা গেল। রঘুবংশীয়দিগের ন্যায় এক "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ" পরম বলবান্ দর্শনীয় পুরুষ অন্যভাবে বিভোর হওতঃ জনতাস্রোতে আকৃষ্ট হইয়াই যেন চলিতেছিল। তাহার বামহস্তে একটি বিস্তৃত ছত্র, কিন্তু তাহা তদীয় মস্তককে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিতেছিল না। সম্মুখে এক পরমলাবণ্যময়ী, বিশালনয়না, চিত্তচমৎকারিণী যুবতীর প্রফুল্ল কুমুদিনীসদৃশ মনোহর বদনকে কমলিনীনায়ক সূর্য্যের প্রখর কিরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত ছত্রটি তাহারই শীর্ষোপরি বিধৃত হইয়াছিল। সেই পুরুষটির দক্ষিণ হস্তে একটি ব্যজন ছিল। মধ্যে মধ্যে তাহা সঞ্চালন করিয়া যুবতীর ঘর্ম্মক্লেশ নিবারণ করিতেছিল। তাহার মন প্রাণ ও দৃষ্টি সেই ললনাটির উপরই নিবদ্ধ। জগৎ আছে বলিয়া তাহার বোধ ছিল না। এরূপ আচরণে লোকে কি কহিবে, এ চিন্তা তাহার মনে একবারও উঠে নাই। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা যদিও ঐ যুগলমূর্ত্তিকে নিরীক্ষণ করিয়া কত কি কানাকানি করিতে লাগিল, কিন্তু তাহা তাহার গ্রাহ্যের মধ্যেই আসিল না। কমলবদনমধুপায়ী ভ্রমর সম্ভোগসাগরে

নিমগ্ন হইয়া যেরূপ জগৎ বিস্মৃত হইয়া যায়, ঐ বলবান্ যুবকটিও তদ্রূপ সেই যুবতীর সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া গিয়া আত্মহারা হইয়াছিল। সুতরাং লজ্জা ঘৃণা ও ভয় তাহাকে কিরূপে স্পর্শ করিবে?

স্নানান্তে কাবেরীতীর হইতে প্রত্যাগত, শিষ্যকুল-পরিবেষ্টিত, দাশরথি-স্কন্ধোপরিন্যস্ত বামহস্ত, পতিতপাবন শ্রীরামানুজাচার্য্য তৎকালে রাজ-মার্গে ভগবদ্দর্শন পূজন সমাপ্ত করিয়া স্বীয় মঠের দিকে গমন করিতে-ছিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি এই অভিনব দৃশ্যের উপর পতিত হইল। তিনি জনৈক শিষ্যকে কহিলেন, 'বৎস, তুমি ঐ নির্লজ্জ, নির্ঘৃণ্য লোক-টিকে আমার নিকট আহ্বান করিয়া আনয়ন কর।" শিষ্যটি তৎসমীপে উপনীত হইয়া বারংবার আহ্বান করিলে, তবে তাহার চৈতন্য হইল। তখন সে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় কিঞ্চিৎ ত্রস্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে সম্মুখে দর্শন করতঃ যুক্তকরে কহিল, "মহাশয়, দাসকে কি অনুমতি করিতেছেন?" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "অদূরে যতিরাজ দণ্ডায়মান। তিনি তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহার নিকট আইস।" যুবক যতিরাজের নাম শ্রবণ করিয়া প্রণয়িনীর নিকট হইতে ক্ষণকালের জন্য বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিভরে ব্রাহ্মণের অনুগমন করিল ও ক্ষণপরেই শ্রীরামানুজ-সন্নিধানে আগমন করতঃ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিয়া তৎসমীপে তূষ্ণীম্ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। যতিরাজ তাহাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ঐ যুবতীটির ভিতর এমন কি অমৃত পাই-য়াছ, যাহাতে ঘৃণা লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া এই বিপুল জনতার মধ্যে মহা-কামুকের ন্যায় ব্যবহার করতঃ সকলের হাস্যাস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছ?" যুবক উত্তর করিল, "মহাত্মন্, পৃথিবীতে যাবতীয় সুন্দর বস্তু বর্ত্তমান আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ঐ সুন্দরীর নয়নযুগল পরম সুন্দর। ও দুইটিকে দর্শন করিলে আমি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যাই। তখন আমার আর চক্ষু ফিরাইবার সামর্থ্য থাকে না।" যতিরাজ কহিলেন, "ইনি কি তোমার বিবাহিতা পত্নী?" যুবক কহিল "না মহাশয়! বিবাহিতা না হইলেও,

আমি উহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও ইহ জীবনে ভালবাসিব না, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছি।” “তোমার নাম ধাম কি ?” যুবক। “নিচুলনগরে আমার বাস। আমার নাম ধনুর্দাস। আমি মল্লবিদ্যানিপুণ। আমার প্রণয়িনীর নাম হেমাম্বা।” যতিরাজ ইহা শুনিয়া কহিলেন, “ধনুর্দাস, যদি আমি তোমায় ঐ যুবতীর নয়ন অপেক্ষা আরও সুন্দরতর নয়নযুগল দেখাইতে পারি, তাহা হইলে তুমি উহাকে ছাড়িয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিবে কি না ?” যুবক ইহাতে উত্তর করিল, “মহাত্মন্, যদি আমার প্রণয়িনীর নয়ন অপেক্ষা অন্য কাহারও সুন্দরতর নয়ন থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই উহাকে ছাড়িয়া তাহাকে ভজনা করিব।” শ্রীরামানুজ কহিলেন, “যদি তাহাই হয়, অদ্য সন্ধ্যার সময় আমার নিকট আসিও। আমি তোমায় এমন সুন্দর লোচনযুগ্ম দেখাইব, যাহার তুলনা ত্রিভুবনে নাই।” ধনুর্দাস “যথাজ্ঞা” বলিয়া যুবতীপার্শ্বে গিয়া পূর্ব্ববৎ ছত্র-ধারণ-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত। শ্রীরামানুজাচার্য্য ধনুর্দাসের সহিত শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর বৃহদায়তন দ্বারগুলি একে একে অতিক্রম করিতেছেন। এইরূপে পাঁচটি গো পুর অতিক্রান্ত হইলে তাঁহারা মূল বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অর্চ্চক যতিরাজকে সন্দর্শন করিয়া পরম সমাদরে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক কর্পূর গ্রহণ করতঃ ভুজগশয়ন, জগদ্বীজ, শান্তাকার, পদ্মনাভ, মেঘবর্ণ, শুভাঙ্গ, লক্ষ্মীপতি, ভবভয়হারী, কমলনয়ন নারায়ণের আরাত্রিক বিধান করিতে লাগিলেন। সেই কর্পূরালোকে শ্রীভগবানের পদ্মপলাশ-সদৃশ বিশাল নয়নদ্বয় ভক্তগণচিত্তে পরমানন্দ বিস্তার করিয়া প্রকাশিত হইল। যতিরাজ-পার্শ্ববর্ত্তী ধনুর্দাস তন্মাধুর্য্য দর্শনে আর নয়ন ফিরাইতে পারিল না, সে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আনন্দের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইল। হেমাম্বার নয়নমাধুরী সূর্য্যোদয়ে তারকামাধুরীর ন্যায় তাহার চিত্তাকাশ হইতে একেবারে অপসৃত হইয়া গেল। পরম নির্ব্বৃতিসাগরে এইরূপে কিয়ৎকাল

নিমগ্ন থাকিবার পর ক্রমে তাহার বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইল। তখন সে স্বপার্শ্বে যতিরাজকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার পাদমূল আশ্রয়পূর্ব্বক কহিল, "মহাভাগ, পরম কৃপালুতাবশতঃ অদ্য আপনি এই কামপরায়ণ পশুকে যে দেবদুর্লভ আনন্দের ভাগী করিলেন, তন্নিমিত্ত সে চিরকালের জন্য আপনার ক্রীত দাস হইয়া রহিল। আমি এতকাল মহাসাগর তুচ্ছ করিয়া কূপমণ্ডুকের ন্যায় কূপেরই পরম সমাদর করিয়াছিলাম, সর্ব্বসৌন্দর্য্য ও বীর্য্যের আকর, ভগবান্ অংশুমালীকে বহুমান না দিয়া নিশাচর পেচকের ন্যায় খদ্যোতিকার রূপেই মুগ্ধ ছিলাম। অহো, আমার ন্যায় হীনবুদ্ধি জগতে কি আর দ্বিতীয় আছে? আমার ন্যায় ঘোর মূঢ়ের তমোবিনাশ কেবলমাত্র আপনার ন্যায় মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব হইল। অদ্য হইতে আমাকে আপনার চিরদাস বলিয়া জানিবেন।"

পতিতপাবন রামানুজ পদপ্রান্তে পতিত, অশ্রুপূর্ণাকুলনেত্র ধনুর্দ্দাসকে উত্থাপিত করিয়া সস্নেহে দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাহার ত্রিবিধ সন্তাপ চিরকালের জন্য হরণ করিয়া লইলেন। লম্পট দেবত্ব লাভ করিল। স্বৈরিণী হইলেও হেমাম্বা ধনুর্দ্দাসকে পতির ন্যায় ভক্তি করিত। যতিরাজের কৃপায় প্রিয়তমের দিব্য দৃষ্টি লাভ হইয়াছে জানিয়া তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সেও ইন্দ্রিয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামানুজের শরণাগত হইল। অপার করুণাসাগর প্রণতার্ত্তিহর যতিভূপতি তাহাকেও কৃপা করিয়া মোহান্ধকার হইতে মুক্ত করিলেন এবং উভয়ের কামবন্ধন ছাড়াইয়া তাহাদিগকে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। পতি-পত্নীর ন্যায় একত্র থাকিলেও কাম আর তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিল না। নিচুল নগর হইতে বাস উঠাইয়া তাহারা শ্রীরঙ্গমে আসিল এবং যতিরাজ-সন্নিধানে একটি গৃহ লইয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

ধনুর্দ্দাসের উপর শ্রীরামানুজের স্নেহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

তাহার গুরুভক্তি, বৈরাগ্য, বিনয়, সরলতা, মধুরভাষিতা প্রভৃতি অশেষবিধ গুণে শ্রীরঙ্গমস্থ যাবতীয় নরনারী তাহাকে এবং তদীয় প্রণয়িনীকে যতিরাজের পরম কৃপাপাত্র বলিয়া সমাদর করিত। তাহার দেবতুল্য গুণসমূহের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য প্রতিদিন স্নানগমনকালে দাশরথির কর গ্রহণ করিয়া গমন করিলেও, স্নানান্তে প্রত্যাগমনকালে শ্রীরামানুজ ধনুর্দ্দাসের হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক স্বমঠে আগমন করিতেন। ইহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ নিরতিশয় দুঃখিত হইত, এবং কেহ কেহ তাঁহাকে এই বিসদৃশ আচরণের জন্য দুই এক কথাও বলিয়াছিল। তিনি তাহাতে কোনও উত্তর না দিয়া তুষ্ণীম্ভাবে থাকিতেন। একদিন রজনীযোগে মঠস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে যতিরাজ রজ্জুপরি-বিস্তৃত প্রতি শিষ্যের বস্ত্রাঞ্চল হইতে কৌপীনোপযোগী কিয়দংশ বস্ত্র ছিন্ন করিয়া লইলেন। প্রভাতে শিষ্যগণ শয্যা হইতে উঠিয়া স্ব স্ব বস্ত্রের দুর্দ্দশা নিরীক্ষণপূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি এরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল যে, তাহা শুনিলে অতি ইতর লোকেও লজ্জিত হয়। এক প্রহর কাল এরূপ কলহ চলিলে শ্রীরামানুজ তাহা একপ্রকার মিটাইয়া দিলেন।

সেই দিন রজনীমুখে তিনি কতিপয় শিষ্যকে কহিলেন, "দেখ, আমি অদ্য ধনুর্দ্দাসকে কথাচ্ছলে অনেকক্ষণ আমার নিকট বসাইয়া রাখিব। তোমরা ইত্যবসরে উহার প্রসুপ্তা প্রণয়িনীর অঙ্গ হইতে যাবতীয় অলঙ্কার অতি সঙ্গোপনে হরণ করিয়া আন। দেখিব, এতদ্দ্বারা ধনুর্দ্দাস ও তৎপ্রণয়িনীর কোনও মনোবিকার জন্মায় কি না।" গুরুবাক্যানুসারে শিষ্যগণ গভীর নিশায় ধনুর্দ্দাসমন্দিরের নিকট গিয়া বুঝিতে পারিল যে, তাহার প্রণয়িনী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা।

পতির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া হেমাম্বা দ্বারে অর্গল বন্ধ করে নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ সহজেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহারা তাহাকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা দেখিয়া অতি সতর্কতার সহিত তাহার

অঙ্গ হইতে আভরণ উন্মুক্ত করিতে লাগিল। হেমাম্বা ইহা জানিতে পারিল, কিন্তু নড়িলে চড়িলে পাছে ব্রাহ্মণগণ ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে, এই জন্য স্থির হইয়া রহিল। এক পার্শ্বের অলঙ্কার উন্মুক্ত হইলে হেমাম্বা অপর পার্শ্বের অলঙ্কারগুলি তাহাদিগকে দিবার জন্য নিদ্রাভিভূতার ন্যায় ছলক্রমে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। তাহাতে ব্রাহ্মণগণ ত্রস্ত হইয়া একপার্শ্বের অলঙ্কার লইয়াই প্রস্থান করিল এবং শ্রীরামানুজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত গোপনে ব্যক্ত করিল। যতিরাজ তখন ধনুর্দাসকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎস, রাত্রি অধিক হইয়াছে, গৃহে গমন কর।" 'যথাজ্ঞা ভগবন্' বলিয়া মল্লবর গৃহে গমন করিলে তিনি চোর শিষ্যগণকে কহিলেন, "তোমরা উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর এবং শুনিয়া আইস, উহাদের কি কথোপকথন হয়।" শিষ্যগণ তদ্রূপ করিল। ধনুর্দাস গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক পত্নীকে তদবস্থ দর্শন করিয়া কহিল, "এ কি, তোমার এক পার্শ্বের আভরণ সমুদয় কোথায়?" হেমাম্বা কহিল, "প্রভো, কতিপয় ব্রাহ্মণ গৃহে অভাব বশতঃ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আমার বহুমূল্য অলঙ্কার হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমি তৎকালে শয্যায় শয়ান থাকিয়া ভগবানের নামাবলি মনে মনে জপ করিতে করিতে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তাঁহারা আমি নিদ্রাভিভূতা জ্ঞান করিয়া ধীরে ধীরে আমার এক পার্শ্বের আভরণগুলি উন্মুক্ত করিলে, আমি অন্য পার্শ্বের গুলিও তাঁহাদিগকে দিবার জন্য যেন নিদ্রাভরেই পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে তাঁহারা ত্রস্ত হইয়া পলাইয়া গেলেন।" ইহা শুনিয়া ধনুর্দাসের ক্ষোভের সীমা রহিল না। সে কহিল, "তুমি পাশ ফিরিতে গিয়া কি অন্যায়ই করিয়াছ। তোমার অহঙ্কার এখনও গেল না! আমার দেহ, আমার অলঙ্কার, আমি দান করিব, এই দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃই অদ্য তুমি এই কাঞ্চনবহনরূপ বিষ্ঠা-ভার হইতে মুক্ত হইবার পরম সুবিধা হারাইলে।

তুমি যদি শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ করিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া থাকিতে, তাহা হইলে তাঁহারা তোমায় সুনিদ্রিতা জানিয়া সমস্ত অলঙ্কারগুলি লইয়া যাইতে পারিতেন। অতএব যদি মঙ্গল চাও, এই মুহূর্ত্ত হইতে "আমি" জ্ঞান একবারে সমূলে উন্মূলিত করিয়া দিতে সবিশেষ যত্নবতী হও।"

হেমাম্বা এতচ্ছ্রবণে আপনার অপরাধ বুঝিতে পারিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিল, "হে প্রিয়তম, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এরূপ মোহ আমার মনে আর কখনও স্থান না পায়। আর যেন আমি কখনও অহঙ্কারে অভিভূতা না হই।"

ব্রাহ্মণগণ এই দেবতুল্য দম্পতির নির্ম্মল মনোভাব জ্ঞাত হইয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত শ্রীরামানুজ-চরণে নিবেদন করিল। রাত্রি অধিক হওয়ায় সেদিন তিনি তাহাদিগকে বিশ্রামার্থ গমন করিতে অনুমতি করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে মঠবাসী সিংহাসনাধিপতি ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক অধ্যয়নার্থ শ্রীযতিরাজের চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হইলে, তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণাভিমানি-পণ্ডিতগণ, তোমরা পূর্ব্ব দিবস প্রাতঃকালে স্ব স্ব বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন দর্শন করিয়া যেরূপ আচরণ করিয়াছিলে, ও গত রজনীতে সপত্নীক ধনুর্দাস সর্ব্বলুণ্ঠিত হইলেও যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, এই দুইটি আচরণের মধ্যে কোন্‌টি ব্রাহ্মণোচিত আচরণ হইয়াছে, তাহা বল।" এতচ্ছ্রবণে সকলে অবনত মস্তকে পরম লজ্জাযুক্ত হইয়া একবাক্যে কহিল "প্রভো, ধনুর্দাসই ব্রাহ্মণোচিত আচরণ করিয়াছেন, এবং আমরা নিরতিশয় ঘৃণিত আচরণ করিয়াছি।" ইহাতে যতিরাজ কহিলেন, "অতএব বৎসগণ জানিও, 'ন জাতিঃ কারণং লোকে গুণাঃ কল্যাণহেতবঃ,' গুণই কল্যাণের কারণ, জাতি নহে, সুতরাং সকলে জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া গুণবান্ হইতে যত্নশীল হও। জাতি অহঙ্কারের প্রসূতি হইলে তাহার ন্যায় শত্রু মানবের আর দ্বিতীয় থাকিতে পারে না।

কিন্তু উহা যদি আত্মরক্ষার কারণ হয়, তাহা হইলে উহার ন্যায় বন্ধুও আর এ জগতে দ্বিতীয় নাই।" সিংহাসনাধিপতিগণ সেই দিবস হইতে চৈতন্যলাভ করিলেন। তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার গুরূপদেশরূপ আলোকে তিরোহিত হইয়া গেল।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

কৃমিকণ্ঠ।

এই ঘটনার পর একদা শ্রীরামানুজ শুনিলেন যে, তাঁহার গুরু মহাপূর্ণ কোনও শূদ্রভক্তের মৃতদেহকে সংস্কৃত করিয়াছেন এবং সকলে তাঁহাকে তজ্জন্য, ইহা ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম হয় নাই বলিয়া নিন্দা করিতেছে। এই বিষয়ের তত্ত্বলিপ্সু হইয়া তিনি গুরু-গৃহে গমনপূর্ব্বক অবগত হইলেন যে, মহাপূর্ণের যাবতীয় আত্মীয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং সেই হেতু শ্বশ্রূগৃহ হইতে অত্তুলা আগমন করিয়া পিতৃসেবায় নিযুক্তা আছেন। শ্রীরামানুজ ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া, এতাদৃশ আচরণের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, "বৎস, সত্য বটে ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। কিন্তু ধর্ম্ম কাহাকে বল? 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা,' মহাপুরুষগণ যে পথ দিয়া গমন করেন তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মমার্গ। দেখ, তির্য্যগযোনিজ হইলেও শ্রীরামচন্দ্র জটায়ুর সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়া শূদ্র বিদুরের পূজা করিতেন। ইহার কারণ কি? প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগী ভক্তের কোনও জাতি নাই, তাঁহারা সর্ব্ববর্ণ-শ্রেষ্ঠ, এ প্রশ্নের ইহাই উত্তর হওয়া উচিত। কারণ, রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধর্ম্মের পরিরক্ষকদ্বয়ের কখনও বিসদৃশ আচরণ সম্ভব হয় না। আমি যে ভক্তের দেহটিকে সংস্কৃত করিয়াছি, তিনি আমাপেক্ষা সহস্রগুণে ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ, তাঁহার কৈঙ্কর্য্য করিয়া আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।" ইহা শুনিয়া যতিরাজ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীগুরুর

পাদযুগল ধারণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ স্বীয় সন্দেহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

একদা মহাপূর্ণ আসিয়া শ্রীরামানুজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে, যখন তিনি তাহাতে কোনরূপ বিচলিত হইলেন না, তখন তাঁহার পার্শ্বস্থ ভক্তবৃন্দ সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যতিরাজ, আপনার গুরু আপনাকে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলেন, আপনি তাহাতে কোনরূপ বাধা দিলেন না, ইহার কারণ কি?" তিনি কহিলেন,—

"গুরুণোক্তপ্রকারেণ বর্ত্তনং শিষ্য লক্ষণং।
অতঃ তেনোক্তমার্গেণ বর্ত্তেঽহং বৈ ন চান্যথা॥"

"প্রকৃত শিষ্যের লক্ষণ কি, অর্থাৎ তিনি গুরু-সমীপে কিরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, ইহা শিখাইবার জন্যই শ্রীগুরুদেব এইরূপ আচরণ করিলেন। অতএব, আমি তৎপ্রদর্শিত মার্গই আশ্রয় করিব, তাহার কোন অন্যথা করিব না।" তাঁহারা মহাপূর্ণকে তদীয় এরূপ বিসদৃশ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, "আমি যতিরাজের ভিতর মদ্গুরু শ্রীযামুনাচার্য্যকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম।" এতদ্দ্বারা মহাপূর্ণ যতিরাজের অসাধারণত্ব সর্ব্বসমক্ষে প্রকটিত করিলেন।

শ্রীগোষ্ঠিপূর্ণকে রামানুজ সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিতেন। একদা তাঁহাকে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করতঃ অনেকক্ষণ ধ্যান করিতে দেখিয়া, যতিরাজ ধ্যানান্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কো মন্ত্রঃ কিঞ্চ তে ধ্যানম্," "আপনি আবার কোন্ মন্ত্র উপাসনা করিতেছেন এবং কোন্ দেবতারই বা ধ্যান করিতেছেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "মদ্গুরু শ্রীযামুনাচার্য্যের শ্রীপাদপদ্মই আমার ধ্যেয়। আমি তাঁহারই সর্ব্বসন্তাপহারী নাম জপ করিয়া থাকি।" রামানুজ তদবধি নিজ গুরুদেবকে নারায়ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

ইহার কিয়দ্দিবস পরে মহাপূর্ণ পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীরামানুজ

তাহাতে অতিমাত্র ব্যথিত হইলেও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অতুলা প্রভৃতি পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা করিলেন।

সেই সময় কৃমিকণ্ঠ নামে চোলাধিপতি স্বীয় রাজধানী কাঞ্চিপুরে থাকিয়া সমগ্র চোলরাজ্যকে শৈবমতাবলম্বী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ন্যায় সঙ্কীর্ণমনা নৃশংসহৃদয় নরপতি ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনি স্থির করিলেন, যদি রামানুজকে শৈবমতে আনয়ন করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র চোলরাজ্য উক্ত মতাবলম্বী হইবে। যদি উক্ত মহানুভব বৈষ্ণবমত ত্যাগপূর্ব্বক শৈবমত গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াও শৈব মতের একাধিপত্য সমস্ত চোলরাজ্যে স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তিনি রামানুজকে কাঞ্চিপুরে আনয়ন করিবার জন্য কতিপয় বলিষ্ঠ নৃশংসাত্মা রাজপুরুষকে তৎসমীপে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা শ্রীরঙ্গমে আসিয়া রাজাদেশ জ্ঞাপন করিলে শ্রীরামানুজ তৎক্ষণাৎ তাহাদের অনুগমন করিতে স্বীকার করিলেন ও প্রস্তুত হইবার জন্য মঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে কুরেশ তাঁহাকে কহিলেন, "লোকমুখে শুনিলাম যে কৃমিকণ্ঠ আপনার প্রাণ সংহার করিবার জন্যই আপনাকে কাঞ্চিতে লইতে পাঠাইয়াছে। আপনি বর্ত্তমানে চোল রাজ্যে শৈব মত প্রচার দুঃসাধ্য জানিয়া, নৃশংস এই ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। অতএব আপনার সেখানে যাওয়া কখনই উচিত নয়। কারণ, আপনার জীবন রক্ষা হইলে সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করা হইবে। ভগবৎপাদমূলে যাইবার আপনিই একমাত্র পথ; আমার ন্যায় সংসারতাপতপ্ত, পরম বিপন্ন লোক এ জগতে অনেক আছে, একমাত্র আপনিই তাহাদের আশ্রয়দানে সমর্থ। তাহাদের আর দ্বিতীয় সহায় কেহই নাই। অতএব আপনি আমায় অনুমতি করুন, আমি আপনার পরিবর্ত্তে গমন করি। আপনার কাষায় বসন আমি পরিধান করি এবং আপনি আমার শুভ্র বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অপর দ্বার দিয়া শ্রীরঙ্গম হইতে প্রস্থান করুন। আর

কালবিলম্বের অবসর নাই। এখনই প্রস্তুত হউন।” শ্রীরামানুজ ইহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করতঃ কুরেশবাক্যে সম্মত হইলেন। তিনি অনতি-বিলম্বে কুরেশের বেশ ধারণ করিয়া ও কুরেশকে কাষায়বসনে সজ্জিত দেখিয়া স্বমঠ হইতে পশ্চিমাভিমুখে বনোদ্দেশে দ্রুতপদসঞ্চারে প্রস্থান করিলেন। গোবিন্দাদি শিষ্যেরা ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

এ দিকে কুরেশ স্বীয় মহানুভব গুরুদেবের কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া দণ্ড-কমণ্ডলু-গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজপুরুষগণের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহাকে প্রকৃত রামানুজ জ্ঞান করতঃ কাঞ্চিপুরে কৃমিকণ্ঠ-সমীপে লইয়া গেল। চোলরাজ তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রথমতঃ বড়ই সমাদর করিলেন। তিনি যে মহাগুণী ও জ্ঞানী, ইহা তাঁহার বিশেষ ধারণা ছিল। কারণ, যখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় আট বৎসর ছিল, সেই সময় তাঁহার ভগিনী পিশাচগ্রস্তা হইলে উক্ত রামানুজই তাঁহার আরোগ্য বিধান করেন। অতএব কুরেশকে রামানুজ জ্ঞান করিয়া তিনি কহিলেন, “মহাত্মন্, আপনি আসন গ্রহণ করুন। আপনার নিকট ধর্ম্মবিষয়ক সদালাপ শ্রবণ-মানসেই আমি আপনাকে এখানে আনাইয়াছি, আমার সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীও আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতে পিপাসু। অতএব অনুগ্রহ করিয়া অস্মদ্‌বিধ মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি তাহা বলুন।” কুরেশ এতচ্ছ্রবণে কহিলেন, “হে রাজন্, হে সুধীমণ্ডল, সর্ব্বলোকপাবন শ্রীবিষ্ণুই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবের উপাস্য।” ইহা শুনিয়া কৃমিকণ্ঠ সহসা ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, “আমার আপনাকে মহাপণ্ডিত ও পরম ভক্ত বলিয়া ধারণা ছিল। এখন দেখিতেছি, আপনি পরম ভণ্ড। কারণ, লোকগুরু, সর্ব্বসংহারক হরকে পরিত্যাগ করিয়া যখন আপনার বিষ্ণু-পাসনায় প্রবৃত্তি, তখন ইহা স্পষ্ট যে, আপনার বুদ্ধিবৃত্তি ইতর-সাধারণের ন্যায়। যিনি সর্ব্বলোকসংহারকারী কালকেও সংহার করিয়া থাকেন বলিয়া মহাকাল নামে বিখ্যাত, কালক্রমে বিষ্ণুকেও যাঁহার হস্তে নাশ

পাইতে হইবে, আপনি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শিবকে পরিত্যাগ করিয়া যখন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বিষ্ণুর উপাসনা করিতে পরামর্শ দিলেন, তখন আপনার ন্যায় অর্ব্বাচীন লোক আর দ্বিতীয় নাই। আপনি উক্তমত পরিত্যাগ করুন। অত্রস্থ পণ্ডিতগণ পরম শিবতত্ত্ব শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা আপনাকে বুঝাইয়া দিবেন, তাহা হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক অদ্যই আপনি শৈবমতে দীক্ষিত হউন। তাহা না হইলে অন্য আপনার নিস্তার নাই।"

কৃমিকণ্ঠ এই বলিয়া নিরস্ত হইলে, মৃগয়াপটু কুক্কুরদল স্বামীর ইঙ্গিতে যেরূপ বহু অন্বেষণের পর লভ্য কোনও দুর্দ্দমনীয় যূথপতি হস্তীর উপর যুগপৎ পতিত হয়, ও তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা করে, সভাস্থ পণ্ডিতদলও কুরেশের প্রতি তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিল। তাহারা শাস্ত্রের একদেশমাত্র লইয়া তাঁহার সহিত বৃথা বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কুরেশও নির্ভয়ে আপনার মত সমর্থন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ গত হইল। পরিশেষে কৃমিকণ্ঠ আর সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন, "হে পণ্ডিতাভিমানিন্, তুমি যদি আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে স্বীকার কর যে, 'শিবাৎ পরতরো নাস্তি'—'শিবাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কেহই নাই।" ইহাতে নির্ভীক কুরেশ হাস্য করিয়া কহিল, 'দ্রোণমস্তি ততঃ পরম্" অর্থাৎ "শিবের অপেক্ষা দ্রোণ বড়।" এ স্থলে "শিব" ও "দ্রোণ" শব্দ পরিমাণবাচী। প্রায় দ্বাত্রিংশৎ সের পরিমিত দ্রব্যকে এক দ্রোণ পরিমিত বলা যায়। কুরেশের এইরূপ উপহাসের কারণ এই যে, চোলরাজ এবং তাঁহার সভাসদ্‌বর্গ অনন্ত, অপরিমেয়, অদ্বিতীয়, দেবাদিরও অগোচর শ্রীভগবানের ইতি করিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থাৎ ভগবান্ এইটি, ইহা ভিন্ন তিনি আর কিছুই নহেন এবং হইতেও পারেন না, এই হীনবুদ্ধিপ্রসূত সিদ্ধান্তকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যেখানেই ধর্ম্ম লইয়া বিষম দ্বন্দ্ব হইয়াছে, সেইখানেই অনন্ত ভগবান্‌কে অন্তবান্ প্রমাণ করিতে

চেষ্টা করা উভয় পক্ষেরই উদ্দেশ্য, ইহা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। সুখ-শান্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ, পরম পবিত্র ধর্ম্মের নামে এ জগতে কত শোণিতপাত, কত অসুখ ও অশান্তির অবতারণ করা হইয়াছে, তাহা গণনা করা যায় না। মানবসন্তানের এরূপ আচরণ যে নিরতিশয় কদর্য্য ও ঘোর অজ্ঞান-প্রসূত, ইহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কুরেশ বুদ্ধিমান্‌দিগের অগ্রগণ্য, ও পরম ভক্ত। তিনি শ্রীরামানুজ-পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আপনার মন প্রাণ জ্ঞান বুদ্ধি বল দেহ ও আত্মা সমর্পণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ঘটনাটি তাঁহার গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করিতেছে। তিনি নিশ্চিত জানিতেন যে, চোলরাজের নিকটে গমন ও মৃত্যুমুখে পতন একই কথা। কিন্তু স্বীয় গুরুর বহুমূল্য জীবন রক্ষা করিবার জন্য তিনি আপনার জীবনকে পরিত্যাগ করা মহা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিয়া অতি প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে সেই করাল রাজ-শার্দ্দূলের কবলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রকৃত ভক্ত ও জ্ঞানীর মন স্বভাবতঃই ভয়লেশশূন্য। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" সুতরাং রাজার ভয় প্রদর্শন, রাজপুরুষদিগের তাড়না তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত করিল না। প্রত্যুত তিনি তৎকালে আপনার সৌভাগ্যাতিরেক উপলব্ধি করিয়া মনোমধ্যে শ্রীভগবান্‌কে এই বলিয়া ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, "হে স্বামিন্, এই অধম সন্তানের প্রতি তোমার অসীম করুণার বিষয় স্মরণ করিয়া অদ্য শ্রীমদ্‌যামুন মুনিবরের অমৃতময় বাক্য আমার কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইল। আমি তোমায় বার বার নমস্কার করি।

নমো নমো বাঙ্‌মনসাতিভূময়ে
নমো নমো বাঙ্‌মনসৈকভূময়ে।
নমো নমোঽনন্তমহাবিভূতয়ে
নমো নমোঽনন্তদয়ৈকসিন্ধবে॥

এই রাজচক্রবর্ত্তী ও এই সকল গণ্যমান্য লোকও তোমার অনন্ত মহিমার বিষয় অবগত নহে, কিন্তু তুমি এই নগণ্য জীবকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়া

তাহাকে নিরহঙ্কার ও বিনীত হইতে শিখাইয়াছ, ইহাপেক্ষা তাহার আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে?”

কুরেশ যখন এইরূপে ধ্যানপর হওতঃ প্রাণের ক্ষুধা মিটাইয়া নিজ প্রিয়তম হৃদয়নাথের অনন্ত সদ্‌গুণরাশি আস্বাদন করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার উপহাস-বাক্য ক্বমিকণ্ঠের ও তদীয় সভাসদ্‌বর্গের নিরতিশয় ক্রোধ উৎপন্ন করিয়াছিল। চোলভূপতি তীব্রস্বরে কুরেশকে বন্ধন করিতে আদেশ দিয়া রাজপুরুষদিগকে কহিলেন, “তোমরা এই দুরাত্মাকে অচিরাৎ আমার সম্মুখ হইতে লইয়া যাও এবং এই মুহূর্ত্তেই উহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেল। পূর্ব্বে আমার ভগিনী পিশাচগ্রস্তা হইলে এই দুরাচার তাঁহার আরোগ্য বিধান করিয়াছিল, এই হেতু ইহার প্রাণনাশ করিও না, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দুঃখজনক শাস্তি দিয়া শিবদ্বেষীর ইহ-জীবনেই ভবিষ্যৎ অনন্ত নরকভোগের অবতারণ কর।”

তদীয় নিদেশ-ক্রমে রাজপুরুষগণ কুরেশকে কান্তারদেশে লইয়া গিয়া নানারূপ যন্ত্রণা দিবার পর একে একে তাঁহার দুইটি নেত্র উৎপাটন করিয়া ফেলিল। কিন্তু নিরতিশয় ক্লেশ অনুভব করিলেও সেই মহানুভব কোন প্রকারে অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হইলেন না। প্রত্যুত তিনি উৎপীড়নকারীদিগের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবৎপাদপদ্মে বারবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং তিনি যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম স্বীয় সংসারার্ণব-তরণের কর্ণধারকে ঈদৃশ যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। দৈহিক সুখ দুঃখ লইয়াই সাধারণ মনুষ্য ব্যস্ত। তাহার যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক শক্তিসমূহ সুখেপ্‌সা ও দুঃখজিহাসা দ্বারা অণুপ্রাণিত হইয়া কেবল তাহাকে দৈহিক সুখই অন্বেষণ করায়। এতদপেক্ষা যে অন্য কোন উচ্চ আদর্শ আছে, ইহা তাহার উপলব্ধি হয় না। অর্থলভ্য কামাদির উপভোগই তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় সে নানাবিধ অসদুপায় অবলম্বন করিয়াও অর্থোপার্জ্জনে যত্নশীল হয়। কিন্তু হায়! বহুকষ্টে অর্থ-

সঞ্চয়পূর্ব্বক সে যখন ইন্দ্রিয়সুখভোগ করিতে আরম্ভ করে, কিঞ্চিন্মাত্র তৃপ্তিলাভ না হইলেও তাহাকে পার্থিব প্রিয়জনসমূহের নিকট হইতে একান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। সে যদি একবার ভাবিয়া দেখে যে, কত দুঃখরাশিদ্বারা তাহাকে স্বল্প সুখলব ক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে ঈদৃশ বাণিজ্য তাহার কখনই রুচিকর হইবে না। এইজন্য প্রকৃত পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য কোনরূপে লালায়িত হয়েন না। প্রত্যুত ইন্দ্রিয়সমুদয় যে সর্ব্বদুঃখের মূল, ইহা তাঁহারা শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। অনিত্য বস্তুতে আসক্তি দুঃখের কারণ। অদ্যই হউক বা কিছুদিন পরেই হউক, দুর্দ্দমনীয় কাল তোমার অতিপ্রিয় বস্তুটিকে কাড়িয়া লইবে। তখন আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই জন্য স্ত্রীপুত্রদেহগৃহাদিতে আত্মসমর্পণ না করিয়া নিত্যবস্তু সর্ব্বসুখের আকর শ্রীহরিপাদপদ্মে করিলে, নিত্যানন্দ ভোগ হইয়া থাকে। যিনি এরূপ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে আর কখনও দুঃখানুভব করিতে হয় না। কুরেশ ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই, অতুল ঐশ্বর্য্যকে সর্ব্বদুঃখের মূল জানিয়া তৎসমস্তকে ত্যাগ করতঃ শ্রীরামানুজ-পাদপদ্মের সর্ব্বসন্তাপহারিণী ছায়াকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও যে তদীয় পথানুবর্ত্তিণী হইয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্ব্বে জ্ঞাপন করিয়াছি। সুতরাং কৃমিকণ্ঠের কর্কশ বাক্য ও অতি নিষ্ঠুর আচরণ তাঁহাকে ব্যথিত না করিয়া আনন্দিতই করিয়াছিল। নানাবিধ যন্ত্রণা দিবার পর নৃশংসগণ যখন তাঁহাকে অন্ধ করিয়া ফেলিল, তখন তিনি সেই দুরাত্মাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতৃগণ, তোমরাই আমার প্রকৃত বন্ধু। যে নয়নদ্বয় সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট না লইয়া গিয়া মানবমনকে মায়াময়ী নশ্বর সৃষ্টিতে আবদ্ধ রাখে, তোমাদের কৃপায় অদ্য আমি সেই দুই পরম শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলাম। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন"।

তাঁহাকে অবিচলিত চিত্তে সর্ব্ববিধ যন্ত্রণা সহ্য করিতে দেখিয়া ও

তাঁহার অকপট আশীর্ব্বাদ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, পাষাণতুল্য রাজপুরুষগণের হৃদয়েও কিঞ্চিৎ ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হইল। তাহারা তাঁহার উপর আর অধিক অত্যাচার না করিয়া পথপার্শ্বস্থ জনৈক ভিক্ষুককে ডাকিয়া তাহাকে আদেশ করিল, "তুই এই সাধুর হাত ধরিয়া ইহাকে শ্রীরঙ্গমে লইয়া যা। কিছু অর্থ দিতেছি পথে ব্যয় করিস্।" ভিক্ষুক আনন্দের সহিত কুরেশকে শ্রীরঙ্গমে লইয়া চলিল।

কথিত আছে, ইহার অল্পদিবস পরেই কৃমিকণ্ঠ এক উৎকট ও দীর্ঘকালস্থায়ী রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। চোলরাজ শিবভক্ত হইলেও, হরিহরে অভেদ জ্ঞান না থাকায়, তিনি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দ্বেষী হইয়াছিলেন। এ দোষটি যে শৈবদেরই ছিল, তাহা নহে, বৈষ্ণবগণও নিরতিশয় শিবদ্বেষী ছিলেন। কুরেশের ন্যায় মহাপুরুষ সঙ্কীর্ণমনা না হইতে পারেন, কিন্তু শিবকে লক্ষ্যপূর্ব্বক তাঁহারই উপহাসটি লইয়া বৈষ্ণবগণ মনে করেন যে, তিনি এতদ্দ্বারা শিবের ক্ষুদ্রত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এবং কোনও বৈষ্ণবের শিবভক্তি থাকা উচিত নহে। শিবমন্দিরে গমন করা দূরে থাকুক, তদ্দর্শনেও মহাপাপ। ধাবমান মত্ত-হস্তীর পদতলে প্রাণত্যাগ করা ভাল, কিন্তু পথপার্শ্ববর্ত্তী শিবালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করা বৈষ্ণবোচিত কর্ম্ম নহে। কুরেশ প্রভৃতি আচার্য্যগণের আচরণ বাস্তবিক নির্দ্দোষ হইলেও, দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বা আধুনিক কোনও বৈষ্ণব তাঁহাদের হৃদ্গত ভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শিবনিন্দা ও শিবদ্বেষ আপনাদের অঙ্গের ভূষণ করিয়া তুলিয়াছে, এবং তাহার যে ভীষণ, শোচনীয় ফল, তাহা তাহাদের ভোগ করিতে হইতেছে।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের দুই দল শিষ্য আছে। একদলের নাম তেঙ্গেলে ও অপর দলের নাম বাড়কেলে। ইহারা সকলে নিরামিষাশী, জীব-হিংসাকে মহাপাপ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহাদের মতে শৈব হিংসায় দোষ নাই। শুদ্ধ তাহা নহে; বাড়কেলে বলেন, তেঙ্গেলে

মারিলে দোষ নাই, এবং তেঙ্গেলেও বলেন বাড়কেলের সর্ব্বনাশ করাই তাহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। শিবনিন্দা করিলে সর্ব্বত্র এইরূপ শোচনীয় ফল হয়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

বিষ্ণুবর্দ্ধন।

এদিকে শ্রীরামানুজ শ্রীরঙ্গমের পশ্চিমে অবস্থিত সুদূরব্যাপী নিবিড় বনে গুপ্তভাবে আশ্রয় লইলে, তাঁহার ভক্তবৃন্দ ক্রমে ক্রমে তৎপার্শ্বে আসিতে লাগিলেন। গোবিন্দ, দাশরথি, ধনুর্দাস প্রভৃতি সকলে আসিয়া যুটিলে তাঁহারা দ্রুতপদসঞ্চারে পশ্চিম দিক্ লক্ষ্য করিয়া দুর্গম বনমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। কৃমিকণ্ঠের চরেরা পাছে জানিতে পারিয়া তাঁহাদের বন্দী করে, এই ভয়ে তাঁহারা কোথাও বিশ্রাম না করিয়া দুই দিন ক্রমাগত গমন করতঃ পরিশেষে চোলরাজ্যের সীমায় উপনীত হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা কোথাও আহার নিদ্রা বা বিশ্রাম করেন নাই। তাঁহারা নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া একটি শৈলের পাদদেশে বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অনিদ্রায় তাঁহাদের বদন বিবর্ণ এবং হস্ত, পদ ও সমস্ত শরীর তীব্রবেদনাগ্রস্ত হইয়াছিল। কণ্টকাকীর্ণ ভূমির উপর দিয়া চলিয়া আসিতে তাঁহাদের চরণে অনেক কণ্টক বিদ্ধ হওয়ায়, পদতল বিস্ফোটকবৎ হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে শিলাতলে শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

সেই স্থলে একটি চণ্ডালপল্লী ছিল। চণ্ডালগণ অতি নীচজাতীয় হইলেও তাহাদের মন নীচ ছিল না। ব্রাহ্মণগণকে তদবস্থায় নিদ্রিত দেখিয়া, তাহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিল যে, অতি বিপন্ন ও ক্লান্ত হইয়াই ইঁহারা এরূপ ব্রাহ্মণশূন্য দেশে অকাতরে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ নানাবিধ বন্যফল সংগ্রহ করিয়া প্রসুপ্ত পুরুষদের নিকট স্থাপন করিল, ও রাশীকৃত শুষ্ককাষ্ঠ আনিয়া তথায় অগ্নি

প্রজ্বলিত করতঃ তাঁহাদের উত্থানাপেক্ষায় অতি সাবহিত ও ভক্তিপূর্ণ চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সশিষ্য রামানুজ আপনাদিগকে অনেক সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন, ও সম্মুখে প্রায় অশীতি হস্ত পরিমিত দূরে যুক্তকর কতিপয় চণ্ডালকে দণ্ডায়মান, এবং নিকটে ফলের রাশি ও প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট স্থাপিত কাষ্ঠস্তূপ সন্দর্শন করিয়া সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা ভগবৎকৃপায় কতকগুলি সৎস্বভাব চণ্ডালের আশ্রয়ভূত এক বন্য পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা অনতিবিলম্বে নিকটস্থ নির্ম্মলজলা নদীতে অবগাহন করিয়া ফলসমূহ বারিপূত করিয়া শ্রীহরির উদ্দেশে নিবেদন করিলেন, এবং দুই দিন অনাহারের পর ফলাহার করতঃ নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। যতিরাজ তথায় কয়েক দণ্ড বিশ্রাম করিয়া চণ্ডালদের সহিত কথোপকথন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা চোল রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি চণ্ডালগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রাহ্মণপল্লীর অন্বেষণে কতিপয় চণ্ডাল কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, এক ব্রাহ্মণের গৃহে উপনীত হইলেন। গৃহস্বামী উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু চেলাম্বা নাম্নী তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী তদীয় গৃহে বহু বৈষ্ণব সমাগম দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন, এবং স্বামী উপস্থিত না থাকিলেও তাঁহাদের যথাবিহিত পূজা করিয়া পাকার্থ রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। ভিক্ষাটণের পর গৃহস্বামী শ্রীরঙ্গদাস প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বহু বৈষ্ণব অতিথি সন্দর্শনপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। অনতিকালবিলম্বেই তাঁহার ভক্তিমতী পত্নী শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া অতিথিগণকে প্রসাদগ্রহণার্থ আমন্ত্রণ করিলেন। প্রায় তিন দিবস অনাহারের পর ভগবৎপ্রসাদ আকণ্ঠ ভোজন করিয়া সকলে পরম পরিতুষ্ট হইলেন ও তথায় দুই দিন বিশ্রাম করতঃ সস্ত্রীক শ্রীরঙ্গদাসকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া উত্তরপশ্চিমাভিমুখে সকলে যাত্রা করিলেন। তথা হইতে

চণ্ডালগণকে বিদায় দিয়া তাঁহারা শ্রীরঙ্গদাসের সহিত প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার সময় বহ্নিপুষ্করিণী নামক স্থানে উপনীত হইলেন। তথায় দুইদিন বিশ্রাম করতঃ শ্রীরঙ্গদাসকে বিদায় দিয়া শিষ্যপরিবেষ্টিত যতিরাজ শালগ্রাম-নামক গ্রামে আগমনপূর্ব্বক পরম তপস্বী আন্ধ্রপূর্ণ-নামক ব্রাহ্মণের অতিথি হইলেন। আন্ধ্রপূর্ণের বৈরাগ্য ও ভক্তি দেখিয়া এবং তিনি উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়েন নাই, ইহা জানিয়া শ্রীরামানুজ তাঁহাকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্বীয় সহচর করিয়া লইলেন। সেই দিবস হইতে আন্ধ্রপূর্ণ যতিরাজের কায়মনোবাক্যে সেবা ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। তিনি নিজ গুরুর ছায়ার ন্যায় তৎপশ্চাৎ থাকিতেন। তাঁহাকেই আপনার ইষ্টদেবতা ও সর্ব্বস্ব বলিয়া সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস শালগ্রামে যাপন করিয়া তাঁহারা সকলে নৃসিংহ ক্ষেত্রে আগমন করিলেন। তথায় আন্ধ্রপূর্ণের নিকট ভক্তগ্রামনিবাসী একটি পরম ভক্তের বিষয় শুনিয়া শ্রীরামানুজ তাঁহাকে দর্শন করিবার মানসে, সশিষ্যে উক্ত গ্রামে উপনীত হইলেন এবং সেই পূর্ণনামা ভক্তটির অতিথি হইয়া এক দিবস থাকিবার পর তথাকার রাজা বিঠ্ঠলদেব কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তৎসমীপে গমন করিলেন। এই রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি প্রতিদিন সহস্র সহস্র বৌদ্ধাচার্য্যের সেবা করিতেন। তাঁহার কন্যা রাক্ষসগ্রস্তা হওয়ায় তিনি বহুচিকিৎসক আনয়ন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় না হওয়ায় তিনি বৌদ্ধাচার্য্যের সাহায্য লইলেন। ইঁহারাও রাজকন্যার আরোগ্য সাধন করিতে না পারায়, যখন বিঠ্ঠলদেব শুনিলেন যে, পূর্ণগৃহে কতিপয় বৈষ্ণব পূর্ব্বদেশ হইতে আগমন করিয়াছেন, তখন কতিপয় পণ্ডিত প্রেরণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজবাটীতে আনাইলেন। শ্রীরামানুজ রাজকুমারীকে দর্শন করিয়াই আরোগ্য করিলেন, তাহাতে বিঠ্ঠলদেব চমৎকৃত হইয়া তৎপ্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ হইয়া উঠিলেন। তিনি যতিরাজের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করিতে

মানস করিয়া প্রণিপাত-পূর্ব্বক তৎসমীপে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। নিত্যজীবহিতচিকীর্ষু, উভয় বিভূতিপতি, তেজঃপুঞ্জময়বিগ্রহ, ভক্তিরসপরিপ্লুত, সর্ব্বলোকচিত্তাকর্ষক, মধুরস্বভাব, চার্ব্বাকশৈলের অশনিস্বরূপ, কান্তিমতী-কুমার এরূপ সহজবোধ্য, মনোহর যুক্তিসমূহ-দ্বারা তাঁহাকে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইলেন যে, তিনি স্বীয় নিরীশ্বর ভাব স্মরণ-পূর্ব্বক বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণকে আমন্ত্রণ করতঃ যতি-ভূপতির সহিত বিচার করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা সকলে স্বীকৃত হইলে, সেই দিবসই এক মহাসভা আহূত হইল। সহস্র সহস্র বৌদ্ধ তথায় সমাগত হইলেন। শ্রীরামানুজ সেই মহাসভায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে কতিপয় দুষ্টাত্মা বৌদ্ধপণ্ডিত তাঁহাকে অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে উপহাসবাক্য-প্রয়োগ, বিকট শব্দ প্রভৃতি নীচ উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিঠ্ঠলদেবের আদেশানুসারে তাহাদিগকে সভাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে অন্যান্য বৌদ্ধগণ ভীত হইয়া উক্ত নীচ উপায় পরিত্যাগ করিলে যতিরাজ ধীর গম্ভীর স্বরে আপনার যাবতীয় বক্তব্য সভাসদ্বর্গের সম্মুখে নিবেদন করিলেন। তিনি নিরস্ত হইলে বৌদ্ধগণের প্রধান পণ্ডিত তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য সমুত্থিত হইলেন, এবং যখন তিনি বাদীর যুক্তিসমূহ খণ্ডন না করিয়া সনাতন ধর্ম্মের উপর কটাক্ষপাত করতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকারীদিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন, তখন বিঠ্ঠলদেব তাহাতে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "মহাত্মন্, এ পৃথিবীতে নিন্দাবাদের ন্যায় সুলভ আর কিছুই নাই। আমরা আপনার মুখে তাহা শুনিতে আসি নাই। আপনি পরম পণ্ডিত বলিয়া আমার বিশেষ ধারণা আছে। অতএব সুলভ নিন্দাবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্ল্লভ যুক্তিযুক্ত বাক্যদ্বারা বাদিসিংহের তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রসূত বাদসমূহের খণ্ডন সাধন করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা; এবং যদি তৎকরণে সমর্থ না হয়েন, তাহা হইলে স্বীয় মিথ্যা-

ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হউন।” রাজচিত্তকে শ্রীরামানুজ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতের মনে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইল। তাঁহার মনে কোনও সদযুক্তির স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি কিঞ্চিৎকাল প্রলাপ-বাক্যের অবতারণ করিয়া স্বদলের বিস্ময় ও বৈষ্ণবগণের হর্ষ-বর্দ্ধন-পূর্ব্বক সহসা সভাতলস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার বিবর্ণময় বদনে বাঙ্‌মাত্র উচ্চারণেরও শক্তি থাকিল না। অন্যান্য বৌদ্ধ প্রতিবাদিগণ কিয়ৎকাল স্বমত স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া যখন সকলেই প্রথম পণ্ডিতের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিরস্ত হইলেন, তখন ভক্তগ্রামরাজ সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “সভ্যগণ, আপনারা সকলে প্রত্যক্ষ করিলেন যে, বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ অদ্য বৈষ্ণবাচার্য্য কর্ত্তৃক বাদে সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত হইলেন। তাঁহারা সকলেই এখানে উপস্থিত। তাঁহাদের কাহারও এরূপ সামর্থ্য নাই যে, আপনাদের মত স্থাপন পূর্ব্বক নির্ব্বাণোন্মুখ বৌদ্ধধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলেন। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য ? মিথ্যা-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্ব্ববিধ দুঃখের আলয় মহানরকে পতিত হওয়া বা সত্য ধর্ম্মের আশ্রয়ে গমন করতঃ সর্ব্ববিধ সুখের আকর, পরম জ্ঞানলাভ করতঃ কৃতার্থতা লাভ করা ? এ দুইটির ভিতর কোন্‌টি প্রশস্ত ? বুদ্ধিমান্ মানবমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, দুঃখাপেক্ষা সুখ, অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে প্রার্থণীয়। যদ্যপি ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে আইস অদ্যই আমরা এই মহানুভব বৈষ্ণবাগ্রণী কর্ত্তৃক সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করি।” সুবুদ্ধি পরমোদার প্রজাবৎসল নরপতি এইরূপ আদেশ করিলে কতিপয় বৌদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন সকলেই একবাক্যে তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন এবং সেই দিবসই সকলেই শ্রীরামানুজ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া আপনাদিগকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলেন। যে কয়েকজন বৌদ্ধ রাজাদেশ পালন করিল না, তাহারা প্রধান পণ্ডিতকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া

তাঁহার রাজ্য হইতে প্রস্থান করিল। রাজা বিঠ্ঠলদেব যতিরাজ কর্ত্তৃক বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে অভিহিত হইয়া তদবধি আপনাকে তন্নামে অভিহিত করিতে সকলকে আদেশ করিলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

যাদবাদ্রিপতি।

এইরূপে শ্রীরামানুজ বিঠ্ঠলদেব ও সহস্র সহস্র বৌদ্ধগণকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী করতঃ, তথায় কিয়ৎকাল তাঁহাদের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক, পরে শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া যাদবাদ্রিতে উপনীত হইলেন। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম মেলকোটা। ১০২০ শকাব্দায় তিনি এই পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসরের পৌষমাস, শুক্লা চতুর্দ্দশী বৃহস্পতিবারের প্রাতঃকালে তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে তুলসীকাননমধ্যস্থ কোনও বল্মীকস্তূপের নিম্নে একটি দেববিগ্রহ অবলোকন করিয়া, তাঁহাকে তথা হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক নির্ম্মল বারিদ্বারা প্রক্ষালন করতঃ যখন পবিত্র পীঠোপরি স্থাপন করিলেন, তাঁহার জীবন্ত মনোহর মূর্ত্তি সন্দর্শনে সমীপস্থ ভক্তবৃন্দ আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। তত্রস্থ বৃদ্ধলোক-সমূহ বলিতে লাগিলেন যে, "আমরা বাল্যকালে বৃদ্ধগণের নিকট শুনিয়া-ছিলাম যে, পূর্ব্বে এই শৈলে যাদবাদ্রিপতির পূজা হইত। কিন্তু মুসলমানগণ এইস্থলে আসিয়া সমুদয় দেববিগ্রহ ভগ্ন করিতে থাকিলে, উক্ত বিষ্ণুবিগ্রহের সেবকগণ বিগ্রহটিকে গুপ্তস্থলে নিক্ষেপ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। তদবধি আর তাঁহার পূজা ও উৎসব হয় না। আমাদের নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, ইনিই সেই যাদবাদ্রি-পতি। আপনার ন্যায় মহানুভবের আগমনে, পুনরায় ভক্তসেবা লইতে সমুত্থিত হইয়াছেন।" এতচ্ছ্রবণে শ্রীরামানুজ কহিলেন, "আপনারা যথার্থ কহিয়াছেন। ইনিই সেই যাদবাদ্রিপতি। রজনীতে ইনি স্বপ্নে আমার নিকটে আসিয়া সেবার্থ আদেশ করিয়াছেন। আপনারা সকলে

একত্র হইয়া যাহাতে ইঁহার সুন্দর ও সুবিপুল মন্দির নির্ম্মিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন। অদ্য হইতে ইঁহার সেবাকার্য্য নিয়মমত হইতে থাকুক।” যতিরাজের আদেশানুসারে তচ্ছিষ্যবর্গ ও গ্রামস্থ যাবতীয় লোক সেই দিবসই একটি সুদীর্ঘ পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে শ্রীশ্রীযাদবাদ্রিপতিকে স্থাপন করতঃ তাঁহার পূজা ও সেবাদি কার্য্যে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইলেন। অতি স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহার প্রভাবে তথায় এক মনোহর ও বিপুল মন্দির নির্ম্মিত হইল। কল্যাণী নাম্নী একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী উক্ত মন্দিরের নিকটেই ছিল। তাহার নির্ম্মল জলে যাদবাদ্রিপতির স্নানভোগাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে লাগিল। এই পুষ্করিণীর উত্তর ভাগে যতিরাজ একদা বিচরণ করিতে করিতে শ্বেত মৃত্তিকা আবিষ্কৃত করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন, কারণ বৈষ্ণবগণ উক্ত মৃত্তিকা দ্বারা তাঁহাদের উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন। এযাবৎকাল তাঁহারা ভক্তগ্রাম হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তৎকালে তথায় তাহা নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায়, যতিরাজ অন্যান্যস্থলে তদ্রূপ মৃত্তিকার অন্বেষণার্থ অনেককে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেহই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং স্বয়ং তাহা আবিষ্কৃত করিয়া নিরতিশয় সুখী হইলেন।

দাক্ষিণাত্যে প্রতি মন্দিরে এক দেবতার দুইটি করিয়া বিগ্রহ থাকে। একটির নাম অচল, অর্থাৎ মন্দিরাভ্যন্তর হইতে ইনি কখন বহির্দ্দেশে গমন করেন না, এবং অন্যটির নাম সচল বিগ্রহ, অর্থাৎ উৎসবের সময় ইনিই বহির্দ্দেশে বিমানযোগে নীত হইয়া থাকেন। এইজন্য ইঁহার আর একটি নাম উৎসব-বিগ্রহ। শ্রীরামানুজ একদা স্বপ্নে শ্রীযাদবাদ্রিপতি কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, “বৎস রামানুজ, আমি তোমার সেবায় নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। কিন্তু আমার উৎসববিগ্রহ না থাকায় আমি মন্দিরের বাহিরে গিয়া ভক্তগণকে ও পতিতদিগকে আশীর্ব্বাদযুক্ত ও মলমুক্ত করিতে পারিনা। অতএব তুমি সত্বর হইয়া

দিল্লির সম্রাটের নিকট রক্ষিত আমার সম্পৎকুমার নামক দ্বিতীয় বিগ্রহকে আনয়ন কর।”

এইরূপে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে কতিপয় শিষ্যপরিবৃত হইয়া শ্রীরামানুজ দিল্লির দিকে যাত্রা করিলেন। মাসদ্বয় অতিবাহিত হইলে তিনি উক্ত নগরে উপনীত হইলেন। কথিত আছে যে, তাৎকালিক সম্রাট্ তাঁহার দেহকান্তি, পাণ্ডিত্য ও প্রভাব দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি সম্পৎকুমার নামক দেববিগ্রহটি প্রার্থনা করিলে, দিল্লীশ্বর তাহা লইয়া যাইতে তাঁহাকে আদেশ করায়, তিনি দেবশালায় নীত হইলেন। এই স্থলে ভারতবর্ষের বহু দেবালয় হইতে বিলুণ্ঠিত বিগ্রহসমূহ সমাহৃত হইয়াছিল। শ্রীরামানুজ তন্ন তন্ন করিয়া তথায় অন্বেষণ করিলেও স্বীয় অভীষ্ট বিগ্রহটি পাইলেন না। তাহাতে সম্রাট্ নিজ দুহিতার অতি প্রিয়তম একটি দেবমূর্ত্তি শ্রীরামানুজকে দেখাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সম্পৎকুমার বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং দিল্লীশ্বরের আদেশানুসারে তাহা গ্রহণ করিয়া সশিষ্যে নগর হইতে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিশ্রাম না করিয়া দিবানিশি চলিতে আরম্ভ করিলেন, কারণ, যতিরাজ স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সম্রাট্নন্দিনী যদি উক্ত বিগ্রহবরের জন্য কাতরা হয়েন, দুহিতৃবৎসল দিল্লিপতি তাহা হইলে হয় ত উহা তাঁহাদের নিকট হইতে পুনর্গ্রহণ করিবেন।

এদিকে রাজকন্যা যখন শুনিলেন যে, তাঁহার নিরতিশয় ভালবাসার জিনিষটি কোনও ব্রাহ্মণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। তিনি শোকে অধীরা হইয়া পড়িলেন। পিতার নানারূপ উপদেশবাক্য তাঁহার পক্ষে কোনও কার্য্যকর হইল না। তিনি দিন দিন উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া যাইতে লাগিলেন। ইহাতে সম্রাট্ ভীত হইয়া একদল সৈন্যকে আদেশ করিলেন যে, “তোমরা শীঘ্র

ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দেববিগ্রহ বলপূর্ব্বক আনয়ন কর।” রাজকন্যা ইহাতে কহিলেন, “পিতঃ, আমায় অনুমতি করুন, আমিও যেন উহাদের সহিত গমন করি।” দুহিতৃবৎসল সম্রাট্ কন্যার বাক্যে স্বীকৃত হইয়া বহু দাসদাসীর সহিত একটি সুসজ্জিত শিবিকায় তাঁহাকে স্থাপনপূর্ব্বক সৈন্যদলের অধিনেত্রী করিয়া বিদায় দিলেন। এই সময়ে কুবের নামক জনৈক রাজকুমার সম্রাট্‌কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ বাসনায় বহুদিবস সম্রাট্-ভবনে বাস করতঃ নিজ প্রণয়িনীর সন্তোষ উৎপাদনার্থ নানারূপে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যখন সম্রাট্‌পুত্রী বিবি লচিমার্‌কে উন্মাদিনী হইয়া দেববিগ্রহের পশ্চাৎধাবিতা হইতে দেখিলেন, তিনিও তখন প্রিয়তমার বিরহে আকুল হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

এদিকে সশিষ্য রামানুজ অবিশ্রান্ত গমন করিয়া সম্রাটের রাজ্যসীমা অতিক্রম করিলেন। অনুসরণকারিণী বিবি লচিমার্ তখনও অনেক পশ্চাতে রহিয়াছেন। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীমৎ সম্পৎকুমারকে লইয়া যতিরাজ মেলকোটা, বা যাদবাদ্রিতে উপনীত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর উৎসব-বিগ্রহকে মন্দিরাভ্যন্তরের অতি গুপ্তদেশে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, পথিমধ্যে তিনি চণ্ডালগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সহায়বান্ হইয়াছিলেন। ইহারা সম্পৎকুমারকে বহন করিয়া না আসিলে, শ্রীরামানুজকে নিশ্চয়ই সম্রাট্-সৈন্যের হস্তে পড়িতে হইত। এইজন্য অদ্যাবধি বৎসরের মধ্যে তিন-দিবস চণ্ডালগণ শ্রীযাদবাদ্রিপতির মন্দিরে গমন করিবার অধিকার পাইয়া আসিতেছে।

শ্রীহরির অখণ্ড, অনন্ত, অদ্বিতীয়, নিরাকাররূপের ন্যায় অসংখ্য সাকার রূপগুলিও নিত্য। এই সাকার মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কোনটি কোনটি কখন কখন ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মগ্লানি দূর করতঃ মানবগণের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। কোনটি কোনটি বা অর্চ্চা বা প্রতিমা-কারে অবতীর্ণ হইয়া সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত ভক্তগণের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক

তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই সমুদয় পবিত্র ভগবদ্বিগ্রহগুলিকে শ্রীহরির অর্চ্চাবতার বলা যায়। শ্রীঅমরনাথ, শ্রীকেদারনাথ, শ্রীবদরিনারায়ণ, শ্রীচন্দ্রনাথ, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীদ্বারকানাথ, শ্রীনাথ, শ্রীওঁকারনাথ, শ্রীপশুপতিনাথ, শ্রীতারকনাথ, শ্রীহিংলাজেশ্বরী, শ্রীকালিকা মাতা, শ্রীরামনাথ প্রভৃতি অনেক অর্চ্চাবতারের ন্যায় শ্রীযাদবাদ্রিনাথও এক অবতার। উঁহারই সচল বা উৎসব-বিগ্রহ সম্পৎকুমারকে আনয়ন করিতে গিয়া শ্রীরামানুজ সম্রাট্‌কন্যা কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছিলেন। স্থূলদর্শীদিগের স্থূল দৃষ্টিতে ঐ দেববিগ্রহটি অন্যান্য বিগ্রহ হইতে কোনরূপে পৃথক্ বলিয়া অনুভূত না হইতে পারে, কিন্তু যতিরাজ সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুই ঐ অর্চ্চারূপে অবতীর্ণ হইয়া পরমভক্তিমতী সম্রাট্‌কন্যা বিবি লচিমার্‌কে কৃতার্থা করিবার জন্য তদীয় পিতৃহস্তে বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং রাজভবনে নীত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। বহু জন্মার্জ্জিত প্রগাঢ় ভক্তিবলে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া বিবি লচিমার্ সম্পৎকুমারকে নিজ অভীষ্টদেব বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে পতিরূপে বরণপূর্ব্বক পরম নির্ব্বৃতিসাগরে নিমগ্না হইয়াছিলেন। সুতরাং যখন শ্রীরামানুজ তাঁহার প্রিয়তমকে তৎপার্শ্ব হইতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে অপার শোকসাগরে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন, তখন যে তিনি তীব্র বিরহাবেগে উন্মাদিনী হইয়া ইষ্টদেবতার অন্বেষণে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? স্থূলদর্শী সম্রাট্ ইহা বোধগম্য করিতে না পারিয়া কন্যাকে উন্মত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং নিরতিশয় দুহিতৃবৎসল ছিলেন বলিয়া, অভীষ্ট বস্তু লাভে উন্মাদের উপশম হইতে পারে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে শ্রীরামানুজের অনুসরণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

অনাহারে অনিদ্রায় সম্রাট্‌কন্যা বিপুল সৈন্যসমভিব্যাহারে নিজ-প্রিয়তমের অন্বেষণে অবিশ্রান্ত দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু পিতৃরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াও তাঁহার সন্ধান করিতে না পারিয়া জীবন-বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। বিরহজ তাপে তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মপ্রদেশ দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুবারিতে পরিপ্লুত হইতে থাকিল। তিনি কিছুতেই ধৈর্য্য লাভ করিতে পারিলেন না। কুবেরের আশ্বাসবাক্য তাঁহার কর্ণেও প্রবেশ করিল না। কেবল "হা নাথ, হা নাথ," বলিয়া হৃদয়ের বিপুল সন্তাপ প্রকটিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণের অজ্ঞাতসারে তিনি রজনীযোগে দক্ষিণদিগ্‌-ভাগস্থ নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুবের তাঁহার অনুগামী হইলেন। তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, এক-মাত্র স্বীয় আরাধ্য দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে দক্ষিণপথ অবলম্বন-পূর্ব্বক চলিতে লাগিলেন। কুবের বন্য ফলমূল সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে আনিয়া দিতেন। তদ্দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে প্রিয়তমান্বেষণার্থ গমন করিতেন। কেবল-মাত্র রজনী সমাগতা হইলে পথ প্রাপ্ত না হইয়া বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইতেন। এইরূপে বহুদিবস ভ্রমণের পর তিনি মেলকোটা বা যাদ-বাদ্রিতে উপনীতা হইলেন। চক্ষুষ্মান্‌গণের পক্ষে যেরূপ সূর্য্য দর্শনে কোনও সহায়তার আবশ্যকতা হয় না, সেইরূপ সেই হরিভক্তিপরায়ণা, জ্ঞানাঞ্জনবিমলীকৃতান্তশ্চক্ষুষ্মতী রাজদুহিতাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সম্পৎকুমারের সহিত সম্মিলিত হইতে কাহারও সহায়তা লইতে হইল

না। প্রাণের ঐকান্তিকী উন্মুখতা ও প্রাণেশ্বরের দুর্নিবার্য্য আকর্ষণ এই উভয় শক্তির প্রভাবে তাঁহাদের চিরপ্রার্থিত সমাগম অচিরকাল মধ্যেই সংসাধিত হইল। নদী সাগরে আসিয়া মিলিতা হইলেন। মৃতপ্রায় ক্ষুধাতুর পূর্ণপাত্র অমৃত লাভ করিলে যেরূপ নির্ব্বৃতি লাভ করে, তিনি তদপেক্ষা অধিক নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন।

তাঁহার অমানুষী ভক্তি সন্দর্শন করিয়া সশিষ্য যতিরাজ চমৎকৃত হইয়া গেলেন, এবং মুসলমান্‌কুলোদ্ভবা হইলেও তাঁহাকে মন্দিরাভ্যন্তরে যাইতে নিষেধ করিলেন না, কারণ, তিনি জানিতেন যে, প্রকৃত ভক্তের কোনও জাতি নাই।

বিবি লচিমারের সংসারারণ্যে ভ্রমণ সমাপ্ত হইল, প্রাণের সাধ পূর্ণ হইল; তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ সেই প্রিয়সমাগমজন্য দিব্যসম্ভোগের অনির্ব্বচনীয় সুখে বিভূষিত হইল। পরিশেষে তাঁহার পবিত্র অঙ্গ শ্রীমৎসম্পৎকুমারের অঙ্গে বিলীন হইয়া গেল।

রাজকুমার কুবের স্বীয় অভীষ্ট দেবতার ন্যায় লচিমারের সেবা করিতেন। তিনি আর দ্বিতীয় কোন দেবতার উপাসনা করিতেন না। তাঁহার হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী সম্পৎকুমারের অঙ্গে বিলয় প্রাপ্ত হইলে, তিনি আর তথায় এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি আপনার যাবতীয় যাবনিক ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় যবনদেহের শুদ্ধি-বাসনায় শ্রীরঙ্গমে গমনপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর শরণাগত হইলেন। মন্দিরে তাঁহার যাইবার অধিকার না থাকিলেও, তিনি বহির্দ্দেশ হইতেই অনন্যমনে শেষশায়ী নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লইলেন। তিনি ভিক্ষার্থ কোথাও পর্য্যটন করিতেন না। যদি কেহ তাঁহাকে কোনও আহার্য্য দিতেন, তাহা হইলে ক্ষুৎপিপাসা-শান্তির জন্য তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতেন। এইরূপে যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলে একদা তিনি গভীর ধ্যানযোগে শুনিলেন, "প্রপন্নমোক্ষদানেঽহং দীক্ষিতো যবনেশ্বর। পতিতানাং মোক্ষদানে

জগন্নাথঃ প্রদীক্ষিতঃ॥" অর্থাৎ "হে যবনেশ্বর, আমি শরণাগত বৈষ্ণব-গণের মোক্ষদানে দীক্ষিত হইয়াছি, জগন্নাথ পতিতগণের মোক্ষদানে দীক্ষিত হইয়াছেন।" এইরূপে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে যবনভক্ত শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র লক্ষ্য করিয়া প্রস্থান করিলেন। কতিপয় মাস অতিবাহিত হইলে তিনি শ্রীশ্রীপুরীধামে সমাগত এবং পতিতপাবন শ্রীপুরুষোত্তমের কৃপায় দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তিনি প্রকৃত পণ্ডিতপদবাচ্য হইয়া বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর, চণ্ডাল প্রভৃতি যাবতীয় জীবনিবহের ভিতর একমাত্র পরমাত্মা উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন করিবার সামর্থ্য পাইলেন।

মহাত্মা কুবের একদা লৌহপাত্রের উপর গোধূম পিষ্টক বা রুটি প্রস্তুত করিতেছিলেন, সেই সময় একটি কুক্কুর আসিয়া ঐ রুটিটিকে সহসা লইয়া পলায়ন করিল। ইহাতে তিনি ঘৃতপাত্র লইয়া তৎপশ্চাৎ এই বলিতে বলিতে ধাবিত হইলেন, "হে নারায়ণ, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি রুটিটি ঘৃতসিক্ত করি, নতুবা আপনার ভোজনে কষ্ট হইবে।"

দেহাত্মবুদ্ধি যতদিন থাকিবে, ততদিন মানব জাতিত্বাভিমান হইতে কখনই মুক্ত হইতে পারিবেন না। দেহেতেই নাম, বর্ণ, ও আশ্রম অধিষ্ঠিত। দেহই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মুসলমান্, খ্রীষ্টীয়ান্, ইংরাজ, ফরাশি, হিন্দু প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই দেহকে স্বস্বরূপ বলিয়া ধারণাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি জাতিবিভাগের প্রতি নিন্দাসূচক কটাক্ষপাত করে, সে যে কখনই নির্ম্মলবুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত নহে, তাহা নিঃসন্দেহ। বিবি লচিমার ও কুবের ভগবৎকৃপায় দেহাত্ম-জ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের জাতিত্ববন্ধন ছিল না। এবং শ্রীরামানুজও তাঁহাদিগকে পরমভক্ত জ্ঞানে পূজা করিতেন। অদ্যাবধি সম্রাড়্ দুহিতার পবিত্র বিগ্রহ দাক্ষিণাত্যের প্রতি বৈষ্ণবমন্দিরে পূজিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা প্রকাশ করিতেছে।

উনবিংশ অধ্যায়।

কুরেশপ্রসঙ্গ।

ভক্তাগ্রণী কুবের শ্রীক্ষেত্রের জন্য প্রস্থান করিলে পর, বাহ্যদৃষ্টি-বিনাকৃত, অন্তশ্চক্ষুষ্মান্, পরম দুর্লভ গুরুভক্তির পরম পবিত্র মোহন-মূর্ত্তিস্বরূপ, ভক্তাবতার, পণ্ডিতাগ্রণী কুরেশ স্ত্রী ও পুত্র সমভিব্যাহারে ভগবান্ সুন্দরভুজের পূজা-বাসনায় শ্রীরঙ্গম্ হইতে কৃষ্ণাচল নামক স্থানে আগমনপূর্ব্বক তথায় কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থিতি কালে তিনি শ্রীস্তব, সুন্দরভুজস্তব, অতিমানুষস্তব ও শ্রীবৈকুণ্ঠস্তব রচনা-পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। তথা হইতে নিজগুরু যতিরাজের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ-বাসনায় যাদবাদ্রিতে গমন করিলেন এবং যখন স্বীয় অভীষ্ট দেবের সম্মুখীন হইলেন, তখন তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি-ভরে পূজা করতঃ তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। শ্রীরামানুজ সস্নেহে তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া বিপুল প্রেম সহকারে দৃঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, "অদ্য আমি পরম ভক্তের সংস্পর্শে পবিত্র ও কৃতার্থ হইলাম। অহো! আজ আমার কি শুভদিন!" যতিরাজের আলিঙ্গন ও মধুর সম্ভাষণে কুরেশ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তিনি কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার জায়া ও সন্তান পরাশরও শ্রীরামানুজের নিরতিশয় অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইলেন। তাঁহারা পরম সুখে যতিরাজ-সন্নিধানে বাস করিতে লাগিলেন।

দুই এক দিবস পরে শ্রীরামানুজ কুরেশকে কহিলেন, "বৎস, তুমি

কাঞ্চিপুরে গমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীবরদরাজের নিকট চক্ষুর জন্য প্রার্থনা কর, তিনি নিশ্চয়ই তোমার অন্ধতা নাশ করিবেন। দুরাচার কৃমিকণ্ঠ পরলোকগত হইয়াছে। আর কোনও ভয়ের কারণ নাই। কালবিলম্ব করিও না।" গুরুর আদেশ শ্রবণ করতঃ কুরেশ "যথাজ্ঞা" বলিয়া কাঞ্চি-পুরে উপনীত হইলেন এবং শ্রীশ্রীবরদরাজ-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক কায়-মনোবাক্যে তাঁহার শরণাগত হইয়া তদীয় স্তব করিতে লাগিলেন। প্রণতার্ত্তিহর বরদরাজ কুরেশের ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বৎস কুরেশ, তোমার কি প্রার্থনা? বল, আমি এখনই তাহা পূর্ণ করিব।" মহামনা কুরেশ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্, চতুর্গ্রাম যেন আপ-নার প্রসাদে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।" শ্রীবরদরাজ কহিলেন, "তথাস্তু"। কুরেশ আবার স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীবরদরাজ কহিলেন, "কুরেশ, তুমি আর কি প্রার্থনা কর? বল, আমি তাহা পূর্ণ করিব।" ইহাতে কুরেশ কহিলেন, "যাঁহারা চতুর্গ্রামের নিদেশকর্ত্তা, তাঁহারা যেন পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন"। শ্রীবরদরাজ কহিলেন, "তথাস্তু।" এতচ্ছ্রবণে কুরেশের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া আপনার অন্ধতার বিষয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া মন্দির হইতে স্বস্থানে গমন করিলেন।

এই চতুর্গ্রামের নিদেশকর্ত্তাই সেই পাষাণহৃদয় দুরাচার, যে কুরেশের নয়নদ্বয় উৎপাটন করিয়াছিল। এরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুগণকে পরমসুখের ভাগী করিয়া যিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া আনন্দিত হইতে পারেন, তিনি কে? তাঁহাকে দেবতা বলিলেও সম্যক্ হয় না, কারণ, দেবগণও সর্ব্বদা দৈত্যগণের বিনাশ-সাধনে যত্নশীল। সুতরাং তাঁহাদের হৃদয় কি কখনও কুরেশের বিশাল হৃদয়ের সহিত সমতুল্য হইতে পারে? ইনি সাক্ষাৎ ভগবানের ভক্তমূর্ত্তি অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তাকার ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলে কুরেশের ন্যায় মহাপুরুষের স্বরূপকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ এ তিনের

পার্থক্য নাই। যে কেহ এই তিনকে পৃথক্ ভাবে দেখিয়া থাকেন, তাঁহার ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান এখনও সুদূরপরাহত।

যাদবাদ্রিস্থ শ্রীরামানুজ যখন লোকমুখে শুনিলেন যে, কুরেশ স্বকীয় শক্রকুলের পরম মঙ্গল বিধান করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য করিয়াছেন, কিন্তু নিজ নয়নলাভের জন্য কোনও যত্ন করেন নাই, তখন তিনি জনৈক শিষ্যদ্বারা তাঁহাকে এইরূপ আদেশ করিয়া পাঠাইলেন ;—"বৎস কুরেশ, তোমার অলৌকিক আনন্দলাভের বিষয় অবগত হইয়া আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। কিন্তু তাহাতে তুমি আপনিই আনন্দ লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ স্বার্থপরতার ভাব দেখাইয়াছ। অতএব এক্ষণে আমি তোমায় এই আদেশ করিতেছি যে, আমাকে পরম সুখী করিবার জন্য তুমি শ্রীশ্রীবরদরাজের শ্রীচরণে তোমার নয়নদ্বয় ভিক্ষা করিয়া লও। তুমি কি জান না যে, তুমি, তোমার শরীর ও মন, এ সমস্তই আমার, তোমার নহে?" কুরেশ সতীর্থের মুখে এই পরমানুগ্রহ সম্বাদ শ্রবণ-পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন যে, "অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম। যতিরাজ এই মহাবিষয়ীকে অঙ্গীকার-পূর্ব্বক তাঁহার অনন্ত হৃদয়ের অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি এই মুহূর্ত্তেই শ্রীশ্রীবরদরাজশ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে যতিরাজের জন্য নিজ নয়নদ্বয় ভিক্ষা করিয়া লইব।" ইহা বলিয়া তিনি দ্রুতপদ-সঞ্চারে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণকারী শ্রীশ্রীবরদরাজের আনন্দময়ী সর্ব্বজনমনোমোহিণী শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে উপনীত ও পরমভক্তি-সহকারে তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তচিত্তসন্তাপহারী শ্রীহরি কুরেশের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বৎস কুরেশ, তুমি পুনর্ব্বার কি প্রার্থনায় আসিয়াছ? তোমায় আমার অদেয় কিছুই নাই। বল, আমি এখনই তোমার সর্ব্বমনোরথ পূর্ণ করিব।" ইহাতে কুরেশ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া কহিলেন, "ভগবন্, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমার অভীষ্টদেবের দুইটি আদরের সামগ্রী স্বীয় কর্ম্মবিপাকে আমি

হারাইয়া ফেলিয়াছি। ভবদনুগ্রহে তাহা যেন অদ্য পুনর্লাভ করি।" শ্রীবরদরাজ কহিলেন, "বৎস, দিব্য নয়নদ্বয় তোমার পরম পবিত্র দেহের শোভা বৰ্দ্ধন-পূৰ্ব্বক এই মুহূর্ত্তেই তোমার অভীষ্টদেবের নিরতিশয় আনন্দের কারণ হউক। তোমার ন্যায় পবিত্র ভক্তগণের দর্শনার্থ ও সেবার্থই আমি এই মর্ত্যধামে অবস্থান করিতেছি। ভক্তগণ যেরূপ মদ্দর্শনসেবন প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আমিও তদ্রূপ ভক্তদর্শনসেবনকে আমার আনন্দলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া জানি। জ্যোতিহীন সূর্য্যের ন্যায় ভক্তহীন ভগবান্ অবোধ্য। সুন্দরী কিন্তু আকার নাই, এরূপ বলা যেমন বাতুলতা, ভগবান্ আছেন কিন্তু ভক্ত নাই, এরূপ বলাও তেমনি।" শ্রীহরির এই অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া কুরেশ আনন্দের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন এবং কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা-লাভ-পূৰ্ব্বক যখন দেহাত্মবুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন, তখন আপনার নয়নদ্বয়ের পুনঃপ্রাপ্তি উপলব্ধি করিয়া যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইলেন ও আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সম্মুখস্থ ভগবদ্বিগ্রহ অবলোকন-পূৰ্ব্বক যুক্তকরে কহিলেন, "ভগবন্, তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই গ্রহণ করিয়াছিলে, আবার অদ্য তুমিই প্রত্যর্পণ করিলে। হে ইচ্ছাময়, তোমার দুর্বোধ্য লীলার গাম্ভীর্য্য আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীব কিরূপে উপলব্ধি করিবে? 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ' তুমি আনন্দ-ঘন। তোমার সৃষ্টি আনন্দময়ী, তোমার পালন-ক্রিয়া আনন্দময়ী, তোমার প্রলয়প্রসবিনী নিদ্রাও আনন্দময়ী। আমার ন্যায় অজ্ঞানান্ধই সুখস্বরূপ যে তুমি এবং সুখস্বরূপ যে ত্বদীয়, এ উভয়কেই দুঃখস্বরূপ ভাবিয়া দুঃখে জীবন যাপন করে। অদ্য তোমার প্রসাদে আমার অজ্ঞান দূরীভূত হইল। অহো! আমার কি ভাগ্য! তোমার কি অনুগ্রহ!" এইরূপ বলিতে বলিতে হর্ষোন্মত্ত কুরেশ নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিপুল আনন্দাশ্রু চতুষ্পার্শ্বস্থ জনগণকে শান্তিজলের ন্যায় সিক্ত করিতে লাগিল। তাঁহার নয়নদ্বয়ের পুনঃপ্রাপ্তি দর্শনে সকলে পরম বিস্মিত হইলেন এবং সম্মুখস্থ

ভগবান্ ও ভক্ত এতদুভয়ের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হইল। তাঁহারা সকলে আপনাদিগকে পরমভাগ্যবান্ ও কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। বন্ধুগণ কর্ত্তৃক সুপূজিত হইয়া কুরেশ মন্দির হইতে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

অচিরকাল মধ্যেই এই বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইলে সকলে শ্রীরামানুজ ও তচ্ছিষ্যগণকে অমানুষশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাদিগকে ঈশ্বরাদিষ্ট ধর্ম্মসংস্কারকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, ভীষণ শত্রুর প্রতিও কুরেশের পরমানুগ্রহের বিষয় শ্রবণ করিয়া শ্রীরামানুজ সর্ব্বসমক্ষে ভুজদ্বয় তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "আমার পরমপদপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী, আর আমি তাহার জন্য চিন্তিত নহি। কারণ, কুরেশ যখন আপনার শত্রুগণকেও মুক্তিদানে সমর্থ হইয়াছে, তখন তাহার প্রভাবে আমি যে মুক্ত হইব, তাহা নিঃসন্দেহ।" স্বভক্তগণের গৌরব বৃদ্ধি করাই ঈশ্বরতুল্য মহাপুরুষগণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

ত্রিংশ অধ্যায়।

রামানুজ-শিষ্যগণের অলৌকিক গুণরাশি।

সশিষ্য যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন করিবার জন্য যাদবাদ্রি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবান্ সুন্দরবাহুর সেবার্থ পথিমধ্যে বৃষভাচলে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন। এই স্থান বর্ত্তমান মাদুরার সন্নিকটবর্ত্তী। পূর্ব্বে অণ্ডাল তাঁহার রচিত স্তবে ভগবান্ সুন্দরবাহুর নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"কুরুষে যদি মাং দেব পাণিগ্রহণমঙ্গলম্। ক্ষীরাদ্যনেকসংযুক্তগুড়ান্নস্য ঘটাঃ শতং। সমর্পয়ে হরে তুভ্যং নবনীতঘটাঃ শতম্॥" অর্থাৎ "হে হরে, যদি তুমি আমার পাণিগ্রহণরূপ মঙ্গলবিধান কর, তাহা হইলে আমি তোমায় শতকলসপরিপূর্ণ ক্ষীরাদি নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য সংযুক্ত গুড়ান্ন, এবং শতঘট পরিপূর্ণ নবনীত সমর্পণ করিব।"

ভগবান্ অণ্ডালের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই হরিপ্রেমময়ী দেবোপমা সতী শ্রীহরিকে স্বীয় পতিরূপে পাইয়া অনতিবিলম্বে তাঁহাতে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাক্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। শ্রীরামানুজ তজ্জন্য অণ্ডালের মানসিক সঙ্কল্প পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ সুন্দরবাহুকে শতঘট গুড়ান্ন ও শতঘট নবনীত সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সহোদরোচিত কর্ম্ম করিবার হেতু তিনি গোদাগ্রজ অর্থাৎ গোদা বা অণ্ডালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া বিখ্যাত।

ইহার পর তিনি অণ্ডালের জন্মভূমি দর্শনমানসে শ্রীবিল্লিপুত্তূরে গমন করিলেন। তিনি তত্রস্থ শেষশায়ী নারায়ণকে দর্শনপূর্ব্বক অণ্ডালের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও প্রেমভরে তাঁহার পূজা ও স্তব করিয়া

আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া কুরুকানগরে গমন করিলেন। তথা হইতে বহির্গত হইয়া আরও কতিপয় পবিত্রস্থান দর্শন করতঃ পরিশেষে সশিষ্যে শেষশায়ী নারায়ণ দর্শনপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গমস্থ স্বীয় মঠে উপনীত হইলেন। যতিরাজের শুভাগমনে তত্রস্থ যাবতীয় নরনারী যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন।

মহাত্মা কুরেশ গুরুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইবার জন্য ধাবিত হইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পুত্র পরাশর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। প্রত্যুত যিনি যেখানে যে অবস্থায় ছিলেন, তিনি তৎতৎ অবস্থায় তথা হইতে শ্রীরামানুজ-দর্শনার্থ গমন করিতে লাগিলেন। যতিরাজের মঠের দিকে জনস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিল। মঠ মহোৎসবময় হইল। কুরেশ যতিরাজের সহিত এবং যতিরাজ কুরেশের সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৎসরদ্বয় অতিবাহিত হইলে কুরেশের শরীর জরাগ্রস্ত হওয়ায় তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইতে হইল। সেই অবস্থায় কিঁয়ৎকাল অবস্থানপূর্ব্বক ভক্তবৃন্দপরিবৃত যতিরাজ সমক্ষে উচ্চ হরিসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ ও আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীগুরুর পাদুকাদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করতঃ ভক্তাগ্রণী কুরেশ মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। এই মহাভাগবতের বিয়োগে সকলেই ক্ষণকালের জন্য ব্যথিত হইলেন। যতিরাজের নয়নদ্বয় হইতে অবিরলধারায় অশ্রুবারি পতিত হইতে লাগিল। তিনি আত্মসংযম করিয়া সকলকে সান্ত্বনাবাক্য ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশদ্বারা শান্ত করিলেন এবং কহিলেন, "অদ্য হইতে হে ভক্তগণ, তোমরা এই কুরেশনন্দন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর সন্তান পরাশরকে আপনাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ কর। ইনিই ভবিষ্যৎ বিপুল বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে স্ববশে রাখিতে সমর্থ। ইহার পিতৃতুল্য ভক্তি ও স্বাভাবিক জ্ঞানগাম্ভীর্য্য অতুলনীয়।" ইহা বলিয়া যতিরাজ স্বয়ং পরাশরকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহার মস্তক পুষ্পমুকুটে ও

গলদেশ পুষ্পমাল্যে শোভিত করিয়া যাবতীয় ভক্তগণকে তৎপ্রতি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে নিদেশ করিলেন, এবং স্বয়ং আলিঙ্গনপূর্ব্বক বৈষ্ণবীশক্তিদ্বারা পরাশরকে পূর্ণ করতঃ তাঁহাকে কৃতকৃত্য ও ভাগ্যবান্-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিয়া দিলেন।

কুরেশের পবিত্র দেহ কাবেরীতীরে দগ্ধ করিয়া সেই দিবস সকলে সঙ্কীর্ত্তনমহোৎসবে যাপন করিলেন। যতিরাজের প্রভাবে কাহারও মনে দুঃখের লেশমাত্রও রহিল না। ইহার পর প্রায় একমাস ধরিয়া ক্রমাগত মহান্ উৎসব হইতে থাকিল। দিগ্‌দিগন্ত হইতে শতশত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, দীন, দরিদ্র, অন্ধ, পঙ্গু আসিয়া শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর প্রসাদ আকণ্ঠ গ্রহণ করতঃ আপনাদের পরম সুখী ও পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা কুরেশের বৈকুণ্ঠগমনের পর যতিরাজ শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করিয়া আর কুত্রাপি গমন করেন নাই। নানাস্থান হইতে তদ্দর্শন বাসনায় কত যে নরনারীর সমাগম হইত, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। তাঁহার বয়ঃক্রম তৎকালে ষষ্টি বৎসর ছিল। ইহার পর তিনি ষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া, সর্ব্বলোকের কল্যাণসাধন করতঃ, পরমসুখে শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর পাদমূলে অবস্থান করিয়াছিলেন। আন্ধ্রপূর্ণ নিত্যকাল তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি আর দ্বিতীয় ঈশ্বর জানিতেন না। শ্রীরামানুজই তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিল।

একদা শ্রীরঙ্গনাথস্বামী স্বীয় দলবল লইয়া স্বভক্তগণকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবার জন্য মন্দিরের বাহিরে আসিয়াছেন। ভগবদ্দর্শন-বাসনায় যিনি যেখানে ছিলেন, তিনি সেখান হইতে আসিয়া পথমধ্যস্থ, কুসুমদাম-সুশোভিত, ত্রিলোকনাথ, লক্ষ্মীসহায়, বহুবাহকগণকর্ত্তৃক নীয়মান ভগ-বানের পূজা করিতে লাগিলেন। সশিষ্য শ্রীরামানুজও স্বীয় মঠ হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক ভগবদ্দর্শন ও পূজন দ্বারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। তৎকালে আন্ধ্রপূর্ণ যতিরাজের জন্য দুগ্ধ পাক করিতে-

ছিলেন। তিনি তাহা চুল্লি হইতে নামাইয়া রাখিয়া অনায়াসে বাহিরে গিয়া শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর পূজা করিতে পারিতেন। কিন্তু একমুহূর্ত্তের জন্যও সেরূপ করিতে তাঁহার বাসনা হইল না। তিনি গুরুসেবাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করতঃ অন্য কোন কর্ম্ম করিতে চাহিতেন না। "দেবদর্শনার্থ আমরা সকলে বাহিরে গমন করিয়াছিলাম, তুমি একক মঠমধ্যে অবস্থান করিয়া কি করিতেছিলে?" যতিরাজ কর্ত্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইলে মহাত্মা আন্ধ্রপূর্ণ কহিলেন, "হে দীনশরণ, বহিঃস্থিত দেবতার উপাসনায় গৃহদেবতার সেবাবিষয়ে ক্রটি হইবে দেখিয়া আমি বাহিরে গমনপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর দর্শন লাভ করিতে পারি নাই। তৎকালে আমি পাককার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম।" এতচ্ছ্রবণে শ্রীরামানুজ অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত পরম বিস্মিত ও পরিতুষ্ট হইলেন।

যতিরাজের সকল শিষ্যই পরম গুণবান্ ছিলেন। অনন্তাচার্য্য নামে যে শিষ্যটি গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করতঃ সস্ত্রীক শ্রীশৈলে (তিরুপতি) গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তিনি ভগবৎকার্য্যকে জীবের একমাত্র অবলম্বন জানিয়া তাঁহারই উপাসনায় প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রীশৈলে বসতি-পূর্ব্বক তিনি দেখিলেন যে, তত্রত্য ভক্তগণ জলাভাবে কষ্ট পাইতেছেন। এই হেতু তিনি স্বহস্তে তথায় একটি সরোবর খনন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনতিবিলম্বে তিনি খনন-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার ভার্য্যা খনিত মৃত্তিকা মস্তকে লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া আসিতেন। বহুবৎসর ধরিয়া এই কার্য্যে তাঁহারা নিযুক্ত রহিলেন। একদা তাঁহার সহধর্ম্মিণী গর্ভভারাক্রান্তা হইয়া অতি মৃদুপদসঞ্চারে খনিতমৃত্তিকাভার বহন করতঃ দূরে ফেলিয়া আসিতেছিলেন। বাস্তবিকই তিনি প্রভূত ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলেন। কতিপয় বার বহনপূর্ব্বক বিশ্রামলাভার্থ বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্টা হইলে প্রগাঢ় নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে অভিভূতা করিল। কথিত আছে, সর্ব্বলোকসন্তাপহারী হরি

এতদ্দর্শনে তাঁহার আকার ধারণ করতঃ মস্তকে মৃৎপাত্র লইয়া খনিত-মৃত্তিকা বহন করিতে লাগিলেন। তিনি এত সত্বর উক্তকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, খননকার্য্যে ব্যাপৃত অনন্তাচার্য্য সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে অবলোকন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "গুরুভার গর্ভ লইয়া কর্ম্মারম্ভের সময়েই তুমি অতি মৃদুভাবে বহন করিতেছিলে, এখন ত আরও ক্লান্ত হইবার কথা, কিন্তু তাহা না হইয়া বরং বলিষ্ঠ যুবকের ন্যায় সত্বর কার্য্য করিতেছ; ইহার কারণ কি?" এরূপে পৃষ্ট হইলে তদীয় ভার্য্যারূপধারী ভগবান্ কোনও উত্তর না দিয়া স্মিতবিকসিতবদনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইহাতে অনন্তাচার্য্য আরও সন্দিগ্ধ হইয়া কার্য্য-পরিত্যাগপূর্ব্বক কুদ্দাল হস্তে সরোবরগর্ভ হইতে তীরে উঠিয়া দেখিলেন যে, অদূরে বৃক্ষমূলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া রহিয়াছেন। তখন রোষকষায়িতলোচনে প্রহারার্থ কুদ্দাল-উত্তোলনপূর্ব্বক সেই মৃদুহাস্যময়ী অপরার বদনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "তুমি মহা মায়াবী। সমস্ত জগৎকে মায়াদ্বারা অভিভূত করিয়াও তোমার তৃপ্তি নাই। তুমি অদ্য কিনা এই নিরপরাধ অকিঞ্চন ব্রাহ্মণদম্পতির কৈঙ্কর্য্যহানি করিবার জন্য ছলপূর্ব্বক স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়াছ। আমরা তোমার ভক্ত। তোমার মায়ার এমন কি শক্তি আছে যে, তাহা তৎকিঙ্করের কোনও অপকারসাধন করিতে পারে? তুমি স্বয়ং মঙ্গলময় হইলেও ভক্তের অমঙ্গলই তোমার অমঙ্গল। বল দেখি, নিজ কিঙ্করগণের জন্য তোমায় কিনা করিতে হইয়াছে? তপ্ততৈলে ভর্জ্জন, হস্তিপদতলে পতন, ক্ষত্রিয়ের দৌত্য ও সারথ্য, বন-নির্ব্বাসন, গোপীকর্ত্তৃক দামদ্বারা বন্ধন প্রভৃতি কত যে নীচজনোচিত দুঃসহ ক্লেশ তোমায় সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা কাহার অবিদিত? অতএব, হে নাথ, কৈঙ্কর্য্য হানি করতঃ আমাদের অমঙ্গল বিধান করিয়া কেন নিজে অমঙ্গলের ভাগী হইতেছ?" এইরূপ বলিতে বলিতে পরম ভাগবত অনন্তাচার্য্য ভগবদ্দর্শন-জনিত আনন্দবারি বিসর্জ্জন করিতে

লাগিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে কুদ্দাল ভূমিতে পতিত হইল। সেই হাস্যময়ী নারীপ্রতিমা ক্রমে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের পরমমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিল। তদ্দর্শনে আনন্দের পরাকাষ্ঠায় উপনীত, স্তুতিশীল অনন্তাচার্য্য সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ইতিমধ্যে ভগবদনুগ্রহে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সুপ্তোত্থিতা হইয়া নিজ পতিকর্ত্তৃক স্তূয়মান জগন্মোহন শ্রীমান্ যশোদানন্দনকে দর্শন করতঃ পতির ন্যায় আনন্দে আত্মহারা হইয়া তৎপার্শ্ব অধিকার করিলেন। ভগবান্ও ভক্তের প্রতি বিপুল অনুগ্রহপ্রকাশ করিযা মায়া-যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন।

অনন্তাচার্য্য খনিত সরোবর অদ্যাবধি শ্রীশৈলে "অনন্তসরোবর" নামে বিখ্যাত হইয়া উক্ত মহাত্মার যশোঘোষণা করিতেছে।

উদারপ্রকৃতি, নির্ম্মলহৃদয় ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি শ্রীরামানুজাচার্য্যের কিরূপ 'প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাহা নিম্নোক্ত ঘটনাটি দ্বারা বিশেষ বুঝা যাইবে।

একদা একটি সরলচিত্ত, ভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ যতিরাজ-সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, "মহাত্মন্, আমি আপনার কৈঙ্কর্য্য করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করি। আপনি সর্ব্বলোকপাবন পরমগুরু। আপনার সেবা দ্বারা আমি ত্রিবিধ দুঃখের হস্তে পড়িয়া আর কখনও অশেষবিধ যন্ত্রণাযুক্ত হইব না।" এতচ্ছ্রবণে শ্রীরামানুজ কহিলেন, "হে বিপ্র, আপনি সমুচিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কৈঙ্কর্য্য ভিন্ন জীবের পক্ষে মুক্তির আর দ্বিতীয় উপায় নাই। আপনি যদি কৈঙ্কর্য্যদ্বারা আমার প্রীতিসাধন করিতে চাহেন, তাহা হইলে মৎসন্নিধানে থাকিয়া আপনাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলি।" ইহাতে সেই কল্যাণগুণসম্পন্ন দ্বিজবর আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "প্রভো, এখনই তাহা বলুন। আমি তৎকরণে প্রস্তুত।" রামানুজ তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া কহিলেন, "বিপ্রবর্য্য, আমি অদ্য হইতে এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি যে,পরমপাবন বিপ্রপাদোদক পান

করিয়া দেহমনকে পবিত্র করতঃ প্রতিদিন পূজার্থ উপবিষ্ট হইব। অদ্য ভাগ্যক্রমে আপনার ন্যায় বিশুদ্ধস্বভাব ব্রাহ্মণ শ্রীহরির প্রসাদে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আপনি এখানে অবস্থানপূর্ব্বক প্রতিদিন আপনার পবিত্র পাদোদক দিয়া আমায় কৃতার্থ করুন। এরূপ করিলেই আমার প্রকৃত সেবা করা হইবে।" সারল্যময়, উদার ব্রাহ্মণ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি প্রতিদিন যতিরাজের জন্য মঠে অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। মধ্যাহ্নে পরমপবিত্র কাবেরীজলে স্নান সম্পাদন করিয়া শ্রীরামানুজ উক্ত বিপ্রের শ্রীপাদতীর্থ সেবন-পূর্ব্বক প্রতিদিন ইষ্টপূজার্থ উপবিষ্ট হইতেন। একদা কোনও শিষ্যকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তিনি কাবেরী-স্নানান্তে তদ্‌গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিয়াছিলেন। তথায় পূজাদি সমাপনপূর্ব্বক শ্রীমন্নারায়ণের প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কিয়ৎকাল বিশ্রাম করতঃ তিনি সমাগত বহুভক্তের সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতে কহিতে এক প্রহর রজনী অতিবাহিত করিলেন ও তৎপরে স্বমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া যতিরাজ দেখিলেন যে, সেই উদারচরিত্র ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্টস্থলে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এতদ্দৃষ্টে যতিরাজ বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাত্মন্, আপনি কি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন? আপনার আহারাদি হইয়াছে ত? ব্রাহ্মণ সস্মিতবদনে কহিলেন, "আপনার কৈঙ্কর্য্য না করিয়া, আমি কিরূপে প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারি?" যতিরাজ বিপ্রের ঈদৃশ বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন যে, "ধন্য আপনি। দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠায় আপনি উপনীত হইয়াছেন। কৈঙ্কর্য্যে আপনার ন্যায় মহা-পুরুষের অধিকার। ভক্তিবলে আপনি ভগবান্‌কে চিরদিনের জন্য নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।" এই বলিয়া তিনি বার বার তাঁহার পাদোদক সেবন করিলেন ও যাবতীয় শিষ্যগণকে করাইলেন। যতি-রাজের প্রভাবে ব্রাহ্মণবর্য্যও কৃতকৃত্য হইয়া গেলেন।

একত্রিংশ অধ্যায়।

প্রতিরূপ-প্রতিষ্ঠা ও তিরোভাব।

শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমনের জন্য যাদবাদ্রি হইতে প্রস্থান করিবার কালীন তত্রত্য ভক্তগণ শ্রীরামানুজের বিচ্ছেদভয়ে বিশেষ কাতর হইলে, যতিরাজ স্বীয় প্রস্তরময় প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে নিজ শক্তি-সঞ্চার করতঃ তত্রত্য ভক্তগণকে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমগণ, আমার এই প্রতিরূপকে তোমরা আমার স্বরূপ বলিয়াই জানিও। আমাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইলে এতদ্দর্শনে তোমাদের শান্তি হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।" এই বলিয়া তিনি ভক্ত-গণের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিলেন।

স্বীয় জন্মভূমি মহাভূতপুরীনিবাসী তাঁহার ভক্তগণ এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে তাঁহার এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বেদবিধানানু-সারে তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক এক বিপুল মন্দিরাভ্যন্তরে তাহা স্থাপিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, শ্রীরামানুজ তৎকালে শ্রীরঙ্গ-মস্থ নিজ মঠে উপবিষ্ট হইয়া শিষ্যগণের নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যায় নিযুক্ত ছিলেন। ব্যাখ্যা করিতে করিতে তিনি সহসা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন এবং তাঁহার সমগ্র দেহ জড়বৎ স্পন্দনশূন্য হইয়া গেল ও দুইটি নেত্র হইতে দুই বিন্দু শোণিত ক্ষরিত হইল। কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক চকিত, কারণজিজ্ঞাসু শিষ্যগণকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া তিনি কহিলেন, "অদ্য মহাভূতপুরীনিবাসী ভক্তগণ আমায় প্রেম-পাশে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা আমার প্রস্তরময় প্রতিরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক এক্ষণে নেত্রোন্মীলন ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।" এতচ্ছ্রবণে

তদীয় শিষ্যগণ সাক্ষাৎ শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে সম্মুখে দর্শনপূর্ব্বক আপনাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলেন।

শ্রীরঙ্গমবাসী ভক্তগণ যে পরম সৌভাগ্যশালী ছিলেন,তাহা নিঃসন্দেহ ; কারণ, যতিরাজ স্বীয় জীবনের শেষ ষষ্টি বৎসর শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর পাদমূল পরিত্যাগ করিয়া আর কুত্রাপি গমন করেন নাই। দিগ্‌বিদিক্ হইতে সহস্র সহস্র নরনারী তদীয় দর্শন ও ভক্তি রসময়, জ্ঞানগর্ভ, অমৃতোপম বচন শ্রবণমানসে সমাগত হইতেন। তদ্দর্শন সম্ভাষণ জন্য বিমলীকৃতচিত্তবৃত্তি, সমাগত ভক্তগণও আশাতীত আনন্দলাভপূর্ব্বক আপনাদের কৃতকৃত্য জ্ঞান করতঃ স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিতেন। অল্পকাল মধেই সমগ্র দাক্ষিণাত্য তদীয় সর্ব্বসন্তাপহারিণী উপদেশ-শক্তির প্রভাবে পরিচালিত হইয়া শ্রীমন্নারায়ণপাদমূলের সান্নিধ্যলাভপূর্ব্বক রামরাজ্যবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। এইরূপে "বহুলোকহিতায়, বহুলোকসুখায়" ষষ্টি বৎসর কাল মর্ত্ত্যধামে বাস, পৃথিবীকে বৈকুণ্ঠোচিত সুখসম্ভোগের অধিকারিণী, এবং স্বশিষ্য সিংহাসনাধিপতিগণকে সর্ব্ববিষয়ে নিজতুল্য গুণশালী করিয়া মহামনা, লক্ষ্মণাবতার, ভগবান্, উভয়বিভূতি পতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য পরমপদপ্রবেশ-বাসনায় চিত্তবৃত্তিসমূহকে অন্তর্মুখী করতঃ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে কোন কোন শিষ্যের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কিন্তু তাহাতে অনুমোদন করেন নাই। অতএব যখন সমগ্র শিষ্যমণ্ডলী আচার্য্যের তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থানের কারণ জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা সকলে পিতৃ-মাতৃহীন, অনাথ, অসহায় বালকগণের ন্যায় বিকলেন্দ্রিয় হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাতে ভক্তবৎসল যতিরাজের চিত্ত চঞ্চল হওয়ায়, তাঁহার সহসা ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল এবং তিনি সেবকগণের কাতরতা সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ, তোমরা অজ্ঞানীর ন্যায় এরূপ বিকলতা প্রাপ্ত হইলে কেন? আমি

নিত্যকাল তোমাদের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া থাকি। তোমাদের পরিত্যাগ করিয়া একমুহূর্ত্তও থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব কেন রমণীজনসুলভ মোহের বশবর্ত্তী হইয়া তোমরা প্রকৃত বালকের ন্যায় কার্য্য করিতেছ?" ইহাতে সমুদয় শিষ্যগণ একবাক্যে কহিয়া উঠিলেন, "হে দেববর, ইহা সত্য; কিন্তু ভবদীয় পরমপাবনী শ্রীনিকেতনভূতা, সর্ব্বসন্তাপহারিণী, পরমানন্দপ্রসবিনী, ভাগবতী তন্থর অদর্শন আমাদের পক্ষে অতীব দুঃসহ। অতএব সন্তানগণের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আরও কিছু দিবস ইহার রক্ষাবিধান করুন।"

ভক্তগণের নিত্যসুখসম্বিধান করাই যাঁহার জীবনের স্বাভাবিক ব্রত, সেই সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণকারী আচার্য্যবর্য্য শিষ্যগণের প্রার্থনানুসারে তাঁহাদের সহিত দিবসত্রয় মর্ত্ত্যধামে বাস করিতে সম্মত হইলেন। তিনি যাবতীয় ভক্তগণকে নিকটে আহ্বান করাইয়া সকলকে চতুঃসপ্ততিসংখ্যক উপদেশ-রত্নদানদ্বারা তাঁহাদিগকে ও সমগ্রজগৎকে চিরকালের জন্য ঋণী করিয়া রাখিলেন! লৌকিক রত্নরাজি অপেক্ষা সেগুলি যে কত বহুমূল্য, তাহা এতদুভয়ের শক্তি সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসে উপলব্ধি হইবে। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, বহুমূল্যমণি প্রভৃতি মানবকে ইহজীবনে মাত্র কিঞ্চিৎ ভোগসুখের অধিকারী করিতে পারে, এবং তাহাও কেবল তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব, যাঁহারা অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করেন না, ও যাঁহাদের সদ্বুদ্ধি পরিচালিত আত্মায় মালিন্যাংশ অতি অল্প; কিন্তু যে কোন পরমভাগ্যবান্ এই উপদেশরত্নসমূহের একটিকেও নিজস্ব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ইহজীবনে সুখশান্তিভোগের ত কথাই নাই, ভবিষ্যৎ জীবনেও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ভোক্তা হইয়া তিনি বাস্তবিকই আপনাকে কৃতকৃত্য করিবেন।

ভক্তগণকে প্রকৃতধনে ধনী করিয়া যতিরাজ শিষ্যগণকে কহিলেন, "এক্ষণে তোমাদের যাবতীয় অজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে। তোমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছ যে, ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ এক। সুতরাং

প্রকৃত ভক্ত কিরূপে ভগবান্ হইতে পৃথক্ থাকিতে পারেন? আমি তোমাদের ভিতর ও তোমরা আমার ভিতর নিরন্তর রহিয়াছ। সুতরাং এই নশ্বর দেহের অদর্শনে ব্যথিত হইও না।" ইহাতে দাশরথি, গোবিন্দ, আন্ধ্রপূর্ণ প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য কহিলেন, "যে শ্রীচরণদ্বয়ের স্পর্শে আমাদের ন্যায় অগণ্য অজ্ঞানান্ধ, মৃত্যুজননী অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছে, যে সুবিশাল, শ্রীনিকেতন, উন্নত হৃদয় জীবকারুণ্যে পরিপূর্ণ, শ্রীবিষ্ণু-চরণদ্বয়াঙ্কিত যে মুখপঙ্কজ হইতে পরমপাবনী বাঙ্‌ময়ী গঙ্গা প্রবাহিতা হইয়া সমগ্র ভারতখণ্ডকে বৈকুণ্ঠতুল্য করিয়াছে, হে জীবনিবহৈকশরণ, সেই সমুদয় পবিত্র অঙ্গের সমষ্টীভূত ভবদীয় সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন দেহ নশ্বরত্ব-বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবকুলের অবিনশ্বরতা সম্পাদন করতঃ কি নশ্বরপদবাচ্য হইতে পারে? আমাদের জীবদেহ নশ্বর। আপনার ভাগবতী তনু নিত্যা। অতএব যাহাতে আপনার শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে আমরা বঞ্চিত না হই, এরূপ বিধান করুন।" অশ্রুবারিপরিপ্লুত শিষ্যগণকর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া অস্তমিতপ্রায় ভক্তজনহৃদয়কমলোল্লাসকারী ভক্তিরূপ জ্ঞানরবি তাঁহাদের অন্তরস্থ শোকান্ধকার বিধ্বস্ত করতঃ কহিলেন, "কতিপয় সুনিপুণ শিল্পীকে অনতিবিলম্বে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে আমার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে আদেশ কর।" এইরূপে আদিষ্ট হইয়া শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ বিধান করিলেন। দিবসত্রয় পরে যতিরাজের প্রতিরূপগঠন সমাপ্ত হইল। তিনি তখন স্বীয় প্রতিকৃতিকে শুদ্ধ কাবেরী-জলে সুস্নাত এবং পীঠোপরি অধিষ্ঠিত করাইয়া "ব্রহ্মরন্ধ্রং সমাঘ্রায় স্বশক্তিং তত্র দত্তবান্" অর্থাৎ তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র আঘ্রাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে নিজশক্তি অর্পণ করিলেন এবং শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ, ইনি আমার দ্বিতীয় স্বরূপ। ইঁহাতে ও আমাতে কোনও ভেদ নাই। আমি জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখস্থ নূতন দেহ আশ্রয় করিলাম।" এইরূপ বলিয়া "গোবিন্দাঙ্কে বিধায়াথ শিরঃ শেতে মহামনাঃ। আন্ধ্রপূর্ণস্য চোৎসঙ্গে সম্প্রসার্য্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে।" সেই মহামনা রামানুজ গোবিন্দের

ক্রোড়ে স্বীয় মস্তক এবং আন্ধ্রপূর্ণের ক্রোড়ে স্বীয় চরণপঙ্কজদ্বয় সংস্থাপন পূর্ব্বক ১০৫৯ শকাব্দার (খ্রীঃ অঃ ১১৩৭) মাঘীয় শুক্লা দশমী, শনিবার মধ্যাহ্নকালে, সম্মুখে স্থাপিত নিজগুরু মহাপূর্ণের শ্রীপাদুকাদ্বয় দর্শন করিতে করিতে শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন। কথিত আছে যে, তৎকালে "ধর্ম্মো নষ্ট" অর্থাৎ "বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম অদ্য জীবচক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইলেন" এই অশরীরী বাণী সকলেরই শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" এতদ্বচনানুসারে উক্তবাক্যস্থ ট, ন, ম, এবং ধ, এই চারিটি প্রধান বর্ণের দ্বারা ১, ০, ৫ এবং ৯ এই কয়েকটি সংখ্যা লভ্য হয়। পণ্ডিতগণ এতদ্দ্বারা যতিরাজের অদর্শন শকাব্দ, ১০৫৯ প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে তাঁহার বাল্যসখা গোবিন্দও তদীয় অনুবর্ত্তী হওতঃ পরম পদে তৎসহ মিলিত হইলেন। অন্যান্য শিষ্যগণ শ্রীমান্ পরাশর ভট্টের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, যতিরাজের চৈতন্যময় বিগ্রহের ছায়ায় অবস্থান-পূর্ব্বক ধর্ম্মসংস্কার-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া রহিলেন। ভক্তিবলে সর্ব্বকাল নিজ গুরুকে স্বস্ব হৃদয়ে দর্শন করতঃ তাঁহাদিগকে তদীয় বিরহ-তাপে দগ্ধ হইতে হয় নাই।

সম্পূর্ণ।

উদ্বোধন।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-মঠ পরিচালিত মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা। উদ্বোধন-কার্য্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল গ্রন্থই পাওয়া যায়। উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। নিম্নে দ্রষ্টব্য—

উদ্বোধন-গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত।

পুস্তক।	সাধারণের পক্ষে।		উদ্বোধন গ্রাহকের পক্ষে।	
	Rs.	as.	Rs.	as.
Rajayoga (2nd Edition)	1			12
Jnana-yoga Do.	1	8	1	3
Bhakti-yoga Do.		10		6
Karma-yoga Do.		12		8
Chicago Addresses (4th Editon)		6		5
The Science and Philosophy of Religion.	1			12
A Study of Religion	1			12
Religion of Love		10		8
My Master (2nd Edition)		8		6
Pavhari Baba		3		6
Thoughts on Vedanta		10		8
Realisation and its methods		12		10
Christ, the Messenger		3		10
Paramhansa Ramkrishna (2nd Edition) by P. C. Majumdar		3		1

My Master পুস্তকখানি ৷৹ আনায় লইলে পরমহংস রামকৃষ্ণ নামক একনখানিক বিনামূল্যে দেওয়া যায়।

পুস্তক।		সাধারণের পক্ষে।	উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে।
বাঙ্গালা রাজযোগ	(৩য় সংস্করণ)	১৲	৸৹
জ্ঞানযোগ	(ঐ)	১৲	৸৹
ভক্তিযোগ	(৫ম সংস্করণ)	৷৷৵৹	৷৵৹
কর্ম্মযোগ	(২য় ঐ)	৸৹	৷৷৹
চিকাগো বক্তৃতা	(২য় ঐ)	৷৴৹	৷৹
ভাব্‌বার কথা	(২য় ঐ)	৷৵৹	৷৹
পত্রাবলী, ১ম ভাগ,	(২য় ঐ)	৷৷৹	৷৵৹
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	(৩য় সংস্করণ)	৷৷৹	৷৵৹
পরিব্রাজক	(২য় সংস্করণ)	৸৹	৷৷৹
বীরবাণী		৷৹	
ভারতে বিবেকানন্দ	(২য় সংস্করণ)	২৲	১৸৹
বর্ত্তমান ভারত	(৩য় সংস্করণ)	৷৹	৷৹
মদীয় আচার্য্যদেব		৷৵৹	৷৹
পওহারী বাবা		৶৹	৵৹
ধর্ম্ম-বিজ্ঞান		১৲	৸৹
ভক্তি-রহস্য		৷৷৵৹	৷৷৹

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ (পকেট এডিশন) স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত মূল্য ৷৹, গীতা শঙ্করভাষ্যানুবাদ, পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানূদিত উত্তরার্দ্ধ ১৷৹, পাণিনীয় মহাভাষ্য পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী অনূদিত মূল্য ৩৷৷৹ টাকা।

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত ভারতে শক্তি-পূজা ৷৷৹ আনা, উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ৷৵৹ আনা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ১৷৹, উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১৲ গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ ১৷৷৹ উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১৶৹ আনা। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ ২৲ টাকা।

এতদ্ব্যতীত মঠের যাবতীয় গ্রন্থ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের নানা রকমের ফটো এবং হাফ্‌টোন্ ছবি সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

ঠিকানা—উদ্বোধন-কার্য্যালয়।
১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।